ইসলামের দৃষ্টিতে

শির্ক

আমীন আহাসান ইসলাহী

রূপা প্রকাশনী

উপহার

www.pathagar.com

উপহার

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইসলামের দৃষ্টিতে শির্‌ক

মূল : মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী
অনুবাদ : মাওলানা কারামত আলী নিযামী

রূপা প্রকাশনী

www.pathagar.com

ইসলামের দৃষ্টিতে
শির্‌ক

মূল ঃ মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী
অনুবাদ ঃ মাওলানা কারামত আলী নিযামী

রূপা প্রকাশনী

www.pathagar.com

ইসলামের দৃষ্টিতে শিরক মূল মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহীর হাকীকাতে শিরক্ এর বাংলা অনুবাদ মাওলানা কারামত আলী নিযামী কর্তৃক অনূদিত এবং প্রকাশক মোঃ আশরাফ আলী রূপা প্রকাশনী ৯, হরিশচন্দ্র বসু ষ্ট্রীট, (প্যারীদাস রোড সংলগ্ন) বাংলাবাজার ঢাকা-

---

প্রকাশ কালঃ- রবিউল আউয়াল ১৪১১
আশ্বিন ১৩৯৭
অক্টোবর ১৯৯০

মূল্যঃ সাদাঃ ৫০ টাকা মাত্র
নিউজঃ ৪০ টাকা মাত্র

মুদ্রণেঃ- এশা মুদ্রণ, ১নং পি, কে রায় লেন, ইসলামপুর
শরফুদ্দীন ম্যানশন, ঢাকা-১১০০

Islam-er Dristi-ta Shirk by moulana Amin Ahsan Islahi transileted into Bangali by Moulana karamat Ali Nizami Publeshed by MD. Ashraf Ali **Rupa Prokashoni**, Dhaka.

Price White Tk. 50
Newes Tk. 40

www.pathagar.com

ইসলামের দৃষ্টিতে শিরক মূল মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহীর হাকীকাতে শিরক্ এর বাংলা অনুবাদ মাওলানা কারামত আলী নিযামী কর্তৃক অনুদিত এবং প্রকাশক মোঃ আশরাফ আলী রূপা প্রকাশনী ৯, হরিশচন্দ্র বসু ষ্ট্রীট, (প্যারীদাস রোড় সংলগ্ন) বাংলাবাজার ঢাকা-

---

প্রকাশ কালঃ- রবিউল আউয়াল ১৪১১
আশ্বিন ১৩৯৭
অক্টোবর ১৯৯০

মূল্যঃ সাদাঃ ৫০ টাকা মাত্র
নিউজঃ ৪০ টাকা মাত্র

মুদ্রণেঃ- এশা মুদ্রণ, ১নং পি, কে রায় লেন, ইসলামপুর
শরফুদ্দীন ম্যানশন, ঢাকা-১১০০

Islam-er Dristi-ta Shirk by moulana Amin Ahsan Islahi transileted into Bangali by Moulana karamat Ali Nizami Publeshed by MD. Ashraf Ali **Rupa Prokashoni**, Dhaka.

Price White Tk. 50
Newes Tk. 40

www.pathagar.com

অনুবাদকের কথা

বিগত এক দশক আগের আমার অনূদিত গ্রন্থটি প্রকাশ হতে দেখায় আল্লাহ পাকের অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি; আর দরূদ পাঠ করছি হুজুর পাক (সাঃ)-এর প্রতি অসংখ্য বার। এ গ্রন্থের মূল লেখক হচ্ছেন হযরত মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী। তিনি উপমহাদেশে একজন প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও লেখক; তাঁর ''তাদাববুরে কুরআন" তাফসীরখানা সর্বশেষ প্রসিদ্ধ তাফসীর। এ গ্রন্থটি পাকিস্তান আমলের প্রথম দিকে লিখা হলেও এর আবেদন সর্বযুগ ব্যাপী। শিরকের ওপর এ ধরণের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আলোচনার গ্রন্থ দ্বিতীয়টি আমর দৃষ্টি গোচর হয়নি। এ গ্রন্থটি প্রকাশের ফলে মুসলিম সমাজের জ্ঞান চক্ষু উন্মিলিত হয়ে তারা পাবে এক নির্ভেজাল পথের সন্ধান; সকলে যাঁচাই করে নিতে পারবে নিজের দ্বীন ও ঈমান। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে শিরক থেকে রক্ষা করে খাঁটি ঈমানের বাহক হওয়ার তাওফীক দানের প্রার্থনা জানিয়ে শেষ করছি এ প্রসঙ্গ। পাঠক ভাইদের কাছে রইল এ অধমের জন্য দোয়ার আবেদন।

নিবেদক
কারামত আলী নিযামী
১-১০-৯০
ঢাকা

www.pathagar.com

অনুবাদকের কথা

বিগত এক দশক আগের আমার অনূদিত গ্রন্থটি প্রকাশ হতে দেখায় আল্লাহ পাকের অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি; আর দরূদ পাঠ করছি হুজুর পাক (সাঃ)–এর প্রতি অসংখ্য বার। এ গ্রন্থের মূল লেখক হচ্ছেন হযরত মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী। তিনি উপমহাদেশে একজন প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও লেখক; তাঁর "তাদাববুরে কুরআন" তাফসীরখানা সর্বশেষ প্রসিদ্ধ তাফসীর। এ গ্রন্থটি পাকিস্তান আমলের প্রথম দিকে লিখা হলেও এর আবেদন সর্বযুগ ব্যাপী। শিরকের ওপর এ ধরণের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আলোচনার গ্রন্থ দ্বিতীয়টি আমর দৃষ্টি গোচর হয়নি! এ গ্রন্থটি প্রকাশের ফলে মুসলিম সমাজের জ্ঞান চক্ষু উন্মিলিত হয়ে তারা পাবে এক নির্ভেজাল পথের সন্ধান; সকলে যাঁচাই করে নিতে পারবে নিজের দ্বীন ও ঈমান। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে শিরক থেকে রক্ষা করে খাঁটি ঈমানের বাহক হওয়ার তাওফীক দানের প্রার্থনা জানিয়ে শেষ করছি এ প্রসঙ্গ। পাঠক ভাইদের কাছে রইল এ অধমের জন্য দোয়ার আবেদন।

নিবেদক
কারামত আলী নিযামী
১–১০–৯০
ঢাকা

www.pathagar.com

প্রকাশনাপ্রসঙ্গেঃ

আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌ ইসলামের দৃষ্টিতে শির্‌ক কিতাবখানি উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম হযরত মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহীর 'হাকীকাতে শির্‌ক' বইয়ের বাংলা অনুবাদ। অনুবাদ করেছেন বহু ইসলামী সাহিত্যের লেখক মাওলানা কারামত আলী নিযামী। আশা করি কিতাবখানা পাঠে পাঠক বর্গ শির্‌ক সম্বন্ধীয় সকল বিদাত ও কুফরী সম্বন্ধে অবগত হবেন ইনশাল্লাহ্‌।

প্রথম প্রকাশে সাধারণতঃ কিছু ভুল-ভ্রান্তি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। কোন স্বহৃদয় ব্যক্তি আমাদের ভাষাগত ও মুদ্রণজনিত ত্রুটি ধরিয়ে দিয়ে উপকৃত করলে দ্বীনি খেদমত হবে। সকলের কাছে শির্‌ক সম্বন্ধীয় ভ্রান্তি অপনোদনের প্রচেষ্টার জন্য সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি। আল্লাহ্‌ আমাদের প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন

বিনীত

প্রকাশক

www.pathagar.com

প্রকাশনাপ্রসঙ্গেঃ

আল্‌হামদুল্লিহ্‌ ইসলামের দৃষ্টিতে শির্‌ক কিতাবখানি উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম হযরত মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহীর 'হাকীকাতে শির্‌ক' বইয়ের বাংলা অনুবাদ। অনুবাদ করেছেন বহু ইসলামী সাহিত্যের লেখক মাওলানা কারামত আলী নিযামী। আশা করি কিতাবখানা পাঠে পাঠক বর্গ শির্‌ক সম্বন্ধীয় সকল বিদাত ও কুফরী সম্বন্ধে অবগত হবেন ইনশাল্লাহ্‌।

প্রথম প্রকাশে সাধারণতঃ কিছু ভুল-ভ্রান্তি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। কোন স্বহৃদয় ব্যক্তি আমাদের ভাষাগত ও মুদ্রণজনিত ত্রুটি ধরিয়ে দিয়ে উপকৃত করলে দ্বীনি খেদমত হবে। সকলের কাছে শির্‌ক সম্বন্ধীয় ভ্রান্তি অপনোদনের প্রচেষ্টার জন্য সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি। আল্লাহ্‌ আমাদের প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন

বিনীত

প্রকাশক

www.pathagar.com

উৎসর্গ

যার ওসিলায় পৃথিবীতে এসেছি এবং মুসলমান বানাতে আমৃত্যু সচেষ্ট ছিলেন—
সেই আব্বার স্মৃতির উদ্দেশ্যে

নাচিয আশরাফ

www.pathagar.com

উৎসর্গ

যার ওসিলায় পৃথিবীতে এসেছি এবং মুসলমান বানাতে আমৃত্যু সচেষ্ট ছিলেন—সেই আব্বার স্মৃতির উদ্দেশ্যে

নাচিয আশরাফ

www.pathagar.com

বিষয় সূচী

ভূমিকা—৯
শির্‌ক এর মূলতত্ত্ব ও প্রকরণ—১২
মুশরেকদের শির্‌কী—১৭
* ফেরেস্তা পূঁজা—২০ জ্বীন পুঁজা—২৯
* গ্রহ নক্ষত্রের পুঁজা—৩৫ পূর্ব পুরুষের পুঁজা—৪১
* জ্ঞান বুদ্ধির পুঁজা—৪৬
আহলে কিতাবদের শির্‌কী—৬৮
* আহবার পোরস্তী—৭২
* হযরত ইসা (আঃ)—কে মাবুদ মনোনিত করা—৭৬
* পবিত্রতা ও মাহাত্বের দাবী—৮৯
* জাবত ও তাগুতের প্রতি ঈমান—৯৫
* শির্‌কীর সাহায্য সহানুভূতি—৯৮
মুনাফিকদের শির্‌কী—১০১
* তাগুতকে শাসক মনোনীত করা—১০১
সার কথা—১১৭
বর্তমান জগতের পর্যালোচনা— ১২২
* দুরপ্রাচ্য—১২২ ভারত বর্ষ—১২৮
* পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকা—১৩২
* সোভিয়েট রাশিয়া—১৩৫
মুসলমানদের বর্তমান অবস্থার সমীক্ষা—১৩৬
বর্তমান কর্তব্য—১৪৭
শির্‌ক কি প্রকৃতির দাবী—১৬১
শির্‌কীর মূল কারণ—১৮২

www.pathagar.com

বিষয় সূচী

ভূমিকা—৯
শির্‌ক এর মূলতত্ত্ব ও প্রকরণ—১২
মুশরেকদের শির্‌কী—১৭
* ফেরেস্তা পূঁজা—২০ জ্বীন পুঁজা—২৯
* গ্রহ নক্ষত্রের পুঁজা—৩৫ পূর্ব পুরুষের পুঁজা—৪১
* জ্ঞান বুদ্ধির পুঁজা—৪৬
আহলে কিতাবদের শির্‌কী—৬৮
* আহবার পোরস্তী—৭২
* হযরত ইসা (আঃ)—কে মাবুদ মনোনিত করা—৭৬
* পবিত্রতা ও মাহাত্বের দাবী—৮৯
* জাবত ও তাগুতের প্রতি ঈমান—৯৫
* শির্‌কীর সাহায্য সহানুভূতি—৯৮
মুনাফিকদের শির্‌কী—১০১
* তাগুতকে শাসক মনোনীত করা—১০১
সার কথা—১১৭
বর্তমান জগতের পর্যালোচনা— ১২২
* দুরপ্রাচ্য—১২২ ভারত বর্ষ—১২৮
* পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকা—১৩২
* সোভিয়েট রাশিয়া—১৩৫
মুসলমানদের বর্তমান অবস্থার সমীক্ষা—১৩৬
বর্তমান কর্তব্য—১৪৭
শির্‌ক কি প্রকৃতির দাবী—১৬১
শির্‌কীর মূল কারণ—১৮২

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

শিরকীর পাপ অন্যান্য পাপের তুলনায় এমন এক কঠিন ও শক্ত পাপের কাজ, যার সাথে নগণ্যতম সম্পর্কও কোন মুসলমান নিজের বেলায় পসন্দ করে না। একজন খুব সাধারণ মুসলমান সর্ব প্রকার অপবাদ সহ্য করতে পারে, নিজের বেলায় সর্ব প্রকার পাপ ও গুনাহের কথাকে স্বীকার করে নিতে পারে। কিন্তু তার আকিদা বিশ্বাসের মধ্যে যদি সাধারণ একটু শিরকীর নাম গন্ধের কথাও ধরিয়ে দেয়া হয় তাহলে যখন তখনই সে ক্ষেপেউঠবে।

বর্তমান যুগে যারা আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান দর্শন ও চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত, এ বুদ্ধিজীবি শ্রেণীর মধ্যে তাওহীদ সম্পর্কে কোন গোড়ামী থাকুক বা না থাকুক, জাতি ধর্মের পার্থক্য ব্যতিরেকে শিরকের প্রতি অবশ্যই তারা ঘৃণা পোষণ করে। তাঁরা মনে করে নাস্তিকতা আস্তিকতা যা-ই হোক এ যুগের যুক্তিবাদী মানুষ শিরকের ন্যায় অন্ধ ধারণার মধ্যে নিপতিত হতে পারে না। আর আপনি তাদের প্রতি শিরকের অপবাদ চাপাবেন তা আদৌ তারা সহ্য করবে না।

কুরআন হাদীসের জ্ঞানে জ্ঞানী লোকেরা যখন শিরকের প্রতি মানুষের এহেন ঘৃণা ও বিদ্বেষ দেখতে পায় এবং সাথে সাথে মুসলমানের আমল আকিদা, জগতের অবস্থা আচার ব্যবহার ও রীতি নীতির প্রতি লক্ষ্য করে, তখন বিস্ময়ে হতবাক হয়। তারা নিজেদের জ্ঞান এবং মানুষের বাস্তব জীবনে প্রকাশ্যে বৈপরীত্য দেখতে পায়- দেখতে পায় তারা মানস চক্ষু দ্বারা সমাজের কোনায় কোনায় ও খাজে খাজে শিরকের প্রাদূর্ভাব। কিন্তু কতক লোককে একমত পায় যে, এ জগত শিরকের অপবিত্রতা হতে মুক্ত। যৎকিঞ্চিৎ থাকলেও প্রভাবহীন অবস্থায় বিরাজমান। এ জন্য মাথা ঘামাবার কোন প্রয়োজন করে না। যুগের উন্নতি ও জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসারতা দ্বারা স্বতঃস্ফূতভাবেই তা বিলীন হবে। এভাবে স্বীয় মতবাদের বিরোধীতায় অন্যান্য লোককে একমত পাওয়া একজন সরলমনা লোককে কিংকর্তব্য বিমূঢ় না করে পারে না। সে স্বীয় জ্ঞান ও বিবেককে ধিক্কার দিয়ে অভিযুক্ত করে যে সম্ভবত আমিই শিরকের মূল তাৎপর্য উপলব্ধি করতে ভুল করেছি। হয়তো আমি তাওহীদের সংজ্ঞা নিরূপণে মূল সত্য থেকে

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

শিরকীর পাপ অন্যান্য পাপের তুলনায় এমন এক কঠিন ও শক্ত পাপের কাজ, যার সাথে নগণ্যতম সম্পর্কও কোন মুসলমান নিজের বেলায় পসন্দ করে না। একজন খুব সাধারণ মুসলমান সর্ব প্রকার অপবাদ সহ্য করতে পারে, নিজের বেলায় সর্ব প্রকার পাপ ও গুনাহের কথাকে স্বীকার করে নিতে পারে। কিন্তু তার আকিদা বিশ্বাসের মধ্যে যদি সাধারণ একটু শিরকীর নাম গন্ধের কথাও ধরিয়ে দেয়া হয় তাহলে যখন তখনই সে ক্ষেপেউঠবে।

বর্তমান যুগে যারা আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান দর্শন ও চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত, এ বুদ্ধিজীবি শ্রেণীর মধ্যে তাওহীদ সম্পর্কে কোন গোড়ামী থাকুক বা না থাকুক, জাতি ধর্মের পার্থক্য ব্যতিরেকে শিরকের প্রতি অবশ্যই তারা ঘৃণা পোষণ করে। তাঁরা মনে করে নাস্তিকতা আস্তিকতা যা-ই হোক এ যুগের যুক্তিবাদী মানুষ শিরকের ন্যায় অন্ধ ধারণার মধ্যে নিপতিত হতে পারে না। আর আপনি তাদের প্রতি শিরকের অপবাদ চাপাবেন তা আদৌ তারা সহ্য করবে না।

কুরআন হাদীসের জ্ঞানে জ্ঞানী লোকেরা যখন শিরকের প্রতি মানুষের এহেন ঘৃণা ও বিদ্বেষ দেখতে পায় এবং সাথে সাথে মুসলমানের আমল আকিদা, জগতের অবস্থা আচার ব্যবহার ও রীতি নীতির প্রতি লক্ষ্য করে, তখন বিস্ময়ে হতবাক হয়। তারা নিজেদের জ্ঞান এবং মানুষের বাস্তব জীবনে প্রকাশ্যে বৈপরীত্য দেখতে পায়-দেখতে পায় তারা মানস চক্ষু দ্বারা সমাজের কোনায় কোনায় ও খাজে খাজে শিরকের প্রাদূর্ভাব। কিন্তু কতক লোককে একমত পায় যে, এ জগত শিরকের অপবিত্রতা হতে মুক্ত। যৎকিঞ্চিৎ থাকলেও প্রভাবহীন অবস্থায় বিরাজমান। এ জন্য মাথা ঘামাবার কোন প্রয়োজন করে না। যুগের উন্নতি ও জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসারতা দ্বারা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তা বিলীন হবে। এভাবে স্বীয় মতবাদের বিরোধীতায় অন্যান্য লোককে একমত পাওয়া একজন সরলমনা লোককে কিংকর্তব্য বিমূঢ় না করে পারে না। সে স্বীয় জ্ঞান ও বিবেককে ধিক্কার দিয়ে অভিযুক্ত করে যে সম্ভবত আমিই শিরকের মূল তাৎপর্য উপলব্ধি করতে ভুল করেছি। হয়তো আমি তাওহীদের সংজ্ঞা নিরূপণে মূল সত্য থেকে

www.pathagar.com

দূরে সরে পড়েছি। অবস্থাটা এমন যে, ঘর দূর্গন্ধে ভরপুর। কিন্তু সকল লোক একত্র হয়ে যখন বলে যে চর্তুদিকে সুগন্ধের ছড়াছড়ি চলছে, তখন এটাই বুঝতে হয় যে আমারই মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটেছে। আর এ অবস্থাটি কিছু সময়ের জন্য মানুষকে বিস্মিত ও হতবুদ্ধি না করে পারে না। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞাতার পর যখন সে নিজের মতামতকে সঠিক ও নির্ভূল পায়, তখন দুর্গন্ধের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা তার পক্ষে হয় অসম্ভব। এ সময় তার সম্মুখে দু'টি পথই উন্মুক্ত থাকে। সাধারণ লোকদের মতামতের বিরোধীতা করার ক্ষমতা তার না থাকলে বাধ্য হয়ে সে দুর্গন্ধকে সুগন্ধ বলতে থাকবে। আর বিরোধীতা করার সাহস ও ক্ষমতা থাকলে জন সাধরণের মতামতের কোনরূপ তোয়াক্কা না করে সে নিজ অনুভূতিরই স্বীকৃতি দেবে। মানুষ কি কারণে দুর্গন্ধকে সুগন্ধ বলে তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ তুলে ধরবে। অথবা সে মনে করবে, সুগন্ধ ও দুর্গন্ধের মধ্যে পার্থক্য করার সঠিক ক্ষমতাই তাদের নেই।

আমি বর্তমান যুগের মুসলমান এবং অন্যান্য তাওহীদবাদী দলগুলোর ব্যাপারে সর্বশেষ ও অভিমতই পোষণ করি। আমি মনে করি মুসলমানদের মধ্যে শির্কের প্রতি ঘৃণা বিদ্বেষ এবং তাওহীদের প্রতি যে অগাধ ভালবাসা ও সমর্থন বিদ্যমান, তার পেছনে সঠিক কোন জ্ঞানগত ধারণা ও বুঝ উপলব্ধি অনুপস্থিত। এটা এমন এক নিছক কল্পনা যা তাদের ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক কিংবদন্তীর উত্তরাধিকারের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। তারা মনে করে আমরা এ জগতে শির্কী নির্মূল করার এক ঐতিহ্যবাহী ইতিহাসের অধিকারী। সুতরাং সেই বাতিলের মধ্যে আমাদের নিজেদের নিপতিত হওয়া কিরূপে সম্ভব? মুসলমান ব্যতীত অন্যান্য যে সব তাওহীদপন্থী দল রয়েছে, শির্কের প্রতি তাদের ঘৃণা বিদ্বেষ তাওহীদের প্রতি ভালবাসা ও সহানুভূতি একটি জ্ঞানগত গৌরবের বিষয়। কোপর নিকস্ যেরূপ প্রাচীন মতবাদের বিরুদ্ধে দাবী করে ছিলো যে পৃথিবী সঞ্চালিত হবার মূলকেন্দ্র হচ্ছে সূর্য। আর গ্যালিলী দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করে এ দাবীর সত্যতা প্রমাণ করেছিলেন। তদ্রুপ আধুনিক যুগের নব নব আবিষ্কার উদ্ভাবন এ লোকদের মনের শির্কীর সমূদয় অন্ধ ধারণাকে বিলীন করে দিয়েছে। জ্ঞান গবেষণার চরম উন্নতির এ যুগে শির্কীর জঞ্জালে জড়িয়ে পড়ার কোনই সম্ভাবনা নেই। আসলে শির্কী বিষয়টি কি বস্তু? এর রূপরেখা ও প্রকরণ কি? আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান চরিত্র-নৈতিকতা ও রাজনৈতিক জীবনে এর কি কি প্রভাব রয়েছে ইত্যাদি বিষয়ের কোন একটি ব্যাপারেও তারা কোন জ্ঞান রাখেনা। তাদের নিকট এ ব্যাপারটির গুরুত্ব এর চেয়ে অধিক নয় যে শির্কী হচ্ছে জগতের এমন এক জ্ঞানগত ভ্রান্তি যার সংস্কার

www.pathagar.com

দূরে সরে পড়েছি। অবস্থাটা এমন যে, ঘর দূর্গন্ধে ভরপুর। কিন্তু সকল লোক একত্র হয়ে যখন বলে যে চর্তুদিকে সুগন্ধের ছড়াছড়ি চলছে, তখন এটাই বুঝতে হয় যে আমারই মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটেছে। আর এ অবস্থাটি কিছু সময়ের জন্য মানুষকে বিস্মিত ও হতবুদ্ধি না করে পারে না। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞাতার পর যখন সে নিজের মতামতকে সঠিক ও নির্ভূল পায়, তখন দুর্গন্ধের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা তার পক্ষে হয় অসম্ভব। এ সময় তার সম্মুখে দু'টি পথই উন্মুক্ত থাকে। সাধারণ লোকদের মতামতের বিরোধীতা করার ক্ষমতা তার না থাকলে বাধ্য হয়ে সে দুর্গন্ধকে সুগন্ধ বলতে থাকবে। আর বিরোধীতা করার সাহস ও ক্ষমতা থাকলে জন সাধরণের মতামতের কোনরূপ তোয়াক্কা না করে সে নিজ অনুভূতিরই স্বীকৃতি দেবে। মানুষ কি কারণে দুর্গন্ধকে সুগন্ধ বলে তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ তুলে ধরবে। অথবা সে মনে করবে, সুগন্ধ ও দুর্গন্ধের মধ্যে পার্থক্য করার সঠিক ক্ষমতাই তাদের নেই।

আমি বর্তমান যুগের মুসলমান এবং অন্যান্য তাওহীদবাদী দলগুলোর ব্যাপারে সর্বশেষ ও অভিমতই পোষণ করি। আমি মনে করি মুসলমানদের মধ্যে শির্কের প্রতি ঘৃণা বিদ্বেষ এবং তাওহীদের প্রতি যে অগাধ ভালবাসা ও সমর্থন বিদ্যমান, তার পেছনে সঠিক কোন জ্ঞানগত ধারণা ও বুঝ উপলব্ধি অনুপস্থিত। এটা এমন এক নিছক কল্পনা যা তাদের ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক কিংবদন্তীর উত্তরাধিকারের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। তারা মনে করে আমরা এ জগতে শির্কী নির্মূল করার এক ঐতিহ্যবাহী ইতিহাসের অধিকারী। সুতরাং সেই বাতিলের মধ্যে আমাদের নিজেদের নিপতিত হওয়া কিরূপে সম্ভব? মুসলমান ব্যতীত অন্যান্য যে সব তাওহীদপন্থী দল রয়েছে, শির্কের প্রতি তাদের ঘৃণা বিদ্বেষ তাওহীদের প্রতি ভালবাসা ও সহানুভূতি একটি জ্ঞানগত গৌরবের বিষয়। কোপর নিকস্ যেরূপ প্রাচীন মতবাদের বিরুদ্ধে দাবী করে ছিলো যে পৃথিবী সঞ্চালিত হবার মূলকেন্দ্র হচ্ছে সূর্য। আর গ্যালিলী দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করে এ দাবীর সত্যতা প্রমাণ করেছিলেন। তদ্রুপ আধুনিক যুগের নব নব আবিষ্কার উদ্ভাবন এ লোকদের মনের শির্কীর সমূদয় অন্ধ ধারণাকে বিলীন করে দিয়েছে। জ্ঞান গবেষণার চরম উন্নতির এ যুগে শির্কীর জঞ্জালে জড়িয়ে পড়ার কোনই সম্ভাবনা নেই। আসলে শির্কী বিষয়টি কি বস্তু? এর রূপরেখা ও প্রকরণ কি? আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান চরিত্র-নৈতিকতা ও রাজনৈতিক জীবনে এর কি কি প্রভাব রয়েছে ইত্যাদি বিষয়ের কোন একটি ব্যাপারেও তারা কোন জ্ঞান রাখেনা। তাদের নিকট এ ব্যাপারটির গুরুত্ব এর চেয়ে অধিক নয় যে শির্কী হচ্ছে জগতের এমন এক জ্ঞানগত ভ্রান্তি যার সংস্কার

হয়েছে জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নয়ন ও অগ্রগতি দ্বারা প্রতিমা পূজা ও প্রকৃতি পূজার একটি সংকীর্ণ ধারণা তাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে আছে। তারা বলে, প্রকৃতির অনেক গোপন তথ্য প্রকাশ হয়ে পড়েছে যার ফলে অতিসত্বর মানুষ আসমান যমীন স্থান ও কালের প্রভু বা নিয়ন্ত্রক হবার দাবী করতে পারবে। সুতরাং নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, জীব-জন্তু ও গ্রহ নক্ষত্রের বন্দেগী করার কি অর্থ থাকতে পারে ?

বর্তমান যুগের এ অবস্থার প্রেক্ষিতে হযরত উমর (রাঃ)-এর একটি দর্শন সুলভ বাণী স্মরণ হয়। এক সময় তার নিকট অন্য এক লোকের প্রশংসায় বলা হলো—"লোকটি এমনই পুণ্যবান যে সে পাপ সম্পর্কে কোন জ্ঞানই রাখে না।" জবাবে তিনি বললেন, এ অবস্থা হলে সে লোকের পাপের মধ্যে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা খুবই প্রকট। কারণ যে লোক পাপ ও পুণ্যময় কাজের পার্থক্য করতে পারেনা তার যে কোন সময় পাপের মধ্যে জড়িয়ে পড়া স্বাভাবিক কথা। আমাদের মতে বর্তমান যুগের অবস্থা হচ্ছে ঠিক অনুরূপ। অধিকাংশ মানুষ আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে এতখানী অজ্ঞান যে, পাপের সেরা পাপ শির্‌কী সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান তাদের নেই। ব্যাধি কাকে বলে তা যার জানা না থাকে, তার ব্যাধি সম্পর্কে কিছু অনুমান ও ধারণা না হওয়া অথবা তার রুগ্নতাকেই সুস্থতা মনে করা কি স্বাভাবিক ব্যাপার নয় ?

সুতরাং যুগের প্রয়োজনের তাগিদে সেই জাহেলিয়াতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ যা আল-কুরআনে "বিরাট যুলুম" নামে আখ্যায়িত। এ জাহেলিয়াতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের পরই তাওহীদের মূল সত্যটি সঠিকভাবে প্রতিভাত হয় এবং হক ও বাতিলের নির্দশন দুটি উজ্জল হয়ে জঞ্জাল ও অবিমিশ্রতা থেকে সন্দেহ মুক্ত হতে পারে। এভাবে যুক্তি ও জ্ঞানের পূর্ণতার পর যার ইচ্ছে নিজকে ধ্বংসের মুখে ফেলা অথবা ঈমানের সাথে জীবন যাপন করার ইচ্ছায় জ্ঞান ও যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে জীবন যাপন করার ব্যাপারে সকলেই মুক্ত ও স্বাধীন।

www.pathagar.com

শির্কের মূলতত্ত্ব ও প্রকরণ

কোন বস্তুর সঠিক ধারণা তার নির্ভুল সংজ্ঞা ব্যতীত লাভ করা যায় না। এ কারণেই সর্বাগ্রে প্রয়োজন হচ্ছে শির্কীর সংজ্ঞা নিরূপণ করা। অতঃপর এর শ্রেণী ও প্রকার নিয়ে বিশদ আলোচনা করা।

কুরআন মজীদ ও হাদীসে যে সব বস্তু ও রীতিকে শির্কী নিরূপণ করা হয়েছে তা সম্মুখে রেখে শির্কীর সংজ্ঞা দেওয়া হলে শির্কীর সংজ্ঞা হবে নিম্নরূপ।

আল্লাহর সত্ত্বা বা তাঁর গুণাবলীতে যে অর্থে তা আল্লাহর জন্য ব্যবহার হয় তাতে অথবা তাঁর অধিকারে কাউকে অংশীদার করাকে শির্ক বলা হয়।

শিরকীর এ সংজ্ঞা সঠিকভাবে উপলব্ধির জন্য বিশদ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন। আল্লাহর সত্ত্বায় অংশীদার করার অর্থ হচ্ছে আল্লাহকে কারুর থেকে অথবা কেউ আল্লাহর থেকে হওয়া নিরূপণ করা। অপর কোন সত্ত্বাকে তাঁর সত্ত্বার সাদৃশ্য মনে করা। কাউকে আল্লাহর পিতা বা পুত্র মনোনীত করা। যেমন খৃষ্টানদের বিশ্বাস হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহর মূল সত্ত্বা হতে হয়েছেন বা আল্লাহ তাকে জন্ম দিয়েছেন। অথবা হযরত মরিয়ম (আঃ) আল্লাহর স্ত্রী এবং হযরত ঈসা (আঃ)-এর মাতা। প্রাচীন যুগে আরবদের বিশ্বাস ছিলো ফেরেস্তাকুল আল্লাহর পুত্র। এ আকিদা বিশ্বাস আল্লাহর সেই আদিম, চিরন্তন, অবিনশ্বরতা এবং তাঁর সমূদয় পূর্ণাংগ গুণাবলীর সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

একেই শির্ক ফীয্যাত বা আল্লাহর সত্ত্বায় অংশীদার করা বলা হয়।

আল্লাহর গুণাবলীতে অংশীদার করার অর্থ হচ্ছে যেসব পূর্ণ গুণাবলী আল্লাহর জন্য বিশিষ্ট যেমন সৃষ্টিতত্ত্ব তদবীর কুদরত ক্ষমতা জ্ঞান ইলম হিকমত ইত্যাদি ব্যাপারে কাউকে অংশীদার নিরূপণ করা। কিন্তু এর সাথে এ শর্ত সংযোজিত রয়েছে যে এ গুণাবলী যে অর্থে আল্লাহর জন্য ব্যবহৃত হয় সেই অর্থে করতে হবে। কারণ এ সব গুণাবলী কোন কোন সময় আমরা

www.pathagar.com

আমাদের ন্যায় মানুষের বেলায়ও ব্যবহার করি। কিন্তু একথা পরিষ্কার যে আমরা যখন এগুলো আল্লাহর জন্য ব্যবহার করি তখন তা একান্তরূপে আল্লাহর জন্যেই বিশিষ্ট হয় এবং আল্লাহর সত্বার মাহাত্ম্যেরই উপযুক্ত হয়ে থাকে। আর যখন এগুলো মানুষের জন্য ব্যবহার করা হয় তখন আল্লাহর উপলব্ধি ও ধারণা হতে পৃথক করে বলা হয়। বিজ্ঞানী হওয়ার গুণ বৈশিষ্টটি আমরা আল্লাহ তায়ালা এবং মানুষ উভয়ের জন্যেই ব্যবহার করি। কিন্তু যখন আল্লাহর জন্যে করি তখন এর অর্থ ও ধারণা উপলব্ধি হয় অন্য রূপ। আর মানুষের জন্য যখন করা হয়, তখন এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ হয় ভিন্নরূপ। যে অর্থে ও ধারণায় এসব গুণাবলী আল্লাহর বেলায় প্রযোজ্য হয় সেই অর্থ ও ধারণায় এগুলো মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলে তখনই হয় শির্‌ক ফিস সিফাত বা আল্লাহর গুণাবলীতে অংশীদার করা।

আল্লাহর অধিকারে অংশীদার করার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর পূর্ণাংগ গুণাবলী দ্বারা যে কথা অপরিহার্য হয় অথবা আমাদের ওপর যে অধিকার এসে বর্তায় তাতে কাউকে অংশীদার করা। যেমন আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টিকর্তা সুতরাং এর দ্বারা সমগ্র জগতে তাঁর নির্দেশ হুকুম ও ব্যবস্থাপনা অপরিহার্য হয়। এখন মনে করুন যে আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা যে আল্লাহ তায়ালা তাতো আমরা মেনে থাকি। কিন্তু সাথে সাথে যদি একথাও মেনে নেই যে এর ব্যবস্থাপনায় আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারুর হাত রয়েছে, তখন এটা আল্লাহর অধিকারে শির্‌ক করা হয়। কারণ আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা হবার দরুন যে কথা অপরিহার্য হয়ে পড়ে তাতে আমরা আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অপরকে অংশীদার করছি। অথচ সৃষ্টিকর্তা যিনি হুকুম ও ব্যবস্থাপনার অধিকারও তার। পবিত্র কালামে মজীদে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন:

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ○

"জেনে রাখো। সৃষ্টি ও তার ব্যবস্থাপনা তাঁরই ইখতিয়ার ভুক্ত।"

সমগ্র সৃষ্টি জগতের ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রন ভার যখন আল্লাহর কাছে, তখন এর দ্বারা একমাত্র তাঁরই বন্দেগী করা, নিরঙ্কুশভাবে তাঁর আনুগত্য মেনে চলা এবং আসল ভালবাসার কেন্দ্রমূল তাঁকেই মনোনীত করা

www.pathagar.com

অপরিহার্য হয়। এখন মনে করুন আমরা যদি আল্লাহ্ তায়ালা ব্যতীত অপর কারুর বন্দেগী করি অথবা তাঁর আনুগত্যের বিপরীত অপর কারুর আনুগত্য মেনে চলি কিম্বা তাঁর ভালবাসার বিপরীত অপর কাউকে আসল ভালবাসার কেন্দ্রমূল সাব্যস্ত করি, তাহলে এ সব কিছু শির্‌ক ফিল হুকুক বা অধিকারে শির্‌ক করা বোঝাবে। সুতরাং এ ভিত্তিতেই আল-কুরআন মানুষের কাছে এ দাবী তুলেছে ঃ

فَاعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ○

“আল্লাহর বন্দেগী করো এবং নিরঙ্কুশ ভাবে নিষ্ঠার সাথে তাঁর আনুগত্য মেনে চলো।”

অপর একস্থানে বলা হয়েছে ঃ

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ○

“যারা ঈমানদার তারা আল্লাহর মহব্বতের ক্ষেত্রে অন্যান্য মহব্বতের তুলনায় বেশী কঠিন বেশী শক্ত।” অর্থাৎ অপরের সাথে তাদের মহব্বত ও ভালবাসা আল্লাহর মহব্বতের অধীন।

এ হচ্ছে শির্‌ক এর আসল শ্রেণী। এ ছাড়া এমন কতকগুলো বিষয় রয়েছে যেগুলো মূলতঃ শির্‌ক নয় এবং উল্লেখিত শ্রেণীসমূহের মধ্যেও পড়ে না। তথাপি সেগুলো শির্‌কীর পথ ও মাধ্যম বিশেষ। এ গুলোকে গ্রহণ করা হলে এর দ্বারা আসল শির্‌কের দরওয়াজা খুলে যাবার আশংকা রয়েছে। শরীয়তের অন্যতম মূলনীতি হচ্ছে মূল পাপের সাথে তার সেই উপায় উপকরণ ও মাধ্যম সমূহ চিরতরে বন্ধ করে দেয়া যা এ পাপকে ইন্ধন যোগানোর ভূমিকা পালন করে। এ কারণেই শরীয়াত সেগুলোকেও অবৈধ ঘোষণা দেয়। যেমন গায়রুল্লাহকে সিজদা করা বা গায়রুল্লাহর নামে বা সম্মানার্থে শপথ করা বা কসম করা। যেহেতু সিজদাকে সর্বকালে সর্বযুগে দীনতা হীনতার পরিচয় চিহ্ন বলে মনে করা হয়। মুশরিক জাতিরা তাদের মাবুদকে যেরূপ সিজদা করে তদ্রূপ তারা নিজদের মাবুদের

নামে শপথও করে। এ কারণেই সর্বশেষ পূর্ণাংগ জীবন বিধান ইসলাম সেই সব পন্থা চিরতরে নির্মূল করে দিয়েছে, যা শির্কীর উপকরণ ও মাধ্যমে পরিণত হয়। এ ধরনের শির্ককে শির্কে শেবহী (সাদৃশ্যতামূলক শির্ক) নামে অভিহিত করা হয়।

শির্ক এর এসব শ্রেণী ও প্রকরণ গুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে কুরআন মজীদে উল্লেখিত উদাহরণ গুলোর বর্ণনা যথাপোযুক্ত হবে বলে মনে করি। আলকুরআন তার নাযিলের যুগে যে সব দলগুলোকে সরাসরি সম্বোধন করেছে এবং তাদের ক্রিয়াকলাপ ও আকিদা বিশ্বাসে শির্ক এর চিহ্নগুলো তুলে ধরেছে তারা তিনটি গ্রুপে বিভক্ত। পহেলা গ্রুপ হচ্ছে আরববাসী অর্থাৎ বনু ঈসমাঈল। দ্বিতীয় গ্রুপ হচ্ছে আহলে কিতাব অর্থাৎ ইহুদী ও নাসারা সম্প্রদায়। আর তৃতীয় গ্রুপ হচ্ছে মুনাফেকদের গ্রুপ। আরবদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে আলকুরআন তাদের গুণাবলীর বিবরণ ও পরিচয় দান করতে গিয়ে—"মুশরেকীন" শব্দ ব্যবহার করেছে। আর অন্যান্য দল-গুলোকে যদিও মুশরেক বলেছে কিন্তু তাদের গুণাবলীর পরিচয় দিতে গিয়ে "মুশরেক" বা "মুশরেকীন" শব্দ ব্যবহার করেনি। এর কারণ হচ্ছে যে অন্যান্য দলগুলো মৌলিক আকিদা বিশ্বাসের দিক দিয়ে তাওহীদ কে সমর্থন করতো এবং তাওহীদ ছিলো মুসলমান এবং তাদের মধ্যে একটি সর্বজন স্বীকৃত ও চুড়ান্ত স্থিরকৃত বিষয়। ইহুদী নাসারাদের মধ্যে কেউই তাওহীদের বিরুদ্ধবাদী ছিলো না বা অস্বীকারও করতো না। আর মুনাফেকরা বহ্যিকরূপে আমল ও পরিচয়ের দিক দিয়ে মুসলমান ছিলো। তাদের মধ্যে শির্ক বলে যাকিছু ছিলো তা ছিলা তাদের অঙ্গীকার ও স্বীকৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত। পক্ষান্তরে মুশরিকরা শির্ককে একটি মূল আকিদা-বিশ্বাসরূপে গ্রহণ করে নিয়েছিলো। আল্লাহর এ সৃষ্টি জগতে তাদের কৃত অংশীদারগণ শুধু অংশীদারই ছিলো না বরং তারা তাদের আকিদা বিশ্বাসে অপরিহার্যরূপে বিজড়িত ছিলো। শির্ক বা অংশীদারত্বকে গ্রহণ না করা ব্যতিরেকে তাদের কাছে সৃষ্টিকুলের কোন সমস্যারই সমাধান হতে পারতো না। তাদের এহেন গুরুত্বের প্রেক্ষিতেই শির্ক ও তাও-হীদের আলোচনায় আলকুরআন তাদেরকে প্রাধান্য দিয়েছে। আর আমরাও এখানে তাদেরকে প্রাধান্য দিতে চাই। সুতরাং আলকুরআন তাদের মধ্যে শির্কের যে শ্রেণীটির কথা চিহ্নিত করে দিয়েছে আমরা এখন সংক্ষেপে তার বর্ণনা দিচ্ছি।

★

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মুশরিকদের শির্‌কী

প্রাচীন আরবদের মধ্যে কোন দল ও সম্প্রদায়ই আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকার করতো না। কোন কোন ঐতিহাসিক আল-কুরআনে উল্লেখিত মুশরিকদের কথা—

وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ ۝

(আমাদেরকে তো যুগের আবর্তন-বিবর্তনই ধংস করে) দ্বারা এ কথা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে তাদের মধ্যে কোন কোন দল আল্লাহকে অস্বীকার করতো। অথবা আধুনিক পরিভাষায় তারা প্রাকৃতিবাদী (Naturalist) ছিলো। কিন্তু এ মতবাদ নির্ভুল নয়। কুরআন নাযিলের যামানায় আরবদের মধ্যে প্রাকৃতিবাদী (দাহরীয়াহ) কোন দল ছিলো না। "আমাদেরকে যুগের আবর্তন-বিবর্তনই ধংস করে।" তাদের একথার অর্থ আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করা ছিলো না। কোন জাতির উত্থান-পতন উন্নতি-অবনতি তাদের আকিদা বিশ্বাস ও কর্ম চরিত্রের সুন্দর সুষ্ঠতা ও দুষ্টতার উপরই নির্ভরশীল। তাদের এ দাবী খণ্ডনেই আল-কুরআন একথা উল্লেখ করেছে।

এ কথাটির ব্যাখ্যা হলো কোন জাতির উত্থান পতন ও উন্নতি অবনতির জন্যে আল-কুরআন একটি নৈতিক ও চারিত্রিক ভিত্তি নির্ধারণ করে দিয়েছে। সে আদ, সামুদ, লূৎ (আঃ)-এর সম্প্রদায় মাদায়েনের অধিবাসী এবং ফের-আউনের কওম ধংস হবার কারণ তাদের কুফরী শির্‌কী যুলুম অত্যাচার নষ্টামী দুষ্টামী বিদ্রোহীতা এবং অন্যান্য বিশ্বাস ও কর্ম চরিত্রগত ভণ্ডামী ও দুষ্টামীকে উল্লেখ করেছে। আর আরবদের প্রতি সে এই বলে সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছে যে, তারা তাদের আকিদা বিশ্বাস ও নৈতিক কর্ম-চরিত্রের দোষত্রুটি সংশোধন না করলে তাদের শক্তি ক্ষমতা ঐক্য ও দাপট থাকা সত্বেও উল্লেখিত জাতিগুলোর ন্যায় তারাও ধংস ও বরবাদ হয়ে যাবে। কিন্তু একথা তাদের কর্ণকুহরে পৌঁছলো না, কুরআনের সাবধান বাণীকে বুঝবার চেষ্টা তারা করলো না। তারা জাতির উত্থান পতন ও উন্নতি অবনতির বেলায় কোন নৈতিক ও চারিত্রিক নীতির কার্যকারিতা মানলো না। একটি বৃক্ষ স্বাভাবিকভাবে মাটি হতে উত্থিত হয়ে ক্রমান্বয়ে বিকাশ লাভ করতে থাকে এবং ফুলে ফলে

www.pathagar.com

সুশোভিত হয়ে স্বীয় স্বাভাবিক শক্তি ক্ষয় করে একদিন দিবা চক্রবালের আবর্তনের মুখে নিপতিত হয়ে জীবন লীলার অবসান ঘটায়। তারা জাতিকে এমনি একটি বৃক্ষ সাদৃশ্য ভাবতে লাগলো। অথবা তারা জাতিকে এমন একটি মানুষের মতো মনে করতো যে জন্ম লাভ করে ক্রমান্বয় যৌবনে পদার্পণ করে। অতঃপর কোন রোগ-ব্যাধির কারণে বা দীর্ঘায়ুর দরুন মরে যায়। জীবন মরনের যে স্বাভাবিক নিয়ম নীতি সৃষ্টি জগতের সর্বত্র কার্যকরি রয়েছে, তারা সেই নীতিকেই জাতির জীবন মরন ও উত্থান পতনের ক্ষেত্রে কার্যকরি হয় বলে স্বীকার করে নিয়েছিলো। তারা নিজেদের সাহিত্য ও কাব্যে বিগত জাতিগুলোর ধংসের কারণ বর্ণনায় এ দৃষ্টিভংগীরই পরিচয় দিয়েছে। আল-কুরআন এমন একটি নুতুন দর্শন ও দৃষ্টিভংগী নিয়ে ইতিহাস পেশ করেছে যা তাদের পশুবাদী দর্শন ও দৃষ্টিভংগীর সম্পুর্ণ বিপরীতধর্মী। জগতে বেঁচে থাকার জন্য তাদের কাছে এমন একটি নবতর জীবন বিধানের দাবী পেশ করলো যা হচ্ছে নফসের দাবীর সম্পূর্ণ বিরোধী। এ কারণেই তারা একে গ্রহণ করতে আদৌ প্রস্তুত ছিলো না। বরং তারা জবাবে বলতো, জাতির জীবম মরণ এসব নীতিমালার সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। যুগের আবর্তন বিবর্তনই আমাদেরকে ধংস করে। জাতির নষ্টামী দুষ্টামী তাদের ধংসের ব্যাপারে কোন প্রভাব রাখে না। ইটালীর দিখ্যাত রাজনৈতিক দার্শনিকেরও এই একই অভিমত। তার মতবাদ হলো রাষ্ট্র হচ্ছে একটি নিছক রাজনৈতিক কাঠামো। রাষ্ট্র যেমন নয় কোন নৈতিক সংস্থা তেমনি নয় কোন আইনগত সংস্থা। রাষ্ট্রের পরিচালক ও কর্ণধারদের সমুদয় কার্যাবলী শুধু রাজনৈতিক উপকার ও কল্যাণধর্মী হওয়া বাঞ্ছনীয়। যে কাজ দ্বারা রাষ্ট্রের প্রভূত কল্যাণ হয় বা রাষ্ট্রের শক্তি ও ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য যে কাজ করা প্রয়োজন, তাই করা উচিত। এ ব্যাপারে কোন আইনগত ও চরিত্রগত নিয়ম নীতি বাঁধা হয়ে দাড়ান উচিত নয়। সুতরাং তার এ মতবাদ নূতন কোন কথা নয়। তিনি প্রাচীন আরবদেরই দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাখ্যা দিয়েছেন মাত্র।

মোটকথা প্রাচীন আরবরা আল্লায় অবিশ্বাসী ছিলো না। তারা আল্লাহর মৌলিক গুণাবলীকেও অস্বীকার করতো না। তারা আসমান যমীন চন্দ্র-সূর্য মেঘ বায়ু সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকেই মানতো। জীবন দানকারী

www.pathagar.com

জীবন হরণকারী রিযিকদানকারী তাকেই বলতো। নিজদের সমুদয় শক্তি ক্ষমতা ও যোগ্যতাকে তাঁরই প্রদত্ত বলে জানতো। এ সৃষ্টি জগতের নিয়ন্ত্রণ তাঁরই হাতের মুঠায় রয়েছে বলে বোঝতো। কিন্তু আবার একই সাথে তারা এমন সব কথাবার্তা ও কাজকর্ম করতো যার দ্বারা হয়তো আল্লাহর গুণাবলী ও তাঁর দাবীসমূহের অস্বীকৃতি অপরিহার্য হয়। আর তা নিছক কুফরী ছাড়া কিছুই নয়। অথবা তা-দ্বারা আল্লাহর গুণাবলী ও অধিকারে অপরের অংশীদারী এমনিভাবে অনিবার্য হয়ে পড়তো, যাকে শিরক না বলে উপায় নেই। আলকুরআন তাদের স্ববিরোধীতা আলোচনায় বিভিন্ন স্থানে সর্তকবাণী উচ্চারণ করেছে। আমরা এখানে মাত্র একটি আয়াতই উল্লেখ করছি। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন ঃ

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ
السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ
الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ - وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ - فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ
فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ - فَذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ
الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ -

—"জিজ্ঞেস করুন! আসমান ও যমীন হতে কে তোমাদেরকে রিযিক দেয় বা কর্ণ ও চক্ষুর উপর কে ক্ষমতাশীল? আর কে মৃত হতে জীবিতকে এবং জীবিত হতে মৃতকে বের করে এবং এ সৃষ্টিকুলের ব্যবস্থাপনা কার হাতে? জবাবে তারা অবশ্যই বলবে—আল্লাহ। সুতরাং আপনি বলুন, তাহলে তোমরা তাকে ভয় করছো না কেন? সেই আল্লাহই তো তোমাদের আসল পরওয়ারদিগার। আসল পরওয়ারদিগারের পর পথভ্রষ্টতা ছাড়া থাকেই বা কি? তোমরা কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে—?" (সূরা ইউনুস—৩১)

www.pathagar.com

এহেন পরস্পর স্ববিরোধী আকিদা, বিশ্বাস ও কার্যকলাপ আরবদেরকে আল্লাহর ইবাদতের পাশাপাশি বহু আল্লাহর পূজা অর্চনায় লিপ্ত করে-ছিলো। যার ফলে আল্লাহর মূল সত্ত্বা ও গুণাবলীতে এবং তার অধিকারে শিরকের বহু পথ ও রূপরেখা সৃষ্টি হয়ে ক্রমান্বয়ে সেগুলো তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে। আল-কুরআনের আলোকে তাদের শিরকের বিবরণ দেয়া হলে তা পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয়। ১। ফেরেস্তার পূজা ২। জ্বিনের পূজা; ৩। নক্ষত্রের পূজা; ৪। পূর্ব পুরুষদের পূজা ৫। নফসের পূজা। এখন আমরা সংক্ষিপ্তভাবে পৃথক পৃথকভাবে এগুলোর প্রত্যেকটির আলোচনা করছি।

১—ফেরেশতা পূজা

প্রাচীন আরবরা ফেরেশতাকুলকে আল্লাহ তায়ালার পুত্র এবং তাঁর সন্তান-সন্ততি বলে নিরূপণ করতো, যা হচ্ছে প্রকাশ্যরূপে আল্লাহর সত্ত্বায় অংশীদার করা। এর দ্বারা যেমন একদিকে আল্লাহর নিরঙ্কুশ শান ও মর্যাদায় অসামঞ্জস্যতা প্রকাশ পায় তেমনি তিনি যে কারুর মুখাপেক্ষী নয়—এ গুণবাচক বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করা হয়। আল-কুরআন তাদের এহেন আকিদা বিশ্বাসকে বাতিল ঘোষণা করতে গিয়ে বলছে ঃ

قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ هُوَ الْغَنِيُّ ـ لَهُ مَا
فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ـ اِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ
بِهٰذَا اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ —

—"তারা বলে, আল্লাহ তায়ালার সন্তান সন্ততি রয়েছে। অথচ তিনি এসব থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র, তিনি কারুর মুখাপেক্ষী নন। আসমান ও যমীনের অন্তর্ভুক্ত যা কিছু রয়েছে সব কিছুর সার্বভৌম মালীকানা তাঁরই। এ ব্যাপারে তোমাদের কাছে কোন যুক্তি ও দলীল প্রমাণ নেই। তোমরা

www.pathagar.com

কি আল্লাহর প্রতি এমন সব অপবাদ চাপাচ্ছো, যে ব্যাপারে তোমরা কোন জ্ঞান রাখো না।" (সূরা ইউনুস—২৮)

তারা এসব ফেরেশতাকুলকে আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য এমন উচ্চ মর্যাদার আসনে সমাসীন করতো যা হচ্ছে দাসত্ব ও বন্দেগীর আসনের অনেক উর্ধে এবং প্রভূত্বের নিকটতর। আর এরূপ করাটা হচ্ছে আল্লাহর গুণবাচক বৈশিষ্ট্যের সাথে শিরক করা। আল-কুরআন এহেন আকিদা ও বিশ্বাসকে বাতিল ঘোষণা দিয়ে ইরশাদ করছেন ঃ

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ
دَابَّةٍ وَّالْمَلٰئِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ يَخَافُوْنَ رَبَّهُمْ
مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ —

"আর আসমান ও যমীনের মধ্যে যত জীব-জন্তু রয়েছে সবই আল্লাহকে সিজদা করে। আর ফেরেশতাকুলও আল্লাহ তায়ালাকে সিজদা করে। তারা কখনো অহঙ্কার করে না। স্বীয় প্রভুকে ভয় করে এবং উর্দ্ধলোক থেকে যাকিছু নির্দেশ পায় তা কার্যকরি করে চলে।" (সূরা নাহল—৫০)

"তারা কখনো অহঙ্কার করে না"—এ কথার অর্থ হচ্ছে নিজেদেরকে কখনো দাসত্ব ও বন্দেগীর উর্দ্ধে ভাবে না। আর "স্বীয় প্রভুকে ভয় করে এবং উর্দ্ধলোক হতে"—এ কথা দ্বারা এ-ই বুঝান হচ্ছে যে, আল্লাহর নৈকট্য লাভ সত্ত্বেও তারা আল্লাহর জালালীয়াতের ধারে কাছে যেতে পারে না। সে পর্যন্ত পৌঁছা তাদের পক্ষে অসম্ভব। এ কারণেই উর্দ্ধলোক হতে যা কিছু নির্দেশ পায় তা-ই কার্যকরি করে চলে। আরবী ইউমারুনা (নির্দেশ পাওয়া) শব্দ দ্বারাই প্রতিভাত হয় যে, নির্দেশদাতার আসন তাদের ধরা ছোয়া ও পৌঁছার অনেক উর্দ্ধে। সুতরাং এ কারণে নৈকট্যলাভ সত্ত্বেও তারা কখনো গৌরব করে না। আর আল্লাহ থেকে যা ইচ্ছে তা বরিয়ে নিতে পারে, এ ধারণাও কখনো পোষণ করে না।

www.pathagar.com

তাঁরা সর্বদাই আল্লাহ তায়ালার বন্দেগীর আনুগত্যে কর্মতৎপর থাকে এবং তাঁর সান্নিধ্য ও নৈকট্য লাভের আশা পোষণ করে চলে।

মুশরিকগণ নিজেদের জন্য কোন মাধ্যম ব্যতিরেকে আল্লাহর নৈকট্য লাভ অসম্ভব ভাবে। এ কারণেই তারা আল্লাহর সান্নিধ্য ও নৈকট্য লাভের জন্য ফেরেশতাকুলকে মাধ্যম বা অছিলায় পরিণত করে তাদের বন্দেগী করে। এমনিভাবেই ইবাদতের মধ্যে শিরকের বিদয়াত সৃষ্টি হয়। আল-কুরআন স্বয়ং তাদের যবানীতেই তাদের ফেরেশতা পূজার যে বিশ্লেষণ পেশ করেছে তা শুনুন ঃ

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا
لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى -

"আর যারা আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য কাউকে সাহায্যকারী বানিয়ে নেয়, তারা বলে, আমরা এদের বন্দেগী ও পূজা অর্চনা এজন্য করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে। (সূরা ঝুমর—৩)

এ দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ ধন-ঐশ্বর্য আরাম-আয়েশ সব কিছুকে তারা ফেরেস্তাদের বন্দেগীরই বরকত মনে করে। তাদের ধারণায় সন্তান-সন্ততি লাভ ফেরেশতাদেরই আশির্বাদ ও বদন্যতার ফল। সুতরাং আল-কুরআন তাদের এহেন বদ ধারণা ও আকিদা বিশ্বাসের কথা বর্ণনা দিয়ে তা বাতিল বলে প্রত্যাখ্যান করেছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ—

فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا
فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا
وَهُمْ يُخْلَقُونَ -

"সুতরাং আল্লাহ তায়ালা যখন তাদেরকে পুণ্যবান সন্তান-সন্ততি দান করে তখন তাঁর প্রদত্ত জিনিসের মধ্যে অপর কাউকে অংশীদার বানিয়ে

www.pathagar.com

নেয়। অথচ তারা যে বস্তুকে অংশীদার বানায় আল্লাহ তায়ালা তার অনেক উর্ধে। তারা কি এমন সব বস্তুকে অংশীদার করছে যারা কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। বরং স্বয়ং তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়েছে।"

(সূরা আল আ'রাফ—১৯১)

এমনিভাবে তারা এ ধারণা বিশ্বাস পোষণ করতো যে ফেরেশতা কুলের অনুগ্রহ ও বদন্যতায় তারা রিযিক পায়। আলকুরআন তাদের এহেন বদ্‌ আকিদা বিশ্বাসকে বাতিল ঘোষণা দিয়ে ইরশাদ করেন ঃ—

إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ —

"আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে যাদের তোমরা ইবাদত করতেছ, তারা তোমাদের জন্য রিযিক সংগ্রহ করে দেয়ার বিন্দু পরিমান ক্ষমতা রাখেনা। সুতরাং তোমরা আল্লাহ তায়ালার কাছেই রিযিক অনুসন্ধান করো, তাঁর বন্দেগী করো এবং তাঁরই শোকরগুজারী করো। তাঁর কাছেই সকলের প্রত্যাবর্তন করতে হবে।" (সুরা আনকাবুত—১৭)

তৎকালীন যুগে আরবরা যদিও পরকালীন জীবন ও হিসাব নিকাশের বাস্তব অপরিহার্যতার কথা স্বীকার করতো, তথাপি তারা বলতো মৃত্যুর পর আমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত যদি করাই হয় এবং হিসাব নিকাশের পালা যদি এসেই পরে, তবে যে সব ফেরেশতার পূর্জা-পার্বন আমরা করি তারা আমাদের সহায়তা ও সুপারিশের জন্য এগিয়ে আসবে। আমাদের দেহে আঁচর লাগতেও দিবেনা। তাদের এ আকিদা বিশ্বাস দ্বারা একদিকে যেমন আল্লাহ তায়ালার ইলম, আদালত ও হিকমতের গুণাবলীকে অস্বীকার করা হয়, তেমনি আল্লাহর গুণাবলীতে গায়রুল্লাকেও অংশীদার করা হয়। অথচ এগুলো নিঃসন্দেহে শিরক ও কুফরীর শামিল। আল-

www.pathagar.com

কুরআন বিভিন্ন দিক দিয়ে এহেন বাতিল আকিদাকে খণ্ডন করেছে। আমরা এখানে আল কুরআনের কিছু কিছু ভাষ্য উল্লেখ করছি। এর দ্বারা যেমন তাদের আকিদা-বিশ্বাসের আসল দিকটি প্রতিভাত হবে, তেমনি যেদিক দিয়ে আল-কুরআন এটাকে খণ্ডন করছে সেদিকটিও আমরা উপলব্ধি করতে পারব। ইরশাদ হচ্ছে ঃ—

أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ
تَحْكُمُونَ — أَمْ لَكُمْ كِتَٰبٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ
لَمَا تَخَيَّرُونَ أَمْ لَكُمْ أَيْمَٰنٌ عَلَيْنَا بَٰلِغَةٌ إِلَىٰ يَوْمِ
الْقِيَٰمَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ — سَلْهُمْ أَيُّهُم بِذَٰلِكَ
زَعِيمٌ — أَمْ لَهُمْ شُرَكَآءُ فَلْيَأْتُوا۟ بِشُرَكَآئِهِمْ إِن
كَانُوا۟ صَٰدِقِينَ —

"আমি কি অনুগতদেরকে অপরাধীদের ন্যায় করবো। তোমাদের হলো কি ? তোমরা কি সিদ্ধান্ত নিচ্ছো ? তোমাদের নিকট কি কোন কিতাব আছে যা তোমরা পাঠ করছো এবং তোমরা যা চাচ্ছো তাতে তাই রয়েছে ? তোমরা কি আমার সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে যে, তোমরা যা চাবে কিয়ামত পর্যন্ত তা-ই পাবে ? জিজ্ঞেস করো এর দায়-দায়িত্ব কে গ্রহণ করে—তোমাদের অংশীদাররা কি ? যদি তাই হয় এবং তোমরা যদি নিজেদের দাবীতে সত্যবাদী হও তাহলে সেই অংশীদারদের নিয়ে এসো তো।" (সুরা আল্ কলম-৩৫-৪১)

আরবরা যে সব ফেরেশতাদের সহায়তা ও সুপারিশের প্রতি গভীরভাবে আস্থাশীল ছিলো, আল কুরআন সুরা নজমে সে সব ফেরেশতাদের নাম উল্লেখ করেছে এবং অন্যদিক দিয়ে আল্লাহর সাথে যাদেরকে অংশীদার করা

www.pathagar.com

হয়েছে তারা তাদের সহায়তাদানকারী ও সুপরিশকারী হবার আকিদাকে বাতিল ঘোষণা দিয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

أفرأيتم اللات والعزى ومنوة الثالثة الأخرى
ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن
هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل
الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى
الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى —

"তোমরা কি লাত, উজ্জাকে দেখেছো, এবং মনোয়াতকে, যা হচ্ছে অন্য এক তৃতীয় প্রতিমা। তোমাদের জন্য কি পুত্র-সন্তান এবং ওদের জন্য কি কন্যা সন্তান? এহেন বন্টন অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক বন্টন। এগুলো হচ্ছে শুধু নাম, যা তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা রেখেছো। ওদের পূজা করার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা কোন সনদ বা দলীল-প্রমাণ অবতীর্ণ করেন নি। তারা শুধু ধারণা-গুমান ও নফসের তাড়নার আনুগত্য করছে। অথচ তাদের কাছে এসেছে তাদের পরওয়ার দিগারের তরফ থেকে হেদায়েত।"

(সুরা আন্‌ নজম—১৯—২৩)

উল্লেখিত আয়াতে লাত মানাত ও উজ্জার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে ফেরেশতাদের প্রতিমা। নারীদের নামে এগুলোর নাম রাখা হয়েছে। মুশরিকগণ এদের শাফায়াতের ব্যাপারে খুবই আস্থাশীল। আরবীয়রা এসব প্রতিমাগুলোকে যখন প্রদক্ষিণ করতো তখন তারা মনের খুশীতে গেয়ে বেড়াতো—

تلك الغرانيق العلى ... وان شفاعتهن لترتجى

www.pathagar.com

"আমাদের এ সব প্রতিমা অতি মহান ও মর্যাদাবান। আমরা তাদের সহায়তা ও সুপারিশের আশা রাখি।"

নিম্নোক্ত এ আয়াতেও তাদের এহেন অলীক ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ وَكَم مِّن

مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن

بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ — إِنَّ الَّذِينَ

لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَىٰ

—"মানুষ যা কিছু কামনা করে তা-ই কি পায়? দুনিয়া-আখেরাতের সার্বভৌম মালিক মোখতার হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা। আর আসমানে বহু ফেরেশতা রয়েছে যাদের সুপারিশ নিরার্থক, কোনই ফলদায়ক হবে না— আল্লাহ তায়ালা যদি কারুর জন্য অনুমতি দেন ও পছন্দ করেন, তবে তা ফলপ্রসূ হতে পারে। যারা পরকালের প্রতি ঈমান রাখেনা তারাই নারীবাচক নামে ফেরেশতাদের নামকরণ করে।" (সূরা আন্ নজম—২৪—২৭)

এর পর ফেরেশতাদের সুপারিশ করার কথা বাতিল হওয়ার দলীল বর্ণনা করা হয়েছে যে, সুপারিশ কখনো ভালকে খারাপ এবং খারাপকে ভাল করতে পারে না। এটা আল্লাহ তায়ালার আদালত ও হিকমতের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। প্রত্যেক লোকই তার কাজের প্রতিদান পাবে। যারা ভালকাজ করবে, গুনাহ ও খারাপ কাজ হতে বেঁচে থাকবে, তারাই আল্লাহর রহমতের অধিকারী হবে। তবে যদি ভুলবশতঃ পদস্খলন হয় এবং নফসের প্রবল চাপের মুখে হেরে গিয়ে গুনাহ করে বসে, তাহলে তা স্বতন্ত্র কথা। আল্লাহর করুণা ও ক্ষমাশীলতা অতি প্রশস্ত অতি মহান। বড় বড় গুনাহর কাজ

www.pathagar.com

থেকে যারা বেঁচে থাকে তিনি তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভুল ভ্রান্তিকে মার্জনা করে দেন। ইরশাদ হচ্ছে ঃ—

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ

أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى-

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ

إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ —

"আসমান ও যমীনের মধ্যে যা কিছু রয়েছে তা আল্লাহর সার্বভৌম মালিকানাধীন। কারণ যারা খারাপ কাজ করবে তাদের কাজের প্রতিদান দেয়া হবে। আর যারা ভাল কাজ করবে তাদেরও কাজের শুভ প্রতিদান দেয়া হবে। যারা বড় বড় গুনাহর কাজ ও প্রকাশ্য খারাপ কাজ হতে বেঁচে থাকে, কিন্তু ঘটনা চক্রে হয়তো কখনো খারাপ কাজ করে বসে, তাদের ব্যাপারে জেনে রাখো যে, তোমার পরওয়ারদিগারের ক্ষমা অপরিসীম।"

(সুরা আন্ নজম—৩১—৩২)

যে সব ফেরে শতাবর্গের ক্ষেত্রে এহেন কামনা ও আশা-আকাঙ্খা পোষণ করা হয় তারা সেই শ্রেণীর ভালবাসার যোগ্য পাত্রে পরিণত হয়, যে রূপ ভক্তি ভালবাসা পাবার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ তায়ালা এবং যা হচ্ছে একমাত্র আল্লাহর জন্য প্রাপ্য ও আল্লাহর গুণাবলীর অন্যতম দাবী। তাই কুরআন মজীদে আল্লাহর অধিকারে অংশীদার করার কথা নিম্নরূপ ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَ

هُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى

www.pathagar.com

الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا

وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ —

"আর মানুষের মধ্যে যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে আল্লাহর (গুণাবলী বা সত্বার) সাথে অংশীদার করে; তাদেরকে তারা এমনিভাবে মহব্বত করে যেরূপ আল্লাহ তায়ালাকে মহব্বত করা উচিত। আর যারা ঈমানদার তারা সবচেয়ে একমাত্র আল্লাহ তায়ালাকেই বেশী মহব্বত করে। শাস্তি প্রদানের সমুদয় শক্তি ও ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার। আল্লাহর শাস্তি অবলোকন করে যালেমদের অবস্থা কি হয়, হায়! যদি তাদের অবস্থা দেখা যেত! আল্লাহ তায়ালা শাস্তিদানে খুব কঠোর।"

(সুরা বাকারা—১৬৫)

"অল্লাহকে যেরূপ ভালবাসা উচিত সেইরূপ তারা তাদেরকে ভালবাসে।" এ কথার অর্থ হচ্ছে এসব ফেরেশতাদের সাথে রয়েছে তাদের অগাধ ভালবাসা, এবং রয়েছে তাদের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি শ্রদ্ধা। এ ভালবাসা আল্লাহর ভালবাসার অনুবর্তী নয়। সুতরাং যে ভালবাসা আল্লাহর ভালবাসার অনুবর্তী নয় তা পুরোপুরিই শির্‌ক। আল্লাহ তায়ালার সাথে ঈমানদারদের ভালবাসা এমনিরূপ যে, অন্যান্য সমুদয় ভালবাসা তার অনুবর্তী হয়। আল্লাহর ভালবাসার ন্যায় বা তার উপর কখনোই অন্য ভালবাসা প্রাধান্য লাভ করেনা। যেখানেই অন্য কোন ভালবাসা আল্লাহর ভালবাসার সাথে সংঘর্ষ বাঁধিয়ে দেয়, মুমিনরা সেখানেই তা বর্জন করে আল্লাহর ভালবাসাকে প্রাধান্য দেয়। এহেন ভালবাসার দরূণ তারা আল্লাহকে এবং আল্লাহর শরিয়তকে প্রত্যাখ্যান করে চলেনা। এ কথাই আল্লাহ আয়ালা উল্লেখিত আয়াতে এমনিভাবে বর্ণনা করেছেন—"আর যারা ঈমানদার তারা সবচেয়ে একমাত্র আল্লাহ তায়ালাকেই বেশী মহব্বত করেন।"

এসব কামনা ও আশা-আকাঙ্খা ছাড়াও ফেরেশতাদের সম্পর্কে তারা এ আকিদা পোষণ করতো যে, সমস্ত দোয়া মোনাজাত, প্রার্থনা, ইবাদত

www.pathagar.com

বন্দেগী এবং তাদের ইবাদতকারীদের অবস্থা সম্পর্কে পুরোপুরি তারা ওয়াকিবহাল। এরূপ না হলে তাদের বন্দেগী ও পূজা-অর্চনা এবং তাদের ভালবাসা পুরোটাই অর্থহীন হয়ে পড়ে। সুতরাং এর দ্বারা আল্লাহর বিশিষ্ট ইলমের ছেফাতের সাথে অর্থাৎ আল্লাহর সর্বময় জ্ঞানের গুণাবলীর সাথে তাদেরকেও অংশীদার করা হয়। কুরআন মজীদ তাদের এহেন বদ আকীদাকে প্রতিহত করে বাতিল ঘোষণা দিয়ে ইরশাদ করছেন ঃ

ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا

مكانكم انتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم

ما كنتم ايانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا

وبينكم ان كنا عن عبادتكم لغافلين -

"আর যেদিন আমি তাদের সকলকে একত্র করবো এবং অংশীদারগণকে বলবো—তোমরা এবং যাদেরকে তোমরা অংশীদার করেছো তারা দাঁড়াও। অতঃপর তাদের মধ্যে আমি বিচ্ছেদ ঘটিয়ে পরস্পরকে দূরে রাখবো। আর তখন যাদেরকে অংশী করা হতো তারা বলবে—তোমরা কক্ষণোই আমাদের বন্দেগী ও পূজা অর্চনা করতে না। আল্লাহই আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষীর জন্য যথেষ্ট। তোমাদের বন্দেগীর ব্যাপারে আমাদের আদৌ কোন জ্ঞানই নেই।" (সূরা ইউনুস ২৮—২৯)

২—জ্বিন পূজা

আরবরা ফেরেশতাদের ন্যায় জ্বিনদেরকেও প্রভুত্বশীল ক্ষমতার অধিকারী সৃষ্টিকুল মনে করতো। আল কুরআন তাদের এহেন বাতিল মনোভাব ও ধারণার কথা এমনি ভাবে উল্লেখ করেছে ঃ

وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت

الجنة انهم لمحضرون - سبحن الله عما يصفون -

"তারা আল্লাহ ও জ্বিনদের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে রেখেছে। অথচ জ্বিনরা একথা ভালরূপেই অবহিত যে তাদেরকে বিনীতভাবে আল্লাহর দরবারে হাজির হতে হবে। তারা যা কিছু বলতেছে আল্লাহতায়ালা তাথেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র।" (সূরা ছফ্‌ফাত—১৫৮—১৫৯)

জ্বিনদের সর্ম্পকে এহেন প্রভুত্বের গুণাবলী ও ক্ষমতার ধারণা পোষণের ফলে অনিবার্য রূপে তাদেরকেও আল্লাহত্বের মধ্যে অংশীদার করে নেয়া হয়। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন ঃ

وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم -

"তারা আল্লাহর সাথে জ্বিনদেরকে অংশীদার করে, অথচ আল্লাহ তায়ালাই তাদেরকে পয়দা করেছেন।" (সূরা আনয়াম—১০০)

যে অর্থে আল্লাহ তায়ালাকে উপকারী ও ক্ষতিকারক ধারণা করা উচিত সেই অর্থেই তারা জ্বিনদেরকে উপকারী ও ক্ষতিকারক ভাবতো। অর্থাৎ তারা ভাবতো যে জ্বিনরা কারুর ক্ষতি করলে কেহই তাদেরকে বাঁধা দিতে পারে না। আর উপকার করতে ইচ্ছা করলেও কেহ তাদেরকে বিরত রাখতে পারে না। ফল এই দাড়ালো যে, কোন কোন সময় জ্বিনদের ক্রোধ প্রশমিত করার জন্য তাদের নামে মানুষ কুরবানী করতো। আর এটাই হচ্ছে আনুগত্য ও তাবেদারীর সর্বোচ্চ নজীর। অথচ এহেন আনুগত্য ও তাবেদারী পাবার অধিকার আল্লাহ ছাড়া কারুরই থাকতে পারে না। যদিও মুশরিকগণ যেরূপ তাদের অংশীদারদের জন্য প্রাণীকে নৈবদ্যরূপে বলি দেয় সেরূপ আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের কাছে আনুগত্য ও তাবেদারীর নজীর দাবী করে না। আল-কুরআন এ বিষয় এমনিভাবে উল্লেখ করেছেন ঃ

زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم

ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم

www.pathagar.com

"এভাবে তাদেরকে অংশীদাররা অনেক মুশরিকদের দৃষ্টিতে সন্তান হত্যাকে শোভন করে দিয়েছে, তাদের ধ্বংস সাধনের জন্য এবং তাদের ধর্ম সম্পর্কে তাদের বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য।", (সুরা আনআম—১৩৬)

বিপদে আপদেও তাদের দোহাই দেয়া হয় এবং তাদের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়। যেমন আল কুরআনের বর্ণনা ঃ—

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ

"কতক মানুষ কতক জ্বিনদের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে।" (সুরা জ্বিন-৬)

জ্বিনদেরকে প্রভূত্বের দলে মনে করার দরূণ তাদের সম্পর্কে এ-ও ভাবা হয় যে, তারা মালায়ে আলা অর্থাৎ আল্লাহর সন্নিকটে পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম। সেখান থেকে তারা সংবাদ সরবরাহ করে গণকদের নিকট এনে দেয়। সুতরাং গণকঠাকুরদের সমুদয় কর্মতৎপরতা তাদের মাধ্যমেই হয়। আল কুরআন এহেন ধারণাকে বাতিল ঘোষণা দিয়ে বলছে ঃ

إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا

مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى

وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ

إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ —

"আমি দুনিয়া সংলগ্ন আসমানকে তারকারাজী দ্বারা সুসজ্জিত করে রেখেছি এবং প্রত্যেকটি বিদ্রোহী শয়তান হতেও নিরাপদ করেছি। তারা মালায়ে আলার পানে কান লাগাতেও পারে না। সর্বদিক হতে তাদেরকে তাড়িয়ে দেয়া হয়, মারধর করা হয়। তাদের জন্য চিরন্তনী শাস্তি বিদ্যমান। হ্যা যদি তাদের কেহ কোন কথা আহরণ করে ফেলে তবে তার পেছনে একটি উজ্জ্বল প্রজ্বলিত অগ্নিসলাকা লেগে যায়।" (সুরা ছফফাত ৬—১০)

অদৃশ্য জগতের সংবাদ অবহিত হবার জন্য গণকঠাকুররা এসব দুষ্ট জ্বিনদের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করে এবং এই পথে আল্লাহর বহু সরল বান্দাকে ধোকা দিয়ে তাদের ঈমান-আমান নষ্ট করে ফেৎনার মধ্যে জড়িয়ে ফেলে। পরিশেষে জ্বিনদের পূজা পার্বন শুরু হয়ে যায়। তাই আল-কুরআন সাক্ষ্য দিচ্ছে ঃ

يَٰمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ قَدِ ٱسْتَكْثَرْتُم مِّنَ ٱلْإِنسِ —

"হে জ্বিন সম্প্রদায়! তোমরা মানুষের মধ্যে বহু লোককে অনুগামী করে নিয়েছ।" (সূরা আনয়াম—১২৮)

এসব গণকঠাকুররা দাসত্ব, আনুগত্য ও তাবেদারীর প্রমাণ স্বরূপ নৈবদ্যরূপে সমুদয় উপায় উপকরণ ওদের পদতলে ঢেলে দিতো, ওদের নামে শিন্নি করতো। গায়েবী সংবাদ আহরণের জন্য তাদের ধ্যান করতো। অতঃপর জাহেল লোকেরা গায়েবী সংবাদ জানার জন্য সাগ্রহে যখন তাদের কাছে আসতো তখন তারা নানারূপ মিথ্যা বানাওয়াটি ও অলীক কথা বলে তাদেরকে বোকা বানিয়ে ছাড়তো। আল কুরআন তাদের ধূর্তামি ও প্রাতারণার বর্ণনা এমনি ভাবে দিয়েছে ঃ

يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَٰذِبُونَ —

—"তারা কান লাগিয়ে শোনে অথচ তাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী।"
(সূরা শোয়ারা--২২৩)

যেহেতু কুরআন মজীদ হচ্ছে ছন্দময় গদ্যরূপী মিলনযুক্ত ছন্দের এক অপূর্ব কাব্যের অলংকার দিয়ে সাঝানো মধুময় ভাষা। গণকঠাকুরদের মুখের ভাষাও ছন্দময় ও মিলনযুক্ত হয়। এছাড়া যেহেতু কুরআন মজীদে ভবিষ্যৎ বাণী বর্তমান পাওয়া যায়। আর গণকঠাকুরদের কথাও ভবিষ্যৎ বাণী হয়ে থাকে। একারণেই এ বাহ্যিক সামঞ্জস্যতার দরূণ নবুয়াতের প্রথমিক যুগে কুরাইশরা নবী করীম (সঃ) এর নামে গণকঠাকুর বলে অপবাদ রটিয়ে ছিলো। তারা বলতো এ প্রত্যাদেশ ফেরেশতাদের আনিত প্রত্যাদেশ নয় বরং জ্বিনরা

www.pathagar.com

যেরূপ গণকঠাকুরদের কাছে গায়েবী সংবাদ নিয়ে আসে তেমনি মুহাম্মদের (সাঃ) কাছেও জ্বিনরা এসব ছন্দময় কাব্যিক অহী শুনিয়ে যায়। আল কুরআন তাদের একথাও খণ্ডন করে ঘোষাণা দিয়েছে ঃ

وما تنزلت به الشيطين - وما ينبغي لهم وما
يستطيعون - انهم عن السمع لمعزولون —

"অহী শয়তানের দ্বারা তবতীর্ণ হয়না এবং তারা এ কাজের যোগ্য নয়। এর ক্ষমতাও তারা রাখেনা। তাদেরকে গায়েবী সংবাদ শোনা হতে দুরে রাখা হয়েছে।" (সূরা শোয়ারা ২১০—২১২)

আল-কুরআন কুরাইশদেরকে যেরূপ জবাব দিয়েছে ঠিক অনুরূপ জবাবই এ ধরণের সন্দেহের জবাবে হযরত ঈসা (আঃ) তাঁর বিরুদ্ধবাদী-গণকে দিয়েছিলেন। বিরুদ্ধবাদীরা যখন হযরত ঈসা (আঃ)-এর জবানে বিস্ময়পূর্ণ কালাম শুনতে পেলো এবং তাঁর অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড ও বিভিন্ন কাজ-কর্ম পর্যবেক্ষণ করলো। আর এটাও পর্যবেক্ষণ করলো যে, ক্রমাগতভাবে তাঁর দলে লোকজন শামিল হচ্ছে। তখন তাঁর ক্রমবর্দ্ধমান প্রভাবকে নষ্ট করার মানসে এবং তাঁর প্রতি জন সাধারণের মনে কু-ধারণা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এ কথা প্রচার করা শুরু করে দিলো যে, সবচেয়ে বড় শয়তান "বায়ালযাবুলকে" সে কোন না কোন আমল দ্বারা বশীভূত করে ফেলেছে। তার সহায়তায়ই সে এসব অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড প্রদর্শন করে চলছে। আর স্বীয় প্রভাব প্রতিপত্তি ও সুনাম করার জন্যে সে প্রকাশ করছে যে, এ সব কিছু আল্লাহর মদদ ও সাহায্যেই করে যাচ্ছে।

মথী পুস্তকের এগারতম অধ্যায় ২৪—২৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে ঃ

"বিরুদ্ধবাদীরা শুনে বললো এটা প্রেতাত্মার সরদার' বায়ালযাবুলের সহায়তা ব্যতিরেকে প্রেতাত্মাগুলোকে বহিষ্কার করা যায় না। সে (হযরত ঈসা আঃ) তাদের মনোভাব অবগত হয়ে বললেন — "যে

৩—

www.pathagar.com

সম্রাজ্যের মধ্যে সে ঝাপিয়ে পড়ে সে সাম্রাজ্য চুর্ণবিচুর্ণ হয়ে যায়। আর যে শহর ও বাড়ী-ঘরের উপর লাফিয়ে পড়ে তাও বহাল থাকে না। আর যদি শয়তানই শয়তানকে বহিষ্কার করে তবে সে এখন নিজেই নিজের বিরুদ্ধবাদী হয়ে পড়ে। সুতরাং এখন তার রাজত্ব কিরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে?"

আলকুরআন ও وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ ভাষার দ্বারা এ সত্যের দিকে ইঙ্গিত দিয়েছে যে, এ প্রত্যাদেশের প্রতিটি অক্ষর শয়তান এবং তার উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। সুতরাং তা শয়তানের সহায়তায় কিরূপে হতে পারে? তার গোমরাহী কার্যকলাপ নষ্ট করার জন্যে এহেন বরকতময় হেদায়েতের কিতাব কি রূপে তার দ্বারা অবতীর্ণ করতে পারে? এমন করার অর্থ হচ্ছে, নিজ হাতে নিজের কার্য-কলাপ ধংস করে দেয়া এবং নিজের শত্রু নিজেই হওয়া।

আল-কুরআনের দ্বিতীয় ঘোষণা—"সে এমন করার কোন ক্ষমতা রাখে না, তাকে মালায়ে আলার (উর্দ্ধ মণ্ডলের) খবর শোনা হতে দুরে রাখা হয়েছে।" এ কথার দ্বারা সেই দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে যা উপরে ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি এবং যার স্বীকারোক্তি স্বয়ং জ্বিনরাই সূরায়ে জ্বিনের মধ্যে দিয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ

الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا –

"আর আমরা মালায়ে আলার কথাবার্তা শোনার জন্য আসমানের বিভিন্ন ঘাটিতে বসতাম। কিন্তু এখন কেউ সংবাদ শুনতে চাইলে সে তার উপর নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত জলন্ত উল্কাপিণ্ডের সম্মুখীন হয়।" (সূরা জ্বিন—৯)

মালায়ে আলার সাথে জ্বিনদের এহেন সম্পর্কের কথা আল-কুরআন বহু জায়গায়ই খণ্ডন করেছে এবং বার বার ঘোষণা প্রচার করছে যে—"কুরআন

www.pathagar.com

শয়তানী ক্রিয়াকাণ্ড হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। আর এ ধরণের স্থানে সাধারণতঃ তারকার স্থানচ্যুতি এবং সেগুলো নিক্ষেপ করনের সাক্ষী স্বরূপ শপথ করা হয়েছে। যার দ্বারা উজ্জ্বল তারকার স্থানচ্যুতি এবং শয়তানকে তাড়িয়ে দেয়ার কথা বোঝান হয়েছে। সূরা ওয়াকিয়াহ, সূরা হাক্কাহ; সূরা তাকবীর, ও সূরা নজমে এর বহু উদাহরণ বিদ্যমান। সূরা শোয়ারায় অন্য এক দিক দিয়ে একে বাতিল ঘোষাণা দিয়ে খণ্ডন করা হয়েছে। বলা হয়েছে নবী রাসূল-দের উপর শয়তান প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। মশা মাছি যেরূপ কেবল নাপাক ও দুর্গন্ধময় বস্তুর উপর বসে, তদ্রূপ জ্বিন ও শয়তান অপবিত্র ও কলুষ-ময় আত্মার উপরই আছর করে। তারা আল্লাহর রাসূল ও নবীদের কাছে আসার সাহস রাখে না। আর তাদের কথার মধ্যেও কোনরূপ বিকৃতি সাধন করতে পারে না। ইরশাদ হচ্ছে ঃ—

هل انبئكم على من تنزل الشيطين - تنزل على كل
افاك اثيم - يلقون السمع واكثرهم كاذبون

—"শয়তানরা কাদের উপর প্রভাবশীল হয় ও আছর করে সে কথাটি আমি কি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবো? তারা প্রত্যেক মিথ্যাবাদী ও গুনাহ গারদের নিকটই অবতীর্ণ হয়। (অর্থাৎ গণকঠাকুরদের ওপর) ওরা গায়েবী খবর শোনার জন্য কান পেতে থাকে, ওদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী।"

(সূরা শোয়ারা ২২১-২২৩)

৩ – গ্রহ নক্ষত্রের পূজা

এ জগতের প্রতিমা পূজারী প্রায় সবগুলো জাতির মধ্যেই চন্দ্র সূর্যকে পূজা করার প্রচলন বিদ্যমান। বরং আরবরাও এগুলোকে প্রভুত্বের কাঁতারে শামিল করে নিতো এবং সেগুলোর পূজা অর্চনা ও উপাসনা আরধনা করতো। আল-কুরআন তাদের এহেন মনোভাবের তীব্র সমালোচনা করে তা বাতিল ঘোষণা দিয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ—

ومن اٰيته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا

لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلّٰهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ
إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

"দিবা রাত্র ও চন্দ্র সূর্য হচ্ছে আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্যে অন্যতম নিদর্শন। তোমরা সূর্যকে সিজদা করোনা, সিজদা করোনা চন্দ্রকেও। বরং সেই মহান প্রভুকে সিজদা করো যিনি এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন—যদি তোমরা সত্যিকার অর্থে একমাত্র তাঁরই উপাসনাকারী হও।" (সূরা হামীম সিজদা ৩৭)

আরবদের গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব প্রতিপত্তি ও আছরে বিশ্বাসী ছিলো। তারা ধারণা করতো যে, এ জগতের সুখ স্বাচ্ছন্দের ক্ষেত্রে গ্রহ নক্ষত্রের বিরাট প্রভাব ও হস্তক্ষেপ রয়েছে। বর্ষা বাদল তাদের বদন্যতারই বাস্তব ফল। বর্ষা হলে পর তারা বলতো অমুক নক্ষত্র খুব বর্ষণ করেছে। নক্ষত্রের সাথে এ সম্পর্কটির সংযোজন তাদের কাছে রূপক কিছু ছিলোনা। বরং তাদের ঈমান ও বিশ্বাস এটাই ছিলো যে, উর্দ্ধ মণ্ডল হতে পানি বর্ষণ করা তাদেরই কাজ।

বিখ্যাত শোয়ারা নক্ষত্র ছিলো আরবদের অন্যতম প্রভু। গ্রীষ্মকালে এ নক্ষত্রটির উদয় হতো। তাই আরবীয় কবি বলেছেন ঃ

"অর্থাৎ প্রিয় ঠাণ্ডা মৌসুমে উষ্ণতা দান করে। এমনকি গ্রীষ্মকালে যখন শোয়ারা নক্ষত্রের উদয় হয় তখন সে ঠাণ্ডা হয়ে যায় এবং ছায়াদানকারী হয়।"

شمس في الشتاء راحة اذا ما
ذكت الشعرى فبرد و ظل

আরবে শীতের মৌসুমটি হতো দুর্ভীক্ষ অভাব অনটন ও দারিদ্রতার মৌসুম। উত্তরের হিমেল হাওয়া এ মৌসুমে গোটা দেশের সমস্ত কাজ কারবার ও কর্মতৎপরতাকে শিথিল ও স্তিমিত করে দিতো। এ কারণেই আরবরা শীত-কালকে অভিশপ্তকাল বলতো। যাতায়াত ও বাণিজ্যিক তৎপরতার অধিকাংশই হতো গ্রীষ্মের মৌসুমে। যেহেতু এ মৌসুমটি ছিলো শোয়ারা নক্ষত্রের উদয়কাল। এ কারণেই সমস্ত কল্যাণ খায়র বরকত ও সুখ স্বাচ্ছন্দ তারই অবদান মনে করে তার নামে তা জুড়ে দিতো। আল-কুরআনে সূরা নজমে এহেন ধারণাকে বাতিল ঘোষণা দিয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ

"আর তিনিই লোকদেরকে সম্পদশালী ও পুঁজির মালিক বানিয়ে দেন এবং তিনি শোয়ারা নক্ষত্রের প্রতিপালকও।" (সূরা নজম ৪৮—৪৯)

আরবদের ধর্মীয় ধ্যান ধারণা এসব বিভিন্ন উপাদানকে একত্রিত করে দেবতার এমন একটি মাহফিল (Conatellation of goods) সাজিয়ে নিয়েছিলো, যেখানে মহাদেবতাকে আল্লাহর সিংহাসন দিয়ে দেয়া হয়েছিল আল্লাহর পদমর্যাদা। আর অন্যান্য দেবতামণ্ডলীকে দেয়া হয়েছিলো সাম্রাজ্যের শাহান শাহের মন্ত্রী ও সভাসদ বা একান্ত নিকটস্থ উপদেষ্টার পদমর্যাদা। অতঃপর এ ধ্যান-ধারণাটির মধ্যে (তাশাবুহ) সামঞ্জস্যতা এসে এমন একটি রং ধারণ করলো যা অনবরত শিরকের অন্যতম উপায় উপকরণ ও কারণে পরিণত হয়েছিলো। অতঃপর এ ধারণার জন্ম হলো যে, দুনিয়ার রাজা বাদশাহগণ যেরূপ তার সম্রাজ্যের দুর-দুরান্ত অঞ্চলের শাসনভার তার আমীর ওমরাহ ও রাজন্যবর্গের প্রতি ন্যস্ত করেন, এমনিভাবে আল্লাহ তায়ালাও দুনিয়ার ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার যাবতীয় দায়-দায়িত্ব এ সব দেবতাবর্গের প্রতি ন্যস্ত করেছে। আল্লাহ শুধু নিজের জন্য উর্দ্ধমণ্ডল বা আসমানের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার দায়িত্ব রেখেছেন। উর্দ্ধমণ্ডলের ব্যাপারে তিনি হচ্ছেন সর্বময় শাসনকর্তার আসনের পদমর্যাদায় মর্যাদাবান। আর দুনিয়ার ব্যাপারে হচ্ছেন তিনি একজন অকর্মন্য নির্জনে বসবাসকারীর পদে সমাসীন। এ সবের সাধারণ ব্যবস্থপনা ও রাজনীতির সাথে তিনি স্বয়ং নিজে কোনরূপ সংশ্লিষ্ট (Intoach) থাকেন না। এ ধ্যান-ধারণাটি এমন একটি পবিত্রতম ধারণা যা কোন না কোন মুশরিক জাতির মধ্যে বর্তমান পাওয়া যায়। কিন্তু এ ধ্যান-ধারণা দ্বারা একদিকে যেমন আল্লাহর কুদরত ক্ষমতা ও ইলমকে অস্বীকার করা হয়, তেমনি অপরদিকে এর দ্বারা আল্লাহর আল্লাহত্ব এবং তাঁর সার্বভৌমত্বের বন্টন অপরিহার্য হয়। এ কারণেই কুরআন এ ধ্যান-ধারণাকে বাতিল ঘোষণা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছে।

এ বন্টন দ্বারাযে আল্লাহর কুদরত ও ইলমকে অস্বীকার করা হয় এবং

www.pathagar.com

তাঁর প্রতি যে অপারগতা দুর্বলতা ও অজ্ঞতার অপবাদ চাপান হয়, আল-কুর-আন তা খণ্ডন করতে গিয়ে ঘোষণা করেছে ঃ

الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم

له ما في السموت وما في الارض ... ... وسع كرسيه

السموات والارض ولا يؤده حفظهما

"আল্লাহই (একমাত্র মাবুদ) তিনি ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই। তিনি চিরজীবিত ও প্রতিষ্ঠিত। তাঁর কখনো তন্দ্রা ও নিদ্রা হয় না। আসমান ও যমীনে যাকিছু আছে, সবই তাঁর। আসমান ও যমীনের উপর তাঁরই শাসন ও কর্তৃত্ব। সব কিছুর তিনিই নিয়ন্ত্রক ও নিয়ামক। এগুলোর নিরাপত্তা বিধান ও হেফাজত করন তাঁর পক্ষে ভারী কিছু নয়।" (সূরা বাকারা – ২৫৫)

ان ربكم الله الذي خلق السموات والارض في ستة

ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر

"তোমাদের মালিক হলেন সেই আল্লাহ যিনি আসমান ও যমীন ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশের উপর প্রতিষ্ঠিত হন, তিনি সমস্ত কাজের ব্যবস্থা করেন।" (সূরা ইউনুস – ৩)

এ ধ্যান-ধারণা দ্বারা আল্লাহর সার্বভৌম শাসন ব্যবস্থায় যে বন্টন রূপ সৃষ্টি হয়, আল-কুরআন তা কঠোরভাবে খণ্ডন করেছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد فاياي

فارهبون

www.pathagar.com

"আল্লাহ তায়ালা বলেন—তোমরা দুই জন মাবুদ গ্রহণ করো না, তিনিই তো একমাত্র মাবুদ। সুতরাং একমাত্র আমাকেই ভয় করো।" (সুরা নহল-৫১)

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ

الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ

"আর তিনিই একমাত্র মাবুদ আসমানে এবং তিনিই যমীনে একমাত্র মাবুদ। আর তিনি প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞ।" (সূরা যুখরফ—৮৪)

এ ধ্যান-ধারণার খণ্ডন এ আয়াতেও বিদ্যমান ঃ

قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي

الْعَرْشِ سَبِيلًا

"(হে নবী আপানি) বলুন যে তোমরা যেমন বল তেমনি যদি তাঁর সাথে অন্য কোন মাবুদ থাকতো তাহলে তারা আরশের মালিকের সাথে ঝগড়া ও বিবাদ করতে চাইতো।" (সূরা বণী ইসারাঈল—৪২)

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا

"আসমান ও যমীনের মধ্যে আল্লাহ ছাড়া অপর কোন মাবুদের অস্তিত্ব থাকলে এ দুটোই ধ্বংস হয়ে যেতো।" (সুরা আম্বীয়া—২২)

সরাসরি দুনিয়ার নিয়ন্ত্রক ও কাজ কর্মের পরিচালক মেনে নেয়ার কারণে এ দেবতাদের উপাসনা পুজা অর্চনা ভক্তি অর্ঘ ও শ্রদ্ধা প্রর্দশনের এমন সব পন্থা বানিয়ে ছিলো যা আল্লাহ ছাড়া আর কারুর জন্যে হতে পারে না। একমাত্র আল্লাহর জন্যই তা নির্দ্দিষ্ট। আল্লাহর জন্য কাবা ঘর রয়েছে, তাদের জন্য সতন্ত্র মন্দির গীর্জ্জা ও উপসনালয় বানান হয়। আল্লাহর জন্য হজ্জ ও কুরবানীর নিয়ম-নীতি প্রচলিত রয়েছে। ওদের জন্যও মেলা ও

www.pathagar.com

বলিদানের রসম করে নেওয়া হয়। আল্লাহ তায়ালা নিজের জন্য কুরবানী ও নিয়াজের জন্য পশু নির্ধারণ করলেন। মুশরিকরা নিজেদের উপাস্যদের জন্য বহীরা, ছায়েবা, অসিলাহ ও হাম দেবতার নামে পশুর নামকরণ করে বলির জন্য নির্ধারণ করে। আল্লাহর জন্য ভূমির উৎপাদিত ফসল ও চতুষ্পদ পশুর একটি অংশ নির্ধারিত রয়েছে। ওদের দেবতারাও এ অংশের অধিকারী হলো। যেহেতু তাদের ধারণা মাফিক দুনিয়ার আসল পরিচালক ও নিয়ন্ত্রনের জন্য দায়িত্বশীল হলো এ সব দেবতারা। সেহেতু আল্লাহর তুলনায় তাদের অধিকার অনেকটা বেশী হয়ে পড়লো।

আল্লাহর অংশ ওদের কাছে চলে যেতো কিন্তু ওদের অংশ আল্লাহর নামে কখনো আসতে পারতো না। আল্লাহর জন্য শুধু পশু কুরবানী করার নীতি রয়েছে। কিন্তু এসব মাবুদদের জন্য কোন কোন অবস্থায় সন্তান-সন্ততিও কুরবানী করা হতো। আল্লাহ তায়ালা শুধু গোটা কয়েক জিনিস হারাম করেছেন। এসব দেবতার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করার দরূণ বহু জিনিসই তাদের জন্য হারাম হয়ে পড়লো। আল্লাহ অহী ও ইলহাম অবতীর্ণ করতেন, এসব দেবতামণ্ডলী ভবিষ্যৎবাণী বা ফালনামার ভাষায় স্বীয় অদৃশ্য সিদ্ধান্তবলী জারি করতে লাগলো।

বিশিষ্ট বিশিষ্ট লোকেরা এসব নৈবদ্য অর্ঘ ও শ্রদ্ধাঞ্জলী ফেরেস্তা জ্বিন ও গ্রহ নক্ষত্রের জন্য পেশ করতো বটে কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে এতখানি করার সৌভাগ্য হতো না। তারা মাটি, পাথর, কাঠের নির্মিত প্রতিমাগুলোকেই মূল কর্মকর্তা ভাবতো। একারণেই আল-কুরআন প্রতিমা পুজারীদের আকিদা বাতিল ঘোষণা দিতে গিয়ে সাধারণ অসাধারণের উভয়ের মানসিকতাকে সামনে রেখে বক্তব্য রেখেছে। যেমন বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ

فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

"আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত যাকে তোমরা ডাকছ তারা তোমাদের ন্যায়ই

www.pathagar.com

বান্দা। সুতরাং তাদেরকে ডাকতে থাকো। তোমরা নিজদের আকিদা ও চিন্তাধারায় সত্য হলে তোমাদের ডাকের অবশ্যই সাড়া দেয়া উচিত।"

(সূরা আ'রাফ— ১৯৪)

أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا
أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا

"তাদের কি পা আছে যার দ্বারা তারা চলে? তাদের কি হাত আছে যার দ্বারা তারা ধরে? তাদের কি চক্ষু আছে যার দ্বারা তারা দেখে? তাদের কি কান আছে যার দ্বারা তারা শোনে? (সূরা আ'রাফ—১৯৫)

৪—পূর্ব পুরুষের পূজা

দেবতাদের এই আসরে তারা নিজদের পূর্ব পুরুষদের মধ্যে সেই সব মহান ও বুযুর্গ ব্যক্তিদেরকেও স্থান দিয়েছিলো, যাদের গুণ-গরীমা ব্যক্তিত্ব কর্ম ইতিহাস ও ধর্মীয় পবিত্রতার কিংবদন্তি যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। তাদের মাযার, পরিত্যাক্ত স্থান ও বস্তুগুলো থেকে বরকত হাসিল এবং দোয়া কবুলের কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়ে শেষ পর্যন্ত ইবাদাতগাহে পরিণত হলো। আর ক্রমান্বয় তাদের সম্পর্কে এরা এমন আকিদা-বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণা পোষণ করতে লাগলো, যেরূপ আকিদা-বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণা ফেরেস্তাকুল ও জ্বিন জাতি সম্পর্কে পোষণ করতো। আল-কুরআন বুযুর্গ ব্যক্তিদের সম্পর্কে এহেন আকিদা বিশ্বাস ও ধ্যান ধারণাকে মূল্যোৎপাটিত করতে গিয়ে ঘোষণা করেছে ঃ

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ
يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ

"আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা যাদেরকে ডাকতেছে তারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না। বরং তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়েছে। তারা জীবিত নয় মৃত। (কবর হতে) কখন উঠতে হবে সে খবরই তারা রাখে না।"

(সূরা নাহল ২০—২১)

www.pathagar.com

পূর্ব পুরুষদের মহান বুযুর্গ ব্যক্তিদের সম্পর্কে এহেন আকিদা-বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণা পোষণ করার সবচেয়ে অভিশপ্ত রূপরেখা হচেছ—তারা পূর্ব পুরুষের রসম-রেওয়াজ, চাল-চলন ও রীতি-নীতিকে দ্বীন ও শরীয়তের মর্যাদায় সমাসীন করছে। অর্থাৎ ঐগুলোকেই দ্বীন শরীয়ত বলে ভাবছে। সুতরাং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দাওয়াতী আন্দোলনের বিরোধীদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী কার্যকারণ পূর্ব পুরুষ পূজার আন্দোলনটাই ছিলো প্রকট ও প্রবল। যখন তাদেরকে আল্লাহর পথে চলার জন্য দাওয়াত জানান হতো এবং আল্লাহর বিধান ও আইন-কানুনের কথা জানান হতো, তখন তারা বলতো—এক পাগল কবির কথায় আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদের রেসম-রেওয়াজ, চাল-চলন, রীতি-নীতি ও তরিকা কি ছেড়ে দিতে পারি? এটা কস্মিন কালেও হতে পারে না। যেমন আল-কুরআনের বর্ণনা ঃ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا
حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

"যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহ যা কিছু অবতীর্ণ করেছেন তার দিকে এসো (তা আকড়িয়ে ধর) এবং রাসূলের প্রদর্শিত পথে এসো। তখন তারা জবাব দেয়, আমরা আমাদের বাপ-দাদা ও পূর্ব পুরুষদেরকে যে চাল-চলন ও রীতি-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত পেয়েছি তা-ই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তাদের বাপ-দাদা ও পূর্ব পুরুষরা যদি কিছু না জানে এবং হেদায়েতের উপর না থাকে তাহলেও কি (তাদেরকে অনুসরণ করা হবে)?" (সুরা মায়েদা—১০৪)

এ আয়াতের শেষ অংশ দ্বারা বুঝা যায় যে, বাপ-দাদা ও পূর্ব পুরুষদের চাল-চলন ও রীতি-নীতি এদিক দিয়ে খুবই ভাল যে, স্বভাবের সাথে একটা মিল রয়েছে। কিন্তু কোন চাল-চলন ও রীতিনীতি ভাল হবার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট নয় যে, তা পূর্ব পুরুষদের থেকে বহুকাল ধরে চলে আসছে। এ

www.pathagar.com

ব্যাপারে সর্বাগ্রে প্রশ্ন হচেছ যে, সেগুলো যুক্তি বিবেকের পরিপন্থী কিনা? মানব স্বভাব প্রকৃতির পরিপন্থী কিনা? আখলাক চরিত্র বিরোধী কিনা? মোটকথা আল্লাহ ও রাসূলের প্রদর্শিত পথের বিরোধী কিনা? এ কষ্টি পাথরে যাঁচাই করার পর যদি এগুলো সঠিক ও কল্যাণময়ী প্রমাণিত হয় তাহলে নিঃসন্দেহে এগুলোকে অনুসরণ করা যেতে পারে। তখন পূর্ব পুরুষের রীতি-নীতি হওয়ায় এ গুলো সঠিক হওয়ার প্রমাণকে আরো উজ্জল করে। কিন্তু যদি কষ্টি-পাথরে সঠিক ও কল্যাণময়ী প্রমাণিত না হয়, তাহলে, সেটা হবে বাতিল ও পরিত্যাজ্য। কোন বাতিলের উত্তরাধিকারী হওয়া তা সঠিক হবার প্রমাণ নয়।

এ ব্যাপারে জগত সর্বদাই চরম পন্থা ও নরম পন্থার মধ্যে নিপতিত। প্রাচীন জাহেলিয়াতের দৃষ্টিভংগী হচেছ বাপ-দাদা ও পূর্ব পুরুষদের রীতি-নীতি ও তাদের তরিকা সর্বাবস্থায়ই সত্য ও সঠিক মানা। এটা সত্য ও সঠিক হবার প্রমাণ হচেছ বাপ-দাদা ও পূর্ব পুরুষদের থেকে বহুকাল ধরে চলে আসা। আধুনিক কালের জাহেলিয়াত এ ব্যপারে যে দৃষ্টিভংগী গ্রহণ করেছে তা বিখ্যাত কবি "টইনীসান" এর ভাষায় এরূপ বলা যেতে পারে—" খুব ভাল রীতি-নীতি ও চাল-চলন যদি সর্বদাই চলতে থাকে তাহলে তা জগতকে ধ্বংস করে দেয়।" উভয় দৃষ্টিভংগী ও মতাদর্শই চরম ও নরম আদর্শবাদের দোষে দুষ্ট। একটির ভিত্তি নির্ঘাত অন্ধ অনুকরণের উপর যা হচেছ যুক্তি ও জ্ঞানের পক্ষের আশ্রয় না নিয়ে কাজ করার পরিণাম। আর দ্বিতীয়টির ভিত্তি দুষ্টামী ও কুবুদ্ধির ওপর যা যুক্তি ও জ্ঞানের সীমা অতিক্রম করার পরিণাম। একটি শিরক ও প্রতিমা পুজার বিশেষ রূপ পূর্ব পুরুষ পুজার— (Ancestor worship) পানে পথ প্রদর্শন করে। আর অপরটি নাস্তিকতা ও আল্লাহ দ্রোহীতার পানে নিয়ে যায়, যা আত্মপুজারই প্রশস্ত দ্বার বিশেষ। উভয় পথ দ্বারাই মানুষ আল্লাহ পোরস্তীর মুলতত্ব হতে বঞ্চিত হয় এবং পরিণামের প্রতি লক্ষ্য রাখার দায়িত্ব হতে অবসর গ্রহণ করে। মানুষের জন্য তার জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধির মুখে তালা লাগিয়ে চতুষ্পদ জন্তুর দলে শামিল হওয়া অবৈধ না হলে, একটি পথের ভ্রান্তি ও অপর পথটির সঠিকতার মিমাংসা ব্যতিরেকে একটিকে পরিত্যাগ করে অপরটিকে আকড়িয়ে ধরাও অবৈধ হতো না।

www.pathagar.com

এ 'দু'টি পথে মানুষ শয়তানের পদাংক অনুসরণের অপরাধে অপরাধী। জ্ঞান, যুক্তি ও প্রকৃতির পথ হচ্ছে সেটিই, যার প্রমাণ দুনিয়ার সৎ মানুষ ও নবী রসূলদের আবির্ভাবের পূর্ব কালীন জীবনের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। তাদের নিয়ম ছিলো যখনই তাদের কাছে সত্যের উজ্জল আলোক আভা বয়সের পূর্বপ্রান্তে উকি মারতো, তখনই তারা সর্বপ্রথম উত্তরাধীকার সূত্রে পূর্ব পুরুষদের থেকে প্রাপ্ত মানসিকতাকে পরখ করে নিতেন। যুক্তি, জ্ঞান ও প্রকৃতির পরিপন্থী কিছু পেলে সংগে সংগে তা পরিত্যাগ করতেন। এ পথে সৃষ্টিকূলের পক্ষ হতে তাঁদের অগণিত বিপদের ঝুঁকি নিতে হয়েছে বটে, কিন্তু আদৌ তাঁরা তা আমল দেননি। এরাই হচ্ছেন মানুষকূলের শ্রেষ্ঠ ফুল। তাঁরা এহেন মহত্বের দরূণই সত্যকে গ্রহণ করতে সর্বদাই সর্বাগ্রে থাকতেন। সূর্য উদয় হলে পর সর্ব প্রথম যেমন তার প্রভা-আলো উচু বস্তুগুলোর উপর নিপতিত হয়, তদ্রূপ যখনই এ জগতে সত্যের দিবাকর উদয় হয়, তখন সর্বপ্রথম তাদের মন প্রাণ ও অন্তর আত্মাই এর প্রভা-আলো দ্বারা আলোকিত হয়ে ওঠে। এর একটি সুন্দরতম উদাহরণ আমরা হযরত ইউসুফ (আঃ) এর জীবনে খুঁজে পাই। তিনি বলেছিলেন, আল-কুরআনের ভাষায় ঃ

إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ

كَافِرُونَ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ

"আমি সেই জাতির নিয়ম, রীতি-নীতি, চাল-চলন আর্দশ ও ধর্ম-মতকে পরিত্যাগ করছি যে জাতি আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখেনা এবং পরকালকে অস্বীকার করে। আমি আমার বাপ-দাদা ইব্রাহীম (আঃ), ইসহাক (আঃ) ও ইয়াকুব (আঃ) এর আর্দশ ও মতবাদ অনুসরণ করে যাচ্ছি।" (ইউসুফ—৩৮)

হযরত ইউসুফ (আঃ) সম্পর্কে জানা যায় যে, প্রকাশ্যে তিনি কোন ধর্মকে যেমন গ্রহণ করেননি, তেমনি কোন ধর্মকে পরিত্যাগও করেননি। যে ধর্মমতের উপর তিনি পয়দা হয়েছেন জন্মের প্রথম দিন হতে জীবন

www.pathagar.com

এ 'দু'টি পথে মানুষ শয়তানের পদাংক অনুসরণের অপরাধে অপরাধী। জ্ঞান, যুক্তি ও প্রকৃতির পথ হচ্ছে সেটিই, যার প্রমাণ দুনিয়ার সৎ মানুষ ও নবী রসূলদের আবির্ভাবের পূর্ব কালীন জীবনের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। তাদের নিয়ম ছিলো যখনই তাদের কাছে সত্যের উজ্জল আলোক আভা বয়সের পূর্বপ্রান্তে উকি মারতো, তখনই তারা সর্বপ্রথম উত্তরাধীকার সূত্রে পূর্ব পুরুষদের থেকে প্রাপ্ত মানসিকতাকে পরখ করে নিতেন। যুক্তি, জ্ঞান ও প্রকৃতির পরিপন্থী কিছু পেলে সংগে সংগে তা পরিত্যাগ করতেন। এ পথে সৃষ্টিকূলের পক্ষ হতে তাঁদের অগণিত বিপদের ঝুঁকি নিতে হয়েছে বটে, কিন্তু আদৌ তাঁরা তা আমল দেননি। এরাই হচ্ছেন মানুষকূলের শ্রেষ্ঠ ফুল। তাঁরা এহেন মহত্বের দরুণই সত্যকে গ্রহণ করতে সর্বদাই সর্বাগ্রে থাকতেন। সূর্য উদয় হলে পর সর্ব প্রথম যেমন তার প্রভা-আলো উচু বস্তুগুলোর উপর নিপতিত হয়, তদ্রূপ যখনই এ জগতে সত্যের দিবাকর উদয় হয়, তখন সর্বপ্রথম তাদের মন প্রাণ ও অন্তর আত্মাই এর প্রভা-আলো দ্বারা আলোকিত হয়ে ওঠে। এর একটি সুন্দরতম উদাহরণ আমরা হযরত ইউসুফ (আঃ) এর জীবনে খুঁজে পাই। তিনি বলেছিলেন, আল-কুরআনের ভাষায় ঃ

إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ
كَافِرُونَ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ

"আমি সেই জাতির নিয়ম, রীতি-নীতি, চাল-চলন আর্দশ ও ধর্ম-মতকে পরিত্যাগ করছি যে জাতি আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখেনা এবং পরকালকে অস্বীকার করে। আমি আমার বাপ-দাদা ইব্রাহীম (আঃ), ইসহাক (আঃ) ও ইয়াকুব (আঃ) এর আর্দশ ও মতবাদ অনুসরণ করে যাচ্ছি।" (ইউসুফ—৩৮)

হযরত ইউসুফ (আঃ) সম্পর্কে জানা যায় যে, প্রকাশ্যে তিনি কোন ধর্মকে যেমন গ্রহণ করেননি, তেমনি কোন ধর্মকে পরিত্যাগও করেননি। যে ধর্মমতের উপর তিনি পয়দা হয়েছেন জন্মের প্রথম দিন হতে জীবন

www.pathagar.com

সন্ধ্যার শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত সেই ধর্মমতের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। নবুয়াতের মসনদ লাভ করার পর সেই ধর্মমতের তহীই তাঁর কাছে নাযিল হতো। মিসরে কিবতিদের ধর্মমতের সাথে তাঁর প্রবল বিরোধীতা চললো। কিন্তু তাঁর পবিত্র অন্তঃকরণ মুহূর্তের জন্যও সে অপবিত্র ধর্মমতের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেনি। তথাপিও তিনি বলতেন, যে জাতি আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে না এবং পরকালকে বিশ্বাস করেনা সে জাতিকে আমি বর্জন করেছি এবং আমার পূর্ব পুরুষ ইব্রাহীম (আঃ) ইসহাক (আঃ) ও ইয়াকুব (আঃ) এর ধর্মমতকে অনুসরণ করে যাচ্ছি। তাঁর এ গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যান দিকে বুদ্ধি ও বিশ্বাসের দিক দিয়ে ছিলো সুস্পষ্ট কথা। বরং তিনি একটি পবিত্র স্বভাব ও আল্লাহ ভীরু অন্তঃকরণের দাবী মাফিকই তার সত্যতা সঠিকভাবে যাচাই বাচাই করেছিলেন। এ পথ নিজেই তিনি বের করে নিয়েছিলেন। এ কারণেই সেটা একান্তরূপে নিজস্ব হয়েছিলো এবং তাঁর মনের গহীন পুরে গিয়ে শিকড় গেড়ে ছিলো। এর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে যুক্তি ও বিবেক-বুদ্ধিই সাক্ষ্য দিয়েছিলো। এটা প্রকৃতিক ও আল্লাহ প্রদত্ত হওয়া সম্পর্কে তাঁর মন-নিশ্চিন্ত ও আস্থাশীল ছিলো। বাপ দাদা ও পূর্ব পুরুষের বংশীয় ও গোত্রীয় গোড়ামীতে আবদ্ধ থাকার কারণে তিনি এ ধর্মমতকে গ্রহণ করেননি। বরং সমগ্র জগতের একটি মানুষও এ পথে না থাকলেও তাঁর পথ ছিলো এটাই। অবশ্য এটা আল্লাহ তায়ালার বিশেষ দান ও রহমত যে এ ধর্মমতটিও তাঁর বাপ-দাদা ও পূর্ব পুরুষদের ধর্মমত ছিলো। এর সাক্ষ্য আমরা তাঁর মিসরে বন্দী জীবনের মধ্যে খুজে পাই। পরীক্ষার কতটি বিরাট বিরাট পাহাড় সমতুল্য স্তর তাঁর সম্মুখে দণ্ডায়মান। বরং অন্ধকার যতই প্রগাঢ় হয়, তাঁর ঈমান ও অবস্থা ততোই হতে থাকে দৃঢ়। তাঁকে যতই মুকাবেলা করার চেষ্টা করা হয়, তাঁর পদ-যুগল সত্যের পথে ততোই হতে থাকে দৃঢ় ও মজবুত। এ জগতে যে কোন লোকই কোন মত পথকে বিবেক বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার আলোক দিশায় গ্রহণ করে, সে তা সঠিকভাবেই গ্রহণ করে—তার অন্ধ অনুসরণ করে না। যদি সেপথ তাঁর পূর্ব পুরুষদের হয় তথাপি কুন্ঠিত হয় না। এমন লোকেরা অন্যান্য পথকে সত্যিকারভাবেই পরিত্যাগ করে। এহেন প্রজ্ঞা ও সাধনাই

www.pathagar.com

সৃষ্টি। কিন্তু আল-কুরআন সতর্কবাণী করেছে যে, আল্লাহর ইবাদত তাঁর আনুগত্য ছাড়া অর্থহীন। আল্লাহর বন্দেগীর অপরিহার্য দাবী ও বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য করা। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ

"আমি আপনার কাছে সঠিক ও সত্য কিতাব নাযিল করেছি। সুতরাং আল্লাহর আনুগত্য দ্বারা একনিষ্ঠভাবে বন্দেগী করে যান। ওহে, জেনে রাখ আনুগত্য একমাত্র আল্লাহর জন্য হওয়াই শোভা পায়।"[১] (সুরা যুমর ২—৩)

এ বিষয় কুরআন মজীদে বহু আয়াত বিভিন্ন স্থানে বিদ্যমান। এখানে সবগুলো সন্নিবেশিত করা হলে পুস্তকের কলোবর অতিশয় বড় হবে। তাই এসব আয়াতগুলোর সারমর্ম এখানে উল্লেখ করছি।

আল্লাহ তায়ালা যে দ্বীন নাযিল করেছেন তার মধ্যে তাহরীফ ও রদ-বদল হবার দরুণ বহু মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে এবং বহু বিদায়াত সৃষ্টি করা হয়েছে। এ কারণেই আল্লাহ তায়ালার খালেছ ইবাদত বন্দেগীর পথটি যবনিকার তলে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। দ্বীনের মধ্যে এসব বিদায়াতের বর্তমানে যারাই আল্লাহর বন্দেগী করে, তারা একক প্রভুর বন্দেগী হতে সর্বদাই বঞ্চিত থাকে। আল্লাহর নাম তারা অবশ্যই উল্লেখ করে বটে, কিন্তু প্রতিটি পদক্ষেপেই গায়রুল্লাহর পায়রবী ও আনুগত্য করতে বাধ্য হয়। আল-কুরআন এ মতদ্বৈততা ও বিদয়াত সমূহকে নির্মূল করে শরীয়তকে গায়রুল্লাহর উপাদান হতে পবিত্র করেছে। এটা হক্ক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী রূপেই আত্মপ্রকাশ করেছে। এখন আল্লাহর আনুগত্য ও বন্দেগীর সরল সহজ পথটি উন্মুক্ত। সুতরাং এককভাবে আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর বন্দেগী করে যাও। অর্থাৎ যে বন্দেগী একমাত্র আল্লাহর জন্য হয়, তাই গ্রহণযোগ্য। যদি বিশেষ বিশেষ সময় শুধু

---

(১) এ আয়াতে দ্বীন শব্দের অর্থ হচ্ছে আনুগত্য ও তাবেদারী।

www.pathagar.com

আল্লাহর নামে তসবীহ্ পড়া হয় এবং আনুগত্যে তাঁর সাথে অন্য কাউকে অংশীদার করে—চাই সে অংশীদার মানুষ হোক বা স্বীয় নফস হোক—তাহলে তা কোন ক্রমেই বন্দেগী হবে না। বরং "নমরুদের খোদায়ী" বৈ কিছু নয়। আর তা দ্বারা কোনরূপ কল্যাণ লাভেরও আশা করা যায় না। তাই ইরশাদ হচ্ছে ঃ

ارأيت من اتخذ الهه هواه افأنت تكون عليه وكيلا -

"যে ব্যক্তি নিজের কামনা বাসনাকে মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে আপনি কি তাকে দেখেছেন? আপনি কি তার জন্য ওকিল হচ্ছেন?" (সুরা ফুরকান—৪৩)

আল্লাহর আনুগত্যের পথ হচ্ছে তাঁর প্রেরিত নবী রাসুলদের পায়রবী করা। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন ঃ

من يطع الرسول فقد اطاع الله

অর্থাৎ "যারা রাসূলের পায়রবী করে তারা মূলতঃ আল্লাহরই পায়রবী করে।" আল্লাহ তায়ালার ইবাদত বন্দেগীর পথ হচ্ছে নবীর আনুগত্য ও পায়রবী করা এবং সাথে সাথে সেই সকল লোকদের আনুগত্য ও পায়রবীকে অস্বীকার করা, যারা আল্লাহর পথ হতে বিমুখ হয়ে পড়েছে। এটাই এ আয়াতের মূল বক্তব্য। সুতরাং নবী রাসূলগণ এ কথার ব্যাখ্যা দিয়েই বলেছেন, কুরআনের ভাষায় ঃ

فاتقوا الله واطيعون ولا تطيعوا امر المسرفين

"তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার পায়রবী করো। আল্লাহর অংকিত সীমারেখা লংঘনকারীদের আদেশ মেনো না।"

(সুরা শোয়ারা ১৫০—১৫১)

এটা হচ্ছে তৌহিদের সেই স্তর যেখানে তৌহিদবাদী ও অংশীবাদীদের মধ্যে মূলগতভাবে ঝগড়া বিদ্যমান। আলাহর ইবাদত শুধু "পূজা পার্বন" করাটাকেই যথেষ্ট মনে করে না। বরং এই দাবী পেশ করে যে, যারা আল্লাহর বান্দা তারা শুধু আল্লাহরই আনুগত্য করবে, তাঁর আনুগত্য ছাড়া

www.pathagar.com

অন্য প্রতিটি বিষয়ের আনুগত্যকে শির্‌ক মনে করবে যা আল্লাহর আনুগত্যের পরিপন্থী। তখন একথাটি সেই লোকেরা কোনক্রমেই বরদাস্ত করতে পারে না, যারা প্রভুত্বেরও খোদায়ীর দাবীদার হয়। ওলামায়ে ইসলামের মধ্যে আল্লামা ইবনে তইমিয়াহ (রঃ)-এর "আল উবুদিয়াত" পুস্তকখানি এ ক্ষেত্রে দলিলস্বরূপ। তাতে তিনি উল্লেখ করছেন "ইবাদত" শুধু গোটা কয়েক রেসম রেওয়াজ ও অনুষ্ঠান পালনেরই নাম নয়, বরং সমগ্র দ্বীন ও জীবন ব্যবস্থাই এর অর্থের মধ্যে শামিল। আর এহেন আনুগত্য ব্যতীত ইবাদতের কোন অর্থও হয় না।"

২। এর ভিত্তিতেই আল-কুরআন আইন প্রণয়নের অধিকার বিশেষভাবে আল্লাহ তায়ালার জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছে। কারুর জন্য এ ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র-অংশীদার হওয়াকেও বৈধ করেনি। সুতরাং আলকুরআন অধিকাংশ স্থানে তৌহীদের বর্ণনার সাথে সাথে একথাও উল্লেখ করেছেন যে, কোন বস্তুকে হালাল ও বৈধ করা এবং কোন বস্তুকে হারাম ও অবৈধ করার অধিকার একমাত্র আল্লাহ তায়ালার, তিনি হচ্ছেন সার্বভৌম শাসক। তাঁর প্রজাবৃন্দ ও সাম্রাজ্যের জন্য একমাত্র তাঁরই আইন প্রণয়নের অধিকার রয়েছে। তাঁর আইনের বিপরীত আইন প্রণয়ন তৌহীদের বিরুদ্ধাচারণ করা শয়তানের পদাংক অনুসরণ করা এবং আল্লাহর ইবাদতকে অস্বীকার করার নামান্তর। যে লোক আলাহর আইনের বিপরীত আইন প্রণয়ন করে সে নিজেকে আল্লাহ তায়ালার অধিকারে অংশীদার করে। আর অন্যের জন্য এ অধিকার সমর্থন করলে আল্লাহ ব্যতীত তাকেই প্রতিপালক বানান হয়। আর যদি এ দাবী করা হয় এটা আল্লাহর পক্ষ হতে এসেছে, তখন এটা শিরকের সাথে সাথে আল্লাহর নামে মিথ্যা চাপিয়ে দেয়া হয়। সূরা বাকারার ১৬৩—১৭৩ আয়াত পাঠ করুন—প্রথম পাঁচ আয়াতে তৌহীদের বিবরণ দান করা হয়েছে। অতঃপর ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا

৪—

www.pathagar.com

خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين

"হে লোকেরা! যমীনের মধ্যে যা কিছু হালাল ও পবিত্র তা আহার কর। আর শয়তানের পদাংক অনুসরণ করোনা। সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।"

(সূরা বাকরা—১৬৮)

"শয়তানের পদাংক অনুসরণ করোনা।"—একথার দ্বারা শয়তান যে বিতাড়িত হবার দিন মানুষকে শির্কের দিকে দাওয়াত দেয়ার অংগীকার ঘোষণা করেছিলো সে দিকে ইংগীতই করয় হয়েছে। সে বলেছিলো—

ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان

الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله

"আমি ওদেরকে বিভ্রান্ত করবোই হৃদয়ে মিথ্যা বাসনা সৃষ্টি করবই আমি নির্দেশ দিলে তারা চতুষ্পদ জন্তুর কান কেটে দেবে। আর আমি ওদেরকে নির্দেশ দেবো এবং ওরা আল্লাহর (খুলুকিয়ত) প্রকৃতিকে পরিবর্তন করে ফেলবে।"

অতঃপর শয়তান তার এ দাওয়াতের আসল উদ্দেশ্যের কথা প্রকাশ করেছে যে, সে খারাপ ও নির্লজ্জ্য কাজের দিকে দাওয়াত দেয়। সে চায় যে মানুষ তার ইচ্ছামত হালাল হারাম নির্ধারন করুক এবং নিজেই নিজের আইন প্রণয়ন করে তা বিনা দলীলে আল্লাহর নামে চালিয়ে দিক। যেমন কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

انما يأمركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله

ما لا تعلمون

"আর অবশ্যই সে তোমাদেরকে খারাপ ও অশ্লীল কাজের পরামর্শ দেয়, আর আল্লাহর নামে এমন সব কথা বলে যার আদৌ তারা জ্ঞান রাখে না।"

www.pathagar.com

এর পর বলা হয়েছে মানুষকে যদি আল্লাহর আইনের অনুসরণ ও পায়রবী করার আহ্বান জানান হয়, তখন তারা বাপ দাদা ও জাহেলিয়াতের রেসম রেওয়াজের জিগির তোলে। অথচ বাপ দাদ ও জাহেলিয়াতের রেসম রেওয়াজ কোন সনদ নয়—যখন পর্যন্ত তাদের কথা ও কাজের ভিত্তি আল্লাহর আইন-কানুন ও শরীয়াত না হয়। শরীয়াতের সনদ ও অনুমোদন ছাড়া বাপ দাদার আমলের তৈরি তরীকা ও রেসম-রেওয়াজকে আকড়িয়ে ধরা ও তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার অর্থ হচ্ছে নিজকে নিজে মানুষের কাতার হতে বহিষ্কার করে চতুষ্পদ জন্তুর দলে শামিল করে দেয়া এবং নির্বোধ বধির ও অন্ধদের দলে ভর্তি করা। কালামে পাকে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ
مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا
وَلَا يَهْتَدُونَ - وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ
بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ
لَا يَعْقِلُونَ -

"আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে আল্লাহ তায়ালা যা কিছু অবতীর্ণ করেছেন, তোমরা তার পায়রবী করে চলো। তখন তারা জবাব দেয়—আমরা আমাদের বাপ-দাদাগণকে যে তরীকার উপর পেয়েছি সেই তরীকার অনুসরণ ও পায়রবী করে চলবো। অথচ এদের বাপ-দাদারা কিছু বুঝতোনা এবং সত্য পথেও ছিলো না,—এমতাবস্থায়ও কি তাদের মত ও পথের অনুসরণ করা হবে? এসব কাফেরদের অবস্থা হচ্ছে ঠিক অনুরূপ যেমন কোন লোক এমন একটি দলকে আওয়াজ দিয়ে ডাকছে যারা আওয়াজ

www.pathagar.com

ও ডাক ছাড়া কিছুই শোনে না। তারা হচ্ছে বধির নির্বোধ ও অন্ধ। সুতরাং এরা বুঝবার লোক নয়।" (সূরা বাকারা ১৭০—১৭১)

অতঃপর বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহর ইবাদাতের দাবীদার, তাদের ইবাদাত এমনিভাবে কোনক্রমেই হতে পারে না যে, ইবাদাত আল্লাহর করা হবে। আর হারাম ও হালাল নিজ মনমত স্থির করে নিবে। আল্লাহর ইবাদাতের অনিবার্য দাবী হচ্ছে যে, আইন প্রণয়ন ও জীবন বিধান রচনা করার অধিকার একমাত্র তাঁর জন্যই সংরক্ষিত। যেমন ইরশাদ হচ্ছে ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

"হে ঈমানদারগণ! সেই পবিত্র বস্তুগুলো আহার কর যা আমি তোমাদেরকে দান করেছি। আর আল্লাহ তায়ালার শোকরগুজারী করো। যদি তোমরা বাস্তবিকই তাঁর ইবাদতকারী হও।" (সূরা বাকারা—১৭২)

এ ঘোষণার ভিত্তিতে আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং তাঁর বন্দেগীর জন্য এ কথাটি অপরিহার্য শর্ত করে দিয়েছে যে, জীবনের সমুদয় কাজ কারবার আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান মাফিক চালাতে হবে। শরীয়াতকে পরিত্যাগ করে অন্য কোন মত ও পথকে মানা চলবে না। আল-কুরআন অন্যান্য নবীদের উম্মতদের ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছে, ইহুদীদেরকেও এই নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো। যেমন ইরশাদ হচ্ছে ঃ

إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ

الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا

اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ

www.pathagar.com

واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما
انزل الله فأولئك هم الكافرون -

"নিশ্চয় আমি তাওরাত কিতাব নাযিল করেছি, যার মধ্যে হেদায়তে ও নূর বিদ্যমান। এর দ্বারাই অনুগত নবী রসূলগণ ইহুদীদের জন্য জীবনের যাবতীয় কাজ-কর্মের মিমাংসা দিতেন। আর এর দ্বারাই রব্বানী ও আহবাররা (ইহুদী আলেমগণ) ফয়সালা দিতেন। কারণ তারা আল্লাহর কিতাবের হেফাজতকারী ছিলেন এবং তাঁর সাক্ষীও তাদেরকে মনোনীত করা হয়েছিলো। তাদেরকে বলা হয়েছিলো—তোমরা মানুষকে ভয় করবে না। বরং আমাকে ভয় করে চলবে। আমার আয়াতকে নগণ্য পুঁজির বিনিময়ে বিক্রি করবে না। যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান মাফিক ফয়সালা করেনা তারা কাফির।" (সূরা মায়েদা—৪৪)

অতঃপর কুরআন মজীদের বর্ণনায় ঠিক অনুরূপ হুকুমই খৃষ্টানদেরকে দেয়া হয়েছিলো। বলা হয়েছিলো যে, তারা আল্লাহ তায়ালার নাযিলকৃত বিধান মাফিক জীবনের সমূদয় কাজ-কর্ম পরিচালনা করবে, ফাছেক হবে না। যেমন ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وليحكم أهل الانجيل بما انزل الله فيه ومن لم يحكم
بما انزل الله فأولئك هم الفاسقون

"ইনজীল কিতাবের অনুসারীদের উচিত আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান মাফিক ফয়সালা দেয়া। যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান মোতাবেক বিচার ফয়সালা করে না—তারাই হচ্ছে ফাছেক।" (সূরা মায়েদা—৪৭)

অতঃপর বলা হয়েছে যে সব নির্দেশ পূর্ববর্তী উম্মৎদেরকে দেয়া হয়েছিলো, ঠিক অনুরূপ নির্দেশই মুসলমানদেরকে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, তাদের কাছে নাযিলকৃত আল্লাহর বিধান মাফিকই জীবনের

www.pathagar.com

সমুদয় সমস্যার সমাধান করতে হবে, এবং তদনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে হবে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ

مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ

وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ

"আমি তোমার কাছে যথার্থরূপে সঠিক ও সত্য কিতাব নাযিল করেছি, পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের সত্যায়নকারী ও সংরক্ষক রূপে। সুতরাং তাতে আল্লাহ্ তায়লা যা কিছু নাযিল করেছেন, তদনুযায়ী তাদের মধ্যে মিমাংসা করো। যে সত্য তোমার নিকট এসেছে তা ত্যাগ করে ওদের মনের ইচ্ছার পায়রবী করবে না। (সূরা মায়দা—৪৮)

সূরা আনয়ামেও ঠিক এই একই বিষয়বস্তু ১৩৬—১৫৩ আয়াতে স্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। শেষ আয়াতে বলা হয়েছে, দল বা কাফেলার শাসন শৃঙ্খলা ও সংগঠন আইন ও শরীয়াত অনুযায়ীই হয়। এ কারণেই যিনি সকলের সৃষ্টিকর্তা ও মালিক তাঁর জন্যই আইন রচনা ও শাসন শৃঙ্খলার নিয়ম-কানুন প্রণয়ন করার অধিকার সংরক্ষিত থাকতে হবে। এ অধিকারে যদি অন্য কেহ অংশীদার হয় এবং প্রত্যেক জাতি, দল ও সমাজ যদি নিজের জন্য আইন প্রণয়নের অধিকার ভোগ করে তাহলে এর অনিবার্য ফল হচ্ছে-বিশৃঙ্খলা বিভেদ বিসম্বাদ ও আল্লাহর যমীনে কলহ বিবাদ সৃষ্টি করা। যেমন আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ

فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

www.pathagar.com

"আর এ হচ্ছে আমার সরল সহজ পথ। সুতরাং এ পথই অনুসরণ করবে। অন্যান পথ অনুসরণ করবে না। তাহলে তারা তোমাদের এপথ হতে দূরে সরিয়ে দিবে। এভাবে তোমাদের মেনে চলারই নসিহত করা হচ্ছে যাতে তোমরা সাবধান হও।" (সূরা আনয়াম—১৫৩)

তাওহীদ ও শরীয়াতের এহেন ঘনিষ্ট সম্পর্কের কথা সুরা নহলের ৫৪ নং আয়াতেও বিবৃত হয়েছে। কিন্তু এখানে বিশদ আলোচনার অবকাশ নেই।

৩। জ্ঞান বুদ্ধি ও আত্ম পূজার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সাধারণ রূপ হলো, যারা দীর্ঘকাল যাবৎ সুখ স্বাচ্ছন্দে জীবন অতিবাহিত করে এবং ধন-সম্পদ ও জ্ঞান বিজ্ঞানের উপায় উপকরণকে নিয়ন্ত্রণ করে, তারা কিছুদিন এর উত্তরাধিকারী থাকার পর এ সুখ-শান্তিকে নিজেদের জন্যে একান্তরূপে ব্যক্তিগত অধিকার এবং নিজদের জ্ঞান-বুদ্ধির ফল মনে করতে থাকে। এহেন মানসিক অবস্থা ব্যক্তির হোক বা দল ও সমাজের হোক না কেন, সকল প্রকার দুর্নীতিরই উৎসমূল বিশেষ। এহেন মানসিকতার দরুনই অনেক অনাচার সৃষ্টি হয়। এ মানসিকতার গভীর তলদেশে গিয়ে চিন্তা করলে দেখা যায় যে শিরক ছাড়া কিছুই নয়। কারণ এ দুনিয়ায় যা কিছু রয়েছে সবকিছুর সৃষ্টি কর্তা হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা। সমূদয় উপায় উপকরণ তাঁরই সৃষ্টি। এসব উপায় উপকরণকে আমরা যেসব অঙ্গ-প্রতঙ্গ ও শক্তি ক্ষমতা দ্বারা ব্যবহার করি তা সব কিছুই আল্লাহর দান। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন ঃ

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ

قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ -

"আর তিনিই হচ্ছেন (মাবুদ) যিনি তোমাদেরকে পয়দা করেছেন—করেছেন তোমাদের জন্য তিনি কর্ণ চক্ষু ও অন্তকরণ সৃষ্টি। কিন্তু তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।"

আমাদের উন্নতি সম্মৃদ্ধি ও জ্ঞান বুদ্ধির কোন মর্যাদা ও আমাদের মান-সম্মান, গৌরব ও মহত্তের কোন উচ্চাসানই এমন নয় যা আমাদেরকে আল্লাহর

www.pathagar.com

বন্দেগী ও দাসত্ব হতে মুক্ত করতে পারে। আমরা সোলায়মান ও যুলকার-নাইন হয়েও তাঁর দরবারে তদ্রূপ মুখাপেক্ষী যেরূপ মুখাপেক্ষী সালমান ও আবুযার হয়েছিলেন। মুখাপেক্ষীতা ও দারিদ্রতা আমাদের এমন একটি স্বভাব-গত বৈশিষ্ট্য যা কোন অবস্থাই আমাদের থেকে পৃথক হয় না। আমরা যতই উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হইনা কেন, শক্তি, ক্ষমতা, দর্প ও দাম্ভিকতা যতই প্রবল ও পরাক্রমশীল হোক না কেন, সর্বাবস্থায়ই এ বৈশিষ্টই আমাদের মধ্যে বিদ্যমান।

জাহেলী যুগের আরবদের মধ্যে শিরকের এ ধরণও বর্তমান পাওয়া যায়। তারা নিজদের সুখ স্বাচ্ছন্দ আরাম আয়েশও নিজদের ইলম, জ্ঞান বুদ্ধি ও কর্ম কুশলতার অনিবার্য ফল এবং নিজদের একান্ত অধিকারের প্রতিদান মনে করতো। প্রথমতঃ পরকালের প্রতি তারা আদৌ বিশ্বাসী ছিলো না। যদিও ধর্তব্য পর্যায়ে গিয়ে মানতো কিন্তু এজন্য কাজকর্ম করা আল্লাহর বন্দেগী করার কোন প্রয়োজনই মনে করতো না। তারা ভাবতো যে আমরা এ দুনিয়ায় যেরূপ সুখ স্বাচ্ছন্দে ও আনন্দে কাল যাপন করে যাচ্ছি তদ্রূপ পরকালেও সুখ স্বাচ্ছন্দে ও খুশী খোশালীতে কাটাবো। এরূপ খুশী খোশালীতে থাকাটা আমাদের একান্তরূপে নিজস্ব অধিকার। কোন অবস্থায়ই এ অধিকার খর্ব হতে পারে না। আলকুরআন এহেন মানসিক অবস্থার কথা কলমের তুলিতে তার বুকে এমনিভাবে অংকিত করেছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ

لَا يَعْلَمُونَ

"মানুষ যখন দুঃখ কষ্টের মধ্যে নিপতিত হয় তখন আমাকে ডাকতে থাকে। অতঃপর আমি যখন তাদেরকে নেয়ামত দান করি তখন তারা

www.pathagar.com

বলে এগুলোতো আমরা আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি ও কর্মফল দ্বারা লাভ করেছি। বরং এটা হচ্ছে আল্লাহর তরফ হতে পরীক্ষা কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জানে না।" (সূরা যুমার—৪৯)

অর্থাৎ মানুষ তার জ্ঞান-বুদ্ধি ও ক্ষমতা দ্বারা কিছুই পায় না। যা কিছু পায় তা আল্লাহর বদন্যতার দ্বারাই পায়। আর এর দ্বারা তাদেরকে পরীক্ষা করাই হয় আল্লাহর উদ্দেশ্য যে বান্দা এ গুলো পেয়ে তার শোকর গুজারী করে কি করে না। কিন্তু অধিকাংশ লোক এ পরীক্ষার খবর রাখেনা। তারা আল্লাহর নাশোকরী করতে থাকে এবং আল্লাহর বদান্যতার ফলে যা কিছু পায় নিজেদের জ্ঞান বুদ্ধি হিকমত ও ক্ষমতা দক্ষতার ফল ও নিজদের একান্ত অধিকারের বস্তু ভাবতে থাকে। ফলে আল্লাহ যে একমাত্র "রব ও রাজ্জাক" এ বিষয়েও শিরকী করে বসে। এটা গৌরব অহংকার এবং আল্লাহর দুনিয়ায় অনাচার সৃষ্টির উৎসমূল। এহেন দাম্ভিকতাপূর্ণ ও অহংকরী মানসিকতার রূপরেখা আল-কুরআনে এমনি ভাবে তুলে ধরা হয়েছে ঃ

وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ

هَٰذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ

لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ ـ

"দুঃখ কষ্ট পাবার পর আমি যদি তাদেরকে আমার রহমতের স্বাদ আস্বাদন করাই তখন তারা বলে, এটাতো আমার পাওনা অধিকার। কিয়ামত হবে বলে আমি মনে করিনা। যদি আমার প্রভুর কাছে প্রত্যাবর্তন করতেই হয় তা হলে সেখানেও আমার জন্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ ও কল্যাণ থাকবে।"

(সূরা হা-মিম ছিজদা—৫০)

এহেন মানসিকতার কথা সূরা মুদ্দাছিরেও এমনিভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

বলে এগুলোতো আমরা আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি ও কর্মফল দ্বারা লাভ করেছি। বরং এটা হচ্ছে আল্লাহর তরফ হতে পরীক্ষা কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জানে না।" (সূরা যুমার—৪৯)

অর্থাৎ মানুষ তার জ্ঞান-বুদ্ধি ও ক্ষমতা দ্বারা কিছুই পায় না। যা কিছু পায় তা আল্লাহর বদন্যতার দ্বারাই পায়। আর এর দ্বারা তাদেরকে পরীক্ষা করাই হয় আল্লাহর উদ্দেশ্য যে বান্দা এ গুলো পেয়ে তার শোকর গুজারী করে কি করে না। কিন্তু অধিকাংশ লোক এ পরীক্ষার খবর রাখেনা। তারা আল্লাহর নাশোকরী করতে থাকে এবং আল্লাহর বদান্যতার ফলে যা কিছু পায় নিজেদের জ্ঞান বুদ্ধি হিকমত ও ক্ষমতা দক্ষতার ফল ও নিজদের একান্ত অধিকারের বস্তু ভাবতে থাকে। ফলে আল্লাহ যে একমাত্র "রব ও রাজ্জাক" এ বিষয়েও শিরকী করে বসে। এটা গৌরব অহংকার এবং আল্লাহর দুনিয়ায় অনাচার সৃষ্টির উৎসমূল। এহেন দাম্ভিকতাপূর্ণ ও অহংকরী মানসিকতার রূপরেখা আল-কুরআনে এমনি ভাবে তুলে ধরা হয়েছে ঃ

ولئن اذقنه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن
هذا لي وما اظن الساعة قائمة ولئن رجعت الى ربي ان
لي عنده للحسنى -

"দুঃখ কষ্ট পাবার পর আমি যদি তাদেরকে আমার রহমতের স্বাদ আস্বাদন করাই তখন তারা বলে, এটাতো আমার পাওনা অধিকার। কিয়ামত হবে বলে আমি মনে করিনা। যদি আমার প্রভুর কাছে প্রত্যাবর্তন করতেই হয় তা হলে সেখানেও আমার জন্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ ও কল্যাণ থাকবে।"

(সূরা হা-মিম ছিজদা—৫০)

এহেন মানসিকতার কথা সূরা মুদ্দাছিরেও এমনিভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

www.pathagar.com

وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا - وَبَنِينَ شُهُودًا - وَمَهَّدْتُ لَهُ

تَمْهِيدًا - ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ

"আমি তাকে বহু ধন-সম্পদ দান করেছি এবং সাহায্যকারী অনেক পুত্র-সন্তান দিয়েছি এবং তাকে দিয়েছি স্বাচ্ছন্দ্য জীবনের উপকরণ এরপরও আশা পোষণ করে যে, পরকালেও সে আরো অধিক ধন-সম্পদ ও সুখ-শান্তির অধিকারী হবে।" (সূরা মুদ্দাসির—১২-১৫)

এ আয়াতের শেষাংশটুকর সারমর্ম হচ্ছে যে তারা মনে করে তাদের যদি আল্লাহর কাছে যেতেই হয় তাহলে দুনিয়ায় যা কিছু পেয়েছে সেখানে তার চেয়েও অধিক পাবে। কারণ তারা এসব ধন-সম্পদ ও সুখ-শান্তিকে একান্ত নিজস্ব পাওয়া বলে ভেবে থাকে। এগুলোকে আল্লাহর দান ও পরীক্ষারূপে কখনো ভাবে না।

এহেন মানসিকতার একটি রূপরেখা সূরা মায়ারেজেও বর্ণিত ঃ

فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ - عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ

الشِّمَالِ عِزِينَ - أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ

نَعِيمٍ - كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ

"এ সব কাফেরদের হলো কি! যে, তোমাদের উপর ডান দিক ও বামদিক হতে দলে দলে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে? এদের মধ্যে কি প্রত্যেকেই এ আশা নিয়ে বসে রয়েছে যে, তারা "জান্নাতে নাইমে" প্রবেশ করবে? কক্ষণই নয়। আমি তাদেরকে যে বস্তু দ্বারা পয়দা করেছি সে সম্পর্কে তারা জ্ঞাত।" (সূরা মায়ারেজ ৩৬—৩৯)

এই হচ্ছে সেই রূপরেখা যা আল-কুরআনের দাওয়াতের সময় হুযুর (সঃ)-এর সম্মুখে পেশ হতো। পরকালে ক্ষমতাসীন লোকদের অপমান,

www.pathagar.com

লাঞ্ছনা ও দান প্রতিদানের আয়াত যখন হুযুর (সঃ) তেলাওয়াত করে শুনাতেন, তখন কুরাইশ সরদারদের মনে খুবই আঘাত লাগতো। সেই দিনটির আগমন তাদের কাছে খুবই কঠিন ও পীড়াদায়ক ছিলো, যেদিন গৌরব, মহত্ব, নীচতা ও হীনতার মানদণ্ড থাকবে ঈমান ও নেক আমলের হাতে। একজন নিতান্ত দরিদ্র কৃষক ও ক্ষুদ্র মজদুর লোকও নিজের বন্দেগী ও পায়রবীর প্রতিদান বিরাট বিরাট সরদারদের ঈর্ষার কারণ হয়ে পড়বে। তারা আল-কুরআনের এসব আয়াতগুলো শোনামাত্রই অস্বীকার করতো এবং সেগুলো নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে দলে দলে চতুর্দিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়তো। আর উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ ও নেতৃত্ব কর্তৃত্বের অনিবার্য ফল রূপে প্রকাশিত একান্ত নিজস্ব অধিকারের ঔদ্যত্যে বলতো— "আমাদের যদি আল্লাহর কাছে যেতেও হয় তথাপি এ সব কমিনা ও ইতরদের তুলনায় সেখানেও আমরা ভাল ও সুখ-স্বাচ্ছন্দে থাকবো। আমরা যাকিছু পাচ্ছি তা আমাদের একান্তরূপে ব্যক্তিগত অধিকারেরই ফল। এটা কোন অবস্থায়ই আমাদের থেকে ছিনিয়ে নেয় যেতে পারে না। যেমন পারে না এ দুনিয়ায় তেমনি পারে না আখেরাতে। মানুষের উপর মাতাব্বরী, সরদারী, নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব, আরাম-আয়েশ ও গৌরবান্বিত থাকার জন্যই আমরা জন্ম লাভ করেছি।" আল-কুরআন কঠোর স্বরে তাদের এ দাবীর প্রতিবাদ জানিয়ে বলছে ঃ

كَلَّا ۖ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ

অর্থাৎ কক্ষণই নয়! আমি তাদেরকে সেই বস্তু দ্বারা সৃষ্টি করেছি যে সম্পর্কে তারা জ্ঞাত। তারা জ্ঞাত, এ কথার অর্থ বলার প্রয়োজন করে না। তার মূল্যহীনতার কথা তাদের কাছে সুস্পষ্ট। অপবিত্র পানির দ্বারা সৃষ্ট একখণ্ড মাংস পিণ্ডের জন্য নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব ও পবিত্রতা এবং নিজেদের ব্যক্তিগত অধিকার বংশীয় আভিজাত্য ও কৌলিণ্যের এহেন গর্ব অহংকার কোন দিক দিয়েই শোভা পায় না। যে মানুষ শিশু-কালের সকল দুর্বলতা, শক্তি, ক্ষমতা ও যোগ্যতা এবং বার্দ্ধক্যের দুর্বলতার

মধ্যে নিহিত, সে মানুষের জন্য কোনক্রমেই নিজেদেরকে আল্লাহর বন্দেগীর উর্ধে মনে করা, কর্ম ও আনুগত্য হতে মুক্ত হওয়া এবং আল্লাহর উলুহিয়াতে অংশীদার ভাবা কোন ক্রমেই বৈধ হতে পারে না।

এ কথাই বিস্তারিতভাবে সূরা নজমে বর্ণিত হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا
عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى - الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ
كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ
أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي
بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى -

—"আসমান ও যমীনের মধ্যে যা কিছু রয়েছে সবই আল্লাহর। যারা খারাপ কাজ করে তাদের খারাপ কাজের প্রতিদান দেয়ার জন্য, যারা ভাল কাজ করে তাদের ভাল কাজরে প্রতিদানের জন্য। যারা বড় বড় গুনাহের কাজ হতে দূরে থাকে এবং প্রকাশ্য অশ্লীলতা হতে বেঁচে থাকে। তবে নফছের তাড়নায় কখনো কিছু করে বসে, নিশ্চয় আপনার প্রভু মহান ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদেরকে খুব ভাল করেই জানেন—যখন তোমাদেরকে পয়দা করা হয়েছে যমীনের উপাদান হতে এবং যখন তোমরা মাতৃগর্ভে ছিলে। সুতরাং নিজদের পবিত্রতার দাবী তোমরা করো না। মোত্তাকী পরহেজগার লোক কারা তা আল্লাহ ভালভাবেই জানেন।"

(সূরা নজম—৩১-৩২)

এ আয়াতের পূর্বের আয়াতে ফেরেশতাদের শাফায়াতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর পরকালের দান প্রতিদানের কথা উল্লেখ করে তা

সত্য প্রমাণিত করেছে। অতঃপর বলা হয়েছে যে, পরকালে তারাই সাফল্য লাভ করতে সক্ষম হবে যারা কবীরা গুনাহ ও প্রকাশ্য অশ্লীলতা হতে বেঁচে থাকে। ঘটনাচক্রে কখনো যদি পাপের কাল দাগ আঁচলে লেগে পড়ে, তাহলে তাওবা এস্তেগফার ও লজ্জানুভূতির অশ্রুমালা দ্বারা তা বিধৌত হয়ে যাবে। আর যারা ব্যক্তিগত অধিকারের গর্ব আহংকারের মধ্যে নিপতিত এবং নিজ-দেরকে বিরাট কিছু মনে করে অর্থাৎ জন্মগত রূপেই জান্নাতের হকদার মনে করে তাদের জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ তাদের সেই অবস্থার কথাও ভাল করে জানেন যখন তিনি তাদেরকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। আর সেই অবস্থা সম্পর্কেও তিনি ওয়াকিবহাল যখন তারা এক ফোটা তরল মনির আঁকারে মাতৃগর্ভে ছিলো। অতঃপর একখণ্ড মাংসপিণ্ডের রূপ নিয়ে মানুষের রূপকায়ায় ক্রমবিকাশ হতে চললো। এমন দুর্বল ও ক্ষীণ অস্তিত্বের পক্ষে কোনক্রমেই গৌরব ও আংহকার করা শোভা পায় না। তার কাছে যা আছে সবই আল্লাহর দান। এক বিন্দুও তার নিজস্ব শক্তি ক্ষমতা ও যোগ্যতার ফল নয়।

এহেন শিরকী মানসিকতার রূপরেখা আল-কুরআনের সূরা কাহাফে এমনি ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ
أَعْنَابٍ وَحَفَفْنٰهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا - كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ
اٰتَتْ اُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِّنْهُ شَيْئًا وَّفَجَّرْنَا خِلٰلَهُمَا نَهَرًا - وَّكَانَ
لَهٗ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهٖ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗ اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَّاَعَزُّ
نَفَرًا - وَدَخَلَ جَنَّتَهٗ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ - قَالَ مَا اَظُنُّ اَنْ تَبِيْدَ هٰذِهٖ اَبَدًا -

وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربى لاجدن خيرا منها منقلبا

قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذى خلقك من تراب

ثم من نطفة ثم سوك رجلا - لكنا هو الله ربى ولا اشرك

بربى احدا -

—"তাদের দু' ব্যক্তির উদাহরণ পেশ করুন। এদের মধ্যে একজনকে আমি আংগুরের দু'টি বাগান বানিয়ে দিয়ে ছিলাম, আর এ বাগানকে খেজুর বৃক্ষ দ্বারা আবেষ্টন করে রেখেছিলাম, আর এ দু'এর মধ্যে বানিয়ে ছিলাম ক্ষেত্র খামারও। উভয় বাগানকেই ফুলেফলে সুশোভিত করে তুলেছিলাম। কিছু-মাত্র কম করে ছিলাম না। আমি এর মধ্যে একটি নহরও প্রবাহিত করেছিলাম। এ বাগানে যখন ফলের সমারোহ দেখা দিলো তখন সে তার সাথীর সাথে গর্ব অহংকার প্রকাশ করে বললো। আমি তোমার তুলনায় অধিক ধন সম্পদের মালিক এবং দলে বলেও শক্তিশালী। সে তার মাথায় মহা বিপদ নিয়ে অর্থাৎ স্বীয় আত্মার উপর অত্যাচারিত অবস্থায় বাগানে প্রবেশ করলো এবং বললো—আমি মনে করি না যে, আমার এই বাগান ধ্বংস হবে। আর কিয়ামত হবে বলেও আমি কোন ধারণা রাখি না। যদি আমার প্রভুর কাছে ফিরে যেতেই হয়, তাহলে আমি সেখানে এর তুলনায় ভাল স্থানই পাবো, তার সাথী জবাব দিলো তুমি কি তোমার সেই প্রভুর অকৃতজ্ঞ হচ্ছো যিনি তোমাকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর পানির দ্বারা মাংসপিণ্ড বানালেন। অতঃপর একজন পুরুষ বানিয়ে দাঁড় করালেন কিন্তু আমার প্রভু একমাত্র সেই আল্লাহ তায়ালাই। আমি আমার প্রভুর সাথে কাউকে অংশীদার করবো না।" (সূরা কাহাফ ৩৩—৩৮)

আল-কুরআনের এ আবেদনটি হচ্ছে আরবদের সামাজিক জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ রূপরেখা। আরবী সাহিত্যে এটাকে ঐতিহ্যবাহী গৌরবময় পরি-

www.pathagar.com

যাদের মন-মেজাজ এহেন গর্ব অহংকারে ষোল কলায় পরিপূর্ণ হয় তাদের সম্পূর্ণরূপে ভারসাম্যহীন হয়ে পড়া একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। বালুর উপর তাদের খোদায়ীত্বের ভিত্তি রচিত। আল্লাহর কুদরত যখন তাদেরকে ঝাঁকুনি দেয় তখন গর্ব অহংকারের স্থানে হতাশা ও অসহায়ত্ব এসে জেঁকে বসে। কিন্তু যখনই অবস্থার পরিবর্তন দেখা দেয়, সাজ সরঞ্জাম আবার লাভ হয়, শক্তি ক্ষমতার প্রভাব আবার দৃষ্টি-গোচর হয়, মনের ভিতরকার স্তিমিত প্রভুত্ব আবার উজ্জীবিত হয়ে উঠে তখন তারা আল-কুরআনের ভাষায় فَرِحٌ فَخُورٌ (আনন্দচিত্ত হয়ে গৌরব অহংকার করা) হয়ে আল্লাহর দান ভুলে অনাচার সৃষ্টি করে চলতে থাকে এবং আল্লাহর উলুহিয়াতের স্থানে আল্লাহর বান্দাদের থেকে নিজের প্রভুত্ব ও খোদায়ীত্বের স্বীকারোক্তি নেয়ার কাজে স্বীয় সকল শক্তি ক্ষমতা অর্থ স্বার্থ ব্যয় করতে থাকে। যেমন আল-কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي
الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ
وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا
اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ
الشَّاكِرِينَ - فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ

"তিনি হচ্ছেন (একমাত্র প্রভু) যিনি তোমাদেরকে স্থলে ও জলে চালিয়ে থাকেন। এমনকি যখন তোমরা নৌকায় আরোহণ করো এবং নৌকা নির্মল বায়ুর সাহায্যে চলতে থাকে। আর তারা তখন আনন্দ

www.pathagar.com

উপভোগ করতে থাকে। (আর যখন) হঠাৎ করে ঝঞ্ঝা বায়ু প্রবাহিত হয় এবং চতুর্দিক থেকে তুফান এসে ঘিরে ফেলে এবং মনে করতে থাকে যে এখনই ধ্বংস হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ তায়ালাকে ডাকতে থাকে এবং একমাত্র তাঁর জন্যই আনুগত্য ও পায়রবী নির্দিষ্ট করে নেয়। আর বলে, যদি তুমি আমাদেরকে এহেন ধ্বংসাত্মক তুফান হতে পরিত্রাণ দাও তাহলে আমরা তোমার শোকর গুজারদের মধ্যে শামিল হবো। আর যখন তাদেরকে পরিত্রাণ দেওয়া হয় তখন তারা অন্যায়ভাবে আল্লাহর যমীনে বিদ্রোহীতা ও অনাচার সৃষ্টি করতে থাকে।" (সূরা ইউনুস—২৪)

সূরা কাসাসেও এ একই মোশরেকানা (অংশীদারী) মানসিকতার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে ইরশাদ হয়েছে:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ

الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ - قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ

عِنْدِي ٥

"আল্লাহ তায়ালা তোমাকে যা কিছু দান করেছেন তার মধ্যে পরকালের ঘরকে অনুসন্ধান করো এবং এ দুনিয়ায় নিজের অংশকে ভুলে যেয়ো না। আল্লাহ তায়ালা যেরূপ তোমার প্রতি দয়া করেছেন তুমিও তদ্রূপ মানুষের প্রতি দয়া করো। দুনিয়ায় ফাসাদ সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করো না। আল্লাহ ফাসাদ সৃষ্টিকারীদেরকে ভালবাসেন না। সে জবাব দিলো—এসব কিছু আমাকে আমার জ্ঞান বুদ্ধির বদৌলতেই দেয়া হয়েছে।" (সূরা কাসাস—৭৭)

সূরা আল ফজরে ইরশাদ হয়েছে:

فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ

৫—

فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ - وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ
فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ۝

"কিন্তু মানুষকে যখন তার প্রতিপালক পরীক্ষা করেন তখন তাকে মান, ঈজ্জত, গৌরব ও মহত্ত্ব দান করেন এবং নানাবিধ নেয়ামত দেন। সুতরাং তখন সে বলে আমার প্রভু আমাকে মান-সম্মান, গৌরব ও মহত্ত্ব দান করেছেন। আর যখন তাদেরকে পরীক্ষা করতে গিয়ে তাদের জীবিকা সংকুচিত করেন, তখন সে বলতে থাকে আমার প্রভু আমাকে অপমান ও বেঈজ্জত করেছেন।" (সূরা ফজর—১৫—১৬)

অর্থাৎ ভেবেছিলো যে, আমি সম্মানিত লোক, আমি যা কিছু পেয়েছি তা আমার পাওনা অধিকারের ভিত্তিতেই পেয়েছি। সুতরাং মনে মনে গর্ব অনুভব করতে থাকে এবং অহংকারী হয়। আর আল্লাহর দুনিয়ায় আনাচার সৃষ্টি করে চলে। অথবা এই মনে করে যে, আল্লাহ তায়ালা আমাকে অপমানিত করেছে নেস্তনাবুদ করেছে। সুতরাং নিরাশ ও বিফল মনোরথ হয়ে পড়ে এবং সামাজিক জীবনে প্রভাব প্রতিপত্তি ও সম্মানিত জীব হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য আত্মসম্মানের মূল্যবান বস্তুকেও হারিয়ে ফেলে। মনের এহেন ভারসাম্যহীনতা সেই ভ্রান্তিরই ফল যা আল্লাহ তায়ালার দানকৃত নেয়ামতকে স্বীয় নিজস্ব অধিকার এবং স্বীয় কর্মকৌশল ও যোগ্যতার ফল ভাবা হয়। এ ধ্যান-ধারণাটি হচ্ছে একটি নিছক শিরকী ধ্যান-ধারণা। তাওহীদবাদী ধ্যান-ধারণার রূপরেখা হচ্ছে সুখ-দুঃখ, ধনাঢ্যতা, দারিদ্রতা উভয় অবস্থাকেই মানুষ আল্লাহর তরফ হতে নিজের জন্য পরীক্ষা মনে করবে। ধনাঢ্যতার সময় এই ভাবতে থাকবে যে, এটা হচ্ছে শুকরিয়ার পরীক্ষা। আর দারিদ্রতার সময় ভাবতে হবে যে এটা হচ্ছে তার ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার পরীক্ষা। আল্লাহর বান্দাদের দ্বীন ঈমানকে একটি অবস্থার কষ্ঠি পাথর দ্বারা যাচায় বাছায় করা হয়। কেননা মূলতঃ ধৈর্য ও শোকরের সমন্বিত

www.pathagar.com

নাম হচ্ছে দ্বীন। যার ধ্যান ধারণা এমনি হবে তার অন্তর-আত্মা কক্ষণো ভারসাম্য হারাবে না। সে যেমন বিপদে ধৈর্যচ্যুত হবে না, তেমনি সুখের সময়ও গর্ব অহংকার করবে না। সে যখন শত্রুর আক্রমনের মুখে থাকবে এবং তার মাথা এনে দেয়ার জন্যে বিরাট পুরুস্কার ঘোষণা করা হবে, ঠিক এহেন মহা বিপদের সময়ও সে তার সাথীকে "চিন্তা করোনা, আল্লাহ আমাদের সাথে রয়েছে" এই অভয়বাণী শুনিয়েই শান্তনা দেবে। এহেন ভারসাম্যের অধিকারী অন্তর-আত্মাকেই আল-কুরআন নফসে মোতমায়েন্না নামে নামকরণ করেছে। ইরশাদ হচ্ছেঃ

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً

مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ۝

"হে শান্তশিষ্ট মন! (নফসে মোতমায়েন্না) স্বীয় প্রভুর নিকট স্বেচ্ছায় খুশী মনে ও সন্তুষ্টচিত্তে ফিরে এস। আর শামিল হও আমার বান্দাদের মধ্যে এবং প্রবেশ করো আমার জান্নাতে।" (সূরা ফাজর ২৭—৩০)

---

www.pathagar.com

ইহুদী ও খৃষ্টানদের শিরকী

আল কুরআন আহলে কিতাবদের যে দু'টি সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করেছে তারা হচ্ছে ইহুদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায়। আল-কুরআন যে সব মৌলিক বিষয়ের উপর ঈমান আনার দাওয়াত দিয়েছে, আখেরী নবীর নবুয়াত ব্যতীত সেগুলোর সবই তারা স্বীকৃতি দিয়েছিলো। এমনকি তাওহীদের বিশ্বাসকেও তাদের ও মুসলমানদের মধ্যে একটি সর্বসম্মত বিষয়রূপে বিবেচিত হতো। নীতিগতভাবে তারা তাওহীদের বিরোধী ছিলো না। আর তাওরাত ও ইনজীলের ঘোষণার বর্তমানে তাদের পক্ষে এটাকে অস্বীকার করাও কোন-ক্রমে সম্ভবপর ছিলো না। কিন্তু এহেন সর্ববাদীসম্মত বিষয়টির প্রতি ঈমান রাখার পরও তারা এমন সব আমল আকিদা পোষাণ করতো যা শিরক ও কুফরীকে অপরিহার্য করে। আল-কুরআন এই সর্ববাদী সম্মত বিষয়টিকে আলোচনার ভিত্তি নির্ধারণ করে তাদের কাছে এই দাবী তুলেছে যে, হয় তারা নিজেদের আমল আকিদাকে দোষমুক্ত করবে নতুবা তাওহীদকে অস্বীকার করতঃ তার দাবী মেনে নেয়ার দায়িত্ব থেকে মুক্ত হবে। অথবা তাওহীদের উপাদান ও দাবী সমূহকে মেনে নেবে এবং এ প্রদীপের আলোকেই নিজদের আমল আকিদাকে সংশোধন করে চলবে। আমল আকিদার মধ্যে যে সব আনাচার ও বিদায়াত প্রবেশ করে তাওহীদের সাথে সম্পূর্ণরূপে অসামঞ্জস্য হয়ে পড়েছে তা দূর করে চলবে।

এটা বিশেষভাবে স্মরণীয় যে, আরবদের সাথে আলোচনার সূত্রপাত এ দৃষ্টিভংগী নিয়ে হয়েছিলো যে, আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা, শক্তি সামর্থ ও যোগ্যতার উদ্গাতা এবং আসমান-যমীনের ব্যবস্থাপক যখন আল্লাহ তায়ালাই আর এ সর্ববাদী সম্মত বিষয়টিকেও যখন তোমরা অস্বীকার করছো না, তখন তোমরা এসব সার্বজনীন স্বীকৃত বিষয়গুলোর যোগসূত্রগুলো যে বিষয় দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন হয় সেটাকে মানছো কেন? ঠিক এমনিভাবেই আর একটু অগ্রসর হয়ে তাওহীদের মূল আকিদা বিশ্বাসকে কেন্দ্রীয় বিষয় নির্ধারণ করে আহলে কিতাবদের সাথে এই বলে বিতর্কের সূচনা করা হয়েছে যে

www.pathagar.com

আকিদা-বিশ্বাস আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একটি স্বীকৃত বিষয়। সুতরাং এ কষ্টি পাথরেই কোন্‌টা খাটি ও কোন্‌টা মেকী আমাদের পরীক্ষা করতে হবে। যেমন আল-কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

قل يا اهل الكتب تعالوا الى كلمة سواء بيننا
وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ
بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا
بانا مسلمون ٥

"আপনি বলুন, হে আহলে কিতাবগণ! তোমরা এমন এক কথার দিকে এসো; যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সমভাবে স্বীকৃত। আর তা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত আমরা কারুর বন্দেগী করবো না, তাঁর সাথে আমরা কাউকে অংশীদার করবো না এবং আল্লাহ ব্যতীত আমরা পরষ্পরকে মাবুদ রূপে গ্রহণ করবো না। সুতরাং তারা যদি এ থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে তাহলে আপনি ঘোষণা করে দিন তোমরা সাক্ষী থাক যে, আমরা আল্লাহর অনুগত ও ফরমাবরদার।" (সুরা আলে ইমরান—৬৪)

উল্লেখিত আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, একমাত্র আল্লাহ তায়ালার বন্দেগী করা, কোন বস্তুকে তাঁর সাথে অংশীদার না করা, আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কাউকে রব বা মাবুদ বলে স্বীকার না করা, ইত্যাদি কথাগুলো আহলে কিতাব ও মুসলমানদের মধ্যে সর্ববাদী সম্মত স্বীকৃত কথা। এ কথাগুলোর কোন একটির ব্যাপারেও যেমন ইহুদীরা দ্বিমত পোষণ করতো না তেমনি দ্বিমত পোষণ করতো না খৃষ্টানগণও। কিন্তু তারা আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কাউকে মাবুদ রূপে না ডাকাকেই মাবুদ স্বীকার না করার অর্থ বুঝে নিয়েছিলো। তাদের মতে আল্লাহ তায়ালার জন্য বিশেষ

www.pathagar.com

রূপে যেসব গুণাবলী ও অধিকার সংরক্ষিত রয়েছে সেসব গুণাবলী ও অধিকারে কাউকে অংশীদার করা হলে তাতে আল্লাহর উলূহিয়াত ও রুবুবিয়াতের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য সূচিত হয় না। যেমন আইন ও নীতিমালা প্রণয়নের অধিকার একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্যে সংরক্ষিত। তাঁর ঐ অধিকারে হস্তক্ষেপ করা কারুর জন্যে বৈধ নয়। যদি কোন লোক এমন কিছু করে, তাহলে সে আল্লাহর উলুহিয়াতকে খণ্ড-বিখণ্ড করে অংশীদার করার অপরাধে অপরাধী। আমরা কারুর জন্যে এ অধিকারকে সমর্থন করলে তার অর্থ হবে যদিও আমরা তাকে মুখে আল্লাহ বা মাবুদ বলবো না, কিন্তু আসলে তাকে আমাদের আল্লাহর সার্বভৌম শাসন কর্তৃত্বে অংশীদার করা হবে। ইহুদী-খৃস্টানগণ আল্লাহর এ অধিকারে অপর কাউকে অংশীদার করাকে আদৌ কোন দোষণীয় কাজই মনে করতো না। সুতরাং আলকুরআন এ ভিত্তিতেই ইহুদী খৃস্টান উভয় সম্প্রদায়কেই তাদের আলেম ওলামা পীর পুরোহিত ও আইন প্রণয়ন-কারীদেরকে মাবুদ মনোনীত করার দোষে অভিযুক্ত করেছে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে ঃ

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ

وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا

لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ○

“তারা নিজেদের আলেম ওলামা ও সন্নাসীদেরকে আল্লাহ ব্যতীত মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে। আর বানিয়ে নিয়েছে মসীহ ইবনে মরিয়মকেও। অথচ তাদেরকে (এ ব্যাপারে) কোনই নির্দেশ দেয়া হয়নি। কিন্তু (তাদেরকে এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে) তারা একমাত্র সেই আল্লাহরই ইবাদত করবে যিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। তিনি সেই সব বস্তু হতে সম্পূর্ণ পূতঃপবিত্র, যেগুলোকে তারা আল্লাহর সাথে অংশীদার করছে।” (সূরা তাওবা—৩১)

www.pathagar.com

এ আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট হাদীসে সাহাবী আদী বিন হাতেমের একটি প্রশ্ন উল্লেখ রয়েছে। তিনি হুযুর (সাঃ) এর কাছে জিজ্ঞেস করলেন—ইয়া রাসূলাল্লাহ ইহুদী খৃষ্টানরা কখনো তাদের আলেম ওলামা ও সন্নাসীদেরকে মাবুদ বলে না ? হুযুর (সাঃ) জবাব দিলেন—এটা কি তারা করে না যে আল্লাহ যা কিছু হারাম নির্ধারণ করেছে সেটাকে যদি তারা হালাল বলে তখন তোমরাও তা হালাল নির্ধারণ করো ? আর তিনি যা কিছু হালাল ঘোষণা করেছেন সেটাকে তারা হারাম ঘোষণা করলে তোমরাও তা হারাম মনে করতে থাকো ? আদী বিন হাতেম (রাঃ) জবাব দিলেন—হা এটাতো করা হচ্ছে। তখন হুযুর (সাঃ) জবাব দিলেন فتلك عبادتهم অর্থাৎ এটাই হচ্ছে তাদের ইবাদত।

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে আদী বিন হাতেম (রাঃ) মনে করছিলেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত কাউকে মুখে ইলাহ বলে স্বীকার করে না নেয়া হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সে আল্লাহ ও মাবুদরূপে পরিগণিত হয় না। আর যখন পর্যন্ত কারুর রসমী ইবাদত না করা হয় ততক্ষণ পর্যন্তও সে মাবুদ হয় না। হুযুর (সাঃ) এহেন ভ্রান্তির অবসান করতে গিয়েই বলেছেন যে কাউকে আল্লাহ বলা হোক বা না হোক, যদি তাকে সেই অধিকার ও মর্যাদা দেয়া হয়, যা একমাত্র আল্লাহর জন্যই বিশেষরূপে সংরক্ষিত, তাহলে তোমরা তাকে মৌখিকভাবে আল্লাহ না বললেও তাকে তোমাদের আল্লাহ ও রব মেনে নেয়া হয়। আর তার রসমী ইবাদত না করলেও সে তোমাদের মাবুদে পরিণত হয়। নীতি আদর্শ ও আইন প্রণয়নের ও নির্ধারণের অধিকার একমাত্র আল্লাহ তায়ালার। এ পদে তোমরা যাকেই সমাসীন করবে, তাকেই প্রভু বলা হবে এবং তোমরা তার বান্দায় পরিণত হবে। মৌখিকভাবে তাকে বান্দা বা আল্লাহ যা-ই বলা হোক না কেন।

উল্লেখিত আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা অনুধাবন করার জন্যে হাদীসের ভাষাই যথেষ্ট। কিন্তু ব্যাখ্যাটির আরো সবিস্তার বিশ্লেষণের জন্যে এখানে গোটা কয়েক উপকারী কথা আলোচনা করা বেমানান ও অসংগত হবে না।

www.pathagar.com

এ আয়াতে ইহুদী খৃষ্টানদের দু'টি শিরকের কথা বলা হয়েছে। আহবার ও রোহবানদেরকে (আলেম-ওলামা ও সন্নাসীদেরকে) রব বা মাবুদ বানান এবং হযরত ঈসা (আঃ) কে খোদা মনোনীত করা। এ দু'টো বিষয়ই এখানে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করছি।

আহবার পোরস্তী

ইহুদীদের সম্পর্কে জানা যায় যে তারা তাদের শরীয়াতের বহু বিষয়কে বিলুপ্ত করে ছিলো। বহু স্থানে তাহরীফ (অর্থের পরিবর্ত্তনের জন্য অক্ষর স্থানান্তর করা) করেছিলো। যেমন বণী ইসমাইলী বংশ হতে আখেরী নবীর আগমনের কথা, কেবলায় ইবরাহিমী ও মাকামে ইবরাহীম ইত্যাদি বিষয় তাহারীফ করে ছিলো। এ ছাড়া শরীয়াতের বহু বিধানকেও তারা গোপন করেছিলো। বিশেষ করে ব্যাভীচার, চুরি, হত্যা ও অন্যান্য শাস্তি বিধানকে গোপন করেছিলো। আর বহু বিধানের উপর তারা শরীয়াতের নামে টাল বাহানা করে যবনিকা টেনে দিয়েছিলো। পার্থিব স্বার্থ উদ্ধারের নিমিত্ত আল্লাহর বিধানের পরিপন্থী ফতুয়াবাজী করে দাবী করতো যে এটাই তাওরাত কিতাবের আসল কথা। এ বিষয়গুলো কুরআন মজীদে সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। একথা সুস্পষ্ট যে তাদের শরীয়াতের সকল স্থান হতে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের অবলুপ্তি ঘটিয়ে আলেম ওলামা মুফ্তী ও আইনবিদদের নিজস্ব মনগড়া আইন কানুনগুলো স্থান করে নিয়েছিলো।

বাইবেল হিষ্টোরী ইহুদীদের বিচার ব্যবস্থা এবং আইন প্রণয়ন পদ্ধতির গবেষণা দ্বারা জানা যায় যে তাদের কাছে ইজতেহাদ বলতে কোন কিছুর আস্তিত্বই ছিলো না। গোত্রের মধ্যে যাদেরকে বিচারক মনোনীত করা হতো তারা যেসব বিষয় তাওরীত কিতাবে প্রকাশ্যরূপে কোন হুকুম নাই সেগুলোর ব্যাপারে তাওরীতের বিধান এবং নিজ নবীর মিমাংসাকে সম্মুখে রেখে কোনরূপ ইজতেহাদ ও চিন্তা গবেষণা করতো না। আর ইসলামের নীতি মাফিক আল্লাহর সন্তুষ্টির সাথে সামঞ্জস্যশীল বিষয় জানার জন্যেও কোন প্রচেষ্টা চালাতো না। তাদের নিয়ম ছিলো যে, তারা বিষয়টিকে প্রধান

www.pathagar.com

গণকঠাকুরের কাছে উপস্থাপিত করতো। আল্লাহর ইচ্ছা অবগত হবার নিমিত্ত প্রধান গণকঠাকুরকে একটি প্রাকৃতিক সূত্র (naturl organ) বলে ভাবা হতো। আর প্রধান গণকঠাকুর তার ইবাদাতের হুজরা ঘরে প্রবেশ করতো, যেখানে পর্দার অন্তরালে একটি সিন্দুক রাখা থাকতো, এ স্থানটিকেই আল্লাহর ইলহামের কেন্দ্রস্থল ভাবা হতো। প্রধান গণকঠাকুর সেখানে পৌঁছলেই তার কাছে আল্লাহর ইলহাম হয়েছে বলে মনে করা হতো। সে হুজরার বাহিরে এসে তার মনগড়া বিধান আল্লাহর ইলহাম বলে মানুষকে জানিয়ে দিতো। আর মানুষের প্রতি এ বিধান মেনে চলা হতো অনিবার্য। বালাঞ্জলী তার স্ব লিখিত থিউরী অব দি এস্টেট (The theory of the state) পুস্তকে ধর্মীয় রাষ্ট্র (থিউক্রেসী) এর অধ্যায়ে লিখেছেন ঃ

"আল্লাহর বিধানগুলো একটি স্বর্ণ আবৃত সিন্দুকের মধ্যে রক্ষিত থাকতো এবং দুজন লোককে এ সিন্দুকের প্রহরী নিযুক্ত করা হতো। আর এটির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হতো আল্লাহর ইলহামের কেন্দ্র হিসেবে। সিন্দুকটি হুজরার মধ্যে অতি পবিত্রম একটি প্রকোষ্টে রাখা হতো এবং গণকঠাকুররা এটিকে খুব সতর্কতার সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করতো। আর এ সব গণকঠাকুরই ইউয়াহার বিধান অর্থাৎ আল্লাহর বিধান অবগত হয়ে তা মানুষের কাছে প্রকাশ করতো।"

"গোত্রের লোকজনের মধ্যে শরীয়াতী আইন প্রয়োগ করার জন্যে যাকে বিচারক রূপে নিয়োগ করা হতো সে এ কাজটিকে আল্লাহর নামে সম্পন্ন করতো। কারণ আইন প্রণয়নের অধিকার একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্যেই রক্ষিত। তাদের সম্মুখে কোন কঠিন সমস্যার উদ্ভব হলে তখন তাদের অপরিহার্য কর্তব্য হতো এসব গণকঠাকুরদের মাধ্যমে আল্লাহর ইচ্ছা ও মর্জি অবগত হওয়া।"

এ নিয়মটি প্রতিমা পূজারী সম্প্রদায়গুলোর যথার্থ অনুকরণ ছাড়া কিছু নয়। ইহুদীরা তাদের বিপর্যয়ের যুগে এ নিয়ম গ্রহণ করে নিয়েছিলো। মিসর, ইরাক, নিনাওয়া ইত্যাদি দেশগুলোর দেব মন্দিরের ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতরা কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনের সময় যেরূপ নিজেদের প্রভুদের

www.pathagar.com

সম্মুখে নতজানু হয়ে অদৃশ্য ব্যক্তির মুখে এসব প্রভুদের ইচ্ছা ও মর্জির কথা অবগত হতো, তেমনি আরবরাও নিজদের মাবুদদের সম্মুখে ভাগ্য নির্ধারক তীর দ্বারা তাদের বিধি বিধান ও ফয়সালার কথা অবগত হতো। এমনিভাবে ইহুদীরাও তাবুতকে (তাওরাত রাখার সিন্দুকটিকে) প্রভু মনোনীত করে নিয়েছিলো এবং কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হলে প্রধান গণকঠাকুর এ তাবুতের সম্মুখে গিয়ে আল্লাহর বিধান ও ফয়সালা অবগত হতো। আল্লাহর ইলহামের জন্য শুধু তাবুতের কাছে উপস্থিত হওয়াটাই ছিলো যথেষ্ট। এসব গণকঠাকুরদেরকে নিষ্পাপ ও আল্লাহর প্রত্যাদেশের পাত্র ভাবা হতো। এ নিয়মটির ফল এই হতো যে নবীর স্থলে "আরবাবাম মিন দুনিল্লাহ" (আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে রব মনোনীত করা) হয়ে গেল এবং তাদের সর্বপ্রকার মনোভাব চিন্তাধারা ও ধ্যান ধারণাগুলি আইন ও শরীয়াতের মর্যাদা অর্জন করে নিলো। খৃষ্টানদের ব্যাপারটি এর চেয়েও অত্যন্ত জটিল ও জঘণ্যতর। তাদের আসল পদ-মর্যাদা হলো ইহুদীদের একটি সংস্কারধর্মী সম্প্রদায় বিশেষ। সতন্ত্রভাবে তারা কোন জাতি নয়। হযরত ইসা (আঃ) নিজেই ঘোষণা করেছেন যে আমি তাওরাত কিতাব বাতিল করার জন্য আসিনি। বরং তাকে পূর্ণতায় রূপ দেয়ার জন্যেই এসেছি। তিনি এ-ও বলেছেন যে, যখন পর্যন্ত তাওরাতের সমগ্র নিয়মগুলো পূর্ণ না হবে তখন পর্যন্ত একটি বিন্দুও তার স্থানচ্যুত হতে পারে না। এ কারণেই তিনি নূতন কোন শরীয়াত নিয়ে আসেন নি এবং স্বীয় অনুসারীদেরকে শুধু দ্বীনের আধ্যাত্মিক ভাবধারার তালীম দিয়েছেন এবং আইন কানুন ও শরীয়াতের ব্যাপারে তাওরাতের বিধান অনুসরণেরই নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি এ ক্ষেত্রে ইহুদীরা দ্বীনের মধ্যে যে সব বিদায়াত সৃষ্টি করেছিলো শুধু সেগুলোই সংস্কার করেছেন।

খৃষ্টানদের প্রাথমিক ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, প্রথম দিকে হযরত ইসা (আঃ)-এর খলিফাদের পদমর্যাদা এমনি রূপই ছিলো। তারা বিধি বিধান ও শরীয়তের ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে তাওরাতের অনুসারী ছিলো। কিন্তু পল এসে খৃষ্টান ধর্মমতের প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য উভয় দিকগুলোকে সম্পূর্ণ ক্ষত-বিক্ষত

www.pathagar.com

করে ফেললো। সে খৃষ্টানদের জন্য একটি স্বতন্ত্র নাম এবং তাদেরকে একটি স্বতন্ত্র জাতির মর্যাদায় সমাসীন করলো। আর তাওরাতের অনুসরণ শুধু বণী ইস্রাঈলীদের জন্য বিশেষভাবে রেখে দিলো। যারা বণী ইস্রাঈলী বংশদ্ভূদ নয় তাদের জন্য তাওরাতের অনুসরণকে বাতিল করে মদ ও শুকরকে বৈধ করে দিলো। হযরত ঈসা (আঃ)-এর খাটি খলিফা-বর্গ এসব ব্যাপার নিয়ে পলের সাথে তর্ক-বিতর্ক অনেক কিছুই করলো বটে। কিন্তু পলের বিদায়াত রোমানদের ঠাট্টা বিদ্রূপের বিষয়ে পরিণত করলো। এমনিভাবেই খৃষ্টান ধর্মমত একটি স্বতন্ত্র জাতিরূপে আত্ম-প্রকাশ করলো। কিন্তু এ জাতি কিতাব ও শরীয়াত হতে রয়ে গেল সম্পূর্ণ বঞ্চিত। কারণ ইনজীল কিতাব সম্পূর্ণ বিধান শুন্য। অপরদিকে তাওরাতের অনুসরণকে পল তাদের জন্য নিষিদ্ধ করে। ফল এই হলো যে জীবনের সকল ব্যাপারে খৃষ্টানরা আল্লাহর পরিবর্তে নিজদের আলেম ওলামা ও পীর পুরোহিতদের মনগড়া বিধান ও বিদায়াতের অনুসারী হয়ে পড়লো। তাদের ওলামাগণ যা কিছু বলতো তা-ই আল্লাহর হুকুম হয়ে যেতো। কনষ্টানটিনোপলের যুগে যখন রোমান শাসকগণ খৃষ্টান ধর্মমতের প্রতি শত্রুতার স্থানে বন্ধুতা পোষণ করতে লাগলো তখন পলের অবস্থা এই হলো যে একদিকে পলের বিধান জারী হতো, অপরদিকে শাসকের ফরমান এমনিভাবে জারী হতো যে আল্লাহর বিধানরূপে তা কার্যকর করতে হতো। শেষ পর্যন্ত এ অবস্থা এতদূর গড়িয়ে গেল যে এ সব পুতঃ পবিত্র অলী-আল্লাহদের এমন অধিকার অর্জন হলো যে তারা যমীনের উপর যা কিছু বন্ধ করতো আসমানেও তাই বন্ধ হয়ে যেতো। আর যমীনে কিছু খোলা হলে আসমানেও তাই খুলে দেয়া হতো। তাদের মুখ আল্লহর মুখপাত্রে পরিণত হতো। এমনকি এরা এ দুনিয়ায় কাউকে দান করলে আসমানেও তাই তাদেরকে দান করা হতো। অপর কথায় এর অর্থ হলো তারা আল্লাহর বিধানের অনুসারী ছিলো না। বরং আল্লাহ স্বয়ং তাদের হুকুম তামিল করে চলতো—নাউযুবিল্লাহ।

www.pathagar.com

হযরত ইসা (আঃ)-কে মাবুদ মনোনীত করা

খৃষ্টানরা এমনিভাবে হযরত ইসা (আঃ)-কে মাবুদ বানাতে দ্বিধা সংকোচ করেনি। তাদের কালামশাস্ত্র ও ধর্মীয় বির্তকের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে পলই হলো এ ফেৎনার আসল উদগাতা ও প্রতিষ্ঠাতা। হযরত ইসা (আঃ) এর শিষ্য ছিলেন অশিক্ষিত লোক। পক্ষান্তরে পল ছিলো গ্রীক দর্শন ও আধ্যাত্মবাদের একজন বিচক্ষণ পারদর্শী ব্যক্তি। সে নূতন রূপরেখায় ইন্‌জীল কিতাবের তাফছীর করেছিলো। সে দাবী করে বেড়াতো যে ইসা (আঃ)-এর অশিক্ষিত মুরীদদের কথার অনুকরণ আমার জন্য জরুরী নয়। তারা ধর্মের মূলতত্ব ও গোপন রহস্য সর্ম্পকে কিছুই জানে না। বরং আমি আমার জ্ঞান কাশ্‌ফের মাধ্যমে সরাসরি ইসা (আঃ)-এর নিকট থেকে পেয়ে থাকি। রহস্যের বিষয় যে ইনজীল কিতাবের ইবরানী ভাষা সর্ম্পকে পলের আদৌ কোন জ্ঞানই ছিলো না। একজন অশিক্ষিত আজমী লোকের কুরআনের সাথে যেরূপ সর্ম্পক হতে পারে, পলের ছিলো ইনজীল কিতাবের সাথে অনুরূপ সর্ম্পক। ইসলামের ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই যে কুরআন হাদীসের ভাষা সর্ম্পকে অনভিজ্ঞ লোকের দ্বারাই দ্বীনের মধ্যে অধিকাংশ বিদা-য়াতের প্রচলন হয়েছে। এমনিভাবে পলেরও ইনজীলের ভাষা সর্ম্পকে আদৌ কোন জ্ঞান ছিলো না। অপরদিকে গ্রীক দর্শন ও আধ্যাত্মিক-তাবাদে ছিলো সে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী। তা দ্বারা সে ইন্‌জীল কিতাব ও খৃষ্টানদের ধর্মীয় মুলতত্ত্বকে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত করে ছেড়ে দিলো। পলের মধ্যে আধ্যাত্মিকতাবাদের রং ও প্রভাব ছিলো প্রকট ও প্রবল। তার সমগ্র কর্মতৎপরতার মূল বিষয়টি ছিলো, যে কোন প্রকারে হোক রোমানদের মধ্যে খৃষ্টান ধর্মমতকে সাধারণভাবে গ্রহণীয় করে তোলা। তার এ:হেন ইচ্ছা অনুভূতির সাথে স্বাভাবিক ভাবে ইসা (আঃ)-এর আসল জীবন এবং তাঁর বাস্তব শিক্ষা ও উপদেশাবলীর কোনই সম্পর্ক ছিলো না। তার আধাত্মিক দর্শন ও রোমান মিথোলোজির সাথে সামঞ্জস্যশীল বিষয়গুলোর প্রতিই মনের গভীর আগ্রহ ছিলো সম্পৃক্ত।

www.pathagar.com

সুতরাং তার সমুদয় বিদায়াতগুলোর মধ্যে এহেন অনুভূতির রূপরেখাই পরিস্ফুট। আমরা এখানে শুধু হযরত ঈসা (আঃ)-কে মাবুদ মনোনীত করার বিষয়টির প্রতিই সবিস্তার আলোকপাত করছি।

ইন্জীল কিতাবে হযরত ঈসা (আঃ)-এর শানে পুত্র (ইবনে), কালেমাতুল্লা এবং আল্লাহর শানে পিতা (আবুন) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর হযরত ইসাকে (আঃ) আদম সন্তান বলেও করা হয়েছে আখ্যায়িত এবং পরিস্কার ভাষায় তাওহীদেরও দেয়া হয়েছে তালীম।

হযরত ঈসা (আঃ)-এর শিষ্যদের এসব কথাগুলোর আসল মর্ম উপলব্ধি করতে কোনই অসুবিধে হয়নি। ইবরানী ভাষায় ইবনে শব্দটি গোলাম ও পুত্রের যৌথ অর্থবোধক শব্দ। এমনিভাবে আবুন শব্দটি পিতা ও মাবুদের যৌথ অর্থবোধক শব্দ। তারা ইবনে শব্দ দ্বারা যেমন কোন সংশয়ের মধ্যে নিপতিত হতো না তেমনি আবদ শব্দের ব্যাখ্যায়ও ভুল করতো না। তারা বিনা সন্দেহেই ইবনুল্লাহ দ্বারা আল্লাহর গোলাম এবং আবী শব্দ দ্বারা আমার প্রভু অর্থ বুঝে নিতো। আর এ যৌথ অর্থবোধক শব্দদ্বয় দ্বারা মনে কোন সংশয় সৃষ্টি হলেও পরিস্কার ভাষায় তাওহীদের শিক্ষা সে সন্দেহকে বিদুরীত করার জন্যে যথেষ্ট ছিলো। হক্কপন্থীরা কখনো সন্দেহযুক্ত ও অপ্রকাশ্য বিষয়ের উপর আকিদা বিশ্বাসের ভিত্তি রাখেনা। বরং প্রকাশ্য তালীম ও নীতি আর্দশের উপরই প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্ত পলের পক্ষে ইন্জীলের এহেন গোটা কয়েক শব্দই অপ-ব্যাখ্যা ও ফেৎনাবাজী করার পথ উন্মুক্ত করে দেয়। পল তার মতবাদের সমুদয় সূত্র ইবরানী ভাষা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল না থাকার দরুণ গ্রীক ভাষায় অনুদিত ইনজীল থেকেই নিয়েছিলো। গ্রীক ভাষায় আবুন ও ইবনে শব্দের নিজস্ব অর্থ হারিয়ে বিকৃত অর্থ ধারণ করলো। গ্রীক ভাষায় এসে সে পুত্র ও পিতার অর্থে ব্যবহৃত হতে লাগলো। এখান থেকেই পল তার আধ্যাত্মবাদের খোরাক যুগিয়ে ছিলো। ইসা (আঃ) কে কলেমা-তুল্লাহ বলা হতো। এটাকেই সে ভিত্তি নিরূপণ করে কলেমা শব্দ দ্বারা এক মহান সৃষ্টিগত পরমাত্মার (world power) এবং ঈসা (আঃ)-কে এ

www.pathagar.com

সুতরাং তার সমুদয় বিদায়াতগুলোর মধ্যে এহেন অনুভূতির রূপরেখাই পরিস্ফুট। আমরা এখানে শুধু হযরত ঈসা (আঃ)-কে মাবুদ মনোনীত করার বিষয়টির প্রতিই সবিস্তার আলোকপাত করছি।

ইন্‌জীল কিতাবে হযরত ঈসা (আঃ)-এর শানে পুত্র (ইবনে), কালেমাতুল্লা এবং আল্লাহর শানে পিতা (আবুন) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর হযরত ঈসাকে (আঃ) আদম সন্তান বলেও করা হয়েছে আখ্যায়িত এবং পরিষ্কার ভাষায় তাওহীদেরও দেয়া হয়েছে তালীম।

হযরত ঈসা (আঃ)-এর শিষ্যদের এসব কথাগুলোর আসল মর্ম উপলব্ধি করতে কোনই অসুবিধে হয়নি। ইবরানী ভাষায় ইবনে শব্দটি গোলাম ও পুত্রের যৌথ অর্থবোধক শব্দ। এমনিভাবে আবুন শব্দটি পিতা ও মাবুদের যৌথ অর্থবোধক শব্দ। তারা ইবনে শব্দ দ্বারা যেমন কোন সংশয়ের মধ্যে নিপতিত হতো না তেমনি আবদ শব্দের ব্যাখ্যায়ও ভুল করতো না। তারা বিনা সন্দেহেই ইবনুল্লাহ দ্বারা আল্লাহর গোলাম এবং আবী শব্দ দ্বারা আমার প্রভু অর্থ বুঝে নিতো। আর এ যৌথ অর্থবোধক শব্দদ্বয় দ্বারা মনে কোন সংশয় সৃষ্টি হলেও পরিষ্কার ভাষায় তাওহীদের শিক্ষা সে সন্দেহকে বিদুরীত করার জন্যে যথেষ্ট ছিলো। হক্কপন্থীরা কখনো সন্দেহযুক্ত ও অপ্রকাশ্য বিষয়ের উপর আকিদা বিশ্বাসের ভিত্তি রাখেনা। বরং প্রকাশ্য তালীম ও নীতি আর্দশের উপরই প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্ত পলের পক্ষে ইন্‌জীলের এহেন গোটা কয়েক শব্দই অপ-ব্যাখ্যা ও ফেৎনাবাজী করার পথ উন্মুক্ত করে দেয়। পল তার মতবাদের সমুদয় সূত্র ইবরানী ভাষা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল না থাকার দরুণ গ্রীক ভাষায় অনুদিত ইনজীল থেকেই নিয়েছিলো। গ্রীক ভাষায় আবুন ও ইবনে শব্দের নিজস্ব অর্থ হারিয়ে বিকৃত অর্থ ধারণ করলো। গ্রীক ভাষায় এসে সে পুত্র ও পিতার অর্থে ব্যবহৃত হতে লাগলো। এখান থেকেই পল তার আধ্যাত্মবাদের খোরাক যুগিয়ে ছিলো। ঈসা (আঃ) কে কলেমা-তুল্লাহ বলা হতো। এটাকেই সে ভিত্তি নিরূপণ করে কলেমা শব্দ দ্বারা এক মহান সৃষ্টিগত পরমাত্মার (world power) এবং ঈসা (আঃ)-কে এ

www.pathagar.com

মহান সৃষ্টিগত পরমাত্মারই বাহ্যিক রূপ আখ্যা দিয়ে নবতর দর্শনের জন্ম দিলো। আর এ থেকেই ইসা (আঃ) আল্লাহর পুত্র হওয়ার শির্কটির প্রচলন ঘটে।

পল ৬৪ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু বরণ করে। এ সময় হতেই ৪র্থ শতাব্দীর প্রথম পর্যন্ত এ বিষয়টি নিয়ে খৃষ্টানদের মধ্যে যে কলহ ও ঝগড়া বিবাদ হয়েছিলো এবং তার ভিত্তিতে যেসব সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়েছিলো তার বিবরণ খুবই দীর্ঘ। কিন্তু এ সময়কার ইতিহাসের ছাত্রদের তিনটি গ্রুপে বিভক্ত দেখা যায়ঃ

(১) আরিউসী (Ariaus) সম্প্রদায়ঃ তারা আরিউসী (Arius) এর অনুসারী ও ভক্ত ছিলো। তারা ইসা (আঃ) কে আল্লাহর সৃষ্টি মখলুক বলে বিশ্বাস করতো।

(২) সাবিলী (Scbcllians) সম্প্রদায়ঃ তারা জন্মান্তরবাদের প্রবক্তা এবং ঈসাকে আল্লাহর একজন অবতার বা দর্পন (Aspect) বলে বিশ্বাস করতো। তাদের মতে আল্লাহ হচ্ছেন সৃষ্টিকর্তা পরিত্রাণ কর্তা; ইত্যাদি সবকিছু। একই ব্যক্তি যেমন পিতা, মুরব্বী ও মেহমান সব কিছু হতে পারে। তাদের মতে আল্লাহও তদ্রূপ হতে পারেন।

(৩) তাছলিছী সম্প্রদায়। তারা ত্রিত্ববাদের প্রবক্তা তাদের গুরু হচ্ছে পল।

এদের মধ্যে আরিউসী সম্প্রদায়ই হচ্ছে আসল খৃষ্টান মতবাদের ধারক ও স্থিতিশীলতার আকাংখী। যদিও তারা অন্যান্য সম্প্রদায়ের দলন প্রহসন ও জনতার সাধারণ প্রভাবের দরূণ পরবর্তীকালে হযরত ইসা (আঃ)-কে মানুষের পদমর্যাদার চেয়ে কিছুটা মহান ভাবতে শুরু করেছিল। কিন্তু জন্মান্তরবাদ ও ত্রিত্ববাদের সমালোচনা ও বাতিল করার কারণে এ সম্প্রদায়ের ভূমিকা তুলনাহীন।

তৃতীয় শতাব্দীর শেষভাগে এবং চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম দিকে একটি বিশেষ ঘটনার কারণে হযরত ইসা (আঃ) আল্লাহ এবং বান্দা হওয়া সম্পর্কে খৃষ্টানদের সকল সাম্প্রদায় গুলোকে অত্যন্ত ব্যাকুল ও আত্মকলহে লিপ্ত রেখেছিলো। এ সময় রোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে খৃষ্টান ধর্ম বেশী পরিমানে সম্প্রসারিত

www.pathagar.com

হয় এবং এ মতদ্বৈততা রাষ্ট্রের শত্রুদের জন্যেও পথ খোলাসা করে। এ কারণেই কনস্টানটপল খৃস্টান ধর্ম বিলোপ করার পলিসির পরিবর্তে খৃস্টান ধর্মের সাহায্য সহনুভূতির পথ গ্রহণ করে। তার প্রাথমিক প্রচেষ্টা ছিলো, যে কোন প্রকারে হোক এসব সম্প্রদায়গুলোর পারস্পরিক দ্বন্দ্ব বিদূরীত করে তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করা যাতে তাদের মতবিরোধ ও কলহ দ্বারা রাষ্ট্রের কোনরূপ ক্ষতি সাধন না হয়। এজন্যে সে তিনশত চৌদ্দ খৃস্টাব্দে আরলিস শহরে সমগ্র চার্চদের একটি কনফারেন্স ডাকে। কিন্তু এর দ্বারা সে তার উদ্দেশ্য সফল হতে পারলো না। পরিশেষে তারই ইঙ্গীতে তিনশত পঁচিশ খৃস্টাব্দে নিসিয়া শহরে চার্চদের একটি সাধারণ কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হয়। যদিও এ সময় পর্যন্ত সে নিয়মতান্ত্রিক ভাবে খৃস্টান ধর্মমতে দীক্ষা নেয়নি। কিন্তু সে নিজেই এ কাউনন্সিল সভার সভাপতিত্ব করে। এ সভাটি ছিলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সভা। এ সভায় খৃস্টান ধর্মের সকল সম্প্রদায়গুলো এবং সকল গীর্জার দায়িত্বশীল প্রতি-নিধিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। আসল যুদ্ধ ছিলো আরিউসী সম্প্রদায় এবং ইসা (আঃ)-এর প্রভূত্ববাদী প্রবক্তা সাম্প্রদায়ের মধ্যে। এ সভার কার্য-বিবরণী খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও মনোজ্ঞ। বৃদ্ধ আরিউস যখন "হযরত ইসা (আঃ) আল্লাহর সৃষ্ট জীব" এ বিষয়ের উপর ভাষণ দিতে দণ্ডায়মান হলেন, তখন এক লোক এসে তার গণ্ডদেশে চপোটাঘাত করলো। আর বিশপ ও পাদ্রীগণ কানে আংগুল দিয়ে এই বলে সভা ছেড়ে চলে গেল যে এ বৃদ্ধের ন্যায় বড় কাফের এ জগতে কেউ নেই। এ সভার অধিকাংশ লোকই আরি-উসীর মতবাদের বিরোধী ছিলো। এ কারণেই তার দল ও সহকর্মীদের এখানে পরাজয় ঘটে। এ সভায় কয়েকদিন ক্রমাগত বক্তৃতা ভাষণ বিতর্ক আলোচনা ইত্যাদির পর যে প্রস্তাব ও রোয়েদাদ গ্রহণ করা হয় তা (Nicean Greed) নামে নামকরণ করা হয়েছিলো। আর খৃস্টান ধর্মমতের আকায়েদের ক্ষেত্রে (মৌলিক বিশ্বাস) চতুর্থ শতাব্দী হতে অদ্যাবধি এটিকে সর্বজন স্বীকৃত ও অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ দলীল রূপে ভাবা হয়। রোয়েদাদটি এই ঃ

"আমরা এমন এক আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখি, যিনি হচ্ছেন পিতা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী সমগ্র প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য বস্তুর সৃষ্টিকর্তা। আর এক

www.pathagar.com

তথাপি তারা মানুষের প্রভুত্ব ও খোদায়ীত্বকে স্বীকৃতি দিতো না। সেই খৃষ্টানরাই নিসিয়ার সভায় মিলিত হয়ে একজন কাফের শাসকের নেতৃত্বে হযরত ঈসা (আঃ)-কে প্রভু হবার আকীদা খুব জোরেসোরে সমর্থন ঘোষণা করলো—এটা সত্যই আশ্চর্যের বিষয়।

এ কাউন্সিল সভার পর বহু গুরুত্বপূর্ণ সভাই অনুষ্ঠিত হয় এবং পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে ক্রমাগতভাবে সভা হতে থাকে এবং বহু জরুরী বিষয়ে মতবিরোধও হয়। কখনো কখনো আরিউসীর অনুসারী ও মুরীদ মোতাকেদদের প্রাণশক্তিও প্রদর্শিত হয়। এমনকি কনষ্টান্টিনোপলের স্বলাভিষিক্ত কোন কোন সম্রাটও আরিউসীদের আকীদা বিশ্বাসে বিশ্বাসী ও অনুসারী হয়ে পড়ে। তথাপি এসব কিছু ছিলো ক্ষণস্থায়ী ও সমসাময়িক সংগ্রাম। উল্লেখিত আকীদা বিশ্বাসই সর্বদা সবার উপরে আসন লাভ করে। বিশ্ব-বিখ্যাত ঐতিহাসিক গ্যাবনের ভাষায় বর্তমানে উল্লেখিত আকীদা বিশ্বাসের মূলতত্ত্বের সমাধান দেওয়ার নামই খৃষ্টান ধর্ম হয়ে রয়েছে।

খৃষ্টানদের এহেন শিরকী আকীদা বিশ্বাসের বিবরণ আল-কুরআনে সবিস্তারে লিপিবদ্ধ রয়েছে এবং সেগুলোকে সে বাতিল ঘোষণা করেছে। আমরা এখানে কতিপয় আয়াত উল্লেখ করছি। ইরশাদ হচ্ছেঃ

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ
ابْنُ اللَّهِ ذَٰلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا
مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ۝

"ইহুদীরা বলে যে, ওযায়ের (আঃ) আল্লাহর পুত্র। আর খৃষ্টানরা বলে যে ঈসা (আঃ) আল্লাহর পুত্র। এগুলো তাদের মৌখিক কথা (বাস্তব নয়)। যারা তাদের পূর্বে কুফরী করেছে তাদের সাথে এরা সামঞ্জস্য বিধান করছে। (অর্থাৎ তাদের পায়রবী করে চলছে) আল্লাহ এদেরকে ধ্বংস করুক। কোথায় গোমরাহ হয়ে চলছো?" (সুরা তাওবা—৩০)

www.pathagar.com

"এগুলো তাদের মৌখিক কথা" এর দ্বারা বুঝান হয়েছে যে এটা আল্লাহর কথা নয়। আল্লাহ বলেননি। এটা তাদের মনগড়া কথা, আল্লাহর কিতাবে এর কোনই সনদ নেই। "পূর্বে যারা কুফরী করেছে তাদের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলেছে" একথাটি দ্বারা বুঝান হয়েছে যে এরা চিন্তা ভাবনা না করে না বুঝেই সেকালের লোকদের কথা আওড়াচ্ছে। মূলতত্ত্ব কি সে বিষয়ে আদৌ লক্ষ্য করছে এবং আল কুরআনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের দিকেও তাকাচ্ছে না।

এদেরকে লক্ষ্য করে আল-কুরআনে অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে ঃ—

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ۝

(হে নবী) আপনি বলুন, হে আহলী কিতাবরা! (খৃস্টানরা) নিজদের ধর্মের মধ্যে অন্যায়ভাবে বাড়িবাড়ি কিছু করো না। আর যে সম্প্রদায় তোমাদের পূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং বহু লোককে পথভ্রষ্ট করেছে, আর যারা সরল পথ থেকে দূরে সরে পড়েছে, তোমরা তাদের খেয়াল খুশীর পায়রবী করোনা।" (সূরা মায়িদা—৭৭)

অর্থাৎ এ সব ফেৎনা-ফাসাদের মূল উৎস হচ্ছে পূর্ব পুরুষদের অন্ধ অনুকরণ করা। পূর্ব হতে যে গোমরাহী চলে আসছে চিন্তা ভাবনা না করে ও না বুঝে শুনেই তার পায়রবী করছে। আর অন্ধ তাকলীদ ও চোখ কান বুজে অনুকরণই তাদেরকে সঠিক শিক্ষা হতে বঞ্চিত করছে।

আল-কুরআনের কোন কোন আয়াতে তাদের শিরকীকে কুফরী দ্বারা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এর কারণ হলো যে মূলগত দিক দিয়ে শিরক হচ্ছে কুফরী। ধর্মে শুধু আল্লাহর স্বীকৃতি দেয়াই গ্রহণযোগ্য নয়। বরং আল্লাহর সমুদয় গুণাবলীর সাথে স্বীকৃতি হচ্ছে গ্রহণযোগ্য বিষয়। এ কারণেই যে স্বীকৃতি তাঁর সমুদয় গুণাবলীর সাথে হয় না, যেমন মুশরেকরা

www.pathagar.com

স্বীকৃতি দিয়ে থাকে, সে স্বীকৃতি অর্থহীন ও অস্বীকারেরই নামান্তর। ইরশাদ হচ্ছে ঃ—

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ
قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ
مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۗ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ
وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○

"তারা অবশ্যই কুফরী করে যারা বলে যে ইসা বিন মরিয়মই হচ্ছেন আল্লাহ। আপনি বলে দিন যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন বস্তু অধিকার ও ক্ষমতা রেখে থাকে এমন কে আছে ? তিনি যদি ইচ্ছা করেন যে ইসা বিন মরিয়মকে এবং তাঁর মাতাকে এবং ভূ-পৃষ্ঠের উপর বসবাসকারী যাবতীয় বস্তুনিচয় ও জীবকুলকে ধ্বংস করে দিবেন। (তাহলে কে রক্ষা করতে পারে ?) আসমান যমীন ও তার মধ্যে যা কিছু রয়েছে সবকিছুর উপর সর্বময় শাসন ক্ষমতার অধিকারী ও সার্বভৌম সম্রাট হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহই। তিনি যা কিছু ইচ্ছে তা-ই পয়দা করেন। আর আল্লাহ প্রত্যেকটি বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।"

(সূরা মায়িদা—১৭)

যারা হযরত ইসা (আঃ) কে আল্লাহর পুত্র বা দেবতা রূপে মানে ও বিশ্বাস করে আলোচ্য আয়াতে তাদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে। যেহেতু হযরত ইসা (আঃ) থেকে অস্বাভাবিক ঘটনাবলী প্রকাশ পাওয়া এবং বিনা পিতায় জন্মগ্রহণ করা আল্লাহর পুত্র বা প্রভু হবার একটি অকাট্য দলীল বটে। এ কারণেই এ আয়াতের শেষাংশে তা বাতিল করা হয়েছে। এ আকীদা বিশ্বাসকে আল-কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পন্থায় রদ করা হয়েছে। কোন কোন স্থানে তাকে হযরত আদম (আঃ)-এর সাথে সাদৃস্য স্থাপন করে বলা

www.pathagar.com

স্বীকৃতি দিয়ে থাকে, সে স্বীকৃতি অর্থহীন ও অস্বীকারেরই নামান্তর। ইরশাদ হচ্ছে ঃ—

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ
قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ
مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۗ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ
وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○

"তারা অবশ্যই কুফরী করে যারা বলে যে ইসা বিন মরিয়মই হচ্ছেন আল্লাহ। আপনি বলে দিন যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন বস্তু অধিকার ও ক্ষমতা রেখে থাকে এমন কে আছে? তিনি যদি ইচ্ছা করেন যে ইসা বিন মরিয়মকে এবং তাঁর মাতাকে এবং ভূ-পৃষ্ঠের উপর বসবাসকারী যাবতীয় বস্তুনিচয় ও জীবকুলকে ধ্বংস করে দিবেন। (তাহলে কে রক্ষা করতে পারে?) আসমান যমীন ও তার মধ্যে যা কিছু রয়েছে সবকিছুর উপর সর্বময় শাসন ক্ষমতার অধিকারী ও সার্বভৌম সম্রাট হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহই। তিনি যা কিছু ইচ্ছে তা-ই পয়দা করেন। আর আল্লাহ প্রত্যেকটি বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।"

(সূরা মায়িদা—১৭)

যারা হযরত ইসা (আঃ) কে আল্লাহর পুত্র বা দেবতা রূপে মানে ও বিশ্বাস করে আলোচ্য আয়াতে তাদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে। যেহেতু হযরত ইসা (আঃ) থেকে অস্বাভাবিক ঘটনাবলী প্রকাশ পাওয়া এবং বিনা পিতায় জন্মগ্রহণ করা আল্লাহর পুত্র বা প্রভু হবার একটি অকাট্য দলীল বটে। এ কারণেই এ আয়াতের শেষাংশে তা বাতিল করা হয়েছে। এ আকীদা বিশ্বাসকে আল-কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পন্থায় রদ করা হয়েছে। কোন কোন স্থানে তাকে হযরত আদম (আঃ)-এর সাথে সাদৃস্য স্থাপন করে বলা

www.pathagar.com

হয়েছে যে বিনা পিতায় জন্ম হওয়া যদি প্রভুত্বের প্রমাণ হয়, তাহলে হযরত আদম (আঃ)-এরও মাবুদ হওয়া উচিত। আল-কুরআনের কোন কোন সূরায় হযরত ইয়াহিয়া (আঃ)-এর জন্মকে হযরত ইসা (আঃ)-এর জন্মবৃত্তান্তের মুখপাত্র নিরূপণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে সাধারণ উপায় উপকরণের পরিপন্থী পন্থায় পয়দা হওয়া যদি আল্লাহ হবার প্রমাণ হয় তাহলে পুরুষের বার্ধক্যপনা এবং নারীদের বাঁঝা হওয়া সত্বেও তাদের থেকে কোন শিশুর জন্ম হওয়া অস্বাভাবিক ঘটনা নয় কি? হযরত ইয়াহিয়া (আঃ) এভাবে জন্ম হওয়ায় তাকে আল্লাহ রূপে বিশ্বাস করা হয় না। সুরা আল মায়িদায় ইরাশাদ হয়েছে ঃ

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۖ

وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۖ

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ۖ

وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ۝ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ

ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ ۘ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۝

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ

وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ ۖ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ ۝

"নিঃসন্দেহে তারাই কুফরী করে যারা বলে যে ইসা ইবনে মারিয়ম হচ্ছেন আল্লাহ। অথচ হযরত ইসা (আঃ) বলেছেন যে হে বনী ইসারঈল! একমাত্র আল্লাহর বন্দেগী করো, যিনি হচ্ছেন আমারও রব এবং তোমাদেরও রব। যারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে আল্লাহ নিঃসন্দেহে তাদের জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন এবং তাদের ঠিকানা করবেন জাহান্নাম। আর

www.pathagar.com

হয়েছে যে বিনা পিতায় জন্ম হওয়া যদি প্রভুত্বের প্রমাণ হয়, তাহলে হযরত আদম (আঃ)-এরও মাবুদ হওয়া উচিত। আল-কুরআনের কোন কোন সূরায় হযরত ইয়াহিয়া (আঃ)-এর জন্মকে হযরত ইসা (আঃ)-এর জন্মবৃত্তান্তের মুখপাত্র নিরূপণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে সাধারণ উপায় উপকরণের পরিপন্থী পন্থায় পয়দা হওয়া যদি আল্লাহ হবার প্রমাণ হয় তাহলে পুরুষের বার্ধক্যপনা এবং নারীদের বাঁঝা হওয়া সত্বেও তাদের থেকে কোন শিশুর জন্ম হওয়া অস্বাভাবিক ঘটনা নয় কি? হযরত ইয়াহিয়া (আঃ) এভাবে জন্ম হওয়ায় তাকে আল্লাহ রূপে বিশ্বাস করা হয় না। সুরা আল মায়িদায় ইরশাদ হয়েছে ঃ

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ -
وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ -
إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ -
وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ - لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ
ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ○
مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ - قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ
وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ ○

"নিঃসন্দেহে তারাই কুফরী করে যারা বলে যে ইসা ইবনে মারিয়ম হচ্ছেন আল্লাহ। অথচ হযরত ইসা (আঃ) বলেছেন যে হে বনী ইসারঈল! একমাত্র আল্লাহর বন্দেগী করো, যিনি হচ্ছেন আমারও রব এবং তোমাদেরও রব। যারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে আল্লাহ নিঃসন্দেহে তাদের জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন এবং তাদের ঠিকানা করবেন জাহান্নাম। আর

যালেমদের কোনই সাহায্যকারী হবে না। নিঃসন্দেহে তারাও কুফরী করে যারা বলে যে আল্লাহ তিনের তৃতীয়। আল্লাহ ব্যতীত কোনই মাবুদ নেই। তিনি একমাত্র মাবুদ।

মরিয়মের পুত্র হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহর রাসূল ব্যতীত আর কিছুই নন। তাঁর পূর্বে বহু রাসূল চলে গিয়েছেন। আর তাঁর মাতা হচ্ছেন সতী-সাধ্বী ও সত্যবাদী মহিলা। তারা উভয়ই পানাহার করেন।"

(সূরা মায়িদা ৭২-৭৩—৭৫)

আল্লাহ তায়ালা উল্লেখিত আয়াতে ও জন্মান্তরবাদ ও ত্রিতত্ববাদের প্রবক্তাদের দাবীকে খণ্ডন করেছেন। এ দু'টি সম্প্রদায়ের দাবীর বিরুদ্ধে হযরত ঈসা (আঃ)-এর এই শিক্ষাও নকল করেছেন যে "আল্লাহরই ইবাদত করো, তিনি আমারও রব এবং তোমাদেরও রব।" ইনযিল কিতাবে হযরত ঈসা (আঃ)-এর এ কথাটি বার বার উল্লেখ করা হয়েছে যে "আমার পিতা এবং তোমাদের পিতা"। আল কুরআন যথার্থভাবেই এ কথাটির ব্যাখ্যা দিয়েছে যে তিনি বলতেন "আল্লাহই আমার রব এবং তোমাদের রব"। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে ইবরানী ভাষায় আবুন শব্দ হচ্ছে পিতা ও প্রভুর যৌথ অর্থ-বোধক শব্দ।

এ আয়াতের শেষের দিকে ছেলে ও মা উভয় পানাহার করাকে মানুষ হবার দলীলরূপে পেশ করা হয়েছে। পানাহার করায় মানুষ হবার এমন একটি দলীল যা বণী ইসরাঈলদের মধ্যে সর্বজন স্বীকৃত কথা। হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর কাছে যে ফেরেস্তা মানুষের আকার ধারণ করে এসে ছিলেন তার সামনে তিনি খানা হাজীর করলেন। কিন্তু যখন সে খানার দিকে লক্ষ্য করলো না, তখন হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর মনে সন্দেহ হলো যে এ লোক মানুষ নয় বরং ফেরেস্তা।

লওকা ইনযিলে উল্লেখ আছে যে, কোন এক সময় হযরত ঈসা (আঃ) খানা খেয়ে তাঁর সহযোগী অনুসারীদেরকে নিজে মানুষ হবার কথা প্রমাণ করেছিলেন। উঠিয়ে নিয়ে যাবার পর যখন তিনি দ্বিতীয় বার তাঁর শাগরীদ-দের কাছে আসলেন, তখন তারা ঘাবড়িয়ে গেল। আর তাঁর মুখের কথা শুনে তাদের ধারণা হলো যে হয়তো কোন আত্মা তাদের সাথে

www.pathagar.com

যালেমদের কোনই সাহায্যকারী হবে না। নিঃসন্দেহে তারাও কুফরী করে যারা বলে যে আল্লাহ তিনের তৃতীয়। আল্লাহ ব্যতীত কোনই মাবুদ নেই। তিনি একমাত্র মাবুদ।

মরিয়মের পুত্র হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহর রাসূল ব্যতীত আর কিছুই নন। তাঁর পূর্বে বহু রাসূল চলে গিয়েছেন। আর তাঁর মাতা হচ্ছেন সতী-সাধ্বী ও সত্যবাদী মহিলা। তারা উভয়ই পানাহার করেন।"

(সূরা মায়িদা ৭২-৭৩—৭৫)

আল্লাহ তায়ালা উল্লেখিত আয়াতে ও জন্মান্তরবাদ ও ত্রিতত্ববাদের প্রবক্তাদের দাবীকে খণ্ডন করেছেন। এ দু'টি সম্প্রদায়ের দাবীর বিরুদ্ধে হযরত ঈসা (আঃ)-এর এই শিক্ষাও নকল করেছেন যে "আল্লাহরই ইবাদত করো, তিনি আমারও রব এবং তোমাদেরও রব।" ইনযিল কিতাবে হযরত ঈসা (আঃ)-এর এ কথাটি বার বার উল্লেখ করা হয়েছে যে "আমার পিতা এবং তোমাদের পিতা"। আল কুরআন যর্থাথভাবেই এ কথাটির ব্যাখ্যা দিয়েছে যে তিনি বলতেন "আল্লাহই আমার রব এবং তোমাদের রব"। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে ইবরানী ভাষায় আবুন শব্দ হচ্ছে পিতা ও প্রভুর যৌথ অর্থ-বোধক শব্দ।

এ আয়াতের শেষের দিকে ছেলে ও মা উভয় পানাহার করাকে মানুষ হবার দলীলরূপে পেশ করা হয়েছে। পানাহার করায় মানুষ হবার এমন একটি দলীল যা বণী ইসরাঈলদের মধ্যে সর্বজন স্বীকৃত কথা। হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর কাছে যে ফেরেস্তা মানুষের আকার ধারণ করে এসে ছিলেন তার সামনে তিনি খানা হাজীর করলেন। কিন্তু যখন সে খানার দিকে লক্ষ্য করলো না, তখন হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর মনে সন্দেহ হলো যে এ লোক মানুষ নয় বরং ফেরেস্তা।

লওকা ইনযিলে উল্লেখ আছে যে, কোন এক সময় হযরত ঈসা (আঃ) খানা খেয়ে তাঁর সহযোগী অনুসারীদেরকে নিজে মানুষ হবার কথা প্রমাণ করেছিলেন। উঠিয়ে নিয়ে যাবার পর যখন তিনি দ্বিতীয় বার তাঁর শাগরীদ-দের কাছে আসলেন, তখন তারা ঘাবড়িয়ে গেল। আর তাঁর মুখের কথা শুনে তাদের ধারণা হলো যে হয়তো কোন আত্মা তাদের সাথে

www.pathagar.com

কথোপকথন করছে। হযরত ইসা (আঃ) তাদের, এহেন অলীক ধারণাকে কিভাবে নিরসন করেছিলেন, ইনযিল কিতাবে তার বিবরণ এভাবে দেয়া হয়েছে ঃ

"তিনি তাদের কাছে বললেন তোমরা ঘাবড়াচ্ছো কেন এবং কি কারণে তোমাদের মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে? আমাকে স্পর্শ করে দেখো। কেননা রুহের কখনো হাড় মাংস থাকে না যেমন আমাকে দেখছো। এ বলে তিনি তাঁর হস্ত ও পদযুগল তাদেরকে দেখালেন। আনন্দ উল্লাসের কারণে যখন তাদের এ কথা বিশ্বাস হলোনা তখন তিনি তাদেরকে বললেন, তোমাদের কাছে কি খাদ্যদ্রব্য কিছু আছে? তারা তাকে ভুনা মাছ খেতে দিলো। আর তিনি তাদের সামনেই তা আহার করলেন।"

(লওকা ২৪ ঃ ৫৯—৪৩)

এ বিষয় আল কুরআনের ছোট অথচ তাওহীদের পূর্ণাংগ বিবৃতিতে ভরপুর সূরা ইখলাসটি পাঠ করা উচিত। এ সূরা খৃষ্টানদের শিরকীকে সম্পূর্ণরূপে খণ্ডন করে দেখান হয়েছে যে তোমরা ভ্রান্ত ও গোমরাহ। আল্লাহর কোন অংশীদার নেই।

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۔ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۔ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ

يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ٥

হে মুহাম্মাদ(সঃ)! "আপনি ঘোষণা করুন যে, সেই আল্লাহ তায়ালা এক অদ্বিতীয়; আল্লাহ কারুর মুখাপেক্ষী নয়। তিনি যেমন কারুর পিতা নয় তেমনি কারুর পুত্রও নয়, তাঁর সমকক্ষ কেহই হতে পারে না।"

এ সূরার এক একটি শব্দের সঠিক মূল্যমান অনুধাবনের জন্য আমাদের উল্লেখিত নিশিয়ার কাউন্সিল সভায় রচিত ঈসা-ই আকীদা বিশ্বাসের প্রতি গভীর মনোযোগ দান করা উচিত। এ দুটি তুলনা-মূলক আলোচনার দ্বারা পরিষ্কার রূপে বুঝা যাবে যে এ সূরাটি এহেন ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাসের প্রতিটি মূলশিকড়কে কিভাবে উচ্ছেদ করে ফেলেছে। সুতরাং এ কারণেই কোন এক সময় খৃষ্টানরা এ সূরার প্রতি কঠোর ঘৃণা পোষণ করতো এবং যে

www.pathagar.com

কথোপকথন করছে। হযরত ঈসা (আঃ) তাদের এহেন অলীক ধারণাকে কিভাবে নিরসন করেছিলেন, ইনযিল কিতাবে তার বিবরণ এভাবে দেয়া হয়েছে ঃ

"তিনি তাদের কাছে বললেন তোমরা ঘাবড়াচ্ছো কেন এবং কি কারণে তোমাদের মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে? আমাকে স্পর্শ করে দেখো। কেননা রুহের কখনো হাড় মাংস থাকে না যেমন আমাকে দেখছো। এ বলে তিনি তাঁর হস্ত ও পদযুগল তাদেরকে দেখালেন। আনন্দ উল্লাসের কারণে যখন তাদের এ কথা বিশ্বাস হলোনা তখন তিনি তাদেরকে বললেন, তোমাদের কাছে কি খাদ্যদ্রব্য কিছু আছে? তারা তাকে ভুনা মাছ খেতে দিলো। আর তিনি তাদের সামনেই তা আহার করলেন।"

(লওকা ২৪ ঃ ৫৯—৪৩)

এ বিষয় আল কুরআনের ছোট অথচ তাওহীদের পূর্ণাংগ বিবৃতিতে ভরপুর সূরা ইখলাসটি পাঠ করা উচিত। এ সূরা খৃষ্টানদের শিরকীকে সম্পূর্ণরূপে খণ্ডন করে দেখান হয়েছে যে তোমরা ভ্রান্ত ও গোমরাহ। আল্লাহর কোন অংশীদার নেই।

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ - اَللّٰهُ الصَّمَدُ - لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ
يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ○

হে মুহাম্মাদ(সঃ)! "আপনি ঘোষণা করুন যে, সেই আল্লাহ তায়ালা এক অদ্বিতীয়; আল্লাহ কারুর মুখাপেক্ষী নয়। তিনি যেমন কারুর পিতা নয় তেমনি কারুর পুত্রও নয়, তাঁর সমকক্ষ কেহই হতে পারে না।"

এ সূরার এক একটি শব্দের সঠিক মূল্যমান অনুধাবনের জন্য আমাদের উল্লেখিত নিশিয়ার কাউন্সিল সভায় রচিত ঈসা-ই আকীদা বিশ্বাসের প্রতি গভীর মনোযোগ দান করা উচিত। এ দুটি তুলনা-মূলক আলোচনার দ্বারা পরিষ্কার রূপে বুঝা যাবে যে এ সূরাটি এহেন ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাসের প্রতিটি মূলশিকড়কে কিভাবে উচ্ছেদ করে ফেলেছে। সুতরাং এ কারণেই কোন এক সময় খৃষ্টানরা এ সূরার প্রতি কঠোর ঘৃণা পোষণ করতো এবং যে

www.pathagar.com

প্রভুর প্রশংসায় এ সূরা বর্ণিত হয়েছে সে প্রভুকে তারা অভিশাপ দিতো। আলকুরআন শুধু আহবার ও রোহবানদেরকে এবং হযরত ঈসা (আঃ)-কে প্রভু মনোনীত করার কথাই বিবৃত করেনি। বরং আহলে কিতাবদের অন্যান্য শিরকীর প্রতিও কঠোর ভাষায় নিন্দা জ্ঞাপন করেছে। ইরশাদ হচ্ছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا
مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا
أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا - إِنَّ اللَّهَ
لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ - وَمَنْ
يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا - أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ
يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ - بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا -
انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَىٰ بِهِ إِثْمًا مُبِينًا -
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ
وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَٰؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ
الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا ۝

"হে আহলে কিতাবগণ। সেই বস্তুর উপর ঈমান আনো যা আমি নাযিল করেছি এবং যা তোমাদের নিকট পূর্ব থেকে মওজুদ কিতাবের সত্যতা স্বীকার ও সমর্থন করে। এর প্রতি ঈমান আন—এ কঠিন বিপদের পূর্বে যে, আমি

প্রভুর প্রশংসায় এ সূরা বর্ণিত হয়েছে সে প্রভুকে তারা অভিশাপ দিতো। আলকুরআন শুধু আহবার ও রোহবানদেরকে এবং হযরত ঈসা (আঃ)-কে প্রভু মনোনীত করার কথাই বিবৃত করেনি। বরং আহলে কিতাবদের অন্যান্য শিরকীর প্রতিও কঠোর ভাষায় নিন্দা জ্ঞাপন করেছে। ইরশাদ হচ্ছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا
مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا
أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا - إِنَّ اللَّهَ
لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ - وَمَنْ
يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا - أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ
يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ - بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا -
انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَىٰ بِهِ إِثْمًا مُبِينًا -
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ
وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَٰؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ
الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا ٥

"হে আহলে কিতাবগণ। সেই বস্তুর উপর ঈমান আনো যা আমি নাযিল করেছি এবং যা তোমাদের নিকট পূর্ব থেকে মওজুদ কিতাবের সত্যতা স্বীকার ও সমর্থন করে। এর প্রতি ঈমান আন—এ কঠিন বিপদের পূর্বে যে, আমি

www.pathagar.com

মুখমণ্ডল বিকৃত করে পেছনের দিকে ঘুরিয়ে দেব অথবা শনিবার ওয়ালাদের ন্যায় তাহাদের অভিশাপ যুক্ত করে দেব। স্মরণ রেখ, আল্লাহর হুকুম অবশ্যই কার্যকরী হয়ে থাকে। আল্লাহ কেবল শেরকের গুনাহই মাফ করেন না; তা ব্যতীত গুণাহ্‌ আছে তা—যার জন্য ইচ্ছা—মাফ করে দেন। যে লোক আল্লাহর সাথে অন্য কাউকেও শরীক করলো, সে তো বড় মিথ্যা রচনা করলো এবং বড় কঠিন গুনাহের কাজ করলো। তুমি সেই লোকদেরও দেখেছো যারা নিজেদের পবিত্রতা ও আত্মশুদ্ধির গৌরব করে থাকে? অথচ প্রকৃত পবিত্রতা ও শুদ্ধি তো আল্লাহ যাকে চান দান করেন এবং (যারা এ পবিত্রতা ও শুদ্ধি পায় না, প্রকৃত পক্ষে) তাদের প্রতি এক বিন্দু পরিমান যুলুম করা হয় না। দেখনা, এরা আল্লাহ সম্পর্কে সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা রচনা করতেও এতটুক কুন্ঠিত হয় না। তাদের প্রকাশ্য গুনাহগার হওয়ার জন্য একটি গুনাহই যথেষ্ট। আপনি কি সেই সব লোকদেরকে অবলোকন করেননি যাদেরকে কিতাবের কিছু অংশ দেয়া হয়েছে? তারা জিব্‌ত ও তাগুতের প্রতি ঈমান রাখে। আর কাফেরদের সম্পর্কে বলে যে তাদের এপথ ঈমানদারদের পথের চেয়ে অত্যন্ত সুস্পষ্ট হেদায়েতের পথ।" (সূরা নিসায়া—৪৭—৫১)

উল্লেখিত আয়াতে আহলে কিতাবদেরকে কুরআনের প্রতি ঈমান আনার আহবান জানানোর সাথে সাথে এ ধমকও দেয়া হয়েছে যে, তারা কুরআনের প্রতি ঈমান না আনলে আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক তাদের মুখমণ্ডল পরিবর্তন করার যোগ্য পাত্রে পরিণত হবে। আর সাব্‌তের ইজ্জৎ নষ্ট কারীদের প্রতি যেরূপ অভিপাশ দেয়া হয়েছে, তদ্রূপ তাদের প্রতিও অভিশাপ করা হবে। চক্ষু, কর্ণ, মস্তিস্ক ইত্যাদি সব কিছু দ্বারা ফায়দা লাভ করার জন্যেই তা আল্লাহ তায়ালা দান করেছেন। কোন জাতি যদি এসব অঙ্গ-প্রতঙ্গ্য দ্বারা উপকার গ্রহণ না করে এবং আল্লাহর আয়াত দেখেও না দেখে, শুনেও না শুনে, তাহলে এসব নেয়ামত হতে বঞ্চিত করাই হচ্ছে সঠিক বিচার। এরপর বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা শিরকের গুনাহকে কক্ষণোই ক্ষমা করবেন না। অবশ্য এ গুনাহ ছাড়া আন্যান্য গুনাহকে ইচ্ছা হলে ক্ষমা করে দিতে পারেন। অতঃপর আহলে কিতাবদের তিন প্রকার শিরকের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, প্রথমত, নিজদের পবিত্রতা ও মাহাত্মের দাবী, দ্বিতীয়ত জিব্‌ত ও তাগুতের প্রতি ঈমান রাখা। তৃতীয়ত শিরকরী কাজের সাহায্য

www.pathagar.com

মুখমণ্ডল বিকৃত করে পেছনের দিকে ঘুরিয়ে দেব অথবা শনিবার ওয়ালাদের ন্যায় তাহাদের অভিশাপ যুক্ত করে দেব। স্মরণ রেখ, আল্লাহর হুকুম অবশ্যই কার্যকরী হয়ে থাকে। আল্লাহ কেবল শেরকের গুনাহই মাফ করেন না; তা ব্যতীত গুণাহ্‌ আছে তা—যার জন্য ইচ্ছা—মাফ করে দেন। যে লোক আল্লাহর সাথে অন্য কাউকেও শরীক করলো, সে তো বড় মিথ্যা রচনা করলো এবং বড় কঠিন গুনাহের কাজ করলো। তুমি সেই লোকদেরও দেখেছো যারা নিজেদের পবিত্রতা ও আত্মশুদ্ধির গৌরব করে থাকে? অথচ প্রকৃত পবিত্রতা ও শুদ্ধি তো আল্লাহ যাকে চান দান করেন এবং (যারা এ পবিত্রতা ও শুদ্ধি পায় না, প্রকৃত পক্ষে) তাদের প্রতি এক বিন্দু পরিমান যুলুম করা হয় না। দেখনা, এরা আল্লাহ সম্পর্কে সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা রচনা করতেও এতটুক কুণ্ঠিত হয় না। তাদের প্রকাশ্য গুনাহগার হওয়ার জন্য একটি গুনাহই যথেষ্ট। আপনি কি সেই সব লোকদেরকে অবলোকন করেননি যাদেরকে কিতাবের কিছু অংশ দেয়া হয়েছে? তারা জিব্‌ত ও তাগুতের প্রতি ঈমান রাখে। আর কাফেরদের সম্পর্কে বলে যে তাদের এপথ ঈমানদারদের পথের চেয়ে অত্যন্ত সুস্পষ্ট হেদায়েতের পথ।" (সূরা নিসায়া—৪৭—৫১)

উল্লেখিত আয়াতে আহলে কিতাবদেরকে কুরআনের প্রতি ঈমান আনার আহবান জানানোর সাথে সাথে এ ধমকও দেয়া হয়েছে যে, তারা কুরআনের প্রতি ঈমান না আনলে আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক তাদের মুখমণ্ডল পরিবর্তন করার যোগ্য পাত্রে পরিণত হবে। আর সাব্‌তের ইজ্জৎ নষ্ট কারীদের প্রতি যেরূপ অভিপাশ দেয়া হয়েছে, তদ্রূপ তাদের প্রতিও অভিশাপ করা হবে। চক্ষু, কর্ণ, মস্তিস্ক ইত্যাদি সব কিছু দ্বারা ফায়দা লাভ করার জন্যেই তা আল্লাহ তায়ালা দান করেছেন। কোন জাতি যদি এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা উপকার গ্রহণ না করে এবং আল্লাহর আয়াত দেখেও না দেখে, শুনেও না শুনে, তাহলে এসব নেয়ামত হতে বঞ্চিত করাই হচ্ছে সঠিক বিচার। এরপর বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা শিরকের গুনাহকে কক্ষণোই ক্ষমা করবেন না। অবশ্য এ গুনাহ ছাড়া আন্যান্য গুনাহকে ইচ্ছা হলে ক্ষমা করে দিতে পারেন। অতঃপর আহলে কিতাবদের তিন প্রকার শিরকের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, প্রথমত, নিজদের পবিত্রতা ও মাহাত্মের দাবী, দ্বিতীয়ত জিব্‌ত ও তাগুতের প্রতি ঈমান রাখা। তৃতীয়ত শিরকরী কাজের সাহায্য

www.pathagar.com

সহযোগিতা করা। এখানে আমরা অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে এ তিন প্রকার শিরকীর বিষয় আলোচনা করার প্রয়াস পাবো।

পবিত্রতা ও মহত্ত্বের দাবী

الم تر الى الذين يزكون انفسهم ○

তাদেরকে কি আপনি দেখেননি, যারা নিজেদের পবিত্রতার দাবী করে? এ আয়াত দ্বারা ইহুদী খৃষ্টানদের সেই ধ্যান-ধারণা ও আকীদা-বিশ্বাসের প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করা হয়েছে, যা আল-কুরআনের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ রয়েছে। যেমন সূরা মায়েদায় ইরশাদ হয়েছে ঃ

وقالت اليهود والنصرى نحن ابناء الله واحبؤه ـ

قل فلم يعذبكم بذنوبكم ـ بل انتم بشر ممن خلق ـ يغفر

لمن يشاء ويعذب من يشاء ○

"ইহুদী ও খৃষ্টানরা বলে যে আমরা আল্লাহর পুত্র এবং তাঁর প্রিয়ভাজন। জিজ্ঞেস করুন, এত বড় মারাত্মক কথার পর আল্লাহ তোমাদের গুনাহর কারণে তোমাদেরকে শাস্তি দিচ্ছেন কেন? বরং তোমরাও আল্লাহর সৃষ্টি কুলের সাধারণ মানুষের ন্যায়। তিনি যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছে শাস্তি দিবেন।" (সূরা মায়েদা—১৮)

সূরা জুমুয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

قل يايها الذين هادوا ان زعمتم انكم اولياء لله من

دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صدقين ○

www.pathagar.com

সহযোগিতা করা। এখানে আমরা অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে এ তিন প্রকার শিরকীর বিষয় আলোচনা করার প্রয়াস পাবো।

পবিত্রতা ও মহত্ত্বের দাবী

الم تر الى الذين يزكون انفسهم ○

তাদেরকে কি আপনি দেখেননি, যারা নিজেদের পবিত্রতার দাবী করে? এ আয়াত দ্বারা ইহুদী খৃষ্টানদের সেই ধ্যান-ধারণা ও আকীদা-বিশ্বাসের প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করা হয়েছে, যা আল-কুরআনের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ রয়েছে। যেমন সূরা মায়েদায় ইরশাদ হয়েছে ঃ

وقالت اليهود والنصرى نحن ابناء الله واحبؤه ـ

قل فلم يعذبكم بذنوبكم ـ بل انتم بشر ممن خلق ـ يغفر

لمن يشاء ويعذب من يشاء ○

"ইহুদী ও খৃষ্টানরা বলে যে আমরা আল্লাহর পুত্র এবং তাঁর প্রিয়ভাজন। জিজ্ঞেস করুন, এত বড় মারাত্মক কথার পর আল্লাহ তোমাদের গুনাহর কারণে তোমাদেরকে শাস্তি দিচ্ছেন কেন? বরং তোমরাও আল্লাহর সৃষ্টি কুলের সাধারণ মানুষের ন্যায়। তিনি যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছে শাস্তি দিবেন।" (সূরা মায়েদা—১৮)

সূরা জুময়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

قل يايها الذين هادوا ان زعمتم انكم اولياء لله من

دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صدقين ○

"আপনি বলুন, হে ইহুদী সম্প্রদায়। যদি তোমরা মনে করো যে অন্যান্য লোক ছাড়া একমাত্র তোমরাই হচ্ছ আল্লাহর দোস্ত ও প্রিয়ভাজন লোক, তাহলে তোমরা মৃত্যুর কামনা করতে থাকো—যদি তোমরা সত্যবাদী হও।" (সূরা জুময়া—৬)

উপরে মুশরিকদের বিবরণে "জ্ঞান ও বিবেক পূজার" শিরোনামায় আমি যা কিছু লিপিবদ্ধ করেছি এখানে তার প্রতি পুণরায় আলোকপাত করাটা ফলপ্রসূ হবে বলে মনে করি। মুশরিক ও আহলে কিতাবদের ভেতরে যে মিল ও সামঞ্জস্যতা রয়েছে, তা আল-কুরআনের কয়েক স্থানেই উল্লেখ রয়েছে। এটাও সেই সামঞ্জস্যতারই একটি প্রকরণ। কাবা ঘরের বদৌলতে মুশরিকরা দীর্ঘদিন ধরে মানুষের লক্ষ্যবস্তু হয়ে সুখ-শান্তিতে জীবন অতি-বাহিত করার দরুন এ অহমিকার মধ্যে নিপতিত হয়েছিলো যে, সম্মান ও প্রতিপত্তি যা কিছু লাভ করেছে তা তাদের ব্যক্তিগত অধিকারেরই ফল এবং তা তাদের বংশীয় কৌলিণ্য, যোগ্যতারই অবশ্যম্ভাবী ফল শ্রুতি ছাড়া কিছু নয়। তারা চির জীবন এ অবস্থায়ই থাকবে। এ মান-সম্মান নেতৃত্ব কর্তৃত্ব সরদারী মাতুববরী তাদের জন্য তাদের বাপ দাদার পরিত্যাক্ত সম্পত্তি বিশেষ। তাদের পূর্ব পুরুষ হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আঃ) নিজেদের সুকীর্তি দ্বারা চির দিনের জন্য এর মূল্য আদায় করে চির অক্ষয় হয়ে রয়েছেন। এখন আর তাদের করণীয় কিছুই নেই। ঠিক এমনিভাবেই দীর্ঘদিন যাবৎ উত্তরাধিকার সূত্রে দ্বীন দুনিয়ার মান সম্মানের মসনদে সমাসীন থাকার দরুন এ অহমিকার মধ্যে তারা নিপতিত হয় যে, জাতির ওপর তাদের নেতৃত্ব কর্তৃত একটি স্বাভাবিক পদমর্যাদা। এ পদমর্যাদার অধিকারী তারা আল্লাহর মনপুতঃ ও পসন্দনীয় সৃষ্টি এবং তাঁর প্রিয়ভাজন মানুষ এবং তাঁর প্রিয় ও পসন্দনীয় লোকদেরই বংশধর সন্তান হওয়ার কারণে হতে পেরেছে।

তাওরাত সহ অন্যান্য কিতাবে নৈতিক চরিত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট যেসব সম্মান ও ইজ্জতের কথা উল্লেখ রয়েছে, তা সব কিছুই তারা তাদের সম্প্রদায় ও বংশের জন্য একান্তরূপে বিশিষ্ট করে নিয়েছিলো। এ অহমিকায় নিপতিত হবার পর তারা পূর্ণরূপে আস্থা পোষণ করে আসছিলো যে, তারা হচ্ছে হযরত ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুব (আঃ)-এর বংশধর। সুতরাং এসব মহাত্মাদের

www.pathagar.com

"আপনি বলুন, হে ইহুদী সম্প্রদায়। যদি তোমরা মনে করো যে অন্যান্য লোক ছাড়া একমাত্র তোমরাই হচ্ছ আল্লাহর দোস্ত ও প্রিয়ভাজন লোক, তাহলে তোমরা মৃত্যুর কামনা করতে থাকো—যদি তোমরা সত্যবাদী হও।" (সূরা জুময়া—৬)

উপরে মুশরিকদের বিবরণে "জ্ঞান ও বিবেক পূজার" শিরোনামায় আমি যা কিছু লিপিবদ্ধ করেছি এখানে তার প্রতি পুণরায় আলোকপাত করাটা ফলপ্রসূ হবে বলে মনে করি। মুশরিক ও আহলে কিতাবদের ভেতরে যে মিল ও সামঞ্জস্যতা রয়েছে, তা আল-কুরআনের কয়েক স্থানেই উল্লেখ রয়েছে। এটাও সেই সামঞ্জস্যতারই একটি প্রকরণ। কাবা ঘরের বদৌলতে মুশরিকরা দীর্ঘদিন ধরে মানুষের লক্ষ্যবস্তু হয়ে সুখ-শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করার দরুন এ অহমিকার মধ্যে নিপতিত হয়েছিলো যে, সম্মান ও প্রতিপত্তি যা কিছু লাভ করেছে তা তাদের ব্যক্তিগত অধিকারেরই ফল এবং তা তাদের বংশীয় কৌলিণ্য, যোগ্যতারই অবশ্যম্ভাবী ফল শ্রুতি ছাড়া কিছু নয়। তারা চির জীবন এ অবস্থায়ই থাকবে। এ মান-সম্মান নেতৃত্ব কর্তৃত্ব সরদারী মাতুব্বরী তাদের জন্য তাদের বাপ দাদার পরিত্যাক্ত সম্পত্তি বিশেষ। তাদের পূর্ব পুরুষ হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আঃ) নিজেদের সুকীর্তি দ্বারা চির দিনের জন্য এর মুল্য আদায় করে চির অক্ষয় হয়ে রয়েছেন। এখন আর তাদের করণীয় কিছুই নেই। ঠিক এমনিভাবেই দীর্ঘদিন যাবৎ উত্তরাধিকার সূত্রে দ্বীন দুনিয়ার মান সম্মানের মসনদে সমাসীন থাকার দরুন এ অহমিকার মধ্যে তারা নিপতিত হয় যে, জাতির ওপর তাদের নেতৃত্ব কর্তৃত একটি স্বাভাবিক পদমর্যাদা। এ পদমর্যাদার অধিকারী তারা আল্লাহর মনপুতঃ ও পসন্দনীয় সৃষ্টি এবং তাঁর প্রিয়ভাজন মানুষ এবং তাঁর প্রিয় ও পসন্দনীয় লোকদেরই বংশধর সন্তান হওয়ার কারণে হতে পেরেছে।

তাওরাত সহ অন্যানা কিতাবে নৈতিক চরিত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট যেসব সম্মান ও ইজ্জতের কথা উল্লেখ রয়েছে, তা সব কিছুই তারা তাদের সম্প্রদায় ও বংশের জন্য একান্তরূপে বিশিষ্ট করে নিয়েছিলো। এ অহমিকায় নিপতিত হবার পর তারা পূর্ণরূপে আস্থা পোষণ করে আসছিলো যে, তারা হচ্ছে হযরত ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুব (আঃ)-এর বংশধর। সুতরাং এসব মহাত্মাদের

www.pathagar.com

বংশধর হওয়াটাই আল্লাহর নৈকট্য লাভ এবং তার গ্রেফতারী থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে যথেষ্ট। আমল ও আনুগত্যের আদৌ কোন প্রয়োজনই নেই। এ থেকেই তাদের এ ধারণা সৃষ্টি হয় যে জাহান্নামের আগুন আমাদেরকে গোটা কয়েক দিনের বেশী স্পর্শ করতে পারবে না। চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নাম আমাদের জন্য নয়। এ থেকে তাদের মধ্যে এ অহমিকাও সৃষ্টি হয় যে জগত কেবল শুধু আমাদের মাধ্যমেই দ্বীন-ঈমানের আলোক রশ্মি পেতে পারে। অন্য কোন জাতির দ্বারা পেতে পারে না। জাতি বলতে আমরাই একমাত্র জাতি এবং নবী বলতে আমাদের নবীই একমাত্র নবী। আর হেদায়াত বলতেও আমাদের হেদায়াতই সঠিক। আমাদের মধ্যে যারা রয়েছে তারাই সঠিক পথের পথিক। আমাদের বাহিরে যারা থাকে তারা ভ্রান্ত—গোমরাহ।

ইহুদীদের এহেন অহমিকার কারণেই হযরত ঈসা (আঃ) তাদেরকে বলেছিলেন—"তোমরা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশধর হবার জন্য গর্ববোধ করো না। আল্লাহ হযরত ইবরাহীমের জন্যে মাটির অনু থেকেও সন্তান উৎপাদন করতে পারেন।" আল-কুরআন তাদের এহেন ধ্যান-ধারণা ও মনোভাবের কথা সূরা বাকারাহ সহ বহুস্থানেই উল্লেখ করেছে। তাদের বেলায় 'আমানী' (মিথ্যা আশাবাদী) 'জনূন' (ভিত্তিহীন ধারণার পূজারী) এবং 'যখরফুল কওল' (বানাওয়াটি কথা) ইত্যাদি পরিভাষা প্রয়োগ করে তাদের প্রতিটি অহমিকাকে খণ্ডন করা হয়েছে। তাদের এহেন মনোভাবের দরুনই তাদেরকে আল্লাহর হেদায়াতের আনুগত্য হতে বঞ্চিত করা হয়েছে। তাদেরকে রাসূলদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টির জন্য আসামীর কাঠগোড়ায় দাঁড় করিয়েছে। এমন কি তাদেরকে ইসলাম, আল্লাহর বন্দেগী ও তাওহীদ হতেও বঞ্চিত রাখা হয়েছে। তাদের হেদায়াতের দাওয়াত "ইহুদী হও অথবা নাসারা হয়ে যাও, তা হলেই সঠিক পথের পথিক হবে" একথার স্থলে মুসলমানদের জন্যে এই কলেমা নির্ধারণ করে দিয়েছে! যেমন ইরশাদ হচ্ছে ঃ

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ

www.pathagar.com

বংশধর হওয়াটাই আল্লাহর নৈকট্য লাভ এবং তার গ্রেফতারী থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে যথেষ্ট। আমল ও আনুগত্যের আদৌ কোন প্রয়োজনই নেই। এ থেকেই তাদের এ ধারণা সৃষ্টি হয় যে জাহান্নামের আগুন আমাদেরকে গোটা কয়েক দিনের বেশী স্পর্শ করতে পারবে না। চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নাম আমাদের জন্য নয়। এ থেকে তাদের মধ্যে এ অহমিকাও সৃষ্টি হয় যে জগত কেবল শুধু আমাদের মাধ্যমেই দ্বীন-ঈমানের আলোক রশ্মি পেতে পারে। অন্য কোন জাতির দ্বারা পেতে পারে না। জাতি বলতে আমরাই একমাত্র জাতি এবং নবী বলতে আমাদের নবীই একমাত্র নবী। আর হেদায়াত বলতেও আমাদের হেদায়াতই সঠিক। আমাদের মধ্যে যারা রয়েছে তারাই সঠিক পথের পথিক। আমাদের বাহিরে যারা থাকে তারা ভ্রান্ত—গোমরাহ।

ইহুদীদের এহেন অহমিকার কারণেই হযরত ইসা (আঃ) তাদেরকে বলেছিলেন—"তোমরা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশধর হবার জন্য গর্ববোধ করো না। আল্লাহ হযরত ইবরাহীমের জন্যে মাটির অনু থেকেও সন্তান উৎপাদন করতে পারেন।" আল-কুরআন তাদের এহেন ধ্যান-ধারণা ও মনোভাবের কথা সূরা বাকারাহ সহ বহুস্থানেই উল্লেখ করেছে। তাদের বেলায় 'আমানী' (মিথ্যা আশাবাদী) 'জনুন' (ভিত্তিহীন ধারণার পূজারী) এবং 'যখরফুল কওল' (বানাওয়াটি কথা) ইত্যাদি পরিভাষা প্রয়োগ করে তাদের প্রতিটি অহমিকাকে খণ্ডন করা হয়েছে। তাদের এহেন মনোভাবের দরুনই তাদেরকে আল্লাহর হেদায়াতের আনুগত্য হতে বঞ্চিত করা হয়েছে। তাদেরকে রাসূলদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টির জন্য আসামীর কাঠগোড়ায় দাঁড় করিয়েছে। এমন কি তাদেরকে ইসলাম, আল্লাহর বন্দেগী ও তাওহীদ হতেও বঞ্চিত রাখা হয়েছে। তাদের হেদায়াতের দাওয়াত "ইহুদী হও অথবা নাসারা হয়ে যাও, তা হলেই সঠিক পথের পথিক হবে" একথার স্থলে মুসলমানদের জন্যে এই কলেমা নির্ধারণ করে দিয়েছে! যেমন ইরশাদ হচ্ছে ঃ

قُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ اِلٰى اِبْرٰهٖمَ

واسمعيل واسحق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى

وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم

ونحن له مسلمون - فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد

اهتدوا وان تولوا فانما هم في شقاق - فسيكفيكهم الله وهو

السميع العليم - صبغة الله ومن احسن من الله صبغة ونحن

له عبدون - قل اتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا

ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون ٥

"তোমরা বল যে, আমি ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং আমাদের কাছে যা কিছু অবতীর্ণ করা হয়েছে তার প্রতি। আর হযরত ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক ও ইয়াকুব (আঃ) এবং তাঁর আওলাদদের প্রতি যা কিছু অবতীর্ণ করা হয়েছে তৎপ্রতিও ঈমান এনেছি—ঈমান এনেছি হযরত মুসা (আঃ) ও ইসা (আঃ)-কে যা কিছু দেয়া হয়েছে এবং নবীগণ যা কিছু তাদের পরওয়ারদিগারের পক্ষ হতে পেয়েছে তার প্রতিও। আমরা তাদের কারুর মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করি না। আমরা তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ-কারী। সুতরাং তোমরা যেরূপ ঈমান এনেছো সেরূপ যদি তারা ঈমান আনে তাহলে তারা সঠিক পথের পথিক হবে। আর তারা যদি এড়িয়ে থাকে ও মুখ ফিরিয়ে নেয় তা-হলে তারা নিশ্চয়ই বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন—তোমদের পক্ষ হতে আল্লাহই তাদের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ সর্ব শ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। আমরা আল্লাহর রং গ্রহণ করলাম। রং-এ আল্লাহ অপেক্ষা কে অধিকতর

www.pathagar.com

وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ - وَمَا أُوتِيَ مُوسَى

وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ

وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ - فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ

اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ - فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ

السَّمِيعُ الْعَلِيمُ - صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ

لَهُ عَابِدُونَ - قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا

وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ۝

"তোমরা বল যে, আমি ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং আমাদের কাছে যা কিছু অবতীর্ণ করা হয়েছে তার প্রতি। আর হযরত ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক ও ইয়াকুব (আঃ) এবং তাঁর আওলাদদের প্রতি যা কিছু অবতীর্ণ করা হয়েছে তৎপ্রতিও ঈমান এনেছি—ঈমান এনেছি হযরত মুসা (আঃ) ও ইসা (আঃ)-কে যা কিছু দেয়া হয়েছে এবং নবীগণ যা কিছু তাদের পরওয়ারদিগারের পক্ষ হতে পেয়েছে তার প্রতিও। আমরা তাদের কারুর মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করি না। আমরা তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ-কারী। সুতরাং তোমরা যেরূপ ঈমান এনেছো সেরূপ যদি তারা ঈমান আনে তাহলে তারা সঠিক পথের পথিক হবে। আর তারা যদি এড়িয়ে থাকে ও মুখ ফিরিয়ে নেয় তা-হলে তারা নিশ্চয়ই বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন—তোমদের পক্ষ হতে আল্লাহই তাদের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ সর্ব শ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। আমরা আল্লাহর রং গ্রহণ করলাম। রং-এ আল্লাহ অপেক্ষা কে অধিকতর

www.pathagar.com

সুন্দর? আমরা তাঁরই ইবাদতকারী আপনি। জিজ্ঞেস করুন—তোমরা কি আল্লাহর ব্যাপারে আমাদের সাথে ঝগড়া বিবাদ করতে চাও? অথচ তিনিই হচ্ছেন আমাদের প্রভু এবং তোমাদেরও প্রভু। আমাদের জন্য হচ্ছে আমাদের আমল এবং তোমাদের জন্য হচ্ছে তোমাদের আমল। আমরা তাঁর প্রতি অকপট।" (সুরা বাকারা ১৩৬—১৩৯)

এ আয়াতে উল্লেখকৃত "আমরা তাঁরই ইবাদতকারী" আর "আমরা তাঁর প্রতি অকপট" ইত্যাদি কথাগুলো বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এর দ্বারা আহলে কিতাবদের ধ্যান ধারণা ও আমল আকীদার প্রতিবাদ জানান হয়েছে যে যেমন তোমরা মুসলমান নয়, তেমনি আল্লাহর ইবাদতকারীও নও এবং তাঁর একাত্ববাদে বিশ্বাসীও নও। যারা আল্লাহর ফরমাবরদার আল্লাহর ইবাদতকারী বান্দা এবং একমাত্র এক আল্লাহতে বিশ্বাসী হয় তারাই আল্লাহর রং-এ নিজদেরকে রঙ্গীন করে নেয়। ইহুদীবাদ ও খৃষ্টবাদের রং-এ তারা রংগীন হবে কেন? তারা আল্লাহর হেদায়াতের পায়রবী করবে তা যেরূপ ও রং-ই হোকনা কেন। আর তারা সমস্ত নবী রাসূলদের প্রতি ঈমান আনবে—তারা যে সম্প্রদায় ও যে দেশেই প্রেরিত হোক না কেন? কাউকে স্বীকার করবে ও মেনে চলবে এবং কাউকে স্বীকার করবে না ও মেনে চলবে না—এমন তারা কখনোই করবে না। এটা সম্পূর্ণরূপে তাওহীদ ও একাত্ববাদের পরিপন্থী। তোমরা যে এরূপ করছ এর দ্বারা আল্লাহর বন্দেগী করছো না। বরং নিজ নিজ সম্প্রদায় ও নিজ নিজ নবীদেরই পূজা অর্চনা করে চলছো।

বিশেষভাবে এ আয়াতটি সেইসব মুসলমানদের জন্যেও গভীরভাবে লক্ষণীয় বিষয়—যারা পৃথক পৃথক ইমামদের সাম্প্রদয়িকতার মধ্যে নিপতিত এবং নিজ সম্প্রদায়ের ইমাম ও ওলামাদের মধ্যে-ই সত্য ও হেদায়াতকে সীমায়ীত বলে মেনে চলে। তাদের চিন্তা করা উচিত যে কোন একজন নবী বা কয়েকজন নবীর কোন একটি দলের সাথে আকড়িয়ে থাকা এবং অন্যান্য-দেরকে অস্বীকার করা বৈধ নয় বরং তাওহীদ ও ইখলাছের পরিপন্থী। তাহলে কোন একজন ইমাম বা আলেমের কোন একটি দলের মধ্যে

www.pathagar.com

সুন্দর? আমরা তাঁরই ইবাদতকারী আপনি। জিজ্ঞেস করুন—তোমরা কি আল্লাহর ব্যাপারে আমাদের সাথে ঝগড়া বিবাদ করতে চাও? অথচ তিনিই হচ্ছেন আমাদের প্রভু এবং তোমাদেরও প্রভু। আমাদের জন্য হচ্ছে আমাদের আমল এবং তোমাদের জন্য হচ্ছে তোমাদের আমল। আমরা তাঁর প্রতি অকপট।" (সুরা বাকারা ১৩৬—১৩৯)

এ আয়াতে উল্লেখকৃত "আমরা তাঁরই ইবাদতকারী" আর "আমরা তাঁর প্রতি অকপট" ইত্যাদি কথাগুলো বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এর দ্বারা আহলে কিতাবদের ধ্যান ধারণা ও আমল আকীদার প্রতিবাদ জানান হয়েছে যে যেমন তোমরা মুসলমান নয়, তেমনি আল্লাহর ইবাদতকারীও নও এবং তাঁর একাত্ববাদে বিশ্বাসীও নও। যারা আল্লাহর ফরমাবরদার আল্লাহর ইবাদতকারী বান্দা এবং একমাত্র এক আল্লাহতে বিশ্বাসী হয় তারাই আল্লাহর রং-এ নিজদেরকে রঙ্গীন করে নেয়। ইহুদীবাদ ও খৃষ্টবাদের রং-এ তারা রংগীন হবে কেন? তারা আল্লাহর হেদায়াতের পায়রবী করবে তা যেরূপ ও রং-ই হোকনা কেন। আর তারা সমস্ত নবী রাসূলদের প্রতি ঈমান আনবে—তারা যে সম্প্রদায় ও যে দেশেই প্রেরিত হোক না কেন? কাউকে স্বীকার করবে ও মেনে চলবে এবং কাউকে স্বীকার করবে না ও মেনে চলবে না—এমন তারা কখনোই করবে না। এটা সম্পূর্ণরূপে তাওহীদ ও একাত্ববাদের পরিপন্থী। তোমরা যে এরূপ করছ এর দ্বারা আল্লাহর বন্দেগী করছো না। বরং নিজ নিজ সম্প্রদায় ও নিজ নিজ নবীদেরই পূজা অর্চনা করে চলছো।

বিশেষভাবে এ আয়াতটি সেইসব মুসলমানদের জন্যেও গভীরভাবে লক্ষণীয় বিষয়—যারা পৃথক পৃথক ইমামদের সাম্প্রদয়িকতার মধ্যে নিপতিত এবং নিজ সম্প্রদায়ের ইমাম ও ওলামাদের মধ্যে-ই সত্য ও হেদায়াতকে সীমায়ীত বলে মেনে চলে। তাদের চিন্তা করা উচিত যে কোন একজন নবী বা কয়েকজন নবীর কোন একটি দলের সাথে আকড়িয়ে থাকা এবং অন্যান্য-দেরকে অস্বীকার করা বৈধ নয় বরং তাওহীদ ও ইখলাছের পরিপন্থী। তাহলে কোন একজন ইমাম বা আলেমের কোন একটি দলের মধ্যে

www.pathagar.com

সত্যকে সীমাবদ্ধ করে রাখা কি করে আল্লাহর দাসত্ব ও আল্লাহর হেদায়াতের আনুগত্য এবং সুন্নাতে রাসূল ও তাওহীদের আধ্যাত্মিক ভাবধারার সাথে সামঞ্জস্যশীল হতে পারে ?

জিব্‌ত ও তাগুতের প্রতি ঈমান

জিব্‌ত দ্বারা যাদু-মন্ত্র ভোজবাজী তাবীজ-তুমার টোটকাবাজী ইত্যাদি বুঝায়। বাইবেল হিস্টরী ও ইহুদীদের ইতিহাস পর্যালোচনা দ্বারা জানা যায় যে ইহুদীরা জ্যোতিষ্কবিদ্যা ও ভাগ্য গণনার সমুদয় নিকৃষ্টতম বিদ্যাগুলো শিখে নিয়ে ছিলো। ইতিহাসের প্রতি যুগেই এগুলো ধার্মিকদের জন্য একটি কুসংস্কার ও ফেৎনাবাজীতে পরিণত হয়ে আসছে। ধর্মের সরল সহজ বরং কষ্টসাধ্য শিক্ষাবলী যখন স্বাদহীন ও নিরস অনুভব হয় এবং প্রবৃত্তি রং রসের অনুসন্ধান করতে থাকে, তখনই এসব কুসংস্কারের প্রচলন হতে দেখা যায়। এগুলো হচ্ছে ধর্মের মূল প্রাণবস্তুর মৃত্যু হবার আলামত বিশেষ। যে জাতির মধ্যে যখন হতে এ কুসংস্কার ও ফেৎনাবাজী শুরু হয় সেই দিনই ধর্মের পূতঃপবিত্র শিক্ষাবলীর পতনের সূচনা পর্ব আরম্ভ হয়। যারা এসব কুসংস্কারে লিপ্ত হয়, আল্লাহর হেদায়াতের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হওয়া একটি অবশ্যম্ভাবী বিষয়। এ দু'টির প্রস্রবণ হচ্ছে সম্পূর্ণ সতন্ত্র। একটির উৎসমূল হচ্ছে শয়তান, আর অপরটির উৎসমূল হচ্ছে রহমান। যারা শয়তানের সাথে সম্পর্ক করে নেয়, আল্লাহ থেকে সটকে পড়া তাদের জন্য অনিবার্য হয়ে পড়ে এবং আল্লাহর কুরআন ও নবীদের শিক্ষাকেও তারা উপেক্ষা করে চলতে থাকে। সুতরাং ইহুদীদের অবস্থাও তাই হয়েছিলো। সূরা বাকারায় তাদের জিব্‌ত এর প্রতি ঈমান ও আস্থার কথা বর্ণিত হয়ে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ
فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ

www.pathagar.com

সত্যকে সীমাবদ্ধ করে রাখা কি করে আল্লাহর দাসত্ব ও আল্লাহর হেদায়াতের আনুগত্য এবং সুন্নাতে রাসূল ও তাওহীদের আধ্যাত্মিক ভাবধারার সাথে সামঞ্জস্যশীল হতে পারে ?

জিব্‌ত ও তাগুতের প্রতি ঈমান

জিব্‌ত দ্বারা যাদু-মন্ত্র ভোজবাজী তাবীজ-তুমার টোটকাবাজী ইত্যাদি বুঝায়। বাইবেল হিস্টরী ও ইহুদীদের ইতিহাস পর্যালোচনা দ্বারা জানা যায় যে ইহুদীরা জ্যোতিষ্কবিদ্যা ও ভাগ্য গণনার সমুদয় নিকৃষ্টতম বিদ্যাগুলো শিখে নিয়ে ছিলো। ইতিহাসের প্রতি যুগেই এগুলো ধার্মিকদের জন্য একটি কুসংস্কার ও ফেৎনাবাজীতে পরিণত হয়ে আসছে। ধর্মের সরল সহজ বরং কষ্টসাধ্য শিক্ষাবলী যখন স্বাদহীন ও নিরস অনুভব হয় এবং প্রবৃত্তি রং রসের অনুসন্ধান করতে থাকে, তখনই এসব কুসংস্কারের প্রচলন হতে দেখা যায়। এগুলো হচ্ছে ধর্মের মূল প্রাণবস্তুর মৃত্যু হবার আলামত বিশেষ। যে জাতির মধ্যে যখন হতে এ কুসংস্কার ও ফেৎনাবাজী শুরু হয় সেই দিনই ধর্মের পূতঃপবিত্র শিক্ষাবলীর পতনের সূচনা পর্ব আরম্ভ হয়। যারা এসব কুসংস্কারে লিপ্ত হয়, আল্লাহর হেদায়াতের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হওয়া একটি অবশ্যম্ভাবী বিষয়। এ দু'টির প্রস্রবণ হচ্ছে সম্পূর্ণ সতন্ত্র। একটির উৎসমূল হচ্ছে শয়তান, আর অপরটির উৎসমূল হচ্ছে রহমান। যারা শয়তানের সাথে সম্পর্ক করে নেয়, আল্লাহ থেকে সটকে পড়া তাদের জন্য অনিবার্য হয়ে পড়ে এবং আল্লাহর কুরআন ও নবীদের শিক্ষাকেও তারা উপেক্ষা করে চলতে থাকে। সুতরাং ইহুদীদের অবস্থাও তাই হয়েছিলো। সূরা বাকারায় তাদের জিব্‌ত এর প্রতি ঈমান ও আস্থার কথা বর্ণিত হয়ে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ

فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ

www.pathagar.com

كأنهم لا يعلمون ـ واتبعوا ما تتلوا الشيطين على ملك

سليمان وما كفر سليمان ولكن الشيطين كفروا يعلمون الناس السحر وما

أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ۝

"আল্লাহর পক্ষ হতে যখন তাদের কাছে একজন রাসূল আসলেন যিনি তাদের কাছে যা রয়েছ তা সত্যায়নকারী। তাদের মধ্যে এমন এক সম্প্রদায় যারা আল্লাহর কিতাব পেয়েছিলো, তারা আল্লাহর কিতাবকে পশ্চাৎদেশে ফেলে তাঁকে উপেক্ষা করতে লাগলো। মনে হচ্ছে যেন তারা কোনরূপ জ্ঞানই রাখেনা। হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর আমলে শয়তানরা যা কিছু পাঠ করতো তারা তা-মেনে চলতে লাগলো। হযরত সুলায়মান কখনো কুফরী করেননি বরং শয়তানরাই কুফরী করেছে। এসব শয়তানরা মানুষকে যাদুমন্ত্র শিক্ষা দিতো। আর তারা এমন বস্তুর আনুগত্য করা আরম্ভ করে দিলো যা বাবেল শহরে হারুত মারুত নামে দু'জন ফেরেশতার কাছে অবতীর্ণ হতো।" (সূরা বাকরা ১০১—১০২)

তাগুত শব্দটি তোগা শব্দ হতে গৃহীত। এর অর্থ হচ্ছে সীমা অতিক্রম করে যাওয়া। যে বস্তুটি আসল সীমারেখা অতিক্রম করে তাকে আরবী ভাষায় তুগা বলা হয়। ছামূদ জাতি যে আযাব দ্বারা নিশ্চিহ্ন হয়েছিলো সে আযাবকে আল-কুরআন তাগাইহে শব্দ দ্বারা আখ্যায়িত করেছে। যার অর্থ হচ্ছে সীমাতিরিক্ত আযাব। এ থেকেই এ শব্দটি বন্দেগীর সীমা অতিক্রমের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। যে বস্তু বন্দেগীর সীমা অতিক্রম করে ফেলে তাকেই তাগুত বলা হয়; আর যে বস্তু বন্দেগীর সীমারেখা অতিক্রম করার মাধ্যম ও উপকরণে পরিণত হয় সে বস্তুকেও তাগুত বলা হয়। এ কারণেই ভাষাবিদগণ এ শব্দটির ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, যে বস্তু সীমা অতিক্রম করে তাকেই তাগুত বলা হয় এবং আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত যে সব মাবুদের পূজা অর্চনা ও বন্দেগী করা হয় তাদেরকেও তাগুত নামে অভিহিত করা হয়।

www.pathagar.com

كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ - وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ

سُلَيْمٰنَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا

اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ ○

"আল্লাহর পক্ষ হতে যখন তাদের কাছে একজন রাসূল আসলেন যিনি তাদের কাছে যা রয়েছে তা সত্যায়নকারী। তাদের মধ্যে এমন এক সম্প্রদায় যারা আল্লাহর কিতাব পেয়েছিলো, তারা আল্লাহর কিতাবকে পশ্চাৎদেশে ফেলে তাঁকে উপেক্ষা করতে লাগলো। মনে হচ্ছে যেন তারা কোনরূপ জ্ঞানই রাখেনা। হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর আমলে শয়তানরা যা কিছু পাঠ করতো তারা তা-মেনে চলতে লাগলো। হযরত সুলায়মান কখনো কুফরী করেননি বরং শয়তানরাই কুফরী করেছে। এসব শয়তানরা মানুষকে যাদুমন্ত্র শিক্ষা দিতো। আর তারা এমন বস্তুর আনুগত্য করা আরম্ভ করে দিলো যা বাবেল শহরে হারুত মারুত নামে দু'জন ফেরেশতার কাছে অবতীর্ণ হতো।" (সূরা বাকরা ১০১—১০২)

তাগুত শব্দটি তোগা শব্দ হতে গৃহীত। এর অর্থ হচ্ছে সীমা অতিক্রম করে যাওয়া। যে বস্তুটি আসল সীমারেখা অতিক্রম করে তাকে আরবী ভাষায় তুগা বলা হয়। ছামূদ জাতি যে আযাব দ্বারা নিশ্চিহ্ন হয়েছিলো সে আযাবকে আল-কুরআন তাগাইহে শব্দ দ্বারা আখ্যায়িত করেছে। যার অর্থ হচ্ছে সীমাতিরিক্ত আযাব। এ থেকেই এ শব্দটি বন্দেগীর সীমা অতিক্রমের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। যে বস্তু বন্দেগীর সীমা অতিক্রম করে ফেলে তাকেই তাগুত বলা হয়; আর যে বস্তু বন্দেগীর সীমারেখা অতিক্রম করার মাধ্যম ও উপকরণে পরিণত হয় সে বস্তুকেও তাগুত বলা হয়। এ কারণেই ভাষাবিদগণ এ শব্দটির ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, যে বস্তু সীমা অতিক্রম করে তাকেই তাগুত বলা হয় এবং আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত যে সব মাবুদের পূজা অর্চনা ও বন্দেগী করা হয় তাদেরকেও তাগুত নামে অভিহিত করা হয়।

আলকুরআন এ শবদটিকে বিভিন্ন স্থানে ব্যবহার করেছে এবং প্রত্যেকটি স্থানে এর প্রতিপক্ষের কথা উল্লেখ করে এর বিভিন্ন অর্থের প্রতি আলোক-পাত করেছে। যেমন সূরা বাকারায় ইরশাদ হচ্ছে ঃ

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ ٥

"অতএব যে তাগুতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে।" এখানে আল্লাহ তায়ালাকে প্রতিপক্ষ করার দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায় যে তাগুত দ্বারা আল্লাহ ব্যতীত যা কিছু রয়েছে তা বুঝান হয়েছে। সূরা নহলে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ٥

(আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুতকে পরিহার করো) সূরা নিসায় উল্লেখ রয়েছে ঃ

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا
يُقَاتِلُونَ فِي الطَّاغُوتِ ٥

"যারা ঈমানদার তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে। আর যারা কাফের তারা তাগুতের পথে লড়াই করে"। অতঃপর ইরশাদ হয়েছে ঃ

فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ٥

"অতএব শয়তানের বন্ধুরা লড়াই করে"। এর দ্বারা নির্দিষ্ট রূপে তাগুত দ্বারা শয়তানের কথা বলা হয়েছে। শয়তান দ্বারা মানুষ শয়তান ও জিন শয়তান উভয়কেই বুঝান হয়েছে। আল্লাহ ছাড়া অন্যের দিকে দাওয়াত দেয়া এবং আনুগত্য করা তাগুতের জন্য এটাই হচ্ছে আল-কুরআনের একটি পূর্ণাংগ ব্যাখ্যা। অপর এক জায়গায় আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলের তরীকার পরিপন্থী কথা বুঝাবার জন্য তাগুত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

www.pathagar.com

আলকুরআন এ শবদটিকে বিভিন্ন স্থানে ব্যবহার করেছে এবং প্রত্যেকটি স্থানে এর প্রতিপক্ষের কথা উল্লেখ করে এর বিভিন্ন অর্থের প্রতি আলোকপাত করেছে। যেমন সূরা বাকারায় ইরশাদ হচ্ছেঃ

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ ۝

"অতএব যে তাগুতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে।" এখানে আল্লাহ তায়ালাকে প্রতিপক্ষ করার দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায় যে তাগুত দ্বারা আল্লাহ ব্যতীত যা কিছু রয়েছে তা বুঝান হয়েছে। সুরা নহলে ইরশাদ হচ্ছেঃ

أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۝

(আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুতকে পরিহার করো) সূরা নিসায় উল্লেখ রয়েছেঃ

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا

يُقَاتِلُونَ فِي الطَّاغُوتِ ۝

"যারা ঈমানদার তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে। আর যারা কাফের তারা তাগুতের পথে লড়াই করে"। অতঃপর ইরশাদ হয়েছেঃ

فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ۝

"অতএব শয়তানের বন্ধুরা লড়াই করে"। এর দ্বারা নির্দিষ্ট রূপে তাগুত দ্বারা শয়তানের কথা বলা হয়েছে। শয়তান দ্বারা মানুষ শয়তান ও জ্বিন শয়তান উভয়কেই বুঝান হয়েছে। আল্লাহ ছাড়া অন্যের দিকে দাওয়াত দেয়া এবং আনুগত্য করা তাগুতের জন্য এটাই হচ্ছে আল-কুরআনের একটি পূর্ণাংগ ব্যাখ্যা। অপর এক জায়গায় আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলের তরীকার পরিপন্থী কথা বুঝাবার জন্য তাগুত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছেঃ

www.pathagar.com

الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل
اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى
الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان
يضلهم ضلالا بعيدا - واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل
الله والى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا ٥

"আপনি কি ঐ সকল লোকগুলোকে দেখেননি, যারা ভেবে থাকে যে যা কিছু আপনার কাছে নাযিল করা হয় এবং আপনার পূর্বে যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তার প্রতি ঈমান এনেছে। তারা তাগুতের কাছে ফয়সালা নিতে চায় অথচ তাগুতকে অস্বীকার ও তার বিরোধীতা করার জন্যে তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর শয়তান তাদেরকে কঠোরভাবেই পথ ভ্রষ্ট করতে চায়। আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহ্ তায়ালা এবং তাঁর রাসূলের নিকট যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তাঁর দিকে এসো, তখন আপনি মুনাফেক-দেরকে দেখবেন তারা আপনার থেকে মানুষকে দূরে রাখার নিমিত্ত পথের বাঁধা হয়ে দাড়িছে। (সূরা নিসা ৬০—৬১)

এ আয়াতে "তাগুতের কাছে ফয়সালা নিতে চায়" একথার প্রতিপক্ষ রূপে "আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের নিকট যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তার দিকে এসো" কথা বলে পরিস্কার ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাতে রাসূলের প্রতিপক্ষই হচ্ছে তাগুত।

এ ব্যাখ্যা দ্বারা বুঝা যায় যে আল্লাহর বন্দেগী ও আনুগত্যের গণ্ডীসীমা হতে যে বস্তু বের হয়ে যায় অথবা বের হবার উপকরণ ও মাধ্যমে পরিণত হয়, তা সবই তাগুতের মধ্যে শামিল। সুতরাং শয়তান যাদুকর, ভবিষ্যত বক্তা, দেব-দেবতা, প্রতিমা, ফেরাউন, নমরূদ এবং যে সব নেতৃবৃন্দ আল্লাহর হেদায়াত

—৭

www.pathagar.com

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ
إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى
الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن
يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ۝ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ
اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ۝

"আপনি কি ঐ সকল লোকগুলোকে দেখেননি, যারা ভেবে থাকে যে যা কিছু আপনার কাছে নাযিল করা হয় এবং আপনার পূর্বে যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তার প্রতি ঈমান এনেছে। তারা তাগুতের কাছে ফয়সালা নিতে চায় অথচ তাগুতকে অস্বীকার ও তার বিরোধীতা করার জন্যে তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর শয়তান তাদেরকে কঠোরভাবেই পথ ভ্রষ্ট করতে চায়। আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রাসূলের নিকট যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তাঁর দিকে এসো, তখন আপনি মুনাফেক-দেরকে দেখবেন তারা আপনার থেকে মানুষকে দূরে রাখার নিমিত্ত পথের বাঁধা হয়ে দাড়িছে। (সূরা নিসা ৬০—৬১)

এ আয়াতে "তাগুতের কাছে ফয়সালা নিতে চায়" একথার প্রতিপক্ষ রূপে "আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের নিকট যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তার দিকে এসো" কথা বলে পরিস্কার ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাতে রাসূলের প্রতিপক্ষই হচ্ছে তাগুত।

এ ব্যাখ্যা দ্বারা বুঝা যায় যে আল্লাহর বন্দেগী ও আনুগত্যের গণ্ডীসীমা হতে যে বস্তু বের হয়ে যায় অথবা বের হবার উপকরণ ও মাধ্যমে পরিণত হয়, তা সবই তাগুতের মধ্যে শামিল। সুতরাং শয়তান যাদুকর, ভবিষ্যত বক্তা, দেব-দেবতা, প্রতিমা, ফেরাউন, নমরূদ এবং যে সব নেতৃবৃন্দ আল্লাহর হেদায়াত

—৭

www.pathagar.com

থেকে মানুষকে দূরে রাখে, আর অনৈসলামী বিচারালয়, অনৈসলামী শিক্ষালয়, অনৈসলামী খানকাহ ও প্রতিষ্ঠান সমূহ সব কিছু এর অন্তর্ভুক্ত হয়। আহলে কিতাবরা এ ধরনের শিরকীর মধ্যেই নিপতিত।

তাই তাগুতের ইবাদাতকারীদের পরিণাম সম্পর্কে আল্লাহ পরিষ্কার ভাষায় সর্তক করে বলেন ঃ

قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَالِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللّٰهِ مَنْ
لَعَنَهُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ
وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ
السَّبِيلِ ○

"আপনি বলুন (হে আহলে কিতাবরা) আমি তোমাদেরকে কি এর চেয়েও নিকৃষ্ট পরিণামের সংবাদ দেব যা আল্লাহর কাছে আছে? যাকে আল্লাহ লানৎ করেছেন, যার প্রতি তিনি ক্রোধান্বিত, তাদের কতককে তিনি বানর ও শুকর করেছেন এবং যারা তাগুতের ইবাদাত করে, তারাই নিকৃষ্ট এবং সরল পথ হতে সর্বাধিক বিচ্যুত।" (সূরা মায়িদা—৬০)

শিরকীর সাহায্য সহানুভূতি

ইহুদী খৃষ্টানদের তৃতীয় শিরকী হচ্ছে শিরকের প্রতি সাহায্য সহানুভূতি করা। শিরকের প্রতি সাহায্য সহানুভূতি যে দিক দিয়েই হোক না কেন তাও শিরকীর মধ্যে গণ্য। আল্লাহ তায়ালা আহলে কিতাবদেরকে তাঁর কিতাব দান করেছিলেন। তাদের থেকে তাঁর শরীয়াতের আনুগত্য করার অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। ভবিষ্যতে আগত নবীর সাহায্য সহানুভূতি করা, মানুষের কাছে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেয়ার দায়িত্বও তাদের প্রতি ন্যস্ত করা হয়েছিলো। ইহুদীদেরকে বলা হয়েছিলো।

www.pathagar.com

থেকে মানুষকে দূরে রাখে, আর অনৈসলামী বিচারালয়, অনৈসলামী শিক্ষালয়, অনৈসলামী খানকাহ ও প্রতিষ্ঠান সমূহ সব কিছু এর অন্তর্ভুক্ত হয়। আহলে কিতাবরা এ ধরনের শিরকীর মধ্যেই নিপতিত।

তাই তাগুতের ইবাদাতকারীদের পরিণাম সম্পর্কে আল্লাহ পরিষ্কার ভাষায় সর্তক করে বলেন ঃ

قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَٰلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ ۚ مَنْ
لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ
وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ ۚ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ
السَّبِيلِ ○

"আপনি বলুন (হে আহলে কিতাবরা) আমি তোমাদেরকে কি এর চেয়েও নিকৃষ্ট পরিণামের সংবাদ দেব যা আল্লাহর কাছে আছে ? যাকে আল্লাহ লানৎ করেছেন, যার প্রতি তিনি ক্রোধান্বিত, তাদের কতককে তিনি বানর ও শুকর করেছেন এবং যারা তাগুতের ইবাদাত করে, তারাই নিকৃষ্ট এবং সরল পথ হতে সর্বাধিক বিচ্যুত।" (সূরা মায়িদা—৬০)

শিরকীর সাহায্য সহানুভূতি

ইহুদী খৃষ্টানদের তৃতীয় শিরকী হচ্ছে শিরকের প্রতি সাহায্য সহানুভূতি করা। শিরকের প্রতি সাহায্য সহানুভূতি যে দিক দিয়েই হোক না কেন তাও শিরকীর মধ্যে গণ্য। আল্লাহ তায়ালা আহলে কিতাবদেরকে তাঁর কিতাব দান করেছিলেন। তাদের থেকে তাঁর শরীয়াতের আনুগত্য করার অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। ভবিষ্যতে আগত নবীর সাহায্য সহানুভূতি করা, মানুষের কাছে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেয়ার দায়িত্বও তাদের প্রতি ন্যস্ত করা হয়েছিলো। ইহুদীদেরকে বলা হয়েছিলো।

www.pathagar.com

"আমি তাদের জন্যে তাদের ভাইদের থেকেই তোমার মত একজন নবী সৃষ্টি করবো। আমার কথা তাঁর মুখ দিয়ে শুনাবো। আমি যা কিছু তাকে বলবো সে তা মানুষকে বলে দেবে। (তাছনীয়াহ)"

হযরত ইসা (আঃ) তাঁর অনুসারীদের কাছে পরিষ্কার বলে দিলেন— "তোমাদের কাছে আমার বহু কিছু বলার ছিলো। কিন্তু তোমরা এখন তা সামলাতে পারবে না। যখন সত্যের রুহ তোমাদের কাছে আসবে, তখন সত্যের দিকে সে তোমাদেরকে পথ প্রদর্শন করবে।" (ইউহান্না)

ইহুদীরা এ নবীর আগমনের প্রতীক্ষায় ছিলো। তারা ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী বিশ্বাস রাখতো যে সে হবে তাদের সৌভাগ্যের চাবিকাঠি এবং কাফেরদের ওপর তাদেরকে বিজয় এনে দেবে। খৃষ্টানরা এ নবীর অপেক্ষায় অধির আগ্রহভরে দিন গুনছিলো। হযরত ইসা (আঃ) ইনজীল কিতাবে যে সব উদাহরণ বর্ণনা করেছেন সেগুলোর যদি ব্যাখ্যা প্রদান করা হয় তাহলে জানা যায় যে ইনজীল কিতাবের উদাহরণ সমূহের অধিকাংশই আখেরী নবীর প্রশংসা ও গুণাগুণ ছাড়া কিছু নয়।

সুতরাং এমতাবস্থায় ইহুদী খৃষ্টানদের মূল দায়িত্ব ছিলো যখন আখেরী নবীর শুভাগমন হবে, তখন নিজদের পূর্ব প্রাপ্ত সংবাদ অনুযায়ী তাঁকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা। ইনজীলের বর্ণনা মাফিক তাকে পাওয়া গেলে তাঁর প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর, সহযোগী হয়ে কাজ করা। মানুষের কাছে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেয়া এবং তাঁর আনীত জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার পথে নিজেদের সর্বস্ব বিলীন করা। কিন্তু তাদের অবস্থা তা-ই হলো যা হযরত ইসা (আঃ) কুমারীর উদাহরণে বলেছিলেন। অর্থাৎ তিনি বলেছিলেন—নব পরিণীতা সমগ্র রাত প্রদীপ জ্বালিয়ে দুলার আগমনের প্রতীক্ষায় রইলো। কিন্তু যখন দুলা আসার সময় হলো তখন প্রদীপ নিভে গেল। প্রদীপের তেল শেষ হলো এবং সে নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লো। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তারা আখেরী নবীর আগমনের প্রতীক্ষায় ছিলো। কিন্তু যখন তাঁর আবির্ভাব হলো এবং তারা তাকে চিনেও ফেললো, তখন তাঁর প্রতি ঈমান আনার পরি-বর্তে তাকে অস্বীকার করতে লাগলো। শুধু অস্বীকারই নয়—বরং হিংসা

www.pathagar.com

"আমি তাদের জন্যে তাদের ভাইদের থেকেই তোমার মত একজন নবী সৃষ্টি করবো। আমার কথা তাঁর মুখ দিয়ে শুনাবো। আমি যা কিছু তাকে বলবো সে তা মানুষকে বলে দেবে। (তাছনীয়াহ)"

হযরত ইসা (আঃ) তাঁর অনুসারীদের কাছে পরিষ্কার বলে দিলেন—"তোমাদের কাছে আমার বহু কিছু বলার ছিলো। কিন্তু তোমরা এখন তা সামলাতে পারবে না। যখন সত্যের রুহ তোমাদের কাছে আসবে, তখন সত্যের দিকে সে তোমাদেরকে পথ প্রদর্শন করবে।" (ইউহান্না)

ইহুদীরা এ নবীর আগমনের প্রতীক্ষায় ছিলো। তারা ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী বিশ্বাস রাখতো যে সে হবে তাদের সৌভাগ্যের চাবিকাঠি এবং কাফেরদের ওপর তাদেরকে বিজয় এনে দেবে। খৃষ্টানরা এ নবীর অপেক্ষায় অধির আগ্রহভরে দিন গুনছিলো। হযরত ইসা (আঃ) ইনজীল কিতাবে যে সব উদাহরণ বর্ণনা করেছেন সেগুলোর যদি ব্যাখ্যা প্রদান করা হয় তাহলে জানা যায় যে ইনজীল কিতাবের উদাহরণ সমূহের অধিকাংশই আখেরী নবীর প্রশংসা ও গুণাগুণ ছাড়া কিছু নয়।

সুতরাং এমতাবস্থায় ইহুদী খৃষ্টানদের মূল দায়িত্ব ছিলো যখন আখেরী নবীর শুভাগমন হবে, তখন নিজদের পূর্ব প্রাপ্ত সংবাদ অনুযায়ী তাঁকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা। ইনজীলের বর্ণনা মাফিক তাকে পাওয়া গেলে তাঁর প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর, সহযোগী হয়ে কাজ করা। মানুষের কাছে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেয়া এবং তাঁর আনীত জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার পথে নিজেদের সর্বস্ব বিলীন করা। কিন্তু তাদের অবস্থা তা-ই হলো যা হযরত ইসা (আঃ) কুমারীর উদাহরণে বলেছিলেন। অর্থাৎ তিনি বলেছিলেন—নব পরিণীতা সমগ্র রাত প্রদীপ জ্বালিয়ে দুলার আগমনের প্রতীক্ষায় রইলো। কিন্তু যখন দুলা আসার সময় হলো তখন প্রদীপ নিভে গেল। প্রদীপের তেল শেষ হলো এবং সে নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লো। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তারা আখেরী নবীর আগমনের প্রতীক্ষায় ছিলো। কিন্তু যখন তাঁর আবির্ভাব হলো এবং তারা তাকে চিনেও ফেললো, তখন তাঁর প্রতি ঈমান আনার পরিবর্তে তাকে অস্বীকার করতে লাগলো। শুধু অস্বীকারই নয়—বরং হিংসা

www.pathagar.com

বিদ্বেষের অনল প্রবাহে প্রকাশ্যে সেই মুশরিকদের সাহায্য সহানুভূতির জন্য হস্ত সম্প্রসারিত করলো, যারা আখেরী নবীর দাওয়াত ও আন্দোলনের বিরোধী-তায় বাঁধার পাহাড় হয়ে দাড়িয়ে ছিলো। প্রকাশ্যে তাঁর তালীম ও শিক্ষাবলী নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে লাগলো। তাঁর কাজে বাঁধা দানের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ সৃষ্টি করে রাখলো। শত্রুতা বশে তারা এতখানি অগ্রসর হলো যে মুশরিকদের ধর্মকে তারা ইসলামী দাওয়াতের উপর প্রধান্য শুরু করলো। তাঁর অনুসারীদের চেয়ে মুশরিকদেরকেই অধিক সত্যাশ্রয়ী ও হেদায়াতের পথের পাথিক বলে প্রচার শুরু করে দিলো। যেমন ইরশাদ হচ্ছে।

وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَٰؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ
آمَنُوا سَبِيلًا ○

"কাফেররা বলে, ঈমানদারদের তুলনায় এরাই সর্বাধিক হেদায়াত প্রাপ্ত ও সত্য পথের পথিক।" (সূরা নিসায়া—৫১)

সুতরাং শিরকের প্রতি এহেন সাহায্য সহানুভূতি ও বন্ধুত্বের দরুন আল্লাহর একাত্মবাদের সাথে সম্পর্ক থাকার কোন অবকাশই থাকতে পারে না। তাই আল্লাহ্ তাদের প্রতি অভিশাপ করে ইরশাদ করেছেন ঃ

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ
لَهُ نَصِيرًا ○

অর্থাৎ—তারা হচ্ছে এমন লোক যাদের প্রতি আল্লাহ্ লানতের বুলেট নিক্ষেপ করছেন। যার প্রতি আল্লাহর লানৎ হয় তার জন্য আপনি কক্ষণো কোন সাহায্যকারী খুঁজে পাবেন না। (সূরা নিসা—৫২)

---

www.pathagar.com

বিদ্বেষের অনল প্রবাহে প্রকাশ্যে সেই মুশরিকদের সাহায্য সহানুভূতির জন্য হস্ত সম্প্রসারিত করলো, যারা আখেরী নবীর দাওয়াত ও আন্দোলনের বিরোধীতায় বাঁধার পাহাড় হয়ে দাড়িয়ে ছিলো। প্রকাশ্যে তাঁর তালীম ও শিক্ষাবলী নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে লাগলো। তাঁর কাজে বাঁধা দানের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ সৃষ্টি করে রাখলো। শত্রুতা বশে তারা এতখানি অগ্রসর হলো যে মুশরিকদের ধর্মকে তারা ইসলামী দাওয়াতের উপর প্রধান্য শুরু করলো। তাঁর অনুসারীদের চেয়ে মুশরিকদেরকেই অধিক সত্যাশ্রয়ী ও হেদায়াতের পথের পাথিক বলে প্রচার শুরু করে দিলো। যেমন ইরশাদ হচ্ছে !

ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين

امنوا سبيلا ٥

"কাফেররা বলে, ঈমানদারদের তুলনায় এরাই সর্বাধিক হেদায়াত প্রাপ্ত ও সত্য পথের পথিক।" (সূরা নিসায়া—৫১)

সুতরাং শিরকের প্রতি এহেন সাহায্য সহানুভূতি ও বন্ধুত্বের দরুন আল্লাহর একাত্মবাদের সাথে সম্পর্ক থাকার কোন অবকাশই থাকতে পারে না। তাই আল্লাহ্ তাদের প্রতি অভিশাপ করে ইরশাদ করেছেন ঃ

اولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد

له نصيرا ٥

অর্থাৎ—তারা হচ্ছে এমন লোক যাদের প্রতি আল্লাহ্ লানতের বুলেট নিক্ষেপ করছেন। যার প্রতি আল্লাহর লানৎ হয় তার জন্য আপনি কক্ষণো কোন সাহায্যকারী খুঁজে পাবেন না। (সূরা নিসা—৫২)

www.pathagar.com

মুনাফেকদের শিরকী

বাহ্যিক বিশ্বাস ও আমলের দিক দিয়ে মুনাফেকরা পূর্ণ মুসলমান। ঈমানের যতটা শাখা-প্রশাখা রয়েছে সবগুলোকেই তারা স্বীকার করতো এবং মহানবী (সাঃ) সহ সকল নবীদের তারা সমর্থন দিতো। কালেমায়ে শাহাদাতও তারা সোচ্চার গলায় পাঠ করতো এবং মাসজিদে গিয়ে ইসলামী নিয়ম-পদ্ধতি অনুযায়ী নামায আদায় করতো। যাকাত দিতো, কাবা ঘরের হজ্জ সমাপণ করতো; এমন কি যুদ্ধেও অংশ গ্রহণ করতো। আল-কুরআনের ভাষায়—একজন খাটি মুসলমানের তুলনায় বাহ্যিক রূপে তাদের মুখ হতেই জিহাদের প্রতি উৎসাহ উদ্দীপনার কথা বেশী বেশী প্রকাশ পেতো। মহানবী (সাঃ)-এর দরবারে এসে তাঁর সম্মুখে কসম করে করে তাঁকে এই বলে নিশ্চয়তা দিতো যে আমরা আপনাকে আল্লাহ তায়ালার রাসূল হিসেবে মানি। কিন্তু এতকিছু করার পরও কুরআন তাদের কোন একটি কথাকে সমর্থন দেয়নি। বরং তাদেরকে ঈমান থেকে বঞ্চিত, নবুয়াতের অস্বীকারকারী শয়তানের সাথী, জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরের লোক এবং পরিস্কার ভাষায় শিরকীর অপরাধে অপরাধী করেছে।

মুনাফেকদের প্রসংগে নাযিলকৃত সমগ্র আয়াতগুলোর আলোচনা এখানে খুবই দূরূহ বিষয়। কিন্তু তাদের শিরকীর সাথে সংশ্লিষ্ট গোটা কয়েক আয়াত এখানে উল্লেখ করে তার উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা রাখবো। কুরআন মজীদ মুনাফেকদেরকে "তাহাকুম ইলত্ তাগুত" (তাগুতকে শাসক মনোনীত) করার অপরাধে অভিযুক্ত করে এটাকে শিরকী বলে অভিহিত করেছে।

তাগুতকে শাসক মনোনীত করা

সুরা নিসায় আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন ঃ

الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل

اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى

www.pathagar.com

মুনাফেকদের শিরকী

বাহ্যিক বিশ্বাস ও আমলের দিক দিয়ে মুনাফেকরা পূর্ণ মুসলমান। ঈমানের যতটা শাখা-প্রশাখা রয়েছে সবগুলোকেই তারা স্বীকার করতো এবং মহানবী (সাঃ) সহ সকল নবীদের তারা সমর্থন দিতো। কালেমায়ে শাহাদাতও তারা সোচচার গলায় পাঠ করতো এবং মাসজিদে গিয়ে ইসলামী নিয়ম-পদ্ধতি অনুযায়ী নামায আদায় করতো। যাকাত দিতো, কাবা ঘরের হজ্জ সমাপণ করতো; এমন কি যুদ্ধেও অংশ গ্রহণ করতো। আল-কুরআনের ভাষায়—একজন খাটি মুসলমানের তুলনায় বাহ্যিক রূপে তাদের মুখ হতেই জিহাদের প্রতি উৎসাহ উদ্দীপনার কথা বেশী বেশী প্রকাশ পেতো। মহানবী (সাঃ)-এর দরবারে এসে তাঁর সম্মুখে কসম করে করে তাঁকে এই বলে নিশ্চয়তা দিতো যে আমরা আপনাকে আল্লাহ তায়ালার রাসূল হিসেবে মানি। কিন্তু এতকিছু করার পরও কুরআন তাদের কোন একটি কথাকে সমর্থন দেয়নি। বরং তাদেরকে ঈমান থেকে বঞ্চিত, নবুয়াতের অস্বীকারকারী শয়তানের সাথী, জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরের লোক এবং পরিস্কার ভাষায় শিরকীর অপরাধে অপরাধী করেছে।

মুনাফেকদের প্রসংগে নাযিলকৃত সমগ্র আয়াতগুলোর আলোচনা এখানে খুবই দুরূহ বিষয়। কিন্তু তাদের শিরকীর সাথে সংশ্লিষ্ট গোটা কয়েক আয়াত এখানে উল্লেখ করে তার উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা রাখবো। কুরআন মজীদ মুনাফেকদেরকে "তাহাকুম ইলত্ তাগুত" (তাগুতকে শাসক মনোনীত) করার অপরাধে অভিযুক্ত করে এটাকে শিরকী বলে অভিহিত করেছে।

তাগুতকে শাসক মনোনীত করা

সুরা নিসায় আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَا اُنْزِلَ

اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْا اِلَى

www.pathagar.com

الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ

يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا - وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ

اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ٥

"আপনি কি সে লোকগুলোকে দেখেন নি, যারা ধারণা করে যে আমি যা কিছু আপনার কাছে নাযিল করেছি এবং আপনার পূর্বে যা কিছু অবতীর্ণ করেছি তার প্রতি তারা আস্থা ও ঈমান এনেছে? তারা নিজদের সমস্যার সুরাহার জন্যে অর্থাৎ ফায়সালার জন্যে তাগুতের কাছে তা নিয়ে যেতে চায়। অথচ তাগুতকে অস্বীকার করার জন্যে তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর শয়তান তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পথভ্রষ্ট করতে চায়। আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে আল্লাহ তায়ালা যাকিছু নাযিল করেছেন তার দিকে এবং রাসূলের কাছে এসো। তখন আপনি মুনাফেকদেরকে দেখবেন যে আপনাকে এড়িয়ে যাচ্ছে এবং আপনার কাছে যাবার পথে বাঁধার প্রাচীর হয়ে দাড়িয়েছে।" (সূরা নিসা—৬০—৬১)

এ আয়াতের পূর্বের আয়াতে মুসলমানদেরকে আল্লাহ তায়ালা, রাসূল এবং নিজ দলের আমীর বা সর্বজন মনোনীত শাসকের আনুগত্য করার জন্য হুকুম দিয়েছেন। কোন ব্যাপারে মতবিরোধ হলে তখন আল্লাহ এবং রাসূলের দিকে মনোনিবেশ করার জন্য নির্দেশ করেছেন। তারপর মুনাফেকদের অবস্থা বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে তারা আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার দাবীদার হওয়া সত্বেও নিজদের যাবতীয় মোয়ামেলা ও সমস্যার সমাধান তাগুতের দ্বারা করাতে চায়,—আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদালতে করাতে চায় না।

ওপরে আমরা তাগুত শব্দের মূলতত্ব নিয়ে আলোচনা করেছি। এ আয়াতে তাগুতের মোকাবিলায় আল্লাহ তায়ালা যাকিছু দান করেছেন তার

الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان
يضلهم ضلالا بعيدا . واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل
الله والى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا ٥

"আপনি কি সে লোকগুলোকে দেখেন নি, যারা ধারণা করে যে আমি যা কিছু আপনার কাছে নাযিল করেছি এবং আপনার পূর্বে যা কিছু অবতীর্ণ করেছি তার প্রতি তারা আস্থা ও ঈমান এনেছে? তারা নিজদের সমস্যার সুরাহার জন্যে অর্থাৎ ফায়সালার জন্যে তাগুতের কাছে তা নিয়ে যেতে চায়। অথচ তাগুতকে অস্বীকার করার জন্যে তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর শয়তান তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পথভ্রষ্ট করতে চায়। আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে আল্লাহ তায়ালা যাকিছু নাযিল করেছেন তার দিকে এবং রাসূলের কাছে এসো। তখন আপনি মুনাফেকদেরকে দেখবেন যে আপনাকে এড়িয়ে যাচ্ছে এবং আপনার কাছে যাবার পথে বাঁধার প্রাচীর হয়ে দাড়িয়েছে।" (সূরা নিসা—৬০—৬১)

এ আয়াতের পূর্বের আয়াতে মুসলমানদেরকে আল্লাহ তায়ালা, রাসূল এবং নিজ দলের আমীর বা সর্বজন মনোনীত শাসকের আনুগত্য করার জন্য হুকুম দিয়েছেন। কোন ব্যাপারে মতবিরোধ হলে তখন আল্লাহ এবং রাসূলের দিকে মনোনিবেশ করার জন্য নির্দেশ করেছেন। তারপর মুনা-ফেকদের অবস্থা বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে তারা আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার দাবীদার হওয়া সত্বেও নিজদের যাবতীয় মোয়ামেলা ও সমস্যার সমাধান তাগুতের দ্বারা করাতে চায়,—আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদালতে করাতে চায় না।

ওপরে আমরা তাগুত শব্দের মূলতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছি। এ আয়াতে তাগুতের মোকাবিলায় আল্লাহ তায়ালা যাকিছু দান করেছেন তার

www.pathagar.com

দিকে এবং রাসূলের দিকে এসো।" এ কথা দ্বারা সকল প্রকার সন্দেহ ও ব্যাখ্যার অবসান হয়েছে যে, তাগুত দ্বারা সেই সব শাসকদের কথাই বুঝান হয়েছে, যাদের মিমাংসা ও ফায়সালা আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের মিমাংসার পরিপন্থী হয়। আয়াতের পূর্বাপর বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায় যে এখানে এর দ্বারা আহলে কিতাবদের শাসক এবং তাদের বিচারালয়ের কথা বোঝান হয়েছে। এটা তখনকার ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, যখন মদীনায় কার্যতঃ ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠিত ছিলো এবং মুসলমানদের সমুদয় সমস্যা বিশেষ করে হদ তাজীর ও কিসাসের বিষয়াবলী মহা-নবীর আদালতে উত্থাপিত হয়ে ফয়সালা হতো এবং বাস্তব ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ হতো। কিন্তু একই সাথে পূর্ব হতেই ইহুদীদের একটি প্যারালাল স্টেট প্রতিষ্ঠিত ছিলো। এটির বর্তমানে শাসন ব্যবস্থায় এই গরমিল সৃষ্টি হয়েছিলো যে মুনাফেকরা নিজদের বহু বিতর্কিত ব্যাপারে এসব ইহুদী বিচারালয় সমূহে গিয়ে আশ্রয় প্রার্থী হতো। তাদের এমন করার দু'টি কারণ ছিলো। একটি হচ্ছে ইহুদী বিচারকদেরকে ঘুষ প্রদান করে তাদের থেকে নিজ মর্জি মাফিক রায় লিখায়ে নেয়া সহজ ছিলো। কিন্তু মহানবীর আদালতে এরূপ করার কোনই অবকাশ ছিলো না। দ্বিতীয় কারণ ছিলো মুনাফেকরা মনে করতো যে মদীনায় সদ্য প্রতিষ্ঠিত ইসলামী হুকুমত সম্পূর্ণ প্রাথমিক অবস্থায় ও নাজুক পরিস্থিতির মধ্যে নিপতিত। এটি যে কোন সময় কুরাইশদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে নির্মূল হওয়ার আশংকা বিদ্যমান। অপর দিকে সুশৃংখলিত ইহুদী দলের সাথে সংঘর্ষ এখনো সরাসরি হয় নি। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে সংঘর্ষ হওয়ার সম্ভাবনা খুবই প্রকট। আর সংঘর্ষ হলে বিজয় ইহুদীদের অনিবার্য। সুতরাং তাদের সাথে আজকের খানিকটা সম্পর্ক ভবিষ্যতে খুবই ফলপ্রসূ হবে। নুতবা এ ইহুদীরাই মুসলমান ও ইসলামের সাথে আমাদেরকেও নির্মূল করে ফেলবে। এহেন অলীক চিন্তা ও ফালতু ধারণার কারণেই তারা নিজেদের অধিকাংশ সমস্যা ইহুদীদের বিচারালয়ে নিয়ে উত্থাপন করতো। অবশ্য তারা ইসলামী আদালতে মামলা দায়ের করাটা স্বীয় স্বার্থের অনুকূল হওয়া মনে করলে তখন অত্যন্ত বিনয়ী ও ফরমাবরদার সেজে মহানবীর কাছে এসে হাজির হতো।

www.pathagar.com

দিকে এবং রাসূলের দিকে এসো।" এ কথা দ্বারা সকল প্রকার সন্দেহ ও ব্যাখ্যার অবসান হয়েছে যে, তাগুত দ্বারা সেই সব শাসকদের কথাই বুঝান হয়েছে, যাদের মিমাংসা ও ফায়সালা আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের মিমাংসার পরিপন্থী হয়। আয়াতের পূর্বাপর বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায় যে এখানে এর দ্বারা আহলে কিতাবদের শাসক এবং তাদের বিচারালয়ের কথা বোঝান হয়েছে। এটা তখনকার ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, যখন মদীনায় কার্যতঃ ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠিত ছিলো এবং মুসলমানদের সমুদয় সমস্যা বিশেষ করে হদ তাজীর ও কিসাসের বিষয়াবলী মহা-নবীর আদালতে উত্থাপিত হয়ে ফয়সালা হতো এবং বাস্তব ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ হতো। কিন্তু একই সাথে পূর্ব হতেই ইহুদীদের একটি প্যারালাল ষ্টেট প্রতিষ্ঠিত ছিলো। এটির বর্তমানে শাসন ব্যবস্থায় এই গরমিল সৃষ্টি হয়েছিলো যে মুনাফেকরা নিজদের বহু বিতর্কিত ব্যাপারে এসব ইহুদী বিচারালয় সমূহে গিয়ে আশ্রয় প্রার্থী হতো। তাদের এমন করার দু'টি কারণ ছিলো। একটি হচ্ছে ইহুদী বিচারকদেরকে ঘুষ প্রদান করে তাদের থেকে নিজ মর্জি মাফিক রায় লিখায়ে নেয়া সহজ ছিলো। কিন্তু মহানবীর আদালতে এরূপ করার কোনই অবকাশ ছিলো না। দ্বিতীয় কারণ ছিলো মুনাফেকরা মনে করতো যে মদীনায় সদ্য প্রতিষ্ঠিত ইসলামী হুকুমত সম্পূর্ণ প্রাথমিক অবস্থায় ও নাজুক পরিস্থিতির মধ্যে নিপতিত। এটি যে কোন সময় কুরাইশদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে নির্মূল হওয়ার আশংকা বিদ্যমান। অপর দিকে সুশৃংখলিত ইহুদী দলের সাথে সংঘর্ষ এখনো সরাসরি হয় নি। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে সংঘর্ষ হওয়ার সম্ভাবনা খুবই প্রকট। আর সংঘর্ষ হলে বিজয় ইহুদীদের অনিবার্য। সুতরাং তাদের সাথে আজকের খানিকটা সম্পর্ক ভবিষ্যতে খুবই ফলপ্রসূ হবে। নুতবা এ ইহুদীরাই মুসলমান ও ইসলামের সাথে আমাদেরকেও নির্মূল করে ফেলবে। এহেন অলীক চিন্তা ও ফালতু ধারণার কারণেই তারা নিজেদের অধিকাংশ সমস্যা ইহুদীদের বিচারালয়ে নিয়ে উত্থাপন করতো। অবশ্য তারা ইসলামী আদালতে মামলা দায়ের করাটা স্বীয় স্বার্থের অনুকূল হওয়া মনে করলে তখন অত্যন্ত বিনয়ী ও ফরমাবরদার সেজে মহানবীর কাছে এসে হাজির হতো।

www.pathagar.com

অপরদিকে ইহুদীরা গোপনে এ অপকর্ম করতো যে হদ ও তাজীরের (শরীয়তী দণ্ড বিধানের) যে সব গুরুত্বপূর্ণ মামলা নিজদের ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক কারণে ইহুদী শরীয়াত মতে মিমাংসা করতে নারাজ, সেগুলোর ব্যাপারে তারা বাদী বিবাদী উভয়কেই মহানবীর আদালতে উত্থাপন করার পরামর্শ দিতো। আর সাথে সাথে এ কথাও বলে দিতো যে মুহাম্মাদ এমনিরূপ মিমাংসা করলে মেনে নিবে। আর অন্য কিছু করলে আমাদের কাছে চলে এসো। এ ধরনের মামলা সাধারণত এমন সব ধনী ইহুদীদের মধ্যে হতো যাদের থেকে ঘুষ গ্রহণ করত ইহুদী আলেমরা মুহাম্মাদী শরীয়াত বাস্তবায়ন না হতে পার সে উদ্দেশ্যেই এ কৌশলের আশ্রয় নিতো। মহানবী (সাঃ)-এর আদালতে তাদের মর্জি মাফিক মিমাংসা হলে তাদের উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে যেতো এবং সমগ্র দায়-দায়িত্ব মহানবীর ওপর রয়ে যেতো। আর মিমাংসা নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলে তখন তা পরিত্যাগ করে ইহুদীদের আদালতে নিজদের ইচ্ছা মাফিক মিমাংসা করিয়ে নিতো।

উল্লেখিত আয়াত এবং এ ধরনের অন্যান্য আয়াতগুলো সঠিকভাবে বোঝার জন্য আমাদের এ শানে নুযুলটি সম্মুখে রাখা উচিত।

এ সব মুনাফেকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে. يتحاكموا الى الطاغوت o অর্থাৎ অনৈসলামী আদালতে নিজদের মামলা মোকদ্দমা উত্থাপন করা। আর আল্লাহ তায়ালা ও কুরআনের প্রতি ঈমানের দাবী করা এ দু'টি পরস্পর বিরোধী বিষয়। আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার পূর্বে তাগুতের সাথে কুফরী করা জরুরী। আর ইল্লাল্লাহর স্বীকৃতির পূর্বে লাইলাহার অস্বীকৃতি অপরিহার্য। যেমন ইরশাদ হচ্ছে ঃ—

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ o

"সুতরাং যারা তাগুতের সাথে কুফরী করে অর্থাৎ তাকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে" অপর একস্থানে

اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ o

"আল্লাহর বন্দেগী করো এবং তাগুতকে বর্জন করো।"

www.pathagar.com

অপরদিকে ইহুদীরা গোপনে এ অপকর্ম করতো যে হদ ও তাজীরের (শরীয়তী দণ্ড বিধানের) যে সব গুরুত্বপূর্ণ মামলা নিজদের ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক কারণে ইহুদী শরীয়াত মতে মিমাংসা করতে নারাজ, সেগুলোর ব্যাপারে তারা বাদী বিবাদী উভয়কেই মহানবীর আদালতে উত্থাপন করার পরামর্শ দিতো। আর সাথে সাথে এ কথাও বলে দিতো যে মুহাম্মাদ এমনিরূপ মিমাংসা করলে মেনে নিবে। আর অন্য কিছু করলে আমাদের কাছে চলে এসো। এ ধরনের মামলা সাধারণত এমন সব ধনী ইহুদীদের মধ্যে হতো যাদের থেকে ঘুষ গ্রহণ করত ইহুদী আলেমরা মুহাম্মাদী শরীয়াত বাস্তবায়ন না হতে পার সে উদ্দেশ্যেই এ কৌশলের আশ্রয় নিতো। মহানবী (সাঃ)-এর আদালতে তাদের মর্জি মাফিক মিমাংসা হলে তাদের উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে যেতো এবং সমগ্র দায়-দায়িত্ব মহানবীর ওপর রয়ে যেতো। আর মিমাংসা নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলে তখন তা পরিত্যাগ করে ইহুদীদের আদালতে নিজদের ইচ্ছা মাফিক মিমাংসা করিয়ে নিতো।

উল্লেখিত আয়াত এবং এ ধরনের অন্যান্য আয়াতগুলো সঠিকভাবে বোঝার জন্য আমাদের এ শানে নুযুলটি সম্মুখে রাখা উচিত।

এ সব মুনাফেকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে. تحاكم الى الطاغوت ० অর্থাৎ অনৈসলামী আদালতে নিজদের মামলা মোকদ্দমা উত্থাপন করা। আর আল্লাহ তায়ালা ও কুরআনের প্রতি ঈমানের দাবী করা এ দু'টি পরস্পর বিরোধী বিষয়। আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার পূর্বে তাগুতের সাথে কুফরী করা জরুরী। আর ইল্লাল্লাহর স্বীকৃতির পূর্বে লাইলাহার অস্বীকৃতি অপরিহার্য। যেমন ইরশাদ হচ্ছে ঃ—

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ ০

"সুতরাং যারা তাগুতের সাথে কুফরী করে অর্থাৎ তাকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে" অপর একস্থানে

اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ০

"আল্লাহর বন্দেগী করো এবং তাগুতকে বর্জন করো।"

আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং তাগুতের প্রতি ঈমান অর্থাৎ আল্লাহর স্বীকৃতি ও তাগুতের স্বীকৃতি একই স্থানে একত্রিত হতে পারে না। ইহুদীদের আদালতে যদি নিজদের মামলা উত্থাপন করতেই হয়, তাহলে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের প্রতি ঈমান পোষণের দাবী অর্থহীন বৈ কিছু নয়। আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের প্রতি ঈমান পোষণের অনিবার্য দাবী হচ্ছে সমগ্র ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহর আনুগত্য করতে হবে। আর এ আনুগত্যের পদ্ধতি হবে নবী রাসুলদের অনুসৃত পথ অনুসরণ করে চলা। যদি এটা করা না-ই হয়, তাহলে যেমন আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা হয়না। তেমনি তাঁর নাযিলকৃত বিধানের প্রতি ঈমানে ও তাঁর রাসুলের প্রতিও ঈমান রাখারও দাবী করা যায় না। বিশ্বাসের সীমারেখা পর্যন্ত রেসালাতের স্বীকৃতি আদায়ের জন্যেই রাসুলের আগমন হয়না। বরং বাস্তব আনুগত্য নেয়ার জন্যেই তাঁদের আগমন। আর আল্লাহর আনুগত্যের পথ তাঁর আনুগত্য করার মধ্য থেকেই বের হয়। সুতরাং পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন ঃ

فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ
جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ
وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا - وَمَا أَرْسَلْنَا مِن
رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ
جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ
تَوَّابًا رَّحِيمًا - فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ

www.pathagar.com

আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং তাগুতের প্রতি ঈমান অর্থাৎ আল্লাহর স্বীকৃতি ও তাগুতের স্বীকৃতি একই স্থানে একত্রিত হতে পারে না। ইহূদীদের আদালতে যদি নিজদের মামলা উত্থাপন করতেই হয়, তাহলে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের প্রতি ঈমান পোষণের দাবী অর্থহীন বৈ কিছু নয়। আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের প্রতি ঈমান পোষণের অনিবার্য দাবী হচ্ছে সমগ্র ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহর আনুগত্য করতে হবে। আর এ আনুগত্যের পদ্ধতি হবে নবী রাসূলদের অনুসৃত পথ অনুসরণ করে চলা। যদি এটা করা না-ই হয়, তাহলে যেমন আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা হয়না। তেমনি তাঁর নাযিলকৃত বিধানের প্রতি ঈমানে ও তাঁর রাসূলের প্রতিও ঈমান রাখারও দাবী করা যায় না। বিশ্বাসের সীমারেখা পর্যন্ত রেসালাতের স্বীকৃতি আদায়ের জন্যেই রাসূলের আগমন হয়না। বরং বাস্তব আনুগত্য নেয়ার জন্যেই তাঁদের আগমন। আর আল্লাহর আনুগত্যের পথ তাঁর আনুগত্য করার মধ্য থেকেই বের হয়। সুতরাং পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন :

فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ
جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ
وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا - وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ
رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ
جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ
تَوَّابًا رَحِيمًا - فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ

www.pathagar.com

بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا

تَسْلِيمًا ۝

"অতএব অবস্থা কি হলো যে নিজদের কর্মের দরুন যখন তারা কোন বিপদে নিপতিত হয়, তখন তারা আপনার কাছে কসম করে বলে—আল্লাহর কসম, আমরাতো কল্যাণ ও অনুকূলতাই কামনা করে ছিলাম। তাদের অন্তরে যা কিছু গোপন রয়েছে, আল্লাহ তা ভালরূপেই অবগত। সুতরাং তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকুন এবং তাদেরকে ভয়ভীতি মূলক ওয়াজ নসীহত করুন। তাদেরকে সেই কথা বলে দিন যা তাদের মনে চাপা পড়ে আছে। আমি সমগ্র রাসূলদেরকে আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছি। আর তারা নিজদের আত্মার প্রতি যুলুম করে যখন আপনার কাছে আসে এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, আর রাসূল যখন তাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে, তখন তারা আল্লাহ তায়ালাকে তাওবা কবুল করণে-ওয়ালা ও দয়ালু রূপেই পায়। অতএব এটা কিছুতেই হতে পারে না, আপনার প্রভুর কসম করে বলছি—তারা তখন পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ আপনাকে তাদের পরস্পরের মধ্যকার বিষয় হাকিম ও শাসকরূপে গ্রহণ না করবে। অতঃপর আপনার মিমাংসার ব্যাপারে তারা নিজদের অন্তরে কোনরূপ সংকীর্ণতা অনুভব করবে না এবং পুরোপুরি আপনার মিমাংসাকে সন্তুষ্ট চিত্তে সমর্থন করে নেবে। (সূরা নিসা ৬২—৬৫)

উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—"আমি রাসূলকে আল্লাহর নির্দেশ মাফিক অনুকরণ করার উদ্দেশ্য প্রেরণ করেছি," এ কথাটা গভীর ভাবে বিচার বিশ্লেষণ যোগ্য। এর দ্বারা মুনাফেকদের সেই অলীক ধারণাকে বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে যা তারা তাগুতের আনুগত্য করা সত্বেও আল্লাহর ও রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে বলে মনে করে। শুধু মৌখিকভাবে রাসূলের রেসালাতকে বিশ্বাস করে নেয়া অথবা অন্তরে আল্লাহর রাসূল বলে বিশ্বাস করার জন্যে নবী-রাসূলের আগমন হয়নি। বরং সকল বিষয়ে তাঁর আনুগত্য

www.pathagar.com

بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا

تسليما ٥

"অতএব অবস্থা কি হলো যে নিজদের কর্মের দরুন যখন তারা কোন বিপদে নিপতিত হয়, তখন তারা আপনার কাছে কসম করে বলে—আল্লাহর কসম, আমরাতো কল্যাণ ও অনুকূলতাই কামনা করে ছিলাম। তাদের অন্তরে যা কিছু গোপন রয়েছে, আল্লাহ তা ভালরূপেই অবগত। সুতরাং তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকুন এবং তাদেরকে ভয়ভীতি মূলক ওয়াজ নসীহত করুন। তাদেরকে সেই কথা বলে দিন যা তাদের মনে চাপা পড়ে আছে। আমি সমগ্র রাসূলদেরকে আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছি। আর তারা নিজদের আত্মার প্রতি যুলুম করে যখন আপনার কাছে আসে এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, আর রাসূল যখন তাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে, তখন তারা আল্লাহ তায়ালাকে তাওবা কবুল করণে-ওয়ালা ও দয়ালু রূপেই পায়। অতএব এটা কিছুতেই হতে পারে না, আপনার প্রভুর কসম করে বলছি—তারা তখন পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ আপনাকে তাদের পরস্পরের মধ্যকার বিষয় হাকিম ও শাসকরূপে গ্রহণ না করবে। অতঃপর আপনার মিমাংসার ব্যাপারে তারা নিজদের অন্তরে কোনরূপ সংকীর্ণতা অনুভব করবে না এবং পুরোপুরি আপনার মিমাংসাকে সন্তুষ্ট চিত্তে সমর্থন করে নেবে। (সুরা নিসা ৬২—৬৫)

উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—"আমি রাসূলকে আল্লাহর নির্দেশ মাফিক অনুকরণ করার উদ্দেশ্য প্রেরণ করেছি," এ কথাটা গভীর ভাবে বিচার বিশ্লেষণ যোগ্য। এর দ্বারা মুনাফেকদের সেই অলীক ধারণাকে বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে যা তারা তাগুতের আনুগত্য করা সত্ত্বেও আল্লাহর ও রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে বলে মনে করে। শুধু মৌখিকভাবে রাসূলের রেসালাতকে বিশ্বাস করে নেয়া অথবা অন্তরে আল্লাহর রাসূল বলে বিশ্বাস করার জন্যে নবী-রাসূলের আগমন হয়নি। বরং সকল বিষয়ে তাঁর আনুগত্য

www.pathagar.com

করার জন্যে সকল কাজে তাঁর নির্দেশকে মেনে চলার জন্যে, তাঁর বিধানকে বিনা দ্বিধায় কার্যকরি করার জন্যে নিজকে সম্পূর্ণরূপে সোর্পদ করার উদ্দেশ্যেই তাঁর আগমন। যারা তাঁর নির্দেশিত পথ হতে দূরে থাকে, তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে হবে। সুতরাং এ আয়াতে কসম করে বলা হয়েছে, যখন পর্যন্ত তারা নিজদের সমুদয় ব্যাপারে রাসূলের শাসনকে সমর্থন না করবে, তাঁর সিদ্ধান্তকে সর্বান্তকরণে পুরাপুরি না মানবে, নিজদের জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগ তাঁর আদেশ নিষেধের অনুগত না হবে, তখন পর্যন্ত তারা আল্লাহর প্রতি ঈমানদার হতে পারছে না। বরং তাগুত ও শয়তানের প্রতিই ঈমান রাখা বুঝাবে।

ওপরে আমরা যা কিছু উল্লেখ করেছি সম্ভবত সে ব্যাপারে কারুর মনে এ সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে যে, এ আয়াতের শানেনুযুল স্থির করতে আমরা নিজদের ধারণা ও খেয়াল খুশীকে প্রধান্য দিয়েছি। তাদের নিশ্চিত হবার জন্যে আমরা সূরা মায়েদার ৪৯—৫৪ আয়াতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করার অনুরোধ করছি। সে আয়াতগুলোর প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেই আমাদের বর্ণিত বিষয় বস্তুগুলোর মূল উৎস আল কুরআনেই বিদ্যমান দেখতে পাবেন। সেই আয়াত সমূহের সারমর্ম আমরা এখানে অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করছি, যাতে মুল প্রতিপাদ্য বিষয় অনুধাবন করা সহজ হয়।

—"প্রথমতঃ মহানবীকে এ শান্তনা দেয়া হয়েছে যে ইহুদীরা আপনার থেকে মামলার মিমাংসা করার পর তা অস্বীকার করলে তাতে আপনার দুঃখিত ও চিন্তিত হওয়া উচিত নয়। ইহুদীরা যে মাঝে মাঝে আপনার কাছে মামলার মিমাংসার জন্য আসে তা ঝগড়ার নিরসন ও মিমাংসার জন্যে আসে না—বরং মিথ্যা প্রতারণা ও ইহুদী সরদারদের এজেন্ট রূপে আসে। তারা সামনে আসেনা বরং পেছনে বসে এসব পুতুল নাচাতে থাকে এবং আল্লাহর দ্বীনকে হেয় করতে থাকে। তারা আপনার কাছে আগন্তুকদেরকে কথা শিখিয়ে পাঠিয়ে দেয় যে, মামলার রায় অনুকূল হলে মেনে নিবে। আর এর বিপরিত হলে চলে আসবে। এহেন লোকদের আচরণে দুঃখিত হওয়া অর্থহীন। তাদের অন্তঃকরণ পবিত্র করা আল্লাহর ইচ্ছা নয়। যদি

www.pathagar.com

করার জন্যে সকল কাজে তাঁর নির্দেশকে মেনে চলার জন্যে, তাঁর বিধানকে বিনা দ্বিধায় কার্যকরি করার জন্যে নিজকে সম্পূর্ণরূপে সোর্পদ করার উদ্দেশ্যেই তাঁর আগমন। যারা তাঁর নির্দেশিত পথ হতে দূরে থাকে, তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে হবে। সুতরাং এ আয়াতে কসম করে বলা হয়েছে, যখন পর্যন্ত তারা নিজদের সমুদয় ব্যাপারে রাসূলের শাসনকে সমর্থন না করবে, তাঁর সিদ্ধান্তকে সর্বান্তকরণে পুরাপুরি না মানবে, নিজদের জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগ তাঁর আদেশ নিষেধের অনুগত না হবে, তখন পর্যন্ত তারা আল্লাহর প্রতি ঈমানদার হতে পারছে না। বরং তাগুত ও শয়তানের প্রতিই ঈমান রাখা বুঝাবে।

ওপরে আমরা যা কিছু উল্লেখ করেছি সম্ভবত সে ব্যাপারে কারুর মনে এ সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে যে, এ আয়াতের শানেনুযুল স্থির করতে আমরা নিজদের ধারণা ও খেয়াল খুশীকে প্রধান্য দিয়েছি। তাদের নিশ্চিত হবার জন্যে আমরা সূরা মায়েদার ৪৯—৫৪ আয়াতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করার অনুরোধ করছি। সে আয়াতগুলোর প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেই আমাদের বর্ণিত বিষয় বস্তুগুলোর মূল উৎস আল কুরআনেই বিদ্যমান দেখতে পাবেন। সেই আয়াত সমূহের সারমর্ম আমরা এখানে অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করছি, যাতে মুল প্রতিপাদ্য বিষয় অনুধাবন করা সহজ হয়।

—"প্রথমতঃ মহানবীকে এ শান্তনা দেয়া হয়েছে যে ইহুদীরা আপনার থেকে মামলার মিমাংসা করার পর তা অস্বীকার করলে তাতে আপনার দুঃখিত ও চিন্তিত হওয়া উচিত নয়। ইহুদীরা যে মাঝে মাঝে আপনার কাছে মামলার মিমাংসার জন্য আসে তা ঝগড়ার নিরসন ও মিমাংসার জন্যে আসে না—বরং মিথ্যা প্রতারণা ও ইহুদী সরদারদের এজেন্ট রূপে আসে। তারা সামনে আসেনা বরং পেছনে বসে এসব পুতুল নাচাতে থাকে এবং আল্লাহর দ্বীনকে হেয় করতে থাকে। তারা আপনার কাছে আগন্তুকদেরকে কথা শিখিয়ে পাঠিয়ে দেয় যে, মামলার রায় অনুকূল হলে মেনে নিবে। আর এর বিপরিত হলে চলে আসবে। এহেন লোকদের আচরণে দুঃখিত হওয়া অর্থহীন। তাদের অন্তঃকরণ পবিত্র করা আল্লাহর ইচ্ছা নয়। যদি

www.pathagar.com

তাই হতো তাহলে তাওরাত কিতাবের হেদায়াত মাফিক তারা আপনার প্রতি ঈমান আনতো। আপনাকে অস্বীকার করার পরিবর্তে আপনার প্রতি আস্থা ঈমান রেখে আনুগত্যের জন্য দ্রুত চলে আসতো। তাদের জন্যে এ পার্থিব জগতে রয়েছে চরম অপমান ও পরকালে রয়েছে কঠিন শাস্তি। তারা মিথ্যার প্রশ্রয়কারী ও সুদখোর। আপনার কাছে তারা মামলা নিয়ে আসলে মামলার মিমাংসা করা না করা আপনার ইখতিয়ার। হা যদি মিমাংসা করাতেই চায় তাহলে আল্লাহর বিধান মাফিক মিমাংসা করুন।"

—"অতঃপর কয়েকটি আয়াতে ইহুদীদেরকে এই ভৎ'সনা করা হয়েছে যে, তারা কি ধরনের লোক যে আপনাকে হাকিম মনোনীত করে আপনার রায় নিয়ে প্রতারণা করে। অথচ তাদের কাছে তাওরাত কিতাব বর্তমান। যার মধ্যে আল্লাহর আইন নিহিত। তারা একথাও জানে যে আপনার রায় আল্লাহর আইনের পরিপন্থী নয়। অতঃপর পূর্বের নবী রাসূল ও আলেম ওলামাদের নীতির বর্ণনা দানে ইরশাদ হয়েছে যে, তারা তাদের কিতাব মাফিকই সমুদয় বিষয় মিমাংসা করতো। অতঃপর বলা হয়েছে যে, তাঁদেরকে দ্বীনের ব্যাপারে কোনরূপ গোপনীয়তা ও খেয়ানত করাকে প্রশ্রয় না দেয়ার পরামর্শ দেয়া হয়েছে এবং শরীয়াতকে পার্থিব জগতের স্বার্থ উদ্ধারের মাধ্যমে পরিণত করতেও নিষেধ করা হয়েছে। বরং সর্বাবস্থায় আল্লাহর কিতাব মাফিক মিমাংসা করার জন্যে এবং তার বিরুদ্ধাচারণ না করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তারা বিরুদ্ধাচারণ করলে কাফের হয়ে যাবে। এরপর তাওরাত কিতাবের কিসাসের আইনের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে' কেননা ইহুদীদের আসল খেয়ানত ছিলো হদ, কিসাস ইত্যাদি বিধানকে গোপন করা। এরপর ইনজীল কিতাবের অনুসারীদের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, তাদেরকেও আল্লাহর আইন মাফিক মামলা মোকদ্দমা মিমাংসা করার জন্যে হেদায়াত দেয়া হয়েছে। তারা এর বিরুদ্ধাচারণ করলে ফাসেক রূপে পরিগণিত হবে।"

—"অতঃপর আল-কুরআনের কথা উল্লেখ করে ইরশাদ হয়েছে যে এ কিতাব তাওরাত ও ইনজীল কিতাবের ভবিষ্যতবাণী অনুযায়ী এবং তাতে কৃত

www.pathagar.com

তাই হতো তাহলে তাওরাত কিতাবের হেদায়াত মাফিক তারা আপনার প্রতি ঈমান আনতো। আপনাকে অস্বীকার করার পরিবর্তে আপনার প্রতি আস্থা ঈমান রেখে আনুগত্যের জন্য দ্রুত চলে আসতো। তাদের জন্যে এ পার্থিব জগতে রয়েছে চরম অপমান ও পরকালে রয়েছে কঠিন শাস্তি। তারা মিথ্যার প্রশ্রয়কারী ও সুদখোর। আপনার কাছে তারা মামলা নিয়ে আসলে মামলার মিমাংসা করা না করা আপনার ইখতিয়ার। হা যদি মিমাংসা করাতেই চায় তাহলে আল্লাহর বিধান মাফিক মিমাংসা করুন।"

—"অতঃপর কয়েকটি আয়াতে ইহুদীদেরকে এই ভৎ‍র্সনা করা হয়েছে যে, তারা কি ধরনের লোক যে আপনাকে হাকিম মনোনীত করে আপনার রায় নিয়ে প্রতারণা করে। অথচ তাদের কাছে তাওরাত কিতাব বর্তমান। যার মধ্যে আল্লাহর আইন নিহিত। তারা একথাও জানে যে আপনার রায় আল্লাহর আইনের পরিপন্থী নয়। অতঃপর পূর্বের নবী রাসূল ও আলেম ওলামাদের নীতির বর্ণনা দানে ইরশাদ হয়েছে যে, তারা তাদের কিতাব মাফিকই সমুদয় বিষয় মিমাংসা করতো। অতঃপর বলা হয়েছে যে, তাঁদেরকে দ্বীনের ব্যাপারে কোনরূপ গোপনীয়তা ও খেয়ানত করাকে প্রশ্রয় না দেয়ার পরামর্শ দেয়া হয়েছে এবং শরীয়াতকে পার্থিব জগতের স্বার্থ উদ্ধারের মাধ্যমে পরিণত করতেও নিষেধ করা হয়েছে। বরং সর্বাবস্থায় আল্লাহর কিতাব মাফিক মিমাংসা করার জন্যে এবং তার বিরুদ্ধাচারণ না করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তারা বিরুদ্ধাচারণ করলে কাফের হয়ে যাবে। এরপর তাওরাত কিতাবের কিসাসের আইনের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে' কেননা ইহুদীদের আসল খেয়ানত ছিলো হদ, কিসাস ইত্যাদি বিধানকে গোপন করা। এরপর ইনজীল কিতাবের অনুসারীদের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, তাদেরকেও আল্লাহর আইন মাফিক মামলা মোকদ্দমা মিমাংসা করার জন্যে হেদায়াত দেয়া হয়েছে। তারা এর বিরুদ্ধাচারণ করলে ফাসেক রূপে পরিগণিত হবে।"

—"অতঃপর আল-কুরআনের কথা উল্লেখ করে ইরশাদ হয়েছে যে এ কিতাব তাওরাত ও ইনজীল কিতাবের ভবিষ্যতবাণী অনুযায়ী এবং তাতে কৃত

www.pathagar.com

তাহরীফ ও গোপনীয়তাকেই সংস্কার করে। সুতরাং তাদের মামলা মোকদ্দমার মিমাংসা করতে হলে এ কিতাব অনুযায়ী মিমাংসা করাই হচ্ছে আপনার দায়িত্ব। তারা তাদের কিতাবের মধ্যে রদ বদল করে যে সব নূতনত্ব ও বিদয়াত সৃষ্টি করে রেখেছে, আপনি সেগুলো কখনোই অনুসরণ করে চলবেন না। তাদের ঈমান ও আমানের সওয়াল আপনার কাছে করা হবে না। তারা নিজদের তরীকার ওপর কঠোর হয়ে রয়েছে এবং গোড়ামীতে এমনভাবে অন্ধ হয়ে পড়েছে যে আপনার পায়রবী কক্ষণোই তারা করবে না। আল্লাহর ইচ্ছা হলে তাদেরকে হেদায়াতের পথে নিয়ে আসতেন। কিন্তু বাধ্য করা তাঁর স্বাভাবিক নিয়ম নয়। তিনি সকলকে স্বাধীনতা দান করেছেন। যাঁকে যা কিছু দান করেছেন তার মধ্য দিয়েই তিনি সকলকে এ পরীক্ষা করেন যে কারা নেক ও কল্যাণের পথে অগ্রগামী থাকে, আর কারা জাহেলীয়াতের গোড়ামীতে নিপতিত হয়ে নিজেদের মনগড়া মত পথকে আল্লাহর আসনে বসিয়ে পুজা করতে থাকে।”

—“অতঃপর মুসলমানদের দিকে লক্ষ্য দেয়া হয়েছে। যদিও সাধারণভাবে সম্বোধন করা হয়েছে। তথাপি ইহুদীদের সাথে যেসব মুনাফেকরা ষড়যন্ত্র ও কারসাজিতে লিপ্ত থেকে নিজেদের মামলা মোকদ্দমা তাদের আদালতে নিয়ে যেতো, সেই সব মুনাফেকদের প্রতিই হচ্ছে কথার গতি। তাদেরকে ইহুদী খৃষ্টানদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে চলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর বলা হয়েছে, যারা তাদেরকে নিজদের সাহায্যকারী ভাববে তারাও তাদের মধ্যে গণ্য হবে। অতঃপর পরিষ্কার ভাষায় মুনাফেকদের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, তারা সন্দেহ পোষণ করছে যে ইহুদী ও মুসলমানদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ হলে ইহুদীরাই বিজয় লাভ করবে। তখন তারা তাদের দলেই পত্যাবর্তন করবে। এ জন্যেই তাদেরকে যাতে নিজদের দলীয় লোক মনে করে সেজন্যে তারা নিজদের মামলা মোকদ্দমা তাদের আদালতেই নিয়ে যায়। অতঃপর বলা হয়েছে—

—“হে মুসলমানগণ! তোমাদের মধ্যে যারা স্বীয় ধর্ম পরিত্যাগ করে মোরতাদ হয় সে জন্যে আল্লাহ আদৌ কোন পরওয়াই করে না। এরপর আল্লাহ

www.pathagar.com

তাহরীফ ও গোপনীয়তাকেই সংস্কার করে। সুতরাং তাদের মামলা মোকদ্দমার মিমাংসা করতে হলে এ কিতাব অনুযায়ী মিমাংসা করাই হচ্ছে আপনার দায়িত্ব। তারা তাদের কিতাবের মধ্যে রদ বদল করে যে সব নূতনত্ব ও বিদয়াত সৃষ্টি করে রেখেছে, আপনি সেগুলো কখনোই অনুসরণ করে চলবেন না। তাদের ঈমান ও আমানের সওয়াল আপনার কাছে করা হবে না। তারা নিজদের তরীকার ওপর কঠোর হয়ে রয়েছে এবং গোড়ামীতে এমনভাবে অন্ধ হয়ে পড়েছে যে আপনার পায়রবী কক্ষণোই তারা করবে না। আল্লাহর ইচ্ছা হলে তাদেরকে হেদায়াতের পথে নিয়ে আসতেন। কিন্তু বাধ্য করা তাঁর স্বাভাবিক নিয়ম নয়। তিনি সকলকে স্বাধীনতা দান করেছেন। যাঁকে যা কিছু দান করেছেন তার মধ্য দিয়েই তিনি সকলকে এ পরীক্ষা করেন যে কারা নেক ও কল্যাণের পথে অগ্রগামী থাকে, আর কারা জাহেলীয়াতের গোড়ামীতে নিপতিত হয়ে নিজেদের মনগড়া মত পথকে আল্লাহর আসনে বসিয়ে পুজা করতে থাকে।"

—"অতঃপর মুসলমানদের দিকে লক্ষ্য দেয়া হয়েছে। যদিও সাধারণভাবে সম্বোধন করা হয়েছে। তথাপি ইহুদীদের সাথে যেসব মুনাফেকরা ষড়যন্ত্র ও কারসাজিতে লিপ্ত থেকে নিজেদের মামলা মোকদ্দমা তাদের আদালতে নিয়ে যেতো, সেই সব মুনাফেকদের প্রতিই হচ্ছে কথার গতি। তাদেরকে ইহুদী খৃষ্টানদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে চলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর বলা হয়েছে, যারা তাদেরকে নিজদের সাহায্যকারী ভাববে তারাও তাদের মধ্যে গণ্য হবে। অতঃপর পরিষ্কার ভাষায় মুনাফেকদের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, তারা সন্দেহ পোষণ করছে যে ইহুদী ও মুসলমানদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ হলে ইহুদীরাই বিজয় লাভ করবে। তখন তারা তাদের দলেই পত্যাবর্তন করবে। এ জন্যেই তাদেরকে যাতে নিজদের দলীয় লোক মনে করে সেজন্যে তারা নিজদের মামলা মোকদ্দমা তাদের আদালতেই নিয়ে যায়। অতঃপর বলা হয়েছে—

—"হে মুসলমানগণ! তোমাদের মধ্যে যারা স্বীয় ধর্ম পরিত্যাগ করে মোরতাদ হয় সে জন্যে আল্লাহ আদৌ কোন পরওয়াই করে না। এরপর আল্লাহ

www.pathagar.com

এমন লোক সৃষ্টি করবেন যাদেরকে তিনি মহব্বত করেন এবং তারাও তাকে মহব্বত করবেন। তারা মুমিনদের সাথে অত্যন্ত কোমল, নম্র ও ধৈর্যশীল হবেন। আর কাফেরদের প্রতি হবেন অত্যন্ত কঠোর। তারা আল্লাহর পথে জেহাদ করবে, কারুর ভর্ৎসনার তোয়াক্কা করে চলবেনা।"

আমরা এখানে এসব বিবরণ শুধু তখনকার ইহুদী রাজনীতি ও তাদের সাথে মুনাফেকদের সম্পর্কের ধরনটি অনুধাবন করার জন্যেই উল্লেখ করলাম। এর দ্বারা যেমন তাগুতকে শাসক মনোনীত করার সঠিক ধারণা মনের দুয়ারে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে, তেমনি এর দ্বারা মুনাফেকদের কি স্বার্থ উদ্ধার করা উদ্দেশ্য তাও সুস্পষ্ট হয়। আর এ একটি বিষয়ই দ্বীনের সমুদয় শপথ ও স্বীকৃতিকে কিভাবে নষ্ট করে এবং সমুদয় ইবাদত বান্দগীকে কিরূপে নিষ্প্রাণ ও অর্থহীন বানিয়ে দেয়, তাও অবহিত হওয়া যায়। আল-কুরআন পরিষ্কার ভাষায় এটাকে দ্বীন থেকে বের হয়ে যাওয়া ও মোরতাদ হওয়া বলে নিরূপণ করেছে এবং ঘোষণা দিয়েছেন—এমন নড়-বড়ে রুগ্ন অন্তর ভীরু কাপুরুষ ও স্বার্থবাদী লোকের আদৌ কোন প্রয়োজন নেই, যারা ইহুদীদের হাতের পুতুলে পরিণত হয়। আল্লাহ শুধু এমন লোকদেরকেই ভালবাসেন যারা কর্মজীবনে পাহাড়ের ন্যায় অটল অচল অনড় ও প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে লৌহবৎ মজবুত। যারা দ্বীন ইসলামে স্বার্থবাদীতা ও উপযোগীতার মুর্তিকে ভেঙ্গে চুরে প্রবেশ করেছে। নিজদের জীবনকে কোনরূপ বন্টন না করে পুরোপুরি সমস্ত জীবনটাকে আল্লাহর কাছে সোর্পদ করেছেন। (ادخلوا فى السلم كافة) যারা শুধু স্বার্থ উদ্ধারের সীমারেখা পর্যন্ত আল্লাহর ইবাদত করতে চায়, তারা নিজদের জন্যে যে কোন ধর্ম নির্বাচন করে নিতে পারে। আল্লাহ এবং আল্লাহর দ্বীনের তাদের কোন প্রয়োজন নেই।

যেমন আল্লাহ পাক ইরশাদ করছেন ঃ—

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ فَاِنْ اَصَابَهٗ خَيْرُ نِ اطْمَأَنَّ

بِهٖ وَاِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةُ نِ انْقَلَبَ عَلٰى وَجْهِهٖ ٥

www.pathagar.com

এমন লোক সৃষ্টি করবেন যাদেরকে তিনি মহব্বত করেন এবং তারাও তাকে মহব্বত করবেন। তারা মুমিনদের সাথে অত্যন্ত কোমল, নম্র ও ধৈর্যশীল হবেন। আর কাফেরদের প্রতি হবেন অত্যন্ত কঠোর। তারা আল্লাহর পথে জেহাদ করবে, কারুর ভৎর্সনার তোয়াক্কা করে চলবেনা।”

আমরা এখানে এসব বিবরণ শুধু তখনকার ইহুদী রাজনীতি ও তাদের সাথে মুনাফেকদের সম্পর্কের ধরনটি অনুধাবন করার জন্যেই উল্লেখ করলাম। এর দ্বারা যেমন তাগুতকে শাসক মনোনীত করার সঠিক ধারণা মনের দুয়ারে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে, তেমনি এর দ্বারা মুনাফেকদের কি স্বার্থ উদ্ধার করা উদ্দেশ্য তাও সুস্পষ্ট হয়। আর এ একটি বিষয়ই দ্বীনের সমুদয় শপথ ও স্বীকৃতিকে কিভাবে নষ্ট করে এবং সমুদয় ইবাদত বান্দগীকে কিরূপে নিষ্প্রাণ ও অর্থহীন বানিয়ে দেয়, তাও অবহিত হওয়া যায়। আল-কুরআন পরিষ্কার ভাষায় এটাকে দ্বীন থেকে বের হয়ে যাওয়া ও মোরতাদ হওয়া বলে নিরূপণ করেছে এবং ঘোষণা দিয়েছেন—এমন নড়-বড়ে রুগ্ন অন্তর ভীরু কাপুরুষ ও স্বার্থবাদী লোকের আদৌ কোন প্রয়োজন নেই, যারা ইহুদীদের হাতের পুতুলে পরিণত হয়। আল্লাহ শুধু এমন লোকদেরকেই ভালবাসেন যারা কর্মজীবনে পাহাড়ের ন্যায় অটল অচল অনড় ও প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে লৌহবৎ মজবুত। যারা দ্বীন ইসলামে স্বার্থবাদীতা ও উপযোগীতার মূর্তিকে ভেঙ্গে চুরে প্রবেশ করেছে। নিজদের জীবনকে কোনরূপ বন্টন না করে পুরোপুরি সমস্ত জীবনটাকে আল্লাহর কাছে সোর্পদ করেছেন। (ادخلوا فى السلم كافة) যারা শুধু স্বার্থ উদ্ধারের সীমারেখা পর্যন্ত আল্লাহর ইবাদত করতে চায়, তারা নিজদের জন্যে যে কোন ধর্ম নির্বাচন করে নিতে পারে। আল্লাহ এবং আল্লাহর দ্বীনের তাদের কোন প্রয়োজন নেই।

যেমন আল্লাহ পাক ইরশাদ করছেন ঃ—

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ عَلَى حَرْفٍ فَاِنْ اَصَابَهُ خَيْرُنِ اطْمَانَّ

بِهٖ وَاِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةُ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهٖ ۝

www.pathagar.com

"লোকদের মধ্যে কতকে এক কিনারায় দাঁড়িয়ে দ্বিধার সাথে আল্লাহর ইবাদত করে। তাদের কল্যাণ হলে তারা সন্তুষ্ট হয়। আর কোন বিপদ আপদ ও পরীক্ষার বিষয় উপস্থিত হলে তখন উল্টো ফিরে চলে।"

(সূরা হাজ্ব—১১)

বিষয় বস্তুর অধিক বিশ্লেষণ ও মনের অধিক তৃপ্তির জন্য সূরা নূরের এ আয়াতগুলোর প্রতি দৃষ্টি রাখুন।

ইরশাদ হচ্ছে ঃ—

ويقولون امنا بالله وبالرسول واطعنا ثم يتولى فريق
منهم من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين - واذا دعوا
الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون -
وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين - افي قلوبهم مرض
ام ارتابوا ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله بل
اولئك هم الظالمون - انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى
الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك
هم المفلحون - ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه
فاولئك هم الفائزون - واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن

www.pathagar.com

"লোকদের মধ্যে কতকে এক কিনারায় দাঁড়িয়ে দ্বিধার সাথে আল্লাহর ইবাদত করে। তাদের কল্যাণ হলে তারা সন্তুষ্ট হয়। আর কোন বিপদ আপদ ও পরীক্ষার বিষয় উপস্থিত হলে তখন উল্টো ফিরে চলে।"

(সূরা হাজ্ব—১১)

বিষয় বস্তুর অধিক বিশ্লেষণ ও মনের অধিক তৃপ্তির জন্য সূরা নূরের এ আয়াতগুলোর প্রতি দৃষ্টি রাখুন।

ইরশাদ হচ্ছে ঃ—

ويقولون امنا بالله وبالرسول واطعنا ثم يتولى فريق
منهم من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين - واذا دعوا
الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون -
وان يكن لهم الحق يأتوا اليه مذعنين - افي قلوبهم مرض
ام ارتابوا ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله بل
اولئك هم الظالمون - انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى
الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك
هم المفلحون - ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه
فاولئك هم الفائزون - واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن

www.pathagar.com

امرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة ان الله خبير بما
تعملون - قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا
فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وان تطيعوه تهتدوا
وما على الرسول الا البلاغ المبين - وعد الله الذين امنوا
وعملوا الصلحت ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من
قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم
من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر
بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون ٥

"আর তারা বলে, আমরা আল্লাহর প্রতি ও রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি এবং আনুগত্য স্বীকার করেছি। অতঃপর এ ওয়াদা হতে একটি দল ফিরে যায়। তারা মুমিন নয়। তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ফয়সালা করার জন্যে যখন আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রাসূলের দিকে আহবান জানান হয়, তখন তাদের মধ্যে একটি দল তাড়াতাড়ি করে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও বিরোধীতা করতে থাকে। আর যদি সত্য (মামলার রায়) তাদের অনুকূলে হয়, তখন তারা খুব আগ্রহের সাথে আসে। তাদের অন্তঃকরণ রুগ্ন অথবা তারা সন্দেহ-বাদীতার মধ্যে নিপতিত। অথবা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূল তাদের ব্যাপারে বেইনসাফী করার ভয় তারা পোষণ করে। (আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কখনো বেইনসাফী করেন না) এবং তারাই নিজদের প্রতি নিজেরা যুলম

www.pathagar.com

أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا
تَعْمَلُونَ - قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا
فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا
وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ - وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ
مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ
بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ○

"আর তারা বলে, আমরা আল্লাহর প্রতি ও রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি এবং আনুগত্য স্বীকার করেছি। অতঃপর এ ওয়াদা হতে একটি দল ফিরে যায়। তারা মুমিন নয়। তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ফয়সালা করার জন্যে যখন আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রাসূলের দিকে আহবান জানান হয়, তখন তাদের মধ্যে একটি দল তাড়াতাড়ি করে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও বিরোধীতা করতে থাকে। আর যদি সত্য (মামলার রায়) তাদের অনুকূলে হয়, তখন তারা খুব আগ্রহের সাথে আসে। তাদের অন্তঃকরণ রুগ্ন অথবা তারা সন্দেহ-বাদীতার মধ্যে নিপতিত। অথবা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূল তাদের ব্যাপারে বেইনসাফী করার ভয় তারা পোষণ করে। (আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কখনো বেইনসাফী করেন না) এবং তারাই নিজদের প্রতি নিজেরা যুলম

www.pathagar.com

করে। যখন আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রাসূলের দিকে আহবান জানানো হয়, তখন মুমিনদের যবানে এ জবাবই শোভা পায় যে ,'আমরা শুনেছি ও মেনেছি"। এরাই মুক্তিপ্রাপ্ত লোক। যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূলের পায়রুবী করে চলে এবং তাঁকে ভয় করে ও গোনাহ থেকে বেঁচে থাকে, তারাই কামীয়াব হবে। আর তারা আল্লাহর নামে পাক্কা কসম করে বলে, আপনি যদি তাদেরকে জিহাদে যাবার জন্যে নির্দেশ করেন তাহলে তারা অবশ্যই জিহাদের জন্যে বের হয়ে পড়বে। আপনি বলে দিন যে, তোমরা কসম করোনা, নিয়ম মাফিক আনুগত্যই কাম্য। আল্লাহ তোমাদের আমল সম্পর্কে ওয়াকিফ-হাল। আপনি বলে দিন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। যদি তারা কথা না মানে বরং মুখ ফিরিয়ে চলে যায়, তাহলে তাদের উপর তাদের দায়িত্ব ও আপনার উপর আপনার দায়িত্বই বর্তিবে। যদি তোমরা আনুগত্য করো তা হলে হেদায়েত লাভ করবে। রাসূলের উপর প্রকাশ্যভাবে আল্লাহর বিধান পৌছে দেয়া ছাড়া আর কোন দায়িত্ব নেই। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার হবে এবং সৎ কাজ করবে তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা এ জগতে খিলাফত ও শাসন ক্ষমতা দেয়ার অঙ্গীকার করেছেন। যেমন তিনি তাদের পূর্ব-বর্তী উম্মতগণকে খিলাফত দান করেছিলেন। আর তাদের জন্যে যে জীবন বিধান মনোনীত করা হয়েছে তাও তাদের জন্যে প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং তাদের ভয়-ভীতিকে শান্তি ও নিরাপত্তা দ্বারা পরিবর্তন করা হবে। তারা আমারই ইবাদত করবে এবং আমার সাথে কাউকে অংশীদার করবে না। এর পরও যারা আমাকে অস্বীকার করবে, কুফরী করবে তারাই ফাসেকরূপে পরিগণিত হবে।" (সূরা নূর ৪৭—৫৫)

যারা গোটা কয়েক বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাকেই ঈমানের মর্ম বুঝে নিয়েছে, এ আয়াতগুলোর প্রতি তাদের গভীরভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত। মুনাফেকরা এ বিষয়গুলোর প্রতিই ঈমান রাখতো। কিন্তু আল-কুরআন তাদের এ বিশ্বাস ও স্বীকৃতিকে আদৌ সমর্থন করেনি। বরং পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছে যে তারা মুমিন নয়। এহেন ঈমান ও ইসলামকে কুরআন কিরূপে সমর্থন দিতে পারে, যারা জীবনের সমুদয় ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর

৮—

www.pathagar.com

করে। যখন আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রাসূলের দিকে আহবান জানানো হয়, তখন মুমিনদের যবানে এ জবাবই শোভা পায় যে ,'আমরা শুনেছি ও মেনেছি"। এরাই মুক্তিপ্রাপ্ত লোক। যারা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূলের পায়রুবী করে চলে এবং তাঁকে ভয় করে ও গোনাহ থেকে বেঁচে থাকে, তারাই কামীয়াব হবে। আর তারা আল্লাহর নামে পাক্কা কসম করে বলে, আপনি যদি তাদেরকে জিহাদে যাবার জন্যে নির্দেশ করেন তাহলে তারা অবশ্যই জিহাদের জন্যে বের হয়ে পড়বে। আপনি বলে দিন যে, তোমরা কসম করোনা, নিয়ম মাফিক আনুগত্যই কাম্য। আল্লাহ তোমাদের আমল সম্পর্কে ওয়াকিফ-হাল। আপনি বলে দিন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। যদি তারা কথা না মানে বরং মুখ ফিরিয়ে চলে যায়, তাহলে তাদের উপর তাদের দায়িত্ব ও আপনার উপর আপনার দায়িত্বই বর্তিবে। যদি তোমরা আনুগত্য করো তা হলে হেদায়েত লাভ করবে। রাসূলের উপর প্রকাশ্যভাবে আল্লাহর বিধান পৌছে দেয়া ছাড়া আর কোন দায়িত্ব নেই। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার হবে এবং সৎ কাজ করবে তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা এ জগতে খিলাফত ও শাসন ক্ষমতা দেয়ার অঙ্গীকার করেছেন। যেমন তিনি তাদের পূর্ব-বর্তী উম্মতগণকে খিলাফত দান করেছিলেন। আর তাদের জন্যে যে জীবন বিধান মনোনীত করা হয়েছে তাও তাদের জন্যে প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং তাদের ভয়-ভীতিকে শান্তি ও নিরাপত্তা দ্বারা পরিবর্তন করা হবে। তারা আমারই ইবাদত করবে এবং আমার সাথে কাউকে অংশীদার করবে না। এর পরও যারা আমাকে অস্বীকার করবে, কুফরী করবে তারাই ফাসেকরূপে পরিগণিত হবে।" (সূরা নূর ৪৭—৫৫)

যারা গোটা কয়েক বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাকেই ঈমানের মর্ম বুঝে নিয়েছে, এ আয়াতগুলোর প্রতি তাদের গভীরভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত। মুনাফেকরা এ বিষয়গুলোর প্রতিই ঈমান রাখতো। কিন্তু আল-কুরআন তাদের এ বিশ্বাস ও স্বীকৃতিকে আদৌ সমর্থন করেনি। বরং পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছে যে তারা মুমিন নয়। এহেন ঈমান ও ইসলামকে কুরআন কিরূপে সমর্থন দিতে পারে, যারা জীবনের সমুদয় ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর

৮—

www.pathagar.com

রাসূলের আদর্শকে সমর্থন করে না। নিজেদের স্বার্থ দেখলেই তখন রাসূলের দিকে দৌড়ে যায়। আর যখন রাসূলের মিমাংসায় পার্থিব স্বার্থ ক্ষুন্ন হবার আশংকা করে, তখন ইহুদীদের আদালতে নিজদের মামলা দায়ের করে এবং ঘুষ দিয়ে নিজদের স্বার্থ উদ্ধার করে। এদের অন্তরে মুনাফেকীর দুরারোগ্য ব্যাধি বিদ্যমান। তারা ইসলামের বিজয় সম্পর্কে সন্দীহান। আল্লাহ ও রাসূলের ন্যায়-নীতির প্রতি তাদের কোনই আস্থা নেই। অতঃপর পরিষ্কার ভাষায় বলেছে—একমাত্র মুমিন নামে তারাই অভিহিত হতে পারে, যারা নিজদের সমুদয় ব্যাপার আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রাসূলের আদালতে পেশ করে এবং এ আদালতের রায়কে বিনা দ্বিধায় মেনে নেয়। শেষের আয়াতটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। খাটি মুসলমানদেরকে এভাবে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, মুনাফেকরা ইসলামের বিজয় সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাদের নাকের ডগার উপর মুসলমানদেরকে বিজয় দান করে সত্য দ্বীনের পতাকা উর্দ্ধে তুলে ধরবেন। ইহুদী ও মুশরিকদের পক্ষ হতে সৃষ্ট ভয়-ভীতিকে অতিশীঘ্র শান্তি ও নিরাপত্তায় বিবর্তন করে দেবেন এবং আমার খালেছ বান্দাগণ শুধু আমারই বন্দেগী করতে থাকবে। আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না।

"তারা গায়রুল্লাহর বন্দেগী করে এবং আল্লাহর সাথে অংশীদার করে" আল্লাহর এ কথাটি মুনাফেকদের প্রতি ব্যাঙ্গোক্তি বিশেষ। এ ব্যাঙ্গোক্তি শুধু নিজদের মামলা মোকদ্দমা ইহুদীদের আদালতে উত্থাপন করার কারণেই যে করা হয়েছে তা সুস্পষ্ট। যারা আনুগত্যকে ইবাদতের অর্থের মধ্যে শামিল ভাবে না বরং নামায রোযা করার পর আনুগত্য কোন তাগুতের করা হলে তাতে আল্লাহর ইবাদতে কোন তারতম্য সৃষ্টি হয় না বলে মনে করে— তাদের এ আয়াতের প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টি দেয়া উচিত। গায়রুল্লাহর আনুগত্য দ্বারা যদি আল্লাহর ইবাদতে কোনরূপ তারতম্যই সৃষ্টি না হয়, তাহলে সেই মুনাফেকদের কি অপরাধ ছিলো যাদেরকে মুশরিক ও গায়রুল্লাহর ইবাদতকারী আখ্যায়িত করা হয়েছে?

www.pathagar.com

রাসূলের আদর্শকে সমর্থন করে না। নিজেদের স্বার্থ দেখলেই তখন রাসূলের দিকে দৌড়ে যায়। আর যখন রাসূলের মিমাংসায় পার্থিব স্বার্থ ক্ষুন্ন হবার আশংকা করে, তখন ইহুদীদের আদালতে নিজদের মামলা দায়ের করে এবং ঘুষ দিয়ে নিজদের স্বার্থ উদ্ধার করে। এদের অন্তরে মুনাফেকীর দুরারোগ্য ব্যাধি বিদ্যমান। তারা ইসলামের বিজয় সম্পর্কে সন্দীহান। আল্লাহ ও রাসূলের ন্যায়-নীতির প্রতি তাদের কোনই আস্থা নেই। অতঃপর পরিষ্কার ভাষায় বলেছে—একমাত্র মুমিন নামে তারাই অভিহিত হতে পারে, যারা নিজদের সমুদয় ব্যাপার আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রাসূলের আদালতে পেশ করে এবং এ আদালতের রায়কে বিনা দ্বিধায় মেনে নেয়। শেষের আয়াতটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। খাটি মুসলমানদেরকে এভাবে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, মুনাফেকরা ইসলামের বিজয় সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাদের নাকের ডগার উপর মুসলমানদেরকে বিজয় দান করে সত্য দ্বীনের পতাকা উর্দ্ধে তুলে ধরবেন। ইহুদী ও মুশরিকদের পক্ষ হতে সৃষ্ট ভয়-ভীতিকে অতিশীঘ্র শান্তি ও নিরাপত্তায় বিবর্তন করে দেবেন এবং আমার খালেছ বান্দাগণ শুধু আমারই বন্দেগী করতে থাকবে। আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না।

"তারা গায়রুল্লাহর বন্দেগী করে এবং আল্লাহর সাথে অংশীদার করে" আল্লাহর এ কথাটি মুনাফেকদের প্রতি ব্যাঙ্গোক্তি বিশেষ। এ ব্যাঙ্গোক্তি শুধু নিজদের মামলা মোকদ্দমা ইহুদীদের আদালতে উত্থাপন করার কারণেই যে করা হয়েছে তা সুস্পষ্ট। যারা আনুগত্যকে ইবাদতের অর্থের মধ্যে শামিল ভাবে না বরং নামায রোযা করার পর আনুগত্য কোন তাগুতের করা হলে তাতে আল্লাহর ইবাদতে কোন তারতম্য সৃষ্টি হয় না বলে মনে করে—তাদের এ আয়াতের প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টি দেয়া উচিত। গায়রুল্লাহর আনুগত্য দ্বারা যদি আল্লাহর ইবাদতে কোনরূপ তারতম্যই সৃষ্টি না হয়, তাহলে সেই মুনাফেকদের কি অপরাধ ছিলো যাদেরকে মুশরিক ও গায়রুল্লাহর ইবাদত-কারী আখ্যায়িত করা হয়েছে?

www.pathagar.com

এ বিষয়টি যেহেতু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আল-কুরআনের ব্যাপারে অমনোযোগী হবার দরুনই মানুষ এমন ভ্রান্ত বুঝের মধ্যে নিপতিত, যা দ্বীনের ভিত্তিমূলকেই সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে। এ জন্য বিষয়টিকে আরো খোলাসা করার জন্যে আল-কুরআনের আর একটি আয়াত এখানে পেশ করছি। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى
وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ
جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا - إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ
مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا
بَعِيدًا ০

"যে লোকের কাছে আল্লাহর হেদায়াত পরিষ্কারভাবে প্রকাশ পাবার পরও সে রাসূলের বিরোধীতা করবে এবং মুমিনদের পথ ব্যতীত অন্য কারুর পথের অনুসরণ করবে, তাকে সেই দিকেই আমি ফিরিয়ে দেব যে দিক সে ফিরে যেতে চায়। আর আমি তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাব, এ জাহান্নাম অত্যন্ত খারাপ স্থান। আল্লাহ তায়ালা তাঁর সাথে অংশীদারকারীকে যে ক্ষমা করবেন না তা নিশ্চিত কথা। তবে এছাড়া অন্যান্য গুনাহ যাকে ইচ্ছে তিনি ক্ষমা করবেন। যারা আল্লাহর সাথে কোন কিছু শরীক করে তারা চরমভাবে ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত।

(সূরা নিসা—১১৫—১১৬)

এ আয়াত দ্বারা পরিষ্কাররূপে প্রমাণিত হয় যে রাসূলের প্রদর্শিত পথের বিরোধীতা করা এবং মুমিনদের পথ ছেড়ে অন্য কোন পথ গ্রহণ করা শিরক। এর শাস্তি হচ্ছে সবচেয়ে নিকৃষ্টতম স্থান জাহান্নামে বন্দি করে রাখা। এ বিষয়ের ওপর এ দিক দিয়ে আলোচনা হতে

www.pathagar.com

এ বিষয়টি যেহেতু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আল-কুরআনের ব্যাপারে অমনোযোগী হবার দরুনই মানুষ এমন ভ্রান্ত বুঝের মধ্যে নিপতিত, যা দ্বীনের ভিত্তিমূলকেই সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে। এ জন্য বিষয়টিকে আরো খোলাসা করার জন্যে আল-কুরআনের আর একটি আয়াত এখানে পেশ করছি। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا - إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

"যে লোকের কাছে আল্লাহর হেদায়াত পরিষ্কারভাবে প্রকাশ পাবার পরও সে রাসূলের বিরোধীতা করবে এবং মুমিনদের পথ ব্যতীত অন্য কারুর পথের অনুসরণ করবে, তাকে সেই দিকেই আমি ফিরিয়ে দেব যে দিক সে ফিরে যেতে চায়। আর আমি তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাব, এ জাহান্নাম অত্যন্ত খারাপ স্থান। আল্লাহ তায়ালা তাঁর সাথে অংশীদারকারীকে যে ক্ষমা করবেন না তা নিশ্চিত কথা। তবে এছাড়া অন্যান্য গুনাহ যাকে ইচ্ছে তিনি ক্ষমা করবেন। যারা আল্লাহর সাথে কোন কিছু শরীক করে তারা চরমভাবে ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত।

(সূরা নিসা—১১৫—১১৬)

এ আয়াত দ্বারা পরিষ্কাররূপে প্রমাণিত হয় যে রাসূলের প্রদর্শিত পথের বিরোধীতা করা এবং মুমিনদের পথ ছেড়ে অন্য কোন পথ গ্রহণ করা শিরক। এর শাস্তি হচ্ছে সবচেয়ে নিকৃষ্টতম স্থান জাহান্নামে বন্দি করে রাখা। এ বিষয়ের ওপর এ দিক দিয়ে আলোচনা হতে

পারে যে এটা আল্লাহ্ তায়ালা এবং তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে প্রমাণিত কিনা ? যদি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূলের কথা নির্ধারিত হয়, তাহলে তা নিয়ে কানাঘুষা করা এবং হেকমতের পরিপন্থী আখ্যা দেয়া, একে যুগের পরিপন্থী বলা এবং তা ছেড়ে নিজের মনগড়া পথের বা অন্য কারুর অন্ধ অনুকরণে অন্য পথের আশ্রয় নেয়া সুস্পষ্ট শিরক। আল্লাহ শিরককে কখনোই ক্ষমা করবেন না।

"ইন্নাল্লাহা লাইয়াগফেরু" আয়াতটি একই সূরায় দুই স্থানে বর্ণিত হয়েছে। একস্থানে আহলে কিতাবদের শিরকের বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে। আর অপর স্থানে মুনাফেকদের শিরকের বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে। যেখানে আহলে কিতাবদের বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে সেখানে তিনটি শিরকের কথা উল্লেখ রয়েছে। (১) আল্লাহর হেদায়েতের ওপর নিজদের জাতি ও সম্প্রদায়ের হেদায়াতকে প্রধান্য দেয়া। (২) আল্লাহর কিতাবের ওপর জিব্‌ত ও তাগুতের আনুগত্য ও পায়রুবীকে প্রধান্য দেয়া। (৩) ঈমানদারদের তরীকার ওপর মক্কাবাসীদের তরীকাকে প্রাধান্য দেয়া। এখানে এ আয়াতের পূর্বের আয়াতে এই ভূমিকা বর্ণিত হয়েছে যে—

لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف
أو إصلاح بين الناس ٥

"তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোন কল্যাণ নেই। তবে কল্যাণ আছে তার পরামর্শে যে দান খয়রাত ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের নির্দেশ দেয়।" (সূরা নিসায়া—১১৪)

আর যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের বিধানের উপর স্বীয় রায় ও মতামতকে প্রধান্য দেয়, তারা প্রকারান্তরে স্বীয় প্রভূত্ব দাবী করে। আর আল্লাহ ও রাসূলের বিধানের ওপর অন্য কারুর মত পথ ও রায়কে প্রাধান্য দেয়া হলে তাকে ইলাহ ও প্রভু নিরূপণ করা হয়। সুতরাং উভয় অবস্থায় সে মুশরিক—মুমিন নয়।

———

www.pathagar.com

পারে যে এটা আল্লাহ্ তায়ালা এবং তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে প্রমাণিত কিনা? যদি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূলের কথা নির্ধারিত হয়, তাহলে তা নিয়ে কানাঘুষা করা এবং হেকমতের পরিপন্থী আখ্যা দেয়া, একে যুগের পরিপন্থী বলা এবং তা ছেড়ে নিজের মনগড়া পথের বা অন্য কারুর অন্ধ অনুকরণে অন্য পথের আশ্রয় নেয়া সুস্পষ্ট শিরক। আল্লাহ শিরককে কখনোই ক্ষমা করবেন না।

"ইন্নাল্লাহা লাইয়াগফেরু" আয়াতটি একই সূরায় দুই স্থানে বর্ণিত হয়েছে। একস্থানে আহলে কিতাবদের শিরকের বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে। আর অপর স্থানে মুনাফেকদের শিরকের বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে। যেখানে আহলে কিতাবদের বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে সেখানে তিনটি শিরকের কথা উল্লেখ রয়েছে। (১) আল্লাহর হেদায়েতের ওপর নিজদের জাতি ও সম্প্রদায়ের হেদায়াতকে প্রধান্য দেয়া। (২) আল্লাহর কিতাবের ওপর জিব্ত ও তাগুতের আনুগত্য ও পায়রুবীকে প্রধান্য দেয়া। (৩) ঈমানদারদের তরীকার ওপর মক্কাবাসীদের তরীকাকে প্রাধান্য দেয়া। এখানে এ আয়াতের পূর্বের আয়াতে এই ভূমিকা বর্ণিত হয়েছে যে—

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ
أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ○

"তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোন কল্যাণ নেই। তবে কল্যাণ আছে তার পরামর্শে যে দান খয়রাত ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের নির্দেশ দেয়।" (সূরা নিসায়া—১১৪)

আর যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের বিধানের উপর স্বীয় রায় ও মতামতকে প্রধান্য দেয়, তারা প্রকারান্তরে স্বীয় প্রভূত্ব দাবী করে। আর আল্লাহ ও রাসূলের বিধানের ওপর অন্য কারুর মত পথ ও রায়কে প্রাধান্য দেয়া হলে তাকে ইলাহ ও প্রভু নিরূপণ করা হয়। সুতরাং উভয় অবস্থায় সে মুশরিক—মুমিন নয়।

———

www.pathagar.com

আলোচনার সারকথা

বিগত অধ্যায়গুলোর এত বিরাট ও বিস্তারিত আলোচনা দ্বারা শুধু এ কথাটাই প্রমাণ করা উদ্দেশ্য ছিল যে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু কলেমা মুখে উচ্চারণ অত্যন্ত সহজ। কিন্তু তার দাবীগুলোর কার্যকারিতা যখন বাস্তব জীবনে প্রয়োজন হয়, তখন মানব জীবনের কোন অংশই তার গণ্ডীসীমার বাইরে থাকে না।

এ সত্যটি আমরা বিগত অধ্যায়গুলোতে সবিস্তার আলোচনা করেছি। মক্কাবাসীরা আল্লাহর সত্বা এবং তাঁর মূল গুণাবলীকে স্বীকার করতো। কিন্তু আল-কুরআন তাদের এ স্বীকারোক্তির কোনই গুরুত্ব দেয়নি। আহলে কিতাবরা তাদের থেকে একধাপ অগ্রসর হয়ে শুধু তাওহীদই নয়—বরং আল্লাহর কিতাবসমূহ ফেরেস্তাবর্গ ও রাসূলগণকে স্বীকার করতো। কিন্তু আল-কুরআনের মানদণ্ডে সব স্বীকারোক্তিই সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন প্রমাণিত হলো। সর্বশেষে আসলো মুনাফেকদের পালা। তারা ভাবলো যে তাওহীদের দাবীগুলোর মধ্যে এমন কোন দাবী অবশিষ্ট নেই যেগুলো তারা পূরণ না করেছে। আর শিরকের কদর্যতার এমন কোন কালদাগও অবশিষ্ট নেই যা তারা ধুয়ে মুছে ফেলেনি। কিন্তু আল-কুরআন তাদের মধ্য থেকেও শিরকের সর্বশেষ ভেজালটুকু বের করে তাদের সামনে রেখে দিয়েছে এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়কে এ বলে সাবধান করেছে যে, তোমাদের মধ্যে কেহই আল্লাহর খালেছ বান্দা ও তাওহীদের অনুসারী নয়। প্রত্যেকেই নিজ নিজ ইবাদাত বন্দেগীতে অন্যকে অংশীদার করে নিয়েছো। আল্লাহর দৃষ্টিতে শিরক মিশ্রিত বন্দেগী মূল্যহীন।

এখন এ তিনটি সম্প্রদায়ের অপরাধের খতিয়ানের প্রতি আলাদা আলাদা-ভাবে লক্ষ্য করুন।

আল-কুরআন বণী ইসমাঈলদেরকে বলেছে—

তোমরা ফেরেস্তাকূলকে বান্দার চেয়ে বেশী মরতবা ও মর্যাদাবান মনে করো। তাদেরকে আল্লাহর পুত্র সন্তানে আখ্যায়িত করো। তাদের পুজা

www.pathagar.com

আলোচনার সারকথা

বিগত অধ্যায়গুলোর এত বিরাট ও বিস্তারিত আলোচনা দ্বারা শুধু এ কথাটাই প্রমাণ করা উদ্দেশ্য ছিল যে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু কলেমা মুখে উচ্চারণ অত্যন্ত সহজ। কিন্তু তার দাবীগুলোর কার্যকারিতা যখন বাস্তব জীবনে প্রয়োজন হয়, তখন মানব জীবনের কোন অংশই তার গণ্ডীসীমার বাইরে থাকে না।

এ সত্যটি আমরা বিগত অধ্যায়গুলোতে সবিস্তার আলোচনা করেছি। মক্কাবাসীরা আল্লাহর সত্বা এবং তাঁর মূল গুণাবলীকে স্বীকার করতো। কিন্তু আল-কুরআন তাদের এ স্বীকারোক্তির কোনই গুরুত্ব দেয়নি। আহলে কিতাবরা তাদের থেকে একধাপ অগ্রসর হয়ে শুধু তাওহীদই নয়—বরং আল্লাহর কিতাবসমূহ ফেরেস্তাবর্গ ও রাসূলগণকে স্বীকার করতো। কিন্তু আল-কুরআনের মানদণ্ডে সব স্বীকারোক্তিই সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন প্রমাণিত হলো। সর্বশেষে আসলো মুনাফেকদের পালা। তারা ভাবলো যে তাওহীদের দাবীগুলোর মধ্যে এমন কোন দাবী অবশিষ্ট নেই যেগুলো তারা পূরণ না করেছে। আর শিরকের কদর্যতার এমন কোন কালদাগও অবশিষ্ট নেই যা তারা ধুয়ে মুছে ফেলেনি। কিন্তু আল-কুরআন তাদের মধ্য থেকেও শিরকের সর্বশেষ ভেজালটুকু বের করে তাদের সামনে রেখে দিয়েছে এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়কে এ বলে সাবধান করেছে যে, তোমাদের মধ্যে কেহই আল্লাহর খালেছ বান্দা ও তাওহীদের অনুসারী নয়। প্রত্যেকেই নিজ নিজ ইবাদাত বন্দেগীতে অন্যকে অংশীদার করে নিয়েছো। আল্লাহর দৃষ্টিতে শিরক মিশ্রিত বন্দেগী মূল্যহীন।

এখন এ তিনটি সম্প্রদায়ের অপরাধের খতিয়ানের প্রতি আলাদা আলাদা-ভাবে লক্ষ্য করুন।

আল-কুরআন বণী ইসমাঈলদেরকে বলেছে—

তোমরা ফেরেস্তাকুলকে বান্দার চেয়ে বেশী মরতবা ও মর্যাদাবান মনে করো। তাদেরকে আল্লাহর পুত্র সন্তানে আখ্যায়িত করো। তাদের পূজা

www.pathagar.com

অর্চনা করো এবং এ পূজা অর্চনাকে আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম ভাবো। ধন-সম্পদ, বিষয়া সম্পত্তি, সন্তান-সন্ততি ও পার্থিব সুখ স্বাচ্ছন্দকে তাদের দয়াদ্রর্তার বাস্তব ফল বলে নিরূপণ করো। আল্লাহর দরবারে তাদের সুপারিশকে সর্বাবস্থায় নাজাত লাভের কারণ ভাবো। আল্লাহর ন্যায় তাদেরকে ভালবাস এবং আলেমূল গায়েব মানো।

এমনিভাবে জ্বিন জাতিকে আল্লাহর সমতুল্য ও সমমানের মনে করো। তাদেরকে আল্লাহর অর্থে উপকারী ও ক্ষতিকারক ভাবো। বিপদে আপদে তাদের দোহাই পড়। তাদের মনোরঞ্জনের জন্যে নিজদের সন্তান সন্ততিকেও হত্যা করো। আল্লাহর সর্বোচ্চ মাকামে (মালায়েআলা) তারা পেঁছিতে পারে এবং তাদেরকে গায়েবী সংবাদের মাধ্যম মনে করো। তাদের ইবাদত বন্দেগী করো এবং তাদের থেকে ইলহাম লাভের জন্যে মোরাকাবা মোশা-হিদা ও যোগ সাধনা করো।

এ জগতের কার্যাবলী সমাধানে নক্ষত্রগুলোর প্রতিক্রিয়া ও ক্ষমতা রয়েছে বলে বিশ্বাস করো। বর্ষাকে নক্ষত্রপঞ্জীর অনুদান এবং নিজদের সমগ্র কাজ কারবারের উন্নতিকে শোয়ারা নক্ষত্রের আশীর্বাদ বলে বিশ্বাস করো। তোমরা তোমাদের মাবুদগুলোর একটি মজলিস করে একজনকে মহাদেবতা-রূপে আল্লাহর আসনে বসিয়ে আসমানী সাম্রাজ্যের সমুদয় দায়িত্ব তার ওপর ছেড়ে দাও এবং এ জগত তাঁর থেকে বহুদূরে অবস্থান করার দরুন সে তার কর্মচারীদের ওপর এর দায়িত্ব ন্যস্ত করে দূরে সরে রয়েছে বলে ঈমান রাখো। তোমরা এ সব মাবুদগুলোর ইবাদাত করো এবং তাদের জন্য ইবাদাতগাহ, মন্দির, গীর্জা ইত্যাদি নির্মাণ করে চলছো। তোমরা তাদের হজ্জ ও জিয়ারতের জন্য দুর-দুরন্তা অঞ্চল ভ্রমন করো এবং তাদের নামে বলী, মান্নৎ, নৈবদ্য ইত্যাদি পেশ করো। তাদের নামে জানোয়ার ছেড়ে দাও, তাদের সাথে সম্পর্কের কারণে বহু পশুকে বৈধ অবৈধ করো। তাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে ভাগ্য নির্ণয়ের তীর নিক্ষেপ করে তাদের ইচ্ছার কথা জেনে নাও এবং তাদের নামে শপথ করো।

www.pathagar.com

অর্চনা করো এবং এ পূজা অর্চনাকে আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম ভাবো। ধন-সম্পদ, বিষয়া সম্পত্তি, সন্তান-সন্ততি ও পার্থিব সুখ স্বাচ্ছন্দকে তাদের দয়াদ্র'তার বাস্তব ফল বলে নিরূপণ করো। আল্লাহর দরবারে তাদের সুপারিশকে সর্বাবস্থায় নাজাত লাভের কারণ ভাবো। আল্লাহর ন্যায় তাদেরকে ভালবাস এবং আলেমুল গায়েব মানো।

এমনিভাবে জ্বিন জাতিকে আল্লাহর সমতুল্য ও সমমানের মনে করো। তাদেরকে আল্লাহর অর্থে উপকারী ও ক্ষতিকারক ভাবো। বিপদে আপদে তাদের দোহাই পড়। তাদের মনোরঞ্জনের জন্যে নিজদের সন্তান সন্ততিকেও হত্যা করো। আল্লাহর সর্বোচ্চ মাকামে (মালায়েআলা) তারা পেঁছিতে পারে এবং তাদেরকে গায়েবী সংবাদের মাধ্যম মনে করো। তাদের ইবাদত বন্দেগী করো এরং তাদের থেকে ইলহাম লাভেব জন্যে মোরাকাবা মোশাহিদা ও যোগ সাধনা করো।

এ জগতের কার্যাবলী সমাধানে নক্ষত্রগুলোর প্রতিক্রিয়া ও ক্ষমতা রয়েছে বলে বিশ্বাস করো। বর্ষাকে নক্ষত্রপঞ্জীর অনুদান এবং নিজদের সমগ্র কাজ কারবারের উন্নতিকে শোয়ারা নক্ষত্রের আশীর্বাদ বলে বিশ্বাস করো। তোমরা তোমাদের মাবুদগুলোর একটি মজলিস করে একজনকে মহাদেবতারূপে আল্লাহর আসনে বসিয়ে আসমানী সম্রাজ্যের সমুদয় দায়িত্ব তার ওপর ছেড়ে দাও এবং এ জগত তাঁর থেকে বহুদূরে অবস্থান করার দরুন সে তার কর্মচারীদের ওপর এর দায়িত্ব ন্যস্ত করে দূরে সরে রয়েছে বলে ঈমান রাখো। তোমরা এ সব মাবুদগুলোর ইবাদাত করো এবং তাদের জন্য ইবাদাতগাহ, মন্দির, গীর্জা ইত্যাদি নির্মাণ করে চলছো। তোমরা তাদের হজ্জ ও জিয়ারতের জন্য দুর-দুরন্তা অঞ্চল ভ্রমন করো এবং তাদের নামে বলী, মান্নৎ, নৈবদ্য ইত্যাদি পেশ করো। তাদের নামে জানোয়ার ছেড়ে দাও, তাদের সাথে সম্পর্কের কারণে বহু পশুকে বৈধ অবৈধ করো। তাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে ভাগ্য নির্ণয়ের তীর নিক্ষেপ করে তাদের ইচ্ছার কথা জেনে নাও এবং তাদের নামে শপথ করো।

www.pathagar.com

তোমরা তোমাদের বুযুর্গ ব্যক্তিদের কবর ও পরিত্যাক্ত স্থানকে ইবাদাত গাহে পরিণত করছো। তোমরা তাদেরকে শাফায়াত লাভের মাধাম এবং তাদের ইবাদাতকে আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম মনে করো। তাদের প্রবর্তিত রসম্ রেওয়াজ ও প্রথাগুলোকে দ্বীন ও শরীয়াত মনে করো।

তোমরা নিজেরাই ইলাহর আসনে সমাসীন হয়েছো। তোমরা আল্লাহর, হেদায়াতের স্থানে স্বীয় মনের ইচ্ছা ও নাফসের খাহেসকে অথবা অপরের আইন কানুনের আনুগত্য করছো। তোমরা বাপ-দাদাদের তরীকা ও রসম রেওয়াজকে শরীয়াত বানিয়ে নিয়েছো। এমনিভাবে সমাজ, বংশ ও গোত্রকেও প্রভুর আসনে বসিয়ে নিয়েছো। নিজ ইচ্ছামত শরীয়াত রচনা করো। তোমাদের পূর্ব পুরুষ হযরত ইবরাহীম ও ইস্মাঈল (আঃ)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তায়ালা যে দ্বীন মানুষকে দান করেছেন তার মধ্যে তোমরা বহু বিদায়াত সৃষ্টি করে রেখেছো। তোমরা নিজেরাই নিজদের শরীয়াত রচনা-কারী হয়ে গিয়েছো। তোমরা আল্লাহর নেয়ামত সমূহকে নিজদের একান্ত ব্যক্তিগত অধিকারের ফল এবং বুদ্ধিমত্তা ও হেকমতের দ্বারা আবিষ্কৃত ভেবে থাকো। তোমরা নিজদের পবিত্রতার আত্মগর্বে নিপতিত। ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশধর হওয়ার গৌরববোধ করছো। তোমরা মনে করো যে শরীয়াতের অনুমোদন ব্যতীত তোমাদের প্রতিটি কাজ আল্লাহর কাজ। এসব কাজ সবই শিরক। আল্লাহর ইবাদাতের দাবীর সাথে এর কোনই সম্পর্ক নেই।

আল-কুরআন আহলে কিতাবদেরকে সম্বোধন করে বলেছে ঃ

তোমাদের তাওহীদের দাবী সম্পূর্ণ অর্থহীন ও বাতিল। তোমরা আলেম ওলামাদেরকে, পাদ্রী ও পীর পুরোহিতদেরকে আইন প্রণয়ন ও হালাল-হারাম নির্ধারণের অধিকার দিয়েছো। তারা যা কিছু বলে তা-ই তোমরা আল্লাহর বিধান বলে মনে করো। তারা এ জগতে যাকিছু করে আসমানেও তা-ই হয়, ভূ-পৃষ্ঠে কিছু উন্মুক্ত করলে আসমানেও তা উন্মুক্ত হয়ে যায় বলে মনে কর। তোমরা আল্লাহর কিতাব ও নবীর তরীকা দ্বারা ইজতেহাদের নিয়মকে গণক-ঠাকুরদের দিয়ে দিয়েছো। ইহুদীরা ওযায়ের (আঃ)-কে আল্লাহর পুত্র বলে

www.pathagar.com

তোমরা তোমাদের বুযুর্গ ব্যক্তিদের কবর ও পরিত্যাক্ত স্থানকে ইবাদাত গাহে পরিণত করছো। তোমরা তাদেরকে শাফায়াত লাভের মাধাম এবং তাদের ইবাদাতকে আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম মনে করো। তাদের প্রবর্তিত রসম্ রেওয়াজ ও প্রথাগুলোকে দ্বীন ও শরীয়াত মনে করো।

তোমরা নিজেরাই ইলাহর আসনে সমাসীন হয়েছো। তোমরা আল্লাহর, হেদায়াতের স্থানে স্বীয় মনের ইচ্ছা ও নাফসের খাহেসকে অথবা অপরের আইন কানুনের আনুগত্য করছো। তোমরা বাপ-দাদাদের তরীকা ও রসম রেওয়াজকে শরীয়াত বানিয়ে নিয়েছো। এমনিভাবে সমাজ, বংশ ও গোত্রকেও প্রভুর আসনে বসিয়ে নিয়েছো। নিজ ইচ্ছামত শরীয়াত রচনা করো। তোমাদের পূর্ব পুরুষ হযরত ইবরাহীম ও ইস্‌মাঈল (আঃ)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তায়ালা যে দ্বীন মানুষকে দান করেছেন তার মধ্যে তোমরা বহু বিদায়াত সৃষ্টি করে রেখেছো। তোমরা নিজেরাই নিজদের শরীয়াত রচনা-কারী হয়ে গিয়েছো। তোমরা আল্লাহর নেয়ামত সমূহকে নিজদের একান্ত ব্যক্তিগত অধিকারের ফল এবং বুদ্ধিমত্তা ও হেকমতের দ্বারা আবিষ্কৃত ভেবে থাকো। তোমরা নিজদের পবিত্রতার আত্মগর্বে নিপতিত। ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশধর হওয়ার গৌরববোধ করছো। তোমরা মনে করো যে শরীয়াতের অনুমোদন ব্যতীত তোমাদের প্রতিটি কাজ আল্লাহর কাজ। এসব কাজ সবই শিরক। আল্লাহর ইবাদাতের দাবীর সাথে এর কোনই সম্পর্ক নেই।

আল-কুরআন আহলে কিতাবদেরকে সম্বোধন করে বলেছে ঃ

তোমাদের তাওহীদের দাবী সম্পূর্ণ অর্থহীন ও বাতিল। তোমরা আলেম ওলামাদেরকে, পাদ্রী ও পীর পুরোহিতদেরকে আইন প্রণয়ন ও হালাল-হারাম নির্ধারণের অধিকার দিয়েছো। তারা যা কিছু বলে তা-ই তোমরা আল্লাহর বিধান বলে মনে করো। তারা এ জগতে যাকিছু করে আসমানেও তা-ই হয়, ভূ-পৃষ্ঠে কিছু উন্মুক্ত করলে আসমানেও তা উন্মুক্ত হয়ে যায় বলে মনে কর। তোমরা আল্লাহর কিতাব ও নবীর তরীকা দ্বারা ইজতেহাদের নিয়মকে গণক-ঠাকুরদের দিয়ে দিয়েছো। ইহুদীরা ওযায়ের (আঃ)-কে আল্লাহর পুত্র বলে

www.pathagar.com

এবং খৃস্টানরা হযরত ইসা (আঃ)-কে আল্লাহর পুত্র বলে বিশ্বাস করে। তাদেরকে আল্লাহর অবতার নিরূপণ করে এবং প্রভুত্বকে তিনভাগে বন্টন করে আল্লাহকে তৃতীয়ভাগে রেখে দেয়।

তোমরা নিজদের পবিত্রতার দাবীদার। তোমরা ইবরাহীমের বংশধর হওয়ার অহংকারে গর্বিত। তোমরা এ সম্পর্ককে আল্লাহর নৈকট্য এবং তাঁর প্রিয়ভাজন হবার জন্যে যথেষ্ট ভাবো। আর তোমরা আল্লাহর আনুগত্যের সীমা হতে বের হয়ে তাগুত হয়ে বসে আছো। তোমরা আল্লাহর কিতাবের বাহক হওয়া সত্বেও রাহেব পাদ্রী ও পীর পুরোহিতদের বন্দেগী করছো। তাগুতী বিধান হয় নিজেরা প্রতিষ্ঠা করছো অথবা যালেমদের প্রতিষ্ঠিত তাগুতী বিধানকে গ্রহণ করে নিচ্ছো। তোমারা নিজদেরকে পবিত্র ও মহা সম্মানিত ভাবো এবং মনে কর যে তোমাদের থেকে যা কিছু প্রকাশ পায় তা সবই পবিত্র এবং আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর দ্বীনের কাজ। এটা আল্লাহর হুকুম মাফিক হওয়া না হওয়ার কোন প্রয়োজন মনে করো না। তোমরা আল্লাহর নবীদের মধ্যে শ্রেণীভেদ সৃষ্টি করে রেখেছো। এক শ্রেণীকে স্বীকার করো এবং অপর শ্রেণীকে অস্বীকার করো। আল্লাহর হেদায়াতের স্থানে নিজদের হেদায়াত নিজদের তরীকা নিজদের নবী এবং নিজ জাতিকেই হেদায়তের কেন্দ্রবিন্দু নিরূপণ করো। তোমরা দাবী করো যে জাহান্নামে চিরস্থায়ী ভাবে তোমরা থাকবে না। হয়ত কিছু দিন জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করার পর আল্লাহর নৈকট্যের সর্বোচ্চ মাকামে গিয়ে সমাসীন হবে। তোমরা যাদু, টোনা, তেলেছমাতি, তাবিজ তুমার ও রাশিচক্রের বিদ্যার প্রতি ঈমান রাখো। যেসব নেতৃবৃন্দ গণকঠাকুর ও পীর-পুরোহিতদের কথার সাথে আল্লাহর হেদায়াতের কোন সম্পর্ক নেই এবং যারা শয়তানের অনুসারী ও তাগুতের আসনে সমাসীন, তাদের প্রতি তোমরা আস্থা ও ঈমান রাখো। তোমরা শিরকের প্রতি সহানুভূতিশীল ও যোগানদার। তোমরা মুশরিকদের তরীকা ও আদর্শকে ঈমানদারদের আদর্শ ও তরীকার ওপর প্রধান্য দিচ্ছ। এগুলো সবই তাওহীদের পরিপন্থী।

www.pathagar.com

এবং খৃষ্টানরা হযরত ইসা (আঃ)-কে আল্লাহর পুত্র বলে বিশ্বাস করে। তাদেরকে আল্লাহর অবতার নিরূপণ করে এবং প্রভূত্বকে তিনভাগে বন্টন করে আল্লাহকে তৃতীয়ভাগে রেখে দেয়।

তোমরা নিজদের পবিত্রতার দাবীদার। তোমরা ইবরাহীমের বংশধর হওয়ার অহংকারে গর্বিত। তোমরা এ সম্পর্ককে আল্লাহর নৈকট্য এবং তাঁর প্রিয়ভাজন হবার জন্যে যথেষ্ট ভাবো। আর তোমরা আল্লাহর আনুগত্যের সীমা হতে বের হয়ে তাগুত হয়ে বসে আছো। তোমরা আল্লাহর কিতাবের বাহক হওয়া সত্বেও রাহেব পাদ্রী ও পীর পুরোহিতদের বন্দেগী করছো। তাগুতী বিধান হয় নিজেরা প্রতিষ্ঠা করছো অথবা যালেমদের প্রতিষ্ঠিত তাগুতী বিধানকে গ্রহণ করে নিচ্ছো। তোমারা নিজদেরকে পবিত্র ও মহা সম্মানিত ভাবো এবং মনে কর যে তোমাদের থেকে যা কিছু প্রকাশ পায় তা সবই পবিত্র এবং আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর দ্বীনের কাজ। এটা আল্লাহর হুকুম মাফিক হওয়া না হওয়ার কোন প্রয়োজন মনে করো না। তোমরা আল্লাহর নবীদের মধ্যে শ্রেণীভেদ সৃষ্টি করে রেখেছো। এক শ্রেণীকে স্বীকার করো এবং অপর শ্রেণীকে অস্বীকার করো। আল্লাহর হেদায়াতের স্থানে নিজদের হেদায়াত নিজদের তরীকা নিজদের নবী এবং নিজ জাতিকেই হেদায়তের কেন্দ্রবিন্দু নিরূপণ করো। তোমরা দাবী করো যে জাহান্নামে চিরস্থায়ী ভাবে তোমরা থাকবে না। হয়ত কিছু দিন জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করার পর আল্লাহর নৈকট্যের সর্বোচ্চ মাকামে গিয়ে সমাসীন হবে। তোমরা যাদু, টোনা, তেলেছমাতি, তাবিজ তুমার ও রাশিচক্রের বিদ্যার প্রতি ঈমান রাখো। যেসব নেতৃবৃন্দ গণকঠাকুর ও পীর-পুরোহিতদের কথার সাথে আল্লাহর হেদায়াতের কোন সম্পর্ক নেই এবং যারা শয়তানের অনুসারী ও তাগুতের আসনে সমাসীন, তাদের প্রতি তোমরা আস্থা ও ঈমান রাখো। তোমরা শিরকের প্রতি সহানুভূতিশীল ও যোগানদার। তোমরা মুশরিকদের তরীকা ও আদর্শকে ঈমানদারদের আদর্শ ও তরীকার ওপর প্রধান্য দিচ্ছ। এগুলো সবই তাওহীদের পরিপন্থী।

www.pathagar.com

আল-কুরআন মুনাফেকদেরকে বলেছে ঃ

"তোমাদের তাওহীদের দাবী সম্পূর্ণ অর্থহীন ও মিথ্যা দাবী। তোমরা তাগুতকে শাসক বানিয়ে নেয়ার অপরাধে অপরাধী। যারা আল্লাহ্ তায়ালা এবং তাঁর রাসূলের হেদায়াতের বিরোধী, তোমরা তাদের আদালতেই নিজ নিজ মামলা মোকদ্দমা ও সমস্যাবলী উত্থাপন করো। তোমরা রাসূলের আনুগত্য ও পায়রুবীকে বিশ্বাস অথবা আমল কিম্বা উভয় দিকের কোন দিক দিয়েই অপরিহার্য মনে করো না। অথচ রাসূলের আনুগত্য ব্যতিরেকে আল্লাহর আনুগত্য করা সম্ভব নয়। তাঁর আনুগত্য ব্যতিরেকে আল্লাহর ইবাদাত মিথ্যা। তাওহীদের অনিবার্য শর্ত হচ্ছে নিজকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করা এবং পুরোপুরি তাঁর আনুগত্য করা। নিজদের সমুদয় ব্যাপারে তাঁরই কাছে উপস্থিত হওয়া, তাঁর ফয়সালাকে বিনা দ্বিধায় মেনে নেয়া। তোমরা আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রাসূলের তালীমকে নিয়ে টিপ্পনী কাটো এবং অন্তরে বিভিন্ন অভিযোগ গোপন রেখে তাঁর সম্পর্কে সন্দেহ উদ্বেগ উৎকন্ঠার মধ্যে কালাতিপাত করো। আল্লাহ্ তায়ালা এবং তাঁর রাসূল ঈমানদারদের জন্যে যে মত পথ নির্ধারণ করে দিয়েছেন তোমরা তাথেকে ফিরে থাকছো। এ জগতের স্বার্থ-উদ্ধারের সীমা পর্যন্তই রাসূলের পায়রুবী করতে চাও। আল্লাহ, রাসূল এবং দ্বীনের চেয়ে জাগতিক স্বার্থ ও ব্যক্তিগত আগ্রহের জন্য রক্তের সম্বন্ধ ও আত্মীয় প্রীতিকে প্রধান্য দিচ্ছো। এগুলো সবই শিরক, আল্লাহ কখনো শিরককে ক্ষমা করবেন না।

---

www.pathagar.com

আল-কুরআন মুনাফেকদেরকে বলেছে ঃ

"তোমাদের তাওহীদের দাবী সম্পূর্ণ অর্থহীন ও মিথ্যা দাবী। তোমরা তাগুতকে শাসক বানিয়ে নেয়ার অপরাধে অপরাধী। যারা আল্লাহ্ তায়ালা এবং তাঁর রাসূলের হেদায়াতের বিরোধী, তোমরা তাদের আদালতেই নিজ নিজ মামলা মোকদ্দমা ও সমস্যাবলী উত্থাপন করো। তোমরা রাসূলের আনুগত্য ও পায়রুবীকে বিশ্বাস অথবা আমল কিম্বা উভয় দিকের কোন দিক দিয়েই অপরিহার্য মনে করো না। অথচ রাসূলের আনুগত্য ব্যতিরেকে আল্লাহর আনুগত্য করা সম্ভব নয়। তাঁর আনুগত্য ব্যতিরেকে আল্লাহর ইবাদাত মিথ্যা। তাওহীদের অনিবার্য শর্ত হচ্ছে নিজকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করা এবং পুরোপুরি তাঁর আনুগত্য করা। নিজদের সমুদয় ব্যাপারে তাঁরই কাছে উপস্থিত হওয়া, তাঁর ফয়সালাকে বিনা দ্বিধায় মেনে নেয়া। তোমরা আল্লাহ্ তায়ালা এবং তাঁর রাসূলের তালীমকে নিয়ে টিপ্পনী কাটো এবং অন্তরে বিভিন্ন অভিযোগ গোপন রেখে তাঁর সম্পর্কে সন্দেহ উদ্বেগ উৎকন্ঠার মধ্যে কালাতিপাত করো। আল্লাহ্ তায়ালা এবং তাঁর রাসূল ঈমানদারদের জন্যে যে মত পথ নির্ধারণ করে দিয়েছেন তোমরা তাথেকে ফিরে থাকছো। এ জগতের স্বার্থ-উদ্ধারের সীমা পর্যন্তই রাসূলের পায়রুবী করতে চাও। আল্লাহ, রাসূল এবং দ্বীনের চেয়ে জাগতিক স্বার্থ ও ব্যক্তিগত আগ্রহের জন্য রক্তের সম্বন্ধ ও আত্মীয় প্রীতিকে প্রধান্য দিচ্ছো। এগুলো সবই শিরক, আল্লাহ কখনো শিরককে ক্ষমা করবেন না।

---

www.pathagar.com

বর্তমান জগতের পর্যালোচনা

আমরা এখন এমন আলোর মশাল হাতে পেয়েছি যার সহায়তায় আমরা এ জগতকে পর্যালোচনার দৃষ্টি দিতে পারি। এর আলোকে বর্তমান জগতের জাতিগুলোর বিশেষ করে সুসভ্য জাতিগুলোর শিরকী ও মূর্তি পূজার অবস্থা কি তাও অবলোকন করতে পারি। কিন্তু এ পুস্তকের প্রতিটি অধ্যায়কে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা উদ্দেশ্য, সেহেতু আমরা প্রথমত প্রতিটি বিষয়েই অল্প বিস্তর আলোচনা করে বিষয়টি শেষ করবো। দ্বিতীয়ত প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীদের বর্তমান অবস্থা তুলে ধরবো। কিন্তু ধর্মের মূলতত্ত্বের বিতর্কে প্রবেশ করবো না। তৃতীয়ত শুধু সেই সব জাতিগুলো নিয়েই আলোচনা করবো, যাদের তামাদ্দুনিক দিকদিয়ে কিছুটা গুরুত্ব রয়েছে। নতুবা আলোচনা এত দীর্ঘ হবে যা সংকুচিত করে রাখা হবে অত্যন্ত বিপদজনক।

আলোচনাকে সহজ করার জন্যে সর্বপ্রথম আমরা দূর প্রাচ্যের জাতিগুলো এবং বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীদেরকে নিয়ে আলোচনা করবো। অতঃপর ভারতবর্ষের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করবো। এরপর একদিকে পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকা, অপরদিকে রাশিয়ার কথা শুরু করবো। এর দ্বারা আমরা নব সভ্যতার নেকাবের মধ্যে শিরকের কিরূপ ঘৃণিত ও কদর্যরূপ লুকায়িত রয়েছে তা অবলোকন করতে পারবো। আর "শিরকের নাম-গন্ধও এ জগতে নেই" পণ্ডিত লোকদের এ দাবী সত্বেও তা কিরূপে বিস্ময়কর ভাবে সমগ্র জগত ছেয়ে রয়েছে, তা-ও অবলোকন করতে সক্ষম হবো।

দূর প্রাচ্য

দূরপ্রাচ্যের জাতিসমূহের অধিকাংশই সাধারণত চারটি ধর্মের অনুসারী। সেনটো ধর্ম, তাদী ধর্ম, কনফিউশিজম ও বৌদ্ধধর্ম। জাপানীদের মূল ধর্ম হচ্ছে সেনটো ধর্ম। জাপান দেশটিকে পাঁচশত ধর্মের দেশ বলা হয়। কিন্তু এর অতি প্রাচীন ও নবতর ধর্ম হচ্ছে সেনটো ধর্ম। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে কোরিয়ার পথে বৌদ্ধ ধর্ম সেখানে গিয়ে প্রবেশ করে এবং নবম শতাব্দীতে

www.pathagar.com

বর্তমান জগতের পর্যালোচনা

আমরা এখন এমন আলোর মশাল হাতে পেয়েছি যার সহায়তায় আমরা এ জগতকে পর্যালোচনার দৃষ্টি দিতে পারি। এর আলোকে বর্তমান জগতের জাতিগুলোর বিশেষ করে সুসভ্য জাতিগুলোর শিরকী ও মূর্তি পূজার অবস্থা কি তাও অবলোকন করতে পারি। কিন্তু এ পুস্তকের প্রতিটি অধ্যায়কে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা উদ্দেশ্য, সেহেতু আমরা প্রথমত প্রতিটি বিষয়েই অল্প বিস্তর আলোচনা করে বিষয়টি শেষ করবো। দ্বিতীয়ত প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীদের বর্তমান অবস্থা তুলে ধরবো। কিন্তু ধর্মের মূলতত্ত্বের বিতর্কে প্রবেশ করবো না। তৃতীয়ত শুধু সেই সব জাতিগুলো নিয়েই আলোচনা করবো, যাদের তামাদ্দুনিক দিকদিয়ে কিছুটা গুরুত্ব রয়েছে। নতুবা আলোচনা এত দীর্ঘ হবে যা সংকুচিত করে রাখা হবে অত্যন্ত বিপদজনক।

আলোচনাকে সহজ করার জন্যে সর্বপ্রথম আমরা দূর প্রাচ্যের জাতিগুলো এবং বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীদেরকে নিয়ে আলোচনা করবো। অতঃপর ভারতবর্ষের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করবো। এরপর একদিকে পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকা, অপরদিকে রাশিয়ার কথা শুরু করবো। এর দ্বারা আমরা নব সভ্যতার নেকাবের মধ্যে শিরকের কিরূপ ঘৃণিত ও কদর্যরূপ লুকায়িত রয়েছে তা অবলোকন করতে পারবো। আর "শিরকের নাম-গন্ধও এ জগতে নেই" পণ্ডিত লোকদের এ দাবী সত্বেও তা কিরূপে বিস্ময়কর ভাবে সমগ্র জগত ছেয়ে রয়েছে, তা-ও অবলোকন করতে সক্ষম হবো।

দূর প্রাচ্য

দূরপ্রাচ্যের জাতিসমূহের অধিকাংশই সাধারণত চারটি ধর্মের অনুসারী। সেনটো ধর্ম, তাদী ধর্ম, কনফিউশিজম ও বৌদ্ধধর্ম। জাপানীদের মূল ধর্ম হচ্ছে সেনটো ধর্ম। জাপান দেশটিকে পাঁচশত ধর্মের দেশ বলা হয়। কিন্তু এর অতি প্রাচীন ও নবতর ধর্ম হচ্ছে সেনটো ধর্ম। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে কোরিয়ার পথে বৌদ্ধ ধর্ম সেখানে গিয়ে প্রবেশ করে এবং নবম শতাব্দীতে

www.pathagar.com

সে সেনটো ধর্মকে সম্পূর্ণ রূপে গ্রাস করে ফেলে। কিন্তু সতের শতাব্দীতে জাপানে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে উঠে। যার ফলে দেশের সেই প্রাচীন ধর্মটি আবার পূণরুজ্জীবিত হয় এবং এর পর থেকেই জাপানের জাতীয় ও সরকারী ধর্ম হচ্ছে এটাই।

এ ধর্মের বিশেষ নীতি হচ্ছে প্রকৃতি ও বুযুর্গ লোকের পূজা করা। এর মধ্যে আশি লক্ষ দেব-দেবতা রয়েছে। কিন্তু সূর্য হচ্ছে তাদের স্ববিশেষ দেবতা। জাপানীদের ধারণা অনুযায়ী সূর্যের নাতীই হচ্ছে জাপানের সর্বপ্রথম শাসক। তাঁর থেকেই জাপানের রাজকীয় সিংহাসনটি পরম্পরা পরিবর্তন হয়ে বর্তমান মিকাতোর হস্তগত হয়েছে। এ সূর্য দেবীর বংশই হাজার বছর ধরে জাপানে শাসনকার্য পরিচালনা করছে। যদিও এ ধর্মে সাগর দেবতা, নদী দেবতা, পাহাড় দেবতা, অগ্নি দেবতা মোটকথা বহু দেবতাকে স্বীকার করা হয় এবং জাতীর বীর পূরুষ ও রাজবংশের মহাত্মা পুরুষদের ও পূজা করা হয়। কিন্তু সেনটো ধর্মের প্রধানতম মূলনীতি হচ্ছে রাজবংশের সর্বপ্রথম মহা দেবতা ও তার আত্মীয় স্বজন এবং সন্তান সন্ততিদের পূজা করা।

চীন দেশের জনসাধারণের বিরাট এক অংশ তাদী ধর্ম কনফিউসিজম ও বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। প্রাচীনকাল হতে বাপ-দাদা পূর্ব পুরুষ ভূত-প্রেত শয়তান ও দেব দেবতার পূজা করা এ ধর্মের মূল বৈশিষ্টরূপে চলে আসছে। তাদী ও কনফিউসিজম ধর্ম উভয়ই প্রকৃতি ও পূর্ব পুরুষদের পূজাকে নীতিগতভাবে সমর্থন করে। বৌদ্ধ ধর্ম যদিও মূলতঃ পূর্ব পুরুষ পূজার সমর্থক নয়। কিন্তু সে চীন দেশে গেলে সেখানকার প্রাচীন ধর্ম তাকেও নিজস্ব রং-এ রঙ্গীন করে ফেলে। বর্তমানে চীন দেশে এ তিনটি ধর্মই পূর্ব পুরুয পূজা, প্রকৃতির প্রদর্শনীর পূজা এবং শয়তান পূজার ধর্মে পরিণত হয়েছে। যাদু-মন্ত্র, তেলেছমাত, টোটকাবাজী ও তাবীজ তুমারই এর বৈশিষ্ট এবং এর অনুসারীদের অলীক ধারণা ও কিংবদন্তীর উপখ্যান এত দীর্ঘ যে, পাঠক শেষ পর্যন্ত ধৈর্য হারা হয়ে যায়।

তাদী ধর্মের আদি প্রতিষ্ঠা গুরু হলো লাওতায। তার মূল দর্শন হচ্ছে 'নাই' এর দর্শন। তার ধর্মগ্রন্থ মারকসের ইনজীলের অর্ধ পরিমাণ।

www.pathagar.com

সে সেনটো ধর্মকে সম্পূর্ণ রূপে গ্রাস করে ফেলে। কিন্তু সতের শতাব্দীতে জাপানে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে উঠে। যার ফলে দেশের সেই প্রাচীন ধর্মটি আবার পুণরুজ্জীবিত হয় এবং এর পর থেকেই জাপানের জাতীয় ও সরকারী ধর্ম হচ্ছে এটাই।

এ ধর্মের বিশেষ নীতি হচ্ছে প্রকৃতি ও বুযুর্গ লোকের পূজা করা। এর মধ্যে আশি লক্ষ দেব-দেবতা রয়েছে। কিন্তু সূর্য হচ্ছে তাদের স্ববিশেষ দেবতা। জাপানীদের ধারণা অনুযায়ী সূর্যের নাতীই হচ্ছে জাপানের সর্বপ্রথম শাসক। তাঁর থেকেই জাপানের রাজকীয় সিংহাসনটি পরম্পরা পরিবর্তন হয়ে বর্তমান মিকাতোর হস্তগত হয়েছে। এ সূর্য দেবীর বংশই হাজার বছর ধরে জাপানে শাসনকার্য পরিচালনা করছে। যদিও এ ধর্মে সাগর দেবতা, নদী দেবতা, পাহাড় দেবতা, অগ্নি দেবতা মোটকথা বহু দেবতাকে স্বীকার করা হয় এবং জাতীর বীর পুরুষ ও রাজবংশের মহাত্মা পুরুষদের ও পূজা করা হয়। কিন্তু সেনটো ধর্মের প্রধানতম মুলনীতি হচ্ছে রাজবংশের সর্বপ্রথম মহা দেবতা ও তার আত্মীয় স্বজন এবং সন্তান সন্ততিদের পূজা করা।

চীন দেশের জনসাধারণের বিরাট এক অংশ তাদী ধর্ম কনফিউসিজম ও বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। প্রাচীনকাল হতে বাপ-দাদা পূর্ব পুরুষ ভূত-প্রেত শয়তান ও দেব দেবতার পূজা করা এ ধর্মের মূল বৈশিষ্টরূপে চলে আসছে। তাদী ও কনফিউসিজম ধর্ম উভয়ই প্রকৃতি ও পূর্ব পুরুষদের পূজাকে নীতিগতভাবে সমর্থন করে। বৌদ্ধ ধর্ম যদিও মুলতঃ পূর্ব পুরুষ পূজার সমর্থক নয়। কিন্তু সে চীন দেশে গেলে সেখানকার প্রাচীন ধর্ম তাকেও নিজস্ব রং-এ রঙ্গীন করে ফেলে। বর্তমানে চীন দেশে এ তিনটি ধর্মই পূর্ব পুরুষ পূজা, প্রকৃতির প্রদর্শনীর পূজা এবং শয়তান পূজার ধর্মে পরিণত হয়েছে। যাদু-মন্ত্র, তেলেছমাত, টোটকাবাজী ও তাবীজ তুমারই এর বৈশিষ্ট এবং এর অনুসারীদের অলীক ধারণা ও কিংবদন্তীর উপখ্যান এত দীর্ঘ যে, পাঠক শেষ পর্যন্ত ধৈর্য হারা হয়ে যায়।

তাদী ধর্মের আদি প্রতিষ্ঠা গুরু হলো লাওতায। তার মুল দর্শন হচ্ছে 'নাই' এর দর্শন। তার ধর্মগ্রন্থ মারকসের ইনজীলের অর্ধ পরিমাণ।

www.pathagar.com

কিন্তু এ ধর্মের অনুসারীরা পরবর্তিকালে যে সব অলীক ধারণা-বিশ্বাস ও রূপকথা এর সাথে সংযোজন করেছে তার বিশদ আলোচনা বিরাটকায় পুস্তকেও সংকুলান হয় না। তাদী ধর্মজাযক ও পুরোহিতরা হযরত ইসা (আঃ)-এর একশত বৎসর পূর্বে প্রাচ্যের সাগরে এমন এক পরীস্থানের সন্ধানে তৎপর ছিলো, যেখানে অমরিবৃক্ষ জন্ম হয়। তারা সমগ্র আসমানকে দেব দেবতা দ্বারা এবং সমগ্র পৃথিবীকে মন্ত্রতন্ত্র, যাদু, তেলেছমাতি, টোটকা টোনা ইত্যাদি দ্বারা ভরপুর করে ফেলেছিলো। তাদের বিশ্বাস হলো মানুষ যদি তার অনুভূতিকে স্তব্ধ করতে পারে এবং যাদু বিদ্যা দ্বারা জীবনের রহস্য পেয়ে যায় তাহলে সে আসমানী দেবতাদের দলে শামিল হয়ে যায়। তাদের আসমানী দেবতাদের মধ্যে "আকাশ রানী" বা "পবিত্র মাতা" কে সবচেয়ে গুরুত্ব ও সম্মান দেওয়া হয়। এমনিভাবে সাগর দেবতা হয় ঝড় ও তুফানের নিয়ন্ত্রক। প্রত্যেক চীনা নাবিক, প্রত্যেক মৎস্য শিকারী ও প্রত্যেক সমুদ্র অভিযাত্রীর রক্ষক হচ্ছে এই দেবতা। সমুদ্রে কোন বিপদ-আপদ দেখা দিলে এ দেবতারই দোহাই দেয়া হয় এবং তৎক্ষণাৎ সে আকাশে উদিত হয়ে তরঙ্গমালাকে তলোয়ার দ্বারা প্রতিঘাত করে। সমুদ্রের অন্ধকারে পথহারা জাহাজ চালকদের পথ প্রদর্শনের নিমিত্ত সে লালবাতি নিয়ে উদয় হয়।

কনফিউসিজম ধর্মের আদি প্রবর্তক ও প্রতিষ্ঠা গুরু হলেন কনফিউশস। চীনের আদি ধর্ম হচ্ছে পূর্ব পুরুষদের পূজা করা। আর কনফিউসিজম ধর্মটিও এর চেয়ে বেশী কিছু নয়—বরং তা পূর্ব পুরুষ পূজার সত্যায়িত সনদ বিশেষ। পূর্ব পুরুষ পূজা হচ্ছে চীনা মিথিউলোজির মেরুদণ্ডের হাড় বিশেষ। তাদের কাছে মৃতদের আত্মার গুরুত্ব ও মহত্ত্ব অত্যন্ত বেশী। চীনের মূল খোদায়ীত্ব তাদেরই নিয়ন্ত্রণে। চীনারা সমস্ত দেবতার জন্যে ভোগ ও নৈবদ্য দেয় বটে, কিন্তু খাটি মনে ও আগ্রহভরে বাপ দাদাদের আত্মার ইবাদত তাদের কাছে অন্যতম বিষয়।

চীনাদের বিশ্বাস মতে মৃতদের আত্মা এ জগতেই থেকে যায়। তাদের ধারণা হচ্ছে যে আত্মা সমূহকে পানাহার সেবা-যত্ন করে সন্তুষ্ট করা এবং

www.pathagar.com

কিন্তু এ ধর্মের অনুসারীরা পরবর্তিকালে যে সব অলীক ধারণা-বিশ্বাস ও রূপকথা এর সাথে সংযোজন করেছে তার বিশদ আলোচনা বিরাটকায় পুস্তকেও সংকুলান হয় না। তাদী ধর্মজাযক ও পুরোহিতরা হযরত ঈসা (আঃ)-এর একশত বৎসর পূর্বে প্রাচ্যের সাগরে এমন এক পরীস্থানের সন্ধানে তৎপর ছিলো, যেখানে অমরিবৃক্ষ জন্ম হয়। তারা সমগ্র আসমানকে দেব দেবতা দ্বারা এবং সমগ্র পৃথিবীকে মন্ত্রতন্ত্র, যাদু, তেলেছমাতি, টোটকা টোনা ইত্যাদি দ্বারা ভরপুর করে ফেলেছিলো। তাদের বিশ্বাস হলো মানুষ যদি তার অনুভূতিকে স্তব্ধ করতে পারে এবং যাদু বিদ্যা দ্বারা জীবনের রহস্য পেয়ে যায় তাহলে সে আসমানী দেবতাদের দলে শামিল হয়ে যায়। তাদের আসমানী দেবতাদের মধ্যে "আকাশ রানী" বা "পবিত্র মাতা" কে সবচেয়ে গুরুত্ব ও সম্মান দেওয়া হয়। এমনিভাবে সাগর দেবতা হয় ঝড় ও তুফানের নিয়ন্ত্রক। প্রত্যেক চীনা নাবিক, প্রত্যেক মৎস্য শিকারী ও প্রত্যেক সমুদ্র অভিযাত্রীর রক্ষক হচ্ছে এই দেবতা। সমুদ্রে কোন বিপদ-আপদ দেখা দিলে এ দেবতারই দোহাই দেয়া হয় এবং তৎক্ষণাৎ সে আকাশে উদিত হয়ে তরঙ্গমালাকে তলোয়ার দ্বারা প্রতিঘাত করে। সমুদ্রের অন্ধকারে পথহারা জাহাজ চালকদের পথ প্রদর্শনের নিমিত্ত সে লালবাতি নিয়ে উদয় হয়।

কনফিউসিজম ধর্মের আদি প্রবর্তক ও প্রতিষ্ঠা গুরু হলেন কনফিউশস। চীনের আদি ধর্ম হচ্ছে পূর্ব পুরুষদের পূজা করা। আর কনফিউসিজম ধর্মটিও এর চেয়ে বেশী কিছু নয়—বরং তা পূর্ব পুরুষ পূজার সত্যায়িত সনদ বিশেষ। পূর্ব পুরুষ পূজা হচ্ছে চীনা মিথিউলোজির মেরুদণ্ডের হাড় বিশেষ। তাদের কাছে মৃতদের আত্মার গুরুত্ব ও মহত্ব অত্যন্ত বেশী। চীনের মূল খোদায়ীত্ব তাদেরই নিয়ন্ত্রণে। চীনারা সমস্ত দেবতার জন্যে ভোগ ও নৈবদ্য দেয় বটে, কিন্তু খাটি মনে ও আগ্রহভরে বাপ দাদাদের আত্মার ইবাদত তাদের কাছে অন্যতম বিষয়।

চীনাদের বিশ্বাস মতে মৃতদের আত্মা এ জগতেই থেকে যায়। তাদের ধারণা হচ্ছে যে আত্মা সমূহকে পানাহার সেবা-যত্ন করে সন্তুষ্ট করা এবং

www.pathagar.com

তাদের ইবাদত বন্দেগী ও পূজা অর্চনা না করা হলে তারা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়। আর তাদের অসন্তুষ্টিই বহু বিপদ ডেকে আনে। তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী যে মৃত লোকের আত্মাকে তার সন্তানদের পক্ষ হতে পূজা করা ও ভজনা করা না হয় সে আত্মা চিরন্তন ভাবে অভিশপ্তের মধ্যে নিপতিত হয়।

চীন দেশে ব্যক্তির ব্যক্তিগত অস্তিত্ব মর্যাদা বিলুপ্ত। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তার পূর্ব পুরুষদের সাথে সেই দীর্ঘ পরাম্পরা ধারার সাথে সম্পৃক্ত ভাবা হয়, যা সৃষ্টির সূচনা কাল হতে আরম্ভ করে তার নিজ অস্তিত্ব পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে আছে। চীন দেশের প্রতিটি জীবিত লোকের অস্তিত্ব মৃত লোকের আত্মাসমূহের দয়া ও দান দক্ষিণার উপরই নির্ভরশীল। মৃত আত্মাগুলোর তাজীম তাকরীম ও তাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের সমুদয় নির্ধারিত নিয়মাবলী পালনে সাধারণ অলসতাও বিরাট বিপদের কারণ হয়।

হাজার হাজার বছর অতিবাহিত হয়েছে, চীনারা পূর্ব পুরুষদের লৌহ যুগের বর্বরতা ডিঙ্গিয়ে নব সভ্যতার যুগে প্রবেশ করেছে। পঁচিশটি রাজ বংশ এ দেশের ওপর রাজত্ব করেছে। ভয়ানক যুদ্ধ বিগ্রহ ও বিরাট বিরাট বিপ্লব এসে এদেশের আকাশ পাতাল পরিবর্তন করে দিয়েছে বটে—কিন্তু চীনাদের পূর্ব পুরুষ পূজার পরম্পরা ধারাটি আজও প্রথম দিনের ন্যায় অক্ষত অবস্থায় বর্তমান—কোন পরিবর্তন সূচিত হয়নি।

কনফিউসস উন্নতমানের নৈতিক ও চারিত্রিক নীতিমালা ও আর্দশের প্রবর্তন করলেও তা সবগুলোই পূর্ব পুরুষ পূজার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সে বলেছে— আমাদের বাপ দাদাগণকে হাজীর নাজীর মনে করে তাদের নামে কুরবানী করা উচিত। আত্মাগুলোর পূজা ও ইবাদত বন্দেগী এমন-ভাবে করা উচিত যে, ভাবতে হবে তারা আমাদের মধ্যে বর্তমান।

যদিও নিজের আদর্শ ও শিক্ষাবলীর মধ্যে কোথাও নিজকে খোদারূপে দাবী করা হয়নি। কিন্তু দেশের সর্বময় ধর্ম এবং শিক্ষাবলীর ফলে মৃত্যুর পরও সে নিজে লাওতযের ন্যায় এক দেবতায় পরিণত হয়ে আছে। আর বর্তমানে চীনদেশে এক বিরাট ও বিশিষ্ট দেবতার মর্যাদায়ই তার পূজা ও ইবাদত চলছে।

www.pathagar.com

তাদের ইবাদত বন্দেগী ও পূজা অর্চনা না করা হলে তারা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়। আর তাদের অসন্তুষ্টিই বহু বিপদ ডেকে আনে। তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী যে মৃত লোকের আত্মাকে তার সন্তানদের পক্ষ হতে পূজা করা ও ভজনা করা না হয় সে আত্মা চিরন্তন ভাবে অভিশপ্তের মধ্যে নিপতিত হয়।

চীন দেশে ব্যক্তির ব্যক্তিগত অস্তিত্ব মর্যাদা বিলুপ্ত। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তার পূর্ব পুরুষদের সাথে সেই দীর্ঘ পরাম্পরা ধারার সাথে সম্পৃক্ত ভাবা হয়, যা সৃষ্টির সূচনা কাল হতে আরম্ভ করে তার নিজ অস্তিত্ব পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে আছে। চীন দেশের প্রতিটি জীবিত লোকের অস্তিত্ব মৃত লোকের আত্মাসমুহের দয়া ও দান দক্ষিণার উপরই নির্ভরশীল। মৃত আত্মাগুলোর তাজীম তাকরীম ও তাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের সমুদয় নির্ধারিত নিয়মাবলী পালনে সাধারণ অলসতাও বিরাট বিপদের কারণ হয়।

হাজার হাজার বছর অতিবাহিত হয়েছে, চীনারা পূর্ব পুরুষদের লৌহ যুগের বর্বরতা ডিঙ্গিয়ে নব সভ্যতার যুগে প্রবেশ করেছে। পঁচিশটি রাজ বংশ এ দেশের ওপর রাজত্ব করেছে। ভয়ানক যুদ্ধ বিগ্রহ ও বিরাট বিরাট বিপ্লব এসে এদেশের আকাশ পাতাল পরিবর্তন করে দিয়েছে বটে—কিন্তু চীনাদের পূর্ব পুরুষ পূজার পরম্পরা ধারাটি আজও প্রথম দিনের ন্যায় অক্ষত অবস্থায় বর্তমান—কোন পরিবর্তন সূচিত হয়নি।

কনফিউসস উন্নতমানের নৈতিক ও চারিত্রিক নীতিমালা ও আর্দশের প্রবর্তন করলেও তা সবগুলোই পূর্ব পুরুষ পূজার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সে বলেছে— আমাদের বাপ দাদাগণকে হাজীর নাজীর মনে করে তাদের নামে কুরবানী করা উচিত। আত্মাগুলোর পূজা ও ইবাদত বন্দেগী এমন-ভাবে করা উচিত যে, ভাবতে হবে তারা আমাদের মধ্যে বর্তমান।

যদিও নিজের আদর্শ ও শিক্ষাবলীর মধ্যে কোথাও নিজকে খোদারূপে দাবী কয়া হয়নি। কিন্তু দেশের সর্বময় ধর্ম এবং শিক্ষাবলীর ফলে মৃত্যুর পরও সে নিজে লাওতযের ন্যায় এক দেবতায় পরিণত হয়ে আছে। আর বর্তমানে চীনদেশে এক বিরাট ও বিশিষ্ট দেবতার মর্যাদায়ই তার পূজা ও ইবাদত চলছে।

www.pathagar.com

বৌদ্ধ ধর্মের জন্মস্থান হচ্ছে ভারতবর্ষের পবিত্র ভুমিতে। কিন্তু ব্রাহ্মণরা তাকে এদেশ থেকে এমনভাবে বিতাড়িত করেছে যে দ্বিতীয়বার এদেশে পা রাখার সাহস সে করেনি। এখান থেকে বহিস্কার হবার পর ভারতের পূর্ব প্রান্তের দ্বীপগুলোর বার্মা, চীন, জাপান ও তিব্বত সহ বিভিন্ন দেশে গিয়ে আশ্রয় নেয়। সতের শতাব্দীতে জাপানে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের যে ঢেউ উত্থিত হয় তাতে সেখান হতে তাকে চিরতরে তল্পীতল্পা গুটাতে হয়। এছাড়া অন্যান্য সব দেশগুলোতে বেশ পরিমাণে তার অনুসারী দেখা যায়। চীন ও তিব্বতে তার বিরাট সংখ্যক অনুসারী বিদ্যমান।

গৌতম বুদ্ধ সম্পর্কে সাধারণত এ ধারণা করা হয় যে তিনি আল্লাহতে বিশ্বাসী ছিলেন না। কিন্তু এ কথা ঠিক নয়। জগতের প্রাচীন ইতিহাস যদিও শিরকীতে ভরপুর। কিন্তু কোথাও নাস্তিকতার চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। নাস্তিকতাবাদে বিশ্বাসী লোক পাওয়া গেলে তা বর্তমান যুগেই পাওয়া যায়। গৌতম বুদ্ধের ন্যায় একজন প্রখ্যাত দার্শনিক ও সাধক সম্পর্কে এ ধারণা কিরূপে করা যেতে পারে যে তিনি নাস্তিকতাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন? আমরা গৌতম বুদ্ধের যুগের ইতিহাস এবং তার ধর্ম সম্পর্কে যতটুকু গভেষণা করেছি তাদ্বারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, তিনি অহ্‌দাতুল অজুদ অর্থাৎ সবকিছুই আল্লাহ, আল্লাহ ছাড়া কিছু নেই, এ মতবাদের অনুসারী ছিলেন। গৌতমবুদ্ধের পূর্বে ভারতবর্ষে উপনিষদ দ্বারাই "অহদাতুল অজুদের" মতবাদ প্রসার লাভ হয়।

"অহ্‌দাতুল অজুদের" প্রবক্তাদের সম্পর্কে আল্লাহতে বিশ্বাস অবিশ্বাসের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। তাদের কাছে আমিত্ব ব্যতীত সমগ্র সৃষ্টি জগতই বাতুল ধারণা ও প্রতারণা বৈ কিছু নয়। যোগী ও মুনি ঋষিদের কাজ হচ্ছে জীবন মৃত্যুর চক্র ও মায়াজাল ছিন্ন করে সৃষ্টি জগতের প্রাণাত্মা তথা পরমাত্মার অথবা অন্য কথায় আমিত্বের মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়া। গৌতম বুদ্ধের পূর্বকার যুগে হিন্দু মুনি ঋষিদের যোগ সাধনার যে ইতিহাস আমরা পাই, তা-এ মতবাদেরই সাক্ষ্য বহন করে। তারা বিভিন্ন প্রকার ভয়াল কৃচ্ছ্র যোগ সাধনার দ্বারা জাগতিক মোহমায়ার জাল ছিন্ন করে

www.pathagar.com

বৌদ্ধ ধর্মের জন্মস্থান হচ্ছে ভারতবর্ষের পবিত্র ভুমিতে। কিন্তু ব্রাহ্মণরা তাকে এদেশ থেকে এমনভাবে বিতাড়িত করেছে যে দ্বিতীয়বার এদেশে পা রাখার সাহস সে করেনি। এখান থেকে বহিস্কার হবার পর ভারতের পূর্ব প্রান্তের দ্বীপগুলোর বার্মা, চীন, জাপান ও তিব্বত সহ বিভিন্ন দেশে গিয়ে আশ্রয় নেয়। সতের শতাব্দীতে জাপানে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের যে ঢেউ উত্থিত হয় তাতে সেখান হতে তাকে চিরতরে তল্পীতল্পা গুটাতে হয়। এছাড়া অন্যান্য সব দেশগুলোতে বেশ পরিমাণে তার অনুসারী দেখা যায়। চীন ও তিব্বতে তার বিরাট সংখ্যক অনুসারী বিদ্যমান।

গৌতম বুদ্ধ সম্পর্কে সাধারণত এ ধারণা করা হয় যে তিনি আল্লাহতে বিশ্বাসী ছিলেন না। কিন্তু এ কথা ঠিক নয়। জগতের প্রাচীন ইতিহাস যদিও শিরকীতে ভরপুর। কিন্তু কোথাও নাস্তিকতার চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। নাস্তিকতাবাদে বিশ্বাসী লোক পাওয়া গেলে তা বর্তমান যুগেই পাওয়া যায়। গৌতম বুদ্ধের ন্যায় একজন প্রখ্যাত দার্শনিক ও সাধক সম্পর্কে এ ধারণা কিরূপে করা যেতে পারে যে তিনি নাস্তিকতাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন? আমরা গৌতম বুদ্ধের যুগের ইতিহাস এবং তার ধর্ম সম্পর্কে যতটুকু গভেষণা করেছি তাদ্বারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, তিনি অহ্‌দাতুল অজুদ অর্থাৎ সবকিছুই আল্লাহ, আল্লাহ ছাড়া কিছু নেই, এ মতবাদের অনুসারী ছিলেন। গৌতমবুদ্ধের পূর্বে ভারতবর্ষে উপনিষদ দ্বারাই "অহদাতুল অজুদের" মতবাদ প্রসার লাভ হয়।

"অহ্‌দাতুল অজুদের" প্রবক্তাদের সম্পর্কে আল্লাহতে বিশ্বাস অবিশ্বাসের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। তাদের কাছে আমিত্ব ব্যতীত সমগ্র সৃষ্টি জগতই বাতুল ধারণা ও প্রতারণা বৈ কিছু নয়। যোগী ও মুনি ঋষিদের কাজ হচ্ছে জীবন মৃত্যুর চক্র ও মায়াজাল ছিন্ন করে সৃষ্টি জগতের প্রাণাত্মা তথা পরমাত্মার অথবা অন্য কথায় আমিত্বের মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়া। গৌতম বুদ্ধের পূর্বকার যুগে হিন্দু মুনি ঋষিদের যোগ সাধনার যে ইতিহাস আমরা পাই, তা-এ মতবাদেরই সাক্ষ্য বহন করে। তারা বিভিন্ন প্রকার ভয়াল কৃচ্ছ্র যোগ সাধনার দ্বারা জাগতিক মোহমায়ার জাল ছিন্ন করে

www.pathagar.com

পরমাত্মার সাথে বিলীন হয়ে যাবার সাধনায় লিপ্ত ছিলো। গৌতম বুদ্ধের চক্ষু যুগল যখন উন্মীলিত হলো এবং পরিত্রাণের জন্যে মন ব্যাকুল হয়ে উঠলো, তখন তার সম্মুখে এ দর্শনই ধরা দিলো। সে ব্রাহ্মণদের নিয়ম অনুযায়ী জীবন মৃত্যুর সংঘাত ও মোহ মায়ার জঞ্জাল হতে বের হয়ে আসার জন্য অত্যন্ত কঠোর যোগ সাধনায় লিপ্ত হলো। কিছু দিনের বাস্তব অভিজ্ঞতা দ্বারা সে পরিস্কার ভাবে অনুভব করতে পারলো যে, বস্তু জগতের আররণ হতে বের হবার জন্য এহেন কঠোরতম জীবন নাশক সাধনা একটি অপ্রয়োজনীয় বিষয়। আসল কথা হচ্ছে মনকে মোহ ও লোভ লালসা হতে পবিত্র করা এবং ব্রাহ্মণদের মন আত্মা ও অনুভূতি জগতের ভালবাসা হতে মুক্ত হওয়া। সুতরাং তিনি ব্রাহ্মণদের কঠোরতম কষ্টদায়ক যোগ সাধনার নিয়ম পদ্ধতিগুলোর সংস্কার করেন এবং আত্মার পবিত্রতা ও যোগ সাধনার এমন নিয়ম নীতি রচনা করেন, যাতে বাহ্যিক পরিত্যাগ করার চেয়ে বাতেনী পরিত্যাগ ও পরিহারের প্রতিই অধিক জোর দেয়া হয়।

'অহ্দাতুল অজুদের' সর্বশের সুরটি হচ্ছে "আমি আল্লাহ্" ও "আমিই সত্য" এ কথাটি। সুতরাং এ সুরটিই প্রত্যেক হিন্দু মুনি ঋষি ও যোগ সাধকদেরকে বান্দার পরিবর্তে তাগুতে পরিণত করে ফেলেছে। গৌতম বুদ্ধের সমস্ত সাধনা ও প্রচেষ্টা এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই ছিলো। সুতরাং সেও স্বীয় ধারণা অনুযায়ী বস্তু জগতের আবরণ ফেলে দিয়ে পরমাত্মার সাথে বিলীন হয়ে গেলো। তার মৃত্যুর পর তার অনুসারীবৃন্দ তাকে আল্লায় পরিণত করে ফেললো এবং তার জন্ম বৃত্তান্ত সম্পর্কে বহু কিংবদন্তির উপখ্যান ছড়িয়ে তাকে এক অবতার রূপে সমাজের কাছে উপস্থাপিত করলো। জগতকে নুতন জীবন দানের জন্যে যার আবির্ভাব হয়েছিলো, বর্তমানে চীন জাপান বার্মা তিব্বত প্রভৃতি দেশে আল্লাহরূপে তার পূজা অর্চনা চলছে। তার বিরাট-কায় মন্দির এবং আজিমুশ্বান প্রতিমূর্তি অবলোকন করলে বিস্ময়ে তন্ময় হতে হয়। চীনদেশে তার অনুসারীবৃন্দ সর্বপ্রকার ভূত-প্রেত ও দানব দেবতার পূজায় লিপ্ত। তিব্বত ইত্যাদি দেশে তার অনুসারীদের অবস্থা আরও শোচণীয়। তিব্বতের সর্বপ্রধান ধর্মীয় নেতা দলাইলামা স্বয়ং নিজকে

www.pathagar.com

পরমাত্মার সাথে বিলীন হয়ে যাবার সাধনায় লিপ্ত ছিলো। গৌতম বুদ্ধের চক্ষু যুগল যখন উন্মীলিত হলো এবং পরিত্রাণের জন্যে মন ব্যাকুল হয়ে উঠলো, তখন তার সম্মুখে এ দর্শনই ধরা দিলো। সে ব্রাহ্মণদের নিয়ম অনুযায়ী জীবন মৃত্যুর সংঘাত ও মোহ মায়ার জঞ্জাল হতে বের হয়ে আসার জন্য অত্যন্ত কঠোর যোগ সাধনায় লিপ্ত হলো। কিছু দিনের বাস্তব অভিজ্ঞতা দ্বারা সে পরিস্কার ভাবে অনুভব করতে পারলো যে, বস্তু জগতের আররণ হতে বের হবার জন্য এহেন কঠোরতম জীবন নাশক সাধনা একটি অপ্রয়োজনীয় বিষয়। আসল কথা হচ্ছে মনকে মোহ ও লোভ লালসা হতে পবিত্র করা এবং ব্রাহ্মণদের মন আত্মা ও অনুভূতি জগতের ভালবাসা হতে মুক্ত হওয়া। সুতরাং তিনি ব্রাহ্মণদের কঠোরতম কষ্টদায়ক যোগ সাধনার নিয়ম পদ্ধতিগুলোর সংস্কার করেন এবং আত্মার পবিত্রতা ও যোগ সাধনার এমন নিয়ম নীতি রচনা করেন, যাতে বাহ্যিক পরিত্যাগ করার চেয়ে বাতেনী পরিত্যাগ ও পরিহারের প্রতিই অধিক জোর দেয়া হয়।

'অহ্দাতুল অজুদের' সর্বশের সুরটি হচ্ছে "আমি আল্লাহ" ও "আমিই সত্য" এ কথাটি। সুতরাং এ সুরটিই প্রত্যেক হিন্দু মুনি ঋষি ও যোগ সাধকদেরকে বান্দার পরিবর্তে তাগুতে পরিণত করে ফেলেছে। গৌতম বুদ্ধের সমস্ত সাধনা ও প্রচেষ্টা এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই ছিলো। সুতরাং সেও স্বীয় ধারণা অনুযায়ী বস্তু জগতের আবরণ ফেলে দিয়ে পরমাত্মার সাথে বিলীন হয়ে গেলো। তার মৃত্যুর পর তার অনুসারীবৃন্দ তাকে আল্লায় পরিণত করে ফেললো এবং তার জন্ম বৃত্তান্ত সম্পর্কে বহু কিংবদন্তির উপখ্যান ছড়িয়ে তাকে এক অবতার রূপে সমাজের কাছে উপস্থাপিত করলো। জগতকে নুতন জীবন দানের জন্যে যার আবির্ভাব হয়েছিলো, বর্তমানে চীন জাপান বার্মা তিব্বত প্রভৃতি দেশে আল্লাহরূপে তার পূজা অর্চনা চলছে। তার বিরাট-কায় মন্দির এবং আজিমুশ্বান প্রতিমূর্তি অবলোকন করলে বিস্ময়ে তন্ময় হতে হয়। চীনদেশে তার অনুসারীবৃন্দ সর্বপ্রকার ভূত-প্রেত ও দানব দেবতার পূজায় লিপ্ত। তিব্বত ইত্যাদি দেশে তার অনুসারীদের অবস্থা আরও শোচণীয়। তিব্বতের সর্বপ্রধান ধর্মীয় নেতা দলাইলামা স্বয়ং নিজকে

www.pathagar.com

বুদ্ধ দেবের অবতার ভেবে থাকেন। গৌতম বুদ্ধের ন্যায়ই তিনি প্রভূত্ব চালিয়ে যাচ্ছেন। সেখানের দালাইলামার যখন মৃত্যু হয়, তখন প্রতিটি গর্ভবতী রমনীই নব্য দালাইলামার জন্ম দানের আশায় দিন গুণতে থাকে। তখনকার জন্মিত সকল শিশুদের মধ্যে বিশেষ নিয়মের লটারী দ্বারা একজনকে প্রভু নির্বাচন করে নেয়া হয়।

ভারতবর্ষ

ভারতবর্ষের প্রতি তাকালে মন খুবই ভীত হয়। এখানে প্রতিটি অনু-পরমানুই হচ্ছে দেবতা। পিপিলিকা হতে শুরু করে হাতী পর্যন্ত এবং অনু হইতে সূর্য পর্যন্ত সব কিছুই প্রভু ও পবিত্র। নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, গাছ-পালা, পাথর, পশু-পক্ষী, ইঁদুর, বিড়াল এমনকি মানুষের পুরুষ লিঙ্গেরও বহু পুজারী বর্তমান।

দেব-দেবতাদের মধ্যে সর্বপ্রথম আমরা "হাজার চক্ষু" দেবতাকে দেখতে পাই সে তার বাস্তব উদাহরণ দ্বারা স্বীয় পূজারীদেরকে পাগলামী মাতলামির তালীম দেয়। এরপর আমরা দেবতার জগতে দেখতে পাই ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবকে। ব্রহ্মা হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা, বিষ্ণু হচ্ছে রক্ষাকর্তা এবং শিব হচ্ছে হন্তা কর্তা। ব্রহ্মা প্রতিটি রূপান্তরের পর জগতকে ধ্বংস করে নবতর রূপদান করে। রাজপুতানায় তার মন্দিরটি আজ পর্যন্ত অগণিত লোকের দর্শন স্থলে পরিণত হয়ে আছে।

এ জগতের ওপর যখন কোন মহা বিপদ নেমে আসে তখন সৃষ্টি-কূলকে রক্ষার জন্য বিষ্ণুর আগমন হয়। এ উদ্দেশ্যে সে বার বার অবতার রূপে জন্ম নিয়ে থাকে। হিন্দু মিথোলোজিতে তার দশটি অব-তারের কথা উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণকেও বিষ্ণুর অবতার বলে ধারণা করা হয়। শ্রীকৃষ্ণের জীবনকে যে রূপরেখায় পেশ করা হয়েছে এবং এর দ্বারা সমাজে যে ধর্মীয় কিংবদন্তি প্রচলিত হয়ে পড়েছে তার বিবরণ সত্যই লজ্জাজনক।

শিব হচ্ছে বিষ্ণুর প্রতিদন্দ্বী দেবতা। সে একই সময় দুটি ভিন্নমুখী স্বভাবের অধিকারী। নির্মান, ধংস ও ভাংগা গড়া উভয়ই তার নিয়ন্ত্রণাধীন ও ক্ষমতাভূক্ত। নারী পুরুষ উভয়ের বৈশিষ্ট তার মধ্যে বর্তমান।

www.pathagar.com

বুদ্ধ দেবের অবতার ভেবে থাকেন। গৌতম বুদ্ধের ন্যায়ই তিনি প্রভুত্ব চালিয়ে যাচ্ছেন। সেখানের দালাইলামার যখন মৃত্যু হয়, তখন প্রতিটি গর্ভবতী রমনীই নব্য দালাইলামার জন্ম দানের আশায় দিন গুণতে থাকে। তখনকার জন্মিত সকল শিশুদের মধ্যে বিশেষ নিয়মের লটারী দ্বারা একজনকে প্রভু নির্বাচন করে নেয়া হয়।

ভারতবর্ষ

ভারতবর্ষের প্রতি তাকালে মন খুবই ভীত হয়। এখানে প্রতিটি অনু-পরমানুই হচ্ছে দেবতা। পিপিলিকা হতে শুরু করে হাতী পর্যন্ত এবং অনু হইতে সূর্য পর্যন্ত সব কিছুই প্রভু ও পবিত্র। নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, গাছ-পালা, পাথর, পশু-পক্ষী, ইঁদুর, বিড়াল এমনকি মানুষের পুরুষ লিঙ্গেরও বহু পুজারী বর্তমান।

দেব-দেবতাদের মধ্যে সর্বপ্রথম আমরা "হাজার চক্ষু" দেবতাকে দেখতে পাই সে তার বাস্তব উদাহরণ দ্বারা স্বীয় পূজারীদেরকে পাগলামী মাতলামির তালীম দেয়। এরপর আমরা দেবতার জগতে দেখতে পাই ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবকে। ব্রহ্মা হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা, বিষ্ণু হচ্ছে রক্ষাকর্তা এবং শিব হচ্ছে হন্তা কর্তা। ব্রহ্মা প্রতিটি রূপান্তরের পর জগতকে ধ্বংস করে নবতর রূপদান করে। রাজপুতানায় তার মন্দিরটি আজ পর্যন্ত অগণিত লোকের দর্শন স্থলে পরিণত হয়ে আছে।

এ জগতের ওপর যখন কোন মহা বিপদ নেমে আসে তখন সৃষ্টি-কূলকে রক্ষার জন্য বিষ্ণুর আগমন হয়। এ উদ্দেশ্যে সে বার বার অবতার রূপে জন্ম নিয়ে থাকে। হিন্দু মিথোলোজিতে তার দশটি অব-তারের কথা উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণকেও বিষ্ণুর অবতার বলে ধারণা করা হয়। শ্রীকৃষ্ণের জীবনকে যে রূপরেখায় পেশ করা হয়েছে এবং এর দ্বারা সমাজে যে ধর্মীয় কিংবদন্তি প্রচলিত হয়ে পড়েছে তার বিবরণ সত্যই লজ্জাজনক।

শিব হচ্ছে বিষ্ণুর প্রতিদ্বন্দ্বী দেবতা। সে একই সময় দুটি ভিন্নমুখী স্বভাবের অধিকারী। নির্মান, ধংস ও ভাংগা গড়া উভয়ই তার নিয়ন্ত্রণাধীন ও ক্ষমতাভুক্ত। নারী পুরুষ উভয়ের বৈশিষ্ট তার মধ্যে বর্তমান।

www.pathagar.com

এরপর আমরা দেখতে পাই গীতাঞ্জলী দর্শন বা হিন্দু আধ্যাত্মবাদ। "অহদাতুল" অজুদ বা "সব কিছুই আল্লাহ" এ মতবাদের ওপরই হচ্ছে এর ভিত্তি প্রস্তর প্রতিষ্ঠিত। এ দর্শনে শুধু "আমি"-কেই বর্তমান পাওয়া যায়। এছাড়া সব কিছুই ধোকা ও প্রতারণা। এর সর্বশেষ পরিণতি হচ্ছে সূর্যের কিরণ, নদীর জলফোটা এবং মানুষ প্রভুতে পরিণত হওয়া। আর এর পথ হচ্ছে কঠোর যোগসাধনা দ্বারা আত্মাকে নশ্বর জগত হতে মুক্ত করে পরমাত্মায় পরিণত করা। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য হিন্দু মুনি-ঋষি ও যোগীরা যে ভয়াল তরীকা ও কর্ম পদ্ধতি গ্রহণ করেছে তার বিবরণ শুনলে প্রাণ ওষ্ঠাগত না হয়ে পারে না। আর এজন্য বাস্তব ক্ষেত্রে তারা যা কিছু করিয়ে দেখিয়েছে তা ধারণা করলেও শরীর শিহরিয়ে ওঠে। কিন্তু যে মানুষ নিজদের সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে জীবনকে বাজী রেখে চলে, তারা প্রভু হবার জন্যে যা কিছুই করুক তা নিতান্তই কম। সুতরাং একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে এসব হিন্দু মুনি-ঋষি ও যোগীরা যেরূপ কঠোর সাধনা করেছেন, জগতের ইতিহাসের পাতায় তার উদাহরণ পাওয়া খুবই ভার। কিন্তু এসব কিছু তারা আল্লাহর বন্দেগী করার জন্যে করেনি। বরং আল্লাহ ও প্রভু হবার জন্যেই করেছে।

হিন্দু মিথোওলজিতে দেবতাদের পর দেখা যায় অগণিত দেও দানবের সমাবেশ। তাদের সংখ্যা খুব স্বল্প নয়। তাদের বিশদ বিবরণে যাওয়াও নিরর্থক। লাকশামী দূর্গা, ভৈরবী ও মা কালীর নাম হিন্দু সমাজে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে হিন্দুদের কাছে মা কালীর নাম বিশেষ গুরুত্ববহ। কলেরা, বসন্ত ইত্যাদি মহামারী রোগ ব্যাধি এর অসন্তুষ্টি ও অভিশাপেরই পরিণাম।

হিন্দু সমাজের যতগুলো সম্প্রদায় রয়েছে, হয় তারা দেও-দানব ও দেবতাদের পূজারী বা গীতা ও গীতাঞ্জলী দর্শন দ্বারা প্রভাবিত। কিছু কিছু সম্প্রদায়কে ভিন্নরূপ লক্ষ্য করা গেলেও তাদের মতদ্বৈততা বাহ্যিক

www.pathagar.com

এরপর আমরা দেখতে পাই গীতাঞ্জলী দর্শন বা হিন্দু আধ্যাত্মবাদ। "অহদাতুল" অজুদ বা "সব কিছুই আল্লাহ" এ মতবাদের ওপরই হচ্ছে এর ভিত্তি প্রস্তর প্রতিষ্ঠিত। এ দর্শনে শুধু "আমি"-কেই বর্তমান পাওয়া যায়। এছাড়া সব কিছুই ধোকা ও প্রতারণা। এর সর্বশেষ পরিণতি হচ্ছে সূর্যের কিরণ, নদীর জলফোটা এবং মানুষ প্রভুতে পরিণত হওয়া। আর এর পথ হচ্ছে কঠোর যোগসাধনা দ্বারা আত্মাকে নশ্বর জগত হতে মুক্ত করে পরমাত্মায় পরিণত করা। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য হিন্দু মুনি-ঋষি ও যোগীরা যে ভয়াল তরীকা ও কর্ম পদ্ধতি গ্রহণ করেছে তার বিবরণ শুনলে প্রাণ ওষ্ঠাগত না হয়ে পারে না। আর এজন্য বাস্তব ক্ষেত্রে তারা যা কিছু করিয়ে দেখিয়েছে তা ধারণা করলেও শরীর শিহরিয়ে ওঠে। কিন্তু যে মানুষ নিজদের সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে জীবনকে বাজী রেখে চলে, তারা প্রভু হবার জন্যে যা কিছুই করুক তা নিতান্তই কম। সুতরাং একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে এসব হিন্দু মুনি-ঋষি ও যোগীরা যেরূপ কঠোর সাধনা করেছেন, জগতের ইতিহাসের পাতায় তার উদাহরণ পাওয়া খুবই ভার। কিন্তু এসব কিছু তারা আল্লাহর বন্দেগী করার জন্যে করেনি। বরং আল্লাহ ও প্রভু হবার জন্যেই করেছে।

হিন্দু মিথোওলজিতে দেবতাদের পর দেখা যায় অগণিত দেও দানবের সমাবেশ। তাদের সংখ্যা খুব স্বল্প নয়। তাদের বিশদ বিবরণে যাওয়াও নিরর্থক। লাকশামী দূর্গা, ভৈরবী ও মা কালীর নাম হিন্দু সমাজে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে হিন্দুদের কাছে মা কালীর নাম বিশেষ গুরুত্ববহ। কলেরা, বসন্ত ইত্যাদি মহামারী রোগ ব্যাধি এর অসন্তুষ্টি ও অভিশাপেরই পরিণাম।

হিন্দু সমাজের যতগুলো সম্প্রদায় রয়েছে, হয় তারা দেও-দানব ও দেবতাদের পূজারী বা গীতা ও গীতাঞ্জলী দর্শন দ্বারা প্রভাবিত। কিছু কিছু সম্প্রদায়কে ভিন্নরূপ লক্ষ্য করা গেলেও তাদের মতদ্বৈততা বাহ্যিক

৯—

www.pathagar.com

ব্যাপার মাত্র। মূলতঃ তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। শুধু দু'টি সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছুটা ভিন্নরূপ অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। এর একটি হচ্ছে আরীয়াহ সামাজী সম্প্রদায়। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে শিখ সম্প্রদায়। এরা উভয়ই ইসলামী সমাজ দ্বারা প্রভাবিত। একাত্ববাদের ভাবধারার অনেকটা নিকটবর্তী। কিন্তু ইসলামের সাথে এদের নৈকট্য একটি প্রতিরক্ষামূলক চেতনার ফলেই সৃষ্টি হয়েছে। এ কারণেই এ নৈকট্যতা ও আত্মীয়তা থাকা সত্ত্বেও তারা ইসলাম হতে বহু দূরে অবস্থিত। এ সম্প্রদায়গুলোর যারা প্রতিষ্ঠা পুরুষ ছিলেন তারা মনে করলেন যে প্রতিমা পূজার আদর্শের ওপর দণ্ডায়মান থেকে ইসলামের সাথে বুঝাপড়া করা খুবই কঠিন ব্যাপার। এ কারণে তারা প্রতিমা ও দেব-দেবতার পূজা পরিহার করে মোটামুটিভাবে একটি সংস্কার ধর্ম গ্রহণ করে নিয়েছে। অতঃপর নিজেদের ধারণায় তারা যুগের ভাবধারা ও প্রগতিবাদীতার অতি নিকটে পৌছে গেলো এবং তারা ভাবতে লাগলো যে এখন তারা মুসলমানদের সাথে মুকাবিলা করতে সক্ষম। এ কারণেই এ দু'টি সম্প্রদায়ের সাথে পহেলা থেকে মুসলমানদের যে শত্রুতার ধারা চলে আসছে তা অপরাপর কোন সম্প্রদায়ের সাথে নেই। অথচ মুসলমানদের মূল আদর্শের নিকটবর্তী হবার দরুন তাদের সাথে বন্ধুত্ব হওয়াই উচিত ছিলো। কিন্তু তা না হয়ে বরং উল্টোটাই হয়েছে। তারা এ সংস্কার কোন একটি চেতানার বশবর্তী হয়েই করেছিলো। এ সংস্কারটি খুবই বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। এখন তাদেরকে তাওহীদ ও তার আনুষাঙ্গীক বিষয় শিক্ষা দান করা খুবই সহজ। কিন্তু শর্ত হচ্ছে সে সত্য তার আপন পথেই তাদের সম্মুখে আসতে হবে।

এ হচ্ছে ধর্মবাদী ভারতবর্ষের মোটামুটি চিত্র। সাধারণ অসাধারণ সকলেই এমনি জাহেলী ও মুশরেকী ধারণার মধ্যে নিপতিত। এখানে বুদ্ধিজীবি মহলের ওপর গীতার অহদাতুল অজুদ মতবাদের প্রভাব বিদ্যমান। আর এটা বিরাট এক ফেৎনা বৈ কিছু নয়। আরীয়াহ ও শিখদের সর্বশেষ কথা হলো তারা মূর্তি পূজার বিরোধী। কিন্তু আমাদের উপরোল্লেখিত

www.pathagar.com

ব্যাপার মাত্র। মূলতঃ তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। শুধু দু'টি সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছুটা ভিন্নরূপ অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। এর একটি হচ্ছে আরীয়াহ সামাজী সম্প্রদায়। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে শিখ সম্প্রদায়। এরা উভয়ই ইসলামী সমাজ দ্বারা প্রভাবিত। একাত্ববাদের ভাবধারার অনেকটা নিকটবর্তী। কিন্তু ইসলামের সাথে এদের নৈকট্য একটি প্রতিরক্ষামূলক চেতনার ফলেই সৃষ্টি হয়েছে। এ কারণেই এ নৈকট্যতা ও আত্মীয়তা থাকা সত্ত্বেও তারা ইসলাম হতে বহু দূরে অবস্থিত। এ সম্প্রদায়গুলোর যারা প্রতিষ্ঠা পুরুষ ছিলেন তারা মনে করলেন যে প্রতিমা পূজার আদর্শের ওপর দণ্ডায়মান থেকে ইসলামের সাথে বুঝাপড়া করা খুবই কঠিন ব্যাপার। এ কারণে তারা প্রতিমা ও দেব-দেবতার পূজা পরিহার করে মোটামুটিভাবে একটি সংস্কার ধর্ম গ্রহণ করে নিয়েছে। অতঃপর নিজেদের ধারণায় তারা যুগের ভাবধারা ও প্রগতিবাদীতার অতি নিকটে পৌছে গেলো এবং তারা ভাবতে লাগলো যে এখন তারা মুসলমানদের সাথে মুকাবিলা করতে সক্ষম। এ কারণেই এ দু'টি সম্প্রদায়ের সাথে পহেলা থেকে মুসলমানদের যে শত্রুতার ধারা চলে আসছে তা অপরাপর কোন সম্প্রদায়ের সাথে নেই। অথচ মুসলমানদের মূল আদর্শের নিকটবর্তী হবার দরুন তাদের সাথে বন্ধুত্ব হওয়াই উচিত ছিলো। কিন্তু তা না হয়ে বরং উল্টোটাই হয়েছে। তারা এ সংস্কার কোন একটি চেতানার বশবর্তী হয়েই করেছিলো। এ সংস্কারটি খুবই বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। এখন তাদেরকে তাওহীদ ও তার আনুষাঙ্গীক বিষয় শিক্ষা দান করা খুবই সহজ। কিন্তু শর্ত হচ্ছে সে সত্য তার আপন পথেই তাদের সম্মুখে আসতে হবে।

এ হচ্ছে ধর্মবাদী ভারতবর্ষের মোটামুটি চিত্র। সাধারণ অসাধারণ সকলেই এমনি জাহেলী ও মুশরেকী ধারণার মধ্যে নিপতিত। এখানে বুদ্ধিজীবি মহলের ওপর গীতার অহদাতুল অজুদ মতবাদের প্রভাব বিদ্যমান। আর এটা বিরাট এক ফেৎনা বৈ কিছু নয়। আরীয়াহ ও শিখদের সর্বশেষ কথা হলো তারা মূর্তি পূজার বিরোধী। কিন্তু আমাদের উপরোল্লেখিত

www.pathagar.com

আলোচনার প্রতি যাদের লক্ষ পড়েছে, তারা জানেন যে আসল তাওহীদের দ্বার প্রান্তে উপনীত হতে হলে তাদেরকে আরো বহু পর্যায় অতিক্রম করতে হবে।

ভারতবর্ষে মুসলমানদের বিজয়ের প্রভাবের ফলে যেরূপ শিখ ও আরীয়াহ সমাজের সৃষ্টি হয়েছে, তদ্রূপ ইংরেজদের বিজয় প্রভাব এবং পাশ্চাত্যের আধুনিক বস্তুবাদী দর্শন ও চিন্তাধারার প্রভাব প্রতিপত্তি দ্বারা এমন একটি নবতর গোষ্ঠীরও উদ্ভব হয়েছে, যারা মোটামুটিভাবে অধিকতর উন্নয়নশীল ও প্রগতিবাদী। তারা প্রাচীন হিন্দু মিথোওলজির অলীক ধ্যান-ধারণা হতে নিজদের মন-মগজকে মুক্ত করে অনেকখানি অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু তারা এমন নুতন একটি মিথোওলজি সৃষ্টির প্রয়াস চালাচ্ছে যার মূল উপাদান তারা পাশ্চাত্যের কাছ থেকে নিচ্ছে। এর মধ্যে প্রাচীন দেব দেবতার স্থানে নবতর দেব-দেবতাকে স্থান দিয়েছে এবং মানুষ স্বয়ং নিজেই খোদা হয়ে বসেছে। নিজেরা নিজদের জন্যে আইন প্রণয়ন করছে। নিজেরাই নিজদের উপর শাসনকার্য চালাচ্ছে। আল্লাহর যমীনে চলছে নিজদের হুকুমত রাজত্ব ও শাসন ক্ষমতার ডঙ্কা বাজিয়ে। আর এরই নাম দেয়া হচ্ছে ডেমোক্রেসি বা গণতন্ত্র।

---

www.pathagar.com

আলোচনার প্রতি যাদের লক্ষ পড়েছে, তারা জানেন যে আসল তাওহীদের দ্বার প্রান্তে উপনীত হতে হলে তাদেরকে আরো বহু পর্যায় অতিক্রম করতে হবে।

ভারতবর্ষে মুসলমানদের বিজয়ের প্রভাবের ফলে যেরূপ শিখ ও আরীয়াহ সমাজের সৃষ্টি হয়েছে, তদ্রূপ ইংরেজদের বিজয় প্রভাব এবং পাশ্চাত্যের আধুনিক বস্তুবাদী দর্শন ও চিন্তাধারার প্রভাব প্রতিপত্তি দ্বারা এমন একটি নবতর গোষ্ঠীরও উদ্ভব হয়েছে, যারা মোটামুটিভাবে অধিকতর উন্নয়নশীল ও প্রগতিবাদী। তারা প্রাচীন হিন্দু মিথোওলজির অলীক ধ্যান-ধারণা হতে নিজদের মন-মগজকে মুক্ত করে অনেকখানি অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু তারা এমন নুতন একটি মিথোওলজি সৃষ্টির প্রয়াস চালাচ্ছে যার মূল উপাদান তারা পাশ্চাত্যের কাছ থেকে নিচ্ছে। এর মধ্যে প্রাচীন দেব দেবতার স্থানে নবতর দেব-দেবতাকে স্থান দিয়েছে এবং মানুষ স্বয়ং নিজেই খোদা হয়ে বসেছে। নিজেরা নিজদের জন্যে আইন প্রণয়ন করছে। নিজেরাই নিজদের উপর শাসনকার্য চালাচ্ছে। আল্লাহর যমীনে চলছে নিজদের হুকুমত রাজত্ব ও শাসন ক্ষমতার ডঙ্কা বাজিয়ে। আর এরই নাম দেয়া হচ্ছে ডেমোক্রেসি বা গণতন্ত্র।

---

www.pathagar.com

পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকা

ইউরোপ আমেরিকার আসল ধর্ম হচ্ছে খৃষ্ট ধর্ম। খৃষ্ট ধর্মের ভাংগন ও পতনের প্রাথমিক ইতিহাস ইতিপূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি। নিশিয়ার কাউন্সিল অধিবেশনের পর হতে ত্রিতত্ত্ববাদের বিশ্বাস নিয়মতান্ত্রিকভাবে রাষ্ট্রীয় ধর্মে পরিণত হয়। ইউরোপেও শুরু হয় গীর্জার যাজকদের প্রভূত্বের যুগ। ইতিপূর্বে আমরা এ কথাও উল্লেখ করেছি যে নিশিয়ার কাউন্সিল অধিবেশনের পর হতে আরইউস ও ইদরাস পার্টি, যারা হযরত ইসা (আঃ)-এর আসল খলিফা পিটরের আকীদা-বিশ্বাসের উত্তোরাধিকার ও আসল খৃষ্ট ধর্মের বাহক ছিলো, তারা নিতান্তরূপে সংখ্যা লঘুতে পরিণত হয়ে নানাভাবে মজলুম ও অত্যাচারিত অবস্থায় জীবন কালাতিপাত করতে থাকে। অপর দিকে পলের আধ্যাত্মিকতাবাদ ও সংস্কার কর্মের ওপর ভিত্তি করেই গীর্জার রসম রেওয়াজ ও আকিদা-বিশ্বাসের অট্টালিকা প্রতিষ্ঠিত হয়।

এখন আমরা মধ্যবর্তী শতাব্দীগুলো হতে সংস্কার যুগের ইতিহাস নিয়ে মোটামুটি আলোচনা করবো।

এ শতাব্দী গুলোর দু'টি বিষয় আমাদের কাছে অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে পরিদৃষ্ট হচ্ছে। একটি হচ্ছে ক্রীশ্চিয়ান চার্চের সম্মিলন এবং অপরটি হচ্ছে তার সামগ্রিক আধিপত্য ও শাসন ক্ষমতা। মধ্য যুগের গীর্জার শাসন ক্ষমতা ও আধিপত্য এতখানি প্রবল ও সার্বজনীন হয়েছিলো যে সমুদয় ছোট বড় রাজ্যগুলো তার হাতিয়ারে পরিণত হয়ে অকর্মণ্য হয়ে পড়ে। আর রোমান রাজ বংশের গৌরব ও আধিপত্যও তার সম্মুখে হয়ে পড়ে স্তিমিত। কিন্তু গীর্জার যাজকরা এ ক্ষমতা ও আধিপত্যকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করে অবৈধ স্বার্থ উদ্ধার করতে থাকে। এ ক্ষমতা ও আধিপত্যের নেশায়ই তারা সেই ক্রুশযুদ্ধ সৃষ্টি করে, যা দু' শত বছরের অধিককাল পর্যন্ত সমগ্র ইউরোপ মহাদেশকে টানা-পোড়নের মধ্যে নিক্ষেপ করেছিলো। এ সময় গীর্জার যাজক ও প্রভুবৃন্দ যেই অন্যায় করেছে এবং আল্লাহর সৃষ্টিকূলের রক্তধারা যেভাবে প্রবাহিত করেছে, কিশোর কিশোরীদেরকে যেভাবে যুদ্ধের নেশায় ধ্বংস করেছে, যেভাবে সমসাময়িক

www.pathagar.com

পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকা

ইউরোপ আমেরিকার আসল ধর্ম হচ্ছে খৃষ্ট ধর্ম। খৃষ্ট ধর্মের ভাংগন ও পতনের প্রাথমিক ইতিহাস ইতিপূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি। নিশিয়ার কাউন্সিল অধিবেশনের পর হতে ত্রিতত্ত্ববাদের বিশ্বাস নিয়মতান্ত্রিকভাবে রাষ্ট্রীয় ধর্মে পরিণত হয়। ইউরোপেও শুরু হয় গীর্জার যাজকদের প্রভূত্বের যুগ। ইতিপূর্বে আমরা এ কথাও উল্লেখ করেছি যে নিশিয়ার কাউন্সিল অধিবেশনের পর হতে আরইউস ও ইদরাস পার্টি, যারা হযরত ইসা (আঃ)-এর আসল খলিফা পিটরের আকীদা-বিশ্বাসের উত্তোরাধিকার ও আসল খৃষ্ট ধর্মের বাহক ছিলো, তারা নিতান্তরূপে সংখ্যা লঘুতে পরিণত হয়ে নানাভাবে মজলুম ও অত্যাচারিত অবস্থায় জীবন কালাতিপাত করতে থাকে। অপর দিকে পলের আধ্যাত্মিকতাবাদ ও সংস্কার কর্মের ওপর ভিত্তি করেই গীর্জার রসম রেওয়াজ ও আকিদা-বিশ্বাসের অট্টলিকা প্রতিষ্ঠিত হয়।

এখন আমরা মধ্যবর্তী শতাব্দীগুলো হতে সংস্কার যুগের ইতিহাস নিয়ে মোটামুটি আলোচনা করবো।

এ শতাব্দী গুলোর দু'টি বিষয় আমাদের কাছে অত্যন্ত উজ্জল হয়ে পরিদৃষ্ট হচ্ছে। একটি হচ্ছে খ্রীশ্চিয়ান চার্চের সম্মিলন এবং অপরটি হচ্ছে তার সামগ্রিক আধিপত্য ও শাসন ক্ষমতা। মধ্য যুগের গীর্জার শাসন ক্ষমতা ও আধিপত্য এতখানি প্রবল ও সার্বজনীন হয়েছিলো যে সমুদয় ছোট বড় রাজ্যগুলো তার হাতিয়ারে পরিণত হয়ে অকর্মণ্য হয়ে পড়ে। আর রোমান রাজ বংশের গৌরব ও আধিপত্যও তার সম্মুখে হয়ে পড়ে স্তিমিত। কিন্তু গীর্জার যাজকরা এ ক্ষমতা ও আধিপত্যকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করে অবৈধ স্বার্থ উদ্ধার করতে থাকে। এ ক্ষমতা ও আধিপত্যের নেশায়ই তারা সেই ক্রুশযুদ্ধ সৃষ্টি করে, যা দু' শত বছরের অধিককাল পর্যন্ত সমগ্র ইউরোপ মহাদেশকে টানা-পোড়নের মধ্যে নিক্ষেপ করেছিলো। এ সময় গীর্জার যাজক ও প্রভুবৃন্দ যেই অন্যায় করেছে এবং আল্লাহর সৃষ্টিকুলের রক্তধারা যেভাবে প্রবাহিত করেছে, কিশোর কিশোরীদেরকে যেভাবে যুদ্ধের নেশায় ধ্বংস করেছে, যেভাবে সমসাময়িক

www.pathagar.com

উন্নয়ন ও পুর্নগঠনের যোগ্যতাকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিয়েছে, তার পরিণামেই সৃষ্টি হয়েছে ইউরোপীয়দের মন-মগজে গীর্জার বিরুদ্ধে বিরূপ প্রতিক্রিয়া। যুদ্ধের ব্যর্থতা ও ধংসযজ্ঞ চিন্তাবিদদের মনে সৃষ্টি করে এক উত্তাল তরঙ্গ।

প্রত্যেকটি লোকের মনে এ কথাই ধ্বনিত হতে লাগলো যে গীর্জার ক্ষমতা ও আধিপত্যই জগত ধংসের একটি বিশেষ কারণ। বুদ্ধিজীবি ও বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ভাবতে লাগলো যে জনতার মন-মগজ ও চিন্তাধারা সহ সকল কিছুর ওপর জগদ্দল পাথরের ন্যায় গীর্জা আধিপত্য বিস্তার করে চেপে বসেছে। এ পাথর অপসারিত না হওয়া পর্যন্ত স্বাধীন চিন্তাধারা ও মতামত পোষণের সকল পথই থাকবে অবরুদ্ধ। রাজনীতিবিদরা ভাবতে লাগলেন যে রাষ্ট্রের ওপর গীর্জার ক্ষমতা ও আধিপত্য সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক ও অপ্রাকৃতিক। রাজনীতি ও রাষ্ট্র হতে ধর্ম সম্পূর্ণ মুক্ত ও সম্পর্কহীন হওয়া উচিত। ইউরোপের বিভিন্ন সম্প্রদায় ভাবতে লাগলো যে রোমান ক্যাথলিক চার্চ হচ্ছে জগতের ওপর রোমানদের আধিপত্য বিস্তারের একটি অজুহাত মাত্র। এর চির অবসান হওয়া উচিত। এমন কি স্বয়ং গীর্জার মধ্যে এমন একটি দল সৃষ্টি হয়ে গেলো, যারা ভাবতে লাগলো যে আমরা হযরত ঈসা (আঃ)-এর জীবনাদর্শ হতে দুরে সরে দুনিয়াদারীর সমুদয় শয়তানীর মধ্যে লিপ্ত হয়ে পড়েছি এবং আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ধন-সম্পদের পাহাড় সৃষ্টি করে গৌরব ও অহংকার প্রদর্শন করে জগতকে ধ্বংস করা। আমাদের দারিদ্রপূর্ণ জীবন জনসেবা ও বৈরাগ্যবাদী জীবন যাপন করে যীশুখৃষ্টের জীবনাদর্শের দিকে প্রত্যাবর্তন করা উচিত।

এ সব কিছু একত্রিত হয়ে ইউরোপ মহাদেশে এমন এক মহা বিপ্লব সৃষ্টি করলো, যাকে আমরা পুর্নজাগরণ নামে (Renaissanec) জেনে থাকি। বিকনের ন্যায় জ্ঞান পণ্ডিত, মিকাওয়ালী ও হিউগোগরেটিস এর ন্যায় রাজনীতি-বিদ, এবং গার্ডনিও বর্ণিও এর ন্যায় স্বাধীন চিন্তাবিদ এ বিপ্লব যুগেরই সৃষ্টি। গীর্জার যাজকবৃন্দ এ সব লোকদের বিরোধীতার জবাব ধর্মীয় আদালত সমূহের মাধ্যমে দেয় এবং ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সংস্কারের দাবীদার ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের মহাজনদেরকে তারা এমন ভয়ানক শাস্তি দেয় যার কথা ভাবলেও

www.pathagar.com

উন্নয়ন ও পুর্নগঠনের যোগ্যতাকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিয়েছে, তার পরিণামেই সৃষ্টি হয়েছে ইউরোপীয়দের মন-মগজে গীর্জার বিরুদ্ধে বিরূপ প্রতিক্রিয়া। যুদ্ধের ব্যর্থতা ও ধংসযজ্ঞ চিন্তাবিদদের মনে সৃষ্টি করে এক উত্তাল তরঙ্গ।

প্রত্যেকটি লোকের মনে এ কথাই ধ্বনিত হতে লাগলো যে গীর্জার ক্ষমতা ও আধিপত্যই জগত ধংসের একটি বিশেষ কারণ। বুদ্ধিজীবি ও বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ভাবতে লাগলো যে জনতার মন-মগজ ও চিন্তাধারা সহ সকল কিছুর ওপর জগদ্দল পাথরের ন্যায় গীর্জা আধিপত্য বিস্তার করে চেপে বসেছে। এ পাথর অপসারিত না হওয়া পর্যন্ত স্বাধীন চিন্তাধারা ও মতামত পোষণের সকল পথই থাকবে অবরুদ্ধ। রাজনীতিবিদরা ভাবতে লাগলেন যে রাষ্ট্রের ওপর গীর্জার ক্ষমতা ও আধিপত্য সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক ও অপ্রাকৃতিক। রাজনীতি ও রাষ্ট্র হতে ধর্ম সম্পূর্ণ মুক্ত ও সম্পর্কহীন হওয়া উচিত। ইউরোপের বিভিন্ন সম্প্রদায় ভাবতে লাগলো যে রোমান ক্যাথলিক চার্চ হচ্ছে জগতের ওপর রোমানদের আধিপত্য বিস্তারের একটি অজুহাত মাত্র। এর চির অবসান হওয়া উচিত। এমন কি স্বয়ং গীর্জার মধ্যে এমন একটি দল সৃষ্টি হয়ে গেলো, যারা ভাবতে লাগলো যে আমরা হযরত ঈসা (আঃ)-এর জীবনাদর্শ হতে দুরে সরে দুনিয়াদারীর সমুদয় শয়তানীর মধ্যে লিপ্ত হয়ে পড়েছি এবং আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ধন-সম্পদের পাহাড় সৃষ্টি করে গৌরব ও অহংকার প্রদর্শন করে জগতকে ধ্বংস করা। আমাদের দারিদ্রপূর্ণ জীবন জনসেবা ও বৈরাগ্যবাদী জীবন যাপন করে যীশুখৃষ্টের জীবনাদর্শের দিকে প্রত্যাবর্তন করা উচিত।

এ সব কিছু একত্রিত হয়ে ইউরোপ মহাদেশে এমন এক মহা বিপ্লব সৃষ্টি করলো, যাকে আমরা পুর্নজাগরণ নামে (Renaissanec) জেনে থাকি। বিকনের ন্যায় জ্ঞান পণ্ডিত, মিকাওয়ালী ও হিউগোগরেটিস এর ন্যায় রাজনীতি-বিদ, এবং গার্ডনিও বর্ণিও এর ন্যায় স্বাধীন চিন্তাবিদ এ বিপ্লব যুগেরই সৃষ্টি। গীর্জার যাজকবৃন্দ এ সব লোকদের বিরোধীতার জবাব ধর্মীয় আদালত সমূহের মাধ্যমে দেয় এবং ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সংস্কারের দাবীদার ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের মহাজনদেরকে তারা এমন ভয়ানক শাস্তি দেয় যার কথা ভাবলেও

www.pathagar.com

শরীর শিহরিয়ে উঠে। কিন্তু তাদের দমন নীতির ফলে গীর্জার বিরোধীতা এবং পোপবাদকে চিরতরে খতম করার আন্দোলন আরো জোরদার হয়। বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে নিজ নিজ জাতীয়তা রক্ষার চেতনা প্রবল হয়ে দেখা দেয়। চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবিদের জ্ঞান সাধনার বাসনা প্রবল হতে থাকে। দার্শনিকরা গীর্জাকে চিরতরে উচ্ছেদ করার জন্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। এমন কি স্বয়ং গীর্জা মহলের মধ্যে সংস্কারের দাবী ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। যার ফলে ষষ্ঠদশ শতাব্দী আরম্ভ হতে হতেই কলফহস ও লিউথর এর ন্যায় সংস্কারবাদী নেতাদের জন্ম হয়। তারা সম্মিলিত ক্রীশ্চিয়ান গীর্জাকে ভেঙ্গে দু'টি অংশে বিভক্ত করে নিয়মতান্ত্রিকভাবে এমন প্রোষ্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের জন্ম দেয়, যাদের মূল আকিদা হচ্ছে যীশুখৃষ্ট ও আল্লাহর মধ্যে কোন মাধ্যমের প্রয়োজন নেই। আর রোমান পোপদের ইনজীল কিতাব বুঝবার এবং ধর্মীয় নিয়ম কানুন পালনের যে অধিকার রয়েছে সাধারণ মানুষও সে অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে পারে না।

ত্রোয়দশ শতাব্দীতেই জাতীয় ভিত্তিক রাষ্ট্রগুলোর পত্তন হয়েছিলো। ষষ্টদশ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে পদার্পণ করেই জাতীয়তাবাদ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ধর্ম ও রাজনীতির পৃথকীকরণ ও ধর্মীয় উদারতার শক্তি খুব প্রবলরূপে মাথা-চাড়া দিয়ে ওঠে। ফলে ক্যাথালিক ও প্রোষ্ট্যান্ট সকল পক্ষের গীর্জা যাজকদের তল্পিতল্পা গুটাতে হলো। জ্ঞান-বিজ্ঞান, রাজনীতি ও অর্থনীতির সকল ক্ষেত্র চার্চের প্রভাব বলয় ও আধিপত্য হতে পূর্ণরূপে মুক্ত হয়। এর স্থানে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে এমন রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়, যেখানে ধর্ম হয়ে গেল সম্পূর্ণরূপে একটি ব্যক্তি আচরণের গণ্ডী সীমার মধ্যে আবদ্ধ। আর সামাজিক জীবনের ওপর আহবার ও রোহবান, পীর-পুরোহিত ও পাদ্রীদের প্রভুত্বের স্থানে সাধারণ মানুষ ও পার্লামেন্টের প্রভুত্ব হল শুরু।

আমাদের উল্লেখিত আলোচনা দ্বারা একথা পরিষ্কার হয়েছে যে খৃষ্টান-দের কখনো নিরংকুশভাবে আল্লাহর বন্দেগী করার ভাগ্য হয়নি। পোপগণ তাদেরকে মসিহ মরিয়ম, প্রধান গণকঠাকুর ও তাগুতের বন্দেগীর মধ্যে

www.pathagar.com

শরীর শিহরিয়ে উঠে। কিন্তু তাদের দমন নীতির ফলে গীর্জার বিরোধীতা এবং পোপবাদকে চিরতরে খতম করার আন্দোলন আরো জোরদার হয়। বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে নিজ নিজ জাতীয়তা রক্ষার চেতনা প্রবল হয়ে দেখা দেয়। চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবিদের জ্ঞান সাধনার বাসনা প্রবল হতে থাকে। দার্শনিকরা গীর্জাকে চিরতরে উচ্ছেদ করার জন্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। এমন কি স্বয়ং গীর্জা মহলের মধ্যে সংস্কারের দাবী ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। যার ফলে ষষ্ঠদশ শতাব্দী আরম্ভ হতে হতেই কলফহস ও লিউথর এর ন্যায় সংস্কারবাদী নেতাদের জন্ম হয়। তারা সম্মিলিত ক্রীশ্চিয়ান গীর্জাকে ভেঙ্গে দু'টি অংশে বিভক্ত করে নিয়মতান্ত্রিকভাবে এমন প্রোটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের জন্ম দেয়, যাদের মূল আকিদা হচ্ছে যীশুখৃষ্ট ও আল্লাহর মধ্যে কোন মাধ্যমের প্রয়োজন নেই। আর রোমান পোপদের ইনজীল কিতাব বুঝবার এবং ধর্মীয় নিয়ম কানুন পালনের যে অধিকার রয়েছে সাধারণ মানুষও সে অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে পারে না।

ত্রোয়দশ শতাব্দীতেই জাতীয় ভিত্তিক রাষ্ট্রগুলোর পত্তন হয়েছিলো। ষষ্টদশ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে পদার্পণ করেই জাতীয়তাবাদ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ধর্ম ও রাজনীতির পৃথকীকরণ ও ধর্মীয় উদারতার শক্তি খুব প্রবলরূপে মাথা-চাড়া দিয়ে ওঠে। ফলে ক্যাথালিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট সকল পক্ষের গীর্জা যাজকদের তল্পিতল্পা গুটাতে হলো। জ্ঞান-বিজ্ঞান, রাজনীতি ও অর্থনীতির সকল ক্ষেত্র চার্চের প্রভাব বলয় ও আধিপত্য হতে পূর্ণরূপে মুক্ত হয়। এর স্থানে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে এমন রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়, যেখানে ধর্ম হয়ে গেল সম্পূর্ণরূপে একটি ব্যক্তি আচরণের গণ্ডী সীমার মধ্যে আবদ্ধ। আর সামাজিক জীবনের ওপর আহবার ও রোহবান, পীর-পুরোহিত ও পাদ্রীদের প্রভুত্বের স্থানে সাধারণ মানুষ ও পার্লামেন্টের প্রভুত্ব হল শুরু।

আমাদের উল্লেখিত আলোচনা দ্বারা একথা পরিষ্কার হয়েছে যে খৃস্টান-দের কখনো নিরংকুশভাবে আল্লাহর বন্দেগী করার ভাগ্য হয়নি। পোপগণ তাদেরকে মসিহ মরিয়ম, প্রধান গণকঠাকুর ও তাগুতের বন্দেগীর মধ্যে

www.pathagar.com

আবদ্ধ করে রেখেছিলো। রোমান ক্যাথালিকরা চার্চের শিরকীপূর্ণ কিংবদন্তীর দ্বার উন্মুক্ত করে দিলো এবং লোথরের সংস্কারী ভূমিকা গীর্জাকে সামাজিক জীবন হতে বেদখল করে সে স্থানে সাধারণ মানুষকে, পার্লামেন্টের মেম্বরদেরকে, রাজা বাদশা ও প্রসিডেন্টদেরকে দান করলো। এমনিভাবে ব্যক্তিগত জীবন ও সাধারণ সামাজিক জীবনের জন্যে পৃথক পৃথক পথ প্রদর্শক সৃষ্টি করা হল।

১৯৪১ সনের মহাযুদ্ধ যখন গণপ্রজাতন্ত্রগুলোর দুর্বলতা তুলে ধরলো তখন ইউরোপের কোন কোন দেশে এক নায়কত্ব ও স্বৈরতন্ত্রের সূচনা হলো। স্বৈরাতন্ত্র ও গণতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য শুধু নেতাদের সংখ্যার পার্থক্য ছাড়া কিছুই নয়। গণতন্ত্রের বহু প্রভু একত্রিত হয়ে আইন প্রণয়ন করে ও প্রভুত্ব করে। আর স্বৈরতন্ত্রে শুধু একজন প্রভু স্বীয় আমলা ও সহ-যোগীদের সহায়তায় প্রভুত্ব করে।

সোভিয়েট রাশিয়া

রাশিয়ায় বর্তমানে সমাজতন্ত্রের জয়জয়কার চলছে।[১] সমাজতন্ত্র হচ্ছে গণতন্ত্রেরই সর্বশেষ একটি নতুন সংস্করণ। গণতন্ত্র আল্লাহ ও ধর্মকে ব্যক্তিগত জীবনের চৌহদ্দীর মধ্যে আবদ্ধ করে রাখে। আর সমাজতন্ত্র একধাপ অগ্রসর হয়ে এ ক্ষীণ সম্পর্কটুকুও কর্তন করে। মানব জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে মানুষের শাসন কর্তৃত্ব চালিয়ে দেয়। এখানে খৃষ্টান ত্রিতত্ববাদের স্থান মার্কস লেনিন ও স্টালিনকে দেয়া হয়েছে। এ মহা পুরুষত্রয় আকিদা বিশ্বাস, চরিত্র, অর্থনীতি ও রাজনীতির যে নিয়ম-নীতি রচনা করে সেখানে চালু করেছে তাই হচ্ছে রাশিয়ার ধর্ম।

---

(১) এ কথা দ্বারা লেখক পঞ্চাশ বছর আগের অবস্থা বুঝিয়েছেন।

www.pathagar.com

আবদ্ধ করে রেখেছিলো। রোমান ক্যাথালিকরা চার্চের শিরকীপূর্ণ কিংবদন্তীর দ্বার উন্মুক্ত করে দিলো এবং লোথরের সংস্কারী ভূমিকা গীর্জাকে সামাজিক জীবন হতে বেদখল করে সে স্থানে সাধারণ মানুষকে, পার্লামেন্টের মেম্বরদেরকে, রাজা বাদশা ও প্রসিডেন্টদেরকে দান করলো। এমনিভাবে ব্যক্তিগত জীবন ও সাধারণ সামাজিক জীবনের জন্যে পৃথক পৃথক পথ প্রদর্শক সৃষ্টি করা হল।

১৯৪১ সনের মহাযুদ্ধ যখন গণপ্রজাতন্ত্রগুলোর দুর্বলতা তুলে ধরলো তখন ইউরোপের কোন কোন দেশে এক নায়কত্ব ও স্বৈরতন্ত্রের সূচনা হলো। স্বৈরাতন্ত্র ও গণতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য শুধু নেতাদের সংখ্যার পার্থক্য ছাড়া কিছুই নয়। গণতন্ত্রের বহু প্রভু একত্রিত হয়ে আইন প্রণয়ন করে ও প্রভুত্ব করে। আর স্বৈরতন্ত্রে শুধু একজন প্রভু স্বীয় আমলা ও সহ-যোগীদের সহায়তায় প্রভুত্ব করে।

সোভিয়েট রাশিয়া

রাশিয়ায় বর্তমানে সমাজতন্ত্রের জয়জয়কার চলছে।[১] সমাজতন্ত্র হচ্ছে গণতন্ত্রেরই সর্বশেষ একটি নতুন সংস্করণ। গণতন্ত্র আল্লাহ ও ধর্মকে ব্যক্তিগত জীবনের চৌহদ্দীর মধ্যে আবদ্ধ করে রাখে। আর সমাজতন্ত্র একধাপ অগ্রসর হয়ে এ ক্ষীণ সম্পর্কটুকুও কর্তন করে। মানব জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে মানুষের শাসন কর্তৃত্ব চালিয়ে দেয়। এখানে খৃষ্টান ত্রিতত্ববাদের স্থান মার্কস লেনিন ও ষ্টালিনকে দেয়া হয়েছে। এ মহা পুরুষত্রয় আকিদা বিশ্বাস, চরিত্র, অর্থনীতি ও রাজনীতির যে নিয়ম-নীতি রচনা করে সেখানে চালু করেছে তাই হচ্ছে রাশিয়ার ধর্ম।

(১) এ কথা দ্বারা লেখক পঞ্চাশ বছর আগের অবস্থা বুঝিয়েছেন।

www.pathagar.com

মুসলমানদের বর্তমান অবস্থার সমীক্ষা

এতক্ষণ যারা শিরকীর প্রতি শত্রুতা পোষণের দাবীদার নয় তাদের বিষয় আলোচনা করলাম। এখন আমাদের সেই লোকদের সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে, যারা খালেছ তাওহীদের দাবীদার এবং তাওহীদের ভিত্তির উপরই তাদের জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত। আর তাদের প্রতিষ্ঠারও একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে এ জগত হতে শিরককে মিটিয়ে তাওহীদকে প্রতিষ্ঠিত করা।

এটা অবিসংবাদিত কথা যে স্থান ও পাত্র পরিবর্তন দ্বারা কখনো বস্তুর মূল-তত্ত্বের বিবর্তন হয় না। মুশরিকদের মধ্যে যে বস্তু শিরক, আহলে কিতাবদের মধ্যে এবং মুনাফিকদের মধ্যে যা কিছু শিরক, সেই বস্তুই যদি মুসলমানদের মধ্যে পাওয়া যায়, তা কখনো তাওহীদ হবে না। বরং শিরকই থাকবে। মূলমূত্র যদিও স্বর্ণ রৌপ্যের নির্মিত সুন্দরতম পাত্রে রাখা হয় উভয় স্থানেই তা অপবিত্র। স্থান ও পাত্র পরিবর্তনের ফলে তার মূল গুণ ও বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কোনই পার্থক্য হয়নি। অবশ্য অবস্থার পরিবর্তনের ফলে তার হুকুম অবশ্যই পরিবর্তন হয়। শুকর ও শরাব অপবিত্র। সর্বাবস্থায়ই তা নাপাক। কিন্তু কোন ক্ষুধার্ত লোক কোন কিছু না পাওয়া অবস্থায় যদি প্রাণ রক্ষার্থে কিছুটা আহার করে, তাহলে শরীয়াত এ জন্য তাকে অভিযুক্ত করে না। সুতরাং একটি বিষয় হচ্ছে বাস্তবতা, আর একটি বিষয় হচ্ছে অবস্থার পরিবর্তনের ফলে তার বিধান। এ অধ্যায় আমরা বাস্তবতার রূপরেখা নিয়ে আলোচনা করবো। আর এর পরবর্তী অধ্যায়ে এর বিধান বর্ণনা করার প্রয়াস পাবো।

মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা যদি পর্যালোচনা করা হয় এবং সত্যকে স্বীকৃতি দিতে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না হয়, তাহলে আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে প্রাচীন আরবীয় জাহেলিয়াত হতে আরম্ভ করে মুনাফেকদের পর্যন্ত শিরকের যতটি শ্রেণীর কথা বর্ণনা করা হয়েছে তা সব না হলেও এর বিরাট একটি অংশ মুসলমাদের মধ্যে বর্তমান পাওয়া যায়। বিবর্তন শুধু রূপরেখাই এসেছে আসল বস্তুতে নয়। জাহেলী আরবে জ্বিনদের

www.pathagar.com

মুসলমানদের বর্তমান অবস্থার সমীক্ষা

এতক্ষণ যারা শিরকীর প্রতি শত্রুতা পোষণের দাবীদার নয় তাদের বিষয় আলোচনা করলাম। এখন আমাদের সেই লোকদের সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে, যারা খালেছ তাওহীদের দাবীদার এবং তাওহীদের ভিত্তির উপরই তাদের জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত। আর তাদের প্রতিষ্ঠারও একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে এ জগত হতে শিরককে মিটিয়ে তাওহীদকে প্রতিষ্ঠিত করা।

এটা অবিসংবাদিত কথা যে স্থান ও পাত্র পরিবর্তন দ্বারা কখনো বস্তুর মূলতত্ত্বের বিবর্তন হয় না। মুশরিকদের মধ্যে যে বস্তু শিরক, আহ্লে কিতাবদের মধ্যে এবং মুনাফিকদের মধ্যে যা কিছু শিরক, সেই বস্তুই যদি মুসলমানদের মধ্যে পাওয়া যায়, তা কখনো তাওহীদ হবে না। বরং শিরকই থাকবে। মূলমূত্র যদিও স্বর্ণ রৌপ্যের নির্মিত সুন্দরতম পাত্রে রাখা হয় উভয় স্থানেই তা অপবিত্র। স্থান ও পাত্র পরিবর্তনের ফলে তার মূল গুণ ও বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কোনই পার্থক্য হয়নি। অবশ্য অবস্থার পরিবর্তনের ফলে তার হুকুম অবশ্যই পরিবর্তন হয়। শুকর ও শরাব অপবিত্র। সর্বাবস্থায়ই তা নাপাক। কিন্তু কোন ক্ষুধার্ত লোক কোন কিছু না পাওয়া অবস্থায় যদি প্রাণ রক্ষার্থে কিছুটা আহার করে, তাহলে শরীয়াত এ জন্য তাকে অভিযুক্ত করে না। সুতরাং একটি বিষয় হচ্ছে বাস্তবতা, আর একটি বিষয় হচ্ছে অবস্থার পরিবর্তনের ফলে তার বিধান। এ অধ্যায় আমরা বাস্তবতার রূপরেখা নিয়ে আলোচনা করবো। আর এর পরবর্তী অধ্যায়ে এর বিধান বর্ণনা করার প্রয়াস পাবো।

মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা যদি পর্যালোচনা করা হয় এবং সত্যকে স্বীকৃতি দিতে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না হয়, তাহলে আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে প্রাচীন আরবীয় জাহেলিয়াত হতে আরম্ভ করে মুনাফেকদের পর্যন্ত শিরকের যতটি শ্রেণীর কথা বর্ণনা করা হয়েছে তা সব না হলেও এর বিরাট একটি অংশ মুসলমাদের মধ্যে বর্তমান পাওয়া যায়। বিবর্তন শুধু রূপরেখাই এসেছে আসল বস্তুতে নয়। জাহেলী আরবে জ্বিনদের

www.pathagar.com

পূজা নক্ষত্ররাজীর পূজা, পূর্ব পুরুষের পূজা আহলে কিতাবদের আলেম-ওলামা, পীর-পুরোহিত ও ধর্ম যাজকদের পূজা, জিব্‌ত পূজা, তাগুতের পূজা, জাতি পূজা, ও শিরকীর প্রতি সহায়তা, মুনাফেকদের তাগুত পূজা আমিত্বের পূজা, স্বার্থের পূজা ইত্যাদি সব কিছুর মধ্যে এমন কোন পূজা নেই, যা বর্তমান মুসলিম সমাজে পাওয়া যাচ্ছে না।

বহু মুসলামন রয়েছে যারা যাদু বিদ্যা ভাগ্য গণনা বিদ্যা ইত্যাদি অভিশপ্ত শিরকী কাজের মধ্যে লিপ্ত রয়েছে। তারা তাবীজ-তুমার যাদু, টোট্‌কা, তেলেছমাতি ইত্যাদি বিষয়কে জীবিকা অর্জনের পেশা বানিয়ে নিয়েছে।[১]

জ্বিন বশীভূত করা এবং শয়তানী আমল অজীফার ইল্‌মই তাদের কাছে আসল ইল্‌ম। জ্বিনভূত বশীভূত করার জন্য তারা নানারূপ কঠোর যোগ-

---

(১) রাসূল করীম (সাঃ)-এর হাদীসে যে সব তাবীজ-তুমারের কথা পাওয়া, যায় প্রথমত তা হচ্ছে বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে বর্ণিত। দ্বিতীয়ত এ সব তাবীজের মূল ভাবধারা মহা শক্তিমান অদ্বিতীয় আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত এবং তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা বিশেষ। একমাত্র তাঁর প্রতি নির্ভরশীল হওয়া এবং গায়রুল্লাহ্ থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকাই তা দ্বারা প্রকাশ পায়।

যে সব তাবীজে অর্থহীন কথা থাকে এবং শির্‌ক মিশ্রণের সন্দেহ হয় বা শির্‌ক হয় বলে জানা যায় শরীয়াতে তা বৈধ হওয়ার কোনই অবকাশ নেই। কিন্তু এটা দেখে মনে বড়ই দুঃখ হয় যে, বর্তমান যুগে তাবীজ বিক্রি করার দোকানগুলো এমন সব তাবীজ দ্বারা চলছে যা সাধারণত মুশরিকী এবং দ্বার্থবোধক ভাষায় লিখিত। কুরআনের আয়াত অবলম্বনে তাবীজ লিখা হলে তাও হয় আয়াতগুলো তাহরীফ ও রদ বদল করা অবস্থায়। জনৈক বুযুর্গ ব্যক্তি আমাকে বিচ্ছুর বিষ নষ্টের একটি আয়াত বলে দিলেন যাতে সূরা নাসের প্রত্যেকটি শব্দের শেষ হরফটি ছিল অনুপস্থিত। আমি বললাম, জনাব কুরআনকে রূপান্তরিত করে অর্থহীন করার দায়িত্বটি আপনিই নিজ ঘাড়ে বহন করেলন। এ ব্যাপারে আমাকে ক্ষমা করুন। তখন সে এ কথায় খুব দুঃখিত হলেন।

www.pathagar.com

পূজা নক্ষত্ররাজীর পূজা, পূর্ব পুরুষের পূজা আহলে কিতাবদের আলেম-ওলামা, পীর-পুরোহিত ও ধর্ম যাজকদের পূজা, জিব্‌ত পূজা, তাগুতের পূজা, জাতি পূজা, ও শিরকীর প্রতি সহায়তা, মুনাফেকদের তাগুত পূজা আমিত্বের পূজা, স্বার্থের পূজা ইত্যাদি সব কিছুর মধ্যে এমন কোন পূজা নেই, যা বর্তমান মুসলিম সমাজে পাওয়া যাচ্ছে না।

বহু মুসলামন রয়েছে যারা যাদু বিদ্যা ভাগ্য গণনা বিদ্যা ইত্যাদি অভিশপ্ত শিরকী কাজের মধ্যে লিপ্ত রয়েছে। তারা তাবীজ-তুমার যাদু, টোট্‌কা, তেলেছমাতি ইত্যাদি বিষয়কে জীবিকা অর্জনের পেশা বানিয়ে নিয়েছে।[১]

জ্বিন বশীভূত করা এবং শয়তানী আমল অজীফার ইল্‌মই তাদের কাছে আসল ইল্‌ম। জ্বিনভূত বশীভূত করার জন্য তারা নানারূপ কঠোর যোগ-

---

(১) রাসূল করীম (সাঃ)-এর হাদীসে যে সব তাবীজ-তুমারের কথা পাওয়া, যায় প্রথমত তা হচ্ছে বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে বর্ণিত। দ্বিতীয়ত এ সব তাবীজের মূল ভাবধারা মহা শক্তিমান অদ্বিতীয় আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত এবং তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা বিশেষ। একমাত্র তাঁর প্রতি নির্ভরশীল হওয়া এবং গায়রুল্লাহ্ থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকাই তা দ্বারা প্রকাশ পায়।

যে সব তাবীজে অর্থহীন কথা থাকে এবং শির্ক মিশ্রণের সন্দেহ হয় বা শির্ক হয় বলে জানা যায় শরীয়াতে তা বৈধ হওয়ার কোনই অবকাশ নেই। কিন্তু এটা দেখে মনে বড়ই দুঃখ হয় যে, বর্তমান যুগে তাবীজ বিক্রি করার দোকানগুলো এমন সব তাবীজ দ্বারা চলছে যা সাধারণত মুশরিকী এবং দ্বার্থবোধক ভাষায় লিখিত। কুরআনের আয়াত অবলম্বনে তাবীজ লিখা হলে তাও হয় আয়াতগুলো তাহরীফ ও রদ বদল করা অবস্থায়। জনৈক বুযুর্গ ব্যক্তি আমকে বিচ্ছুর বিষ নষ্টের একটি আয়াত বলে দিলেন যাতে সূরা নাসের প্রত্যেকটি শব্দের শেষ হরফটি ছিল অনুপস্থিত। আমি বললাম, জনাব কুরআনকে রূপান্তরিত করে অর্থহীন করার দায়িত্বটি আপনিই নিজ ঘাড়ে বহন করেলেন। এ ব্যাপারে আমাকে ক্ষমা করুন। তখন সে এ কথায় খুব দুঃখিত হলেন।

www.pathagar.com

সাধনা করে, চিল্লায় বসে ও নজর নিয়ায শির্নি ও মান্নৎ করে। আর জ্বিন ভূত ইত্যাদিকে গায়েবী ইল্ম লাভের মাধ্যম ভেবে থাকে। তাদেরকে ক্ষতি-কারক ও উপকারকারকও ভাবতে ত্রুটি করে না। বহু অবস্থায় তাদের দোহাই দেয় এবং তাদের সাথে সম্পর্কের দরুন বহু বৈধ বস্তুকে অবৈধ করে নেয় ও অবৈধকে বৈধ করে।

বহু লোক রয়েছে যারা ইলমুল (আছমায়া আল্লাহর নাম সমূহের জ্ঞান) ও কলেমার খছিয়াত সমূহের আলোচনা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। এ ইল্মকে ইহুদীরা যেরূপ অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্যে ব্যবহার করতো, তদ্রূপ তারাও অসৎ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে ববহার করে। এমন কি কতিপয় যালেম লোক স্বয়ং কুরআন করীমকে ভালবাসা, শত্রুতা বশীকরণ, বিচ্ছেদ ইত্যাদি কাজের জন্যে দফতর বানিয়ে রেখেছে। এ ধরণের আমলকারী লোকেরা কোন কোন সময় আল্লাহর নেয়ামতকে অস্থায়ীভাবে কোন কোন অবস্থায় সম্পূর্ণরূপে হারাম করে দেয়। এ শ্রেণীর কোন্ কোন লোকের সম্মুখে আল্লাহর হুকুম ব্যতীত কোন বস্তুকে হালাল হারাম করা শিরকী বললে তারা বিস্ময় বোধ করে।

কলেরা বসন্ত ও মহামারীর সময় অথবা বিশেষ বিশেষ রোগের রোগীদের ছোঁয়া লাগার ভয়ে বহু জিনিস ব্যবহার করা বন্ধ করে দেয়। কারণ যাদের দরুন এ সব রোগ ব্যাধি হয়, এ সব বস্তু তাদের কাছে অপ্রিয়। এগুলি দেখে তারা আরো ক্ষিপ্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। তাদের মনোরঞ্জনের জন্যেই তারা এসব জিনিস ব্যবহার করে না।

দিন মাস নক্ষত্র চন্দ্র গ্রহণ সূর্যগ্রহণ, সম্পর্কে এমন সব বহু অলীক শিরকী ধারণা প্রচলিত রয়েছে, যার মধ্যে নারী-পুরুষ সকল লোকেই নিপতিত।

বহু মুসলমান রয়েছে যারা পূর্ব পুরুষ পূজার অভিশাপের মধ্যে নিপতিত। দেশের বহু ক্ষেত্রে শায়খ, মাশায়েখ, বুযুর্গ ও অলী আল্লাহদের কবর রয়েছে, সেগুলোর প্রকাশ্যে পূজা হচ্ছে। কবরগুলির সম্মুখে নজর নিয়ায মান্নৎ উপস্থিত করা হয়। কবরের নামে কুরবানী করা হয়, কবরের ওপর অতিমূল্য-বান চাঁদর জড়িয়ে সাঁজান হয়, দোয়া চাওয়া হয়, বিপদ-আপদ বালা মুসিবৎ ও ক্ষতি লোকসানকে কবরবাসীদের অসন্তুষ্টির ফল বলে ধরে নেয়া

www.pathagar.com

সাধনা করে, চিল্লায় বসে ও নজর নিয়ায শিন্নি ও মান্নৎ করে। আর জ্বিন ভূত ইত্যাদিকে গায়েবী ইল্‌ম লাভের মাধ্যম ভেবে থাকে। তাদেরকে ক্ষতি-কারক ও উপকারকারকও ভাবতে ত্রুটি করে না। বহু অবস্থায় তাদের দোহাই দেয় এবং তাদের সাথে সম্পর্কের দরুন বহু বৈধ বস্তুকে অবৈধ করে নেয় ও অবৈধকে বৈধ করে।

বহু লোক রয়েছে যারা ইলমুল (আছমায়া আল্লাহর নাম সমূহের জ্ঞান) ও কলেমার খছিয়াত সমূহের আলোচনা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। এ ইল্‌মকে ইহুদীরা যেরূপ অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্যে ব্যবহার করতো, তদ্রূপ তারাও অসৎ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে ববহার করে। এমন কি কতিপয় যালেম লোক স্বয়ং কুরআন করীমকে ভালবাসা, শত্রুতা বশীকরণ, বিচ্ছেদ ইত্যাদি কাজের জন্যে দফতর বানিয়ে রেখেছে। এ ধরণের আমলকারী লোকেরা কোন কোন সময় আল্লাহর নেয়ামতকে অস্থায়ীভাবে কোন কোন অবস্থায় সম্পূর্ণরূপে হারাম করে দেয়। এ শ্রেণীর কোন্ কোন লোকের সম্মুখে আল্লাহর হুকুম ব্যতীত কোন বস্তুকে হালাল হারাম করা শিরকী বললে তারা বিস্ময় বোধ করে।

কলেরা বসন্ত ও মহামারীর সময় অথবা বিশেষ বিশেষ রোগের রোগীদের ছোঁয়া লাগার ভয়ে বহু জিনিস ব্যবহার করা বন্ধ করে দেয়। কারণ যাদের দরুন এ সব রোগ ব্যাধি হয়, এ সব বস্তু তাদের কাছে অপ্রিয়। এগুলি দেখে তারা আরো ক্ষিপ্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। তাদের মনোরঞ্জনের জন্যেই তারা এসব জিনিস ব্যবহার করে না।

দিন মাস নক্ষত্র চন্দ্র গ্রহণ সূর্যগ্রহণ, সম্পর্কে এমন সব বহু অলীক শিরকী ধারণা প্রচলিত রয়েছে, যার মধ্যে নারী-পুরুষ সকল লোকেই নিপতিত।

বহু মুসলমান রয়েছে যারা পূর্ব পুরুষ পূজার অভিশাপের মধ্যে নিপতিত। দেশের বহু ক্ষেত্রে শায়খ, মাশায়েখ, বুযুর্গ ও অলী আল্লাহদের কবর রয়েছে, সেগুলোর প্রকাশ্যে পূজা হচ্ছে। কবরগুলির সম্মুখে নজর নিয়ায মান্নৎ উপস্থিত করা হয়। কবরের নামে কুরবানী করা হয়, কবরের ওপর অতিমূল্য-বান চাঁদর জড়িয়ে সাঁজান হয়, দোয়া চাওয়া হয়, বিপদ-আপদ বালা মুসিবৎ ও ক্ষতি লোকসানকে কবরবাসীদের অসন্তুষ্টির ফল বলে ধরে নেয়া

www.pathagar.com

হয়। এ কবরগুলো জিয়ারতের জন্যে মানুষ দূর-দুরান্ত হতে সফর করে উপস্থিত হয়ে থাকে। কবরের কাছে মোরাকাবা করা হয়, কবরকে সিজদা করা হয়, এছাড়া আরো বহু কাজ করে—যেগুলো হারাম ও বিদায়াত হওয়ার শরীয়াতে সুস্পষ্ট ঘোষণা বিদ্যমান। আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্যে তাদের অসিলা দেয়া অপরিহার্য ভাবা হয়। এমন কি তারা সব কিছু শুনে ও দেখে বলে ভাবা হয়। ভয়ভীতি ও বিপদের সময় সাহায্যের জন্যে তাদেরকে ডাকা হয়। আল্লাহর দরবারে তাদেরকে নিজদের সুপারিশকারী মনে করা হয়। তাদের কাছে এ দুনিয়ার সাফল্য মামলা মোকদ্দমায় জয়, ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতি এবং সন্তান সন্ততিতে বরকতের জন্যে প্রার্থনা করা হয়। তাদের দরবারে বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও মকসুদ পূরণের নিমিত্ত দরখাস্ত পেশ করা হয়। এমন কি কোন কোন মাযারে দরখাস্তকারীদের আবেদন পেশ করার বিশেষ নিয়মের ব্যবস্থাও রয়েছে।

আমাদের সমাজে সাহাবায়ে কেরাম, নবীকরীম (সাঃ) ও নবীদের পরিবার পরিজনের নামে বহু শিরকী নিয়ম ও বিদায়াত চালু রয়েছে। তাদের নামে বিশেষ বিশেষ খাদ্য তৈরী করা হয় এবং তা ভক্ষণের নিয়ম কানুন মুশরিকদের ন্যায় মান্য করা হয়। এ ব্যাপারে আল-কুরআনের সূরা আনয়ামে আলোচনা বিদ্যমান।

এমন কি মহানবী (সাঃ)-কেও আল্লাহর বিশেষ বিশেষ গুণাবলীর সাথে অংশীদার করা হয়। যেমন কোন কবি লিখেছেন ঃ

وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر
اتر پڑا وہ مدینہ میں مصطفی ہو کر ہ

"অর্থাৎ যিনি আল্লাহ রূপে আরশের উপর অবস্থিত ছিলেন, তিনিই মদীনায় মোস্তফা বা নবী রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন।" (নাউযুবিল্লাহ)

মহানবী (সাঃ) এবং সাহাবায়ে কেরামদের পরিত্যাক্ত ও ব্যবহৃত স্থানকে বরকতময় মনে করে এ গুলি যিয়ারতের বিরাট এক রসমী বিদায়াত করে নেয়া হয়েছে। কোন কোন স্থানে বুযুর্গদের কবর এবং সিন্দুকগুলো অথবা নবী করীম (সাঃ) এর পদ চিহ্ন বিধৌত পানি জিয়ারতকারী লোকদের

www.pathagar.com

হয়। এ কবরগুলো জিয়ারতের জন্যে মানুষ দূর-দুরান্ত হতে সফর করে উপস্থিত হয়ে থাকে। কবরের কাছে মোরাকাবা করা হয়, কবরকে সিজদা করা হয়, এছাড়া আরো বহু কাজ করে—যেগুলো হারাম ও বিদায়াত হওয়ার শরীয়াতে সুস্পষ্ট ঘোষণা বিদ্যমান। আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্যে তাদের অসিলা দেয়া অপরিহার্য ভাবা হয়। এমন কি তারা সব কিছু শুনে ও দেখে বলে ভাবা হয়। ভয়ভীতি ও বিপদের সময় সাহায্যের জন্যে তাদেরকে ডাকা হয়। আল্লাহর দরবারে তাদেরকে নিজদের সুপারিশকারী মনে করা হয়। তাদের কাছে এ দুনিয়ার সাফল্য মামলা মোকদ্দমায় জয়, ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতি এবং সন্তান সন্ততিতে বরকতের জন্যে প্রার্থনা করা হয়। তাদের দরবারে বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও মকসুদ পুরণের নিমিত্ত দরখাস্ত পেশ করা হয়। এমন কি কোন কোন মাযারে দরখাস্তকারীদের আবেদন পেশ করার বিশেষ নিয়মের ব্যবস্থাও রয়েছে।

আমাদের সমাজে সাহাবায়ে কেরাম, নবীকরীম (সাঃ) ও নবীদের পরিবার পরিজনের নামে বহু শিরকী নিয়ম ও বিদায়াত চালু রয়েছে। তাদের নামে বিশেষ বিশেষ খাদ্য তৈরী করা হয় এবং তা ভক্ষণের নিয়ম কানুন মুশরিকদের ন্যায় মান্য করা হয়। এ ব্যাপারে আল-কুরআনের সূরা আনয়ামে আলোচনা বিদ্যমান।

এমন কি মহানবী (সাঃ)-কেও আল্লাহর বিশেষ বিশেষ গুণাবলীর সাথে অংশীদার করা হয়। যেমন কোন কবি লিখেছেন ঃ

وهی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر
اتر پڑا وہ مدینہ میں مصطفی ہو کر ۝

"অর্থাৎ যিনি আল্লাহ রূপে আরশের উপর অবস্থিত ছিলেন, তিনিই মদীনায় মোস্তফা বা নবী রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন।" (নাউযুবিল্লাহ)

মহানবী (সাঃ) এবং সাহাবায়ে কেরামদের পরিত্যাক্ত ও ব্যবহৃত স্থানকে বরকতময় মনে করে এ গুলি যিয়ারতের বিরাট এক রস্‌মী বিদায়াত করে নেয়া হয়েছে। কোন কোন স্থানে বুযুর্গদের কবর এবং সিন্দুকগুলো অথবা নবী করীম (সাঃ) এর পদ চিহ্ন বিধৌত পানি জিয়ারতকারী লোকদের

www.pathagar.com

মধ্যে বন্টন করা হয়। আর মানুষ এটাকে বহু দৈহিক ও মানসিক রোগ ব্যাধির অব্যর্থ ঔষধ ভেবে চোখে মুখে লাগায়, মাথায় দেয়, পান করে। মুহররমের তাজিয়ার কথা সকল লোকই বিদিত। শহর বন্দর ও গ্রাম গঞ্জের প্রায় স্থানেই এ বিদায়াত দেখা যায়।

বহু লোক নিজদের হসব নসব ও বংশকে নাযাতের মাধ্যম অথবা কমপক্ষে আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম ভেবে থাকে। বাপ-দাদা ও পূর্ব পুরুষদের রেওয়াজ ও তরীকা তাদের কাছে দ্বীন শরীয়াতের মর্যাদা রাখে। শরীয়াতের মোকাবিলায় প্রকাশ্যে সামাজিক রেওয়াজ ও প্রথাকে প্রধান্য দান মুসলমানদের প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে বর্তমান পাওয়া যায়।

দ্বীনী ব্যাপারে আল্লাহর বিধান ও রাসূলের আদর্শের অনুসন্ধান নেই বললেই চলে। মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন ফের্কাবন্দী রয়েছে। প্রত্যেক ফের্কার মধ্যে সাধারণ লোক হতে আরম্ভ করে আলেম ওলামাদের মধ্যেও এমন চরমপন্থী ও গোড়া লোক বর্তমান যারা নিজের বিশেষ তরীকা নিজ ফের্কার আলেম ওলামা এবং নিজদের ইমামের বেলায় কট্টর ও গোড়াপন্থী হয়। তাদের সীমার বাইরে হক্ক ও হেদায়াতের ধারণা করাও তাদের পক্ষে খুব কষ্টকর ব্যাপার। তারা এতটা কট্টর ও গোড়ামীতে নিপতিত যে কুরআন হাদীসকে কাট্‌ছাট্‌ করতে দ্বিধাবোধ করে না। কিন্তু নিজ ইমামের কথার উপর মুখ থেকে টু শব্দও বের হবে না। কোন কোন লোক এ কথাও বলেন যে, কুরআনের এ আয়াত নবী পাকের এ হাদীস অবশ্যই আমাদের ইমামের জানা রয়েছে। কিন্তু তা সত্বেও তার ফতুয়া যখন এইরূপ, তখন আমরা ফতুয়াই আমল করবো। আয়াত ও হাদীসের তত্ত্ব বুঝা তার দায়িত্ব।

এমন বহু লোক রয়েছে আল্লাহর ফজলে যারা দ্বীনী ইলেমের অধিকারী। কিন্তু নিজ নিজ শায়খ মাশায়েখ ও পীর ফকীরকেই সত্যের মাপকাঠী ভাবেন। তাদের পীর মাশায়েখরা যে মাসলক ও তরীকার উপর রয়েছেন তা ভ্রান্ত হওয়া তাদের কাছে কোনক্রমেই সম্ভব নয়। তাদের পীর মাশায়েখ যে তরীকা ও মাসলকের ওপর নেই সে তরীকা ও মাসলকের বিশুদ্ধতার পক্ষে কুরআন

www.pathagar.com

মধ্যে বন্টন করা হয়। আর মানুষ এটাকে বহু দৈহিক ও মানসিক রোগ ব্যাধির অব্যর্থ ঔষধ ভেবে চোখে মুখে লাগায়, মাথায় দেয়, পান করে। মুহররমের তাজিয়ার কথা সকল লোকই বিদিত। শহর বন্দর ও গ্রাম গঞ্জের প্রায় স্থানেই এ বিদায়াত দেখা যায়।

বহু লোক নিজদের হসব নসব ও বংশকে নাযাতের মাধ্যম অথবা কমপক্ষে আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম ভেবে থাকে। বাপ-দাদা ও পূর্ব পুরুষদের রেওয়াজ ও তরীকা তাদের কাছে দ্বীন শরীয়াতের মর্যাদা রাখে। শরীয়াতের মোকাবিলায় প্রকাশ্যে সামাজিক রেওয়াজ ও প্রথাকে প্রধান্য দান মুসলমানদের প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে বর্তমান পাওয়া যায়।

দ্বীনী ব্যাপারে আল্লাহর বিধান ও রাসূলের আদর্শের অনুসন্ধান নেই বললেই চলে। মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন ফের্কাবন্দী রয়েছে। প্রত্যেক ফের্কার মধ্যে সাধারণ লোক হতে আরম্ভ করে আলেম ওলামাদের মধ্যেও এমন চরমপন্থী ও গোড়া লোক বর্তমান যারা নিজের বিশেষ তরীকা নিজ ফের্কার আলেম ওলামা এবং নিজদের ইমামের বেলায় কট্টর ও গোড়াপন্থী হয়। তাদের সীমার বাইরে হক্ক ও হেদায়াতের ধারণা করাও তাদের পক্ষে খুব কষ্টকর ব্যাপার। তারা এতটা কট্টর ও গোড়ামীতে নিপতিত যে কুরআন হাদীসকে কাট্ছাট্ করতে দ্বিধাবোধ করে না। কিন্তু নিজ ইমামের কথার উপর মুখ থেকে টু শব্দও বের হবে না। কোন কোন লোক এ কথাও বলেন যে, কুরআনের এ আয়াত নবী পাকের এ হাদীস অবশ্যই আমাদের ইমামের জানা রয়েছে। কিন্তু তা সত্বেও তার ফতুয়া যখন এইরূপ, তখন আমরা ফতুয়াই আমল করবো। আয়াত ও হাদীসের তত্ত্ব বুঝা তার দায়িত্ব।

এমন বহু লোক রয়েছে আল্লাহর ফজলে যারা দ্বীনী ইলেমের অধিকারী। কিন্তু নিজ নিজ শায়খ মাশায়েখ ও পীর ফকীরকেই সত্যের মাপকাঠী ভাবেন। তাদের পীর মাশায়েখরা যে মাসলক ও তরীকার উপর রয়েছেন তা ভ্রান্ত হওয়া তাদের কাছে কোনক্রমেই সম্ভব নয়। তাদের পীর মাশায়েখ যে তরীকা ও মাসলকের ওপর নেই সে তরীকা ও মাসলকের বিশুদ্ধতার পক্ষে কুরআন

www.pathagar.com

হাদীস ও যুক্তি প্রমাণ যতই দেয়া হোক না কেন, তাতে তারা কোনক্রমেই সন্তুষ্ট হতে পারবে না। যেই গোড়ামী আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রাসূলের জন্য হওয়া উচিত ছিলো, সে গোড়ামী হচ্ছে নিজ নিজ পীর মাশায়েখদের জন্যে। যেই কট্টরতা ও তেজস্বীতা আল্লাহর হেদায়াত ও রাসূলের তরীকার জন্যে হওয়া উচিত, তা হচ্ছে নিজ নিজ ফের্কার আলেম ওলামা ও পীর মাশায়েখদের জন্যে। অনেক জ্ঞানী গুণী ও সুধীজনরাও এ বিষাক্ত ফেৎনার ভয়াবহতা উপলব্ধি করতে পারছে না।

উপরে মুশরিকদের আত্ম-মর্যাদার পূজা ও ইহুদীদের জাতি পূজার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত দ্বীনি ও দুনিয়াবী মহত্ত্ব কিরূপে জাতি ও সম্প্রদায়গুলোকে তাগুতের আসনে উপবিষ্টি করে তা ও আলোচনা করেছি। কিরূপে তারা আল্লাহর সমুদয় ওয়াদা ও বরকতকে ঈমানও আমল এমনকি নেক আমলের সাথে সংশ্লিষ্ট না করে নিজ নিজ বংশ ও খান্দানের সংশ্লিষ্ট করে নিয়েছে, কিরূপে নিজদের কর্ম সীমাকেই নাজাতের সীমা নিজদের তরিকাকেই আল্লাহর হেদায়াতের স্থলাভিষিক্ত করেছে, তাও আমরা উল্লেখ করেছি। ঠিক এ একই অবস্থা হচ্ছে বর্তমান যুগের মুসলমানদের অবস্থা। তারা যা কিছু করে তা আপনা হতেই ইসলামী হয়ে যায়। এ জন্যে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাত মোতাবেক হওয়া জরুরী নয়। তারা যে রং ঢং গ্রহণ করে তা-ই আল্লাহর রং হয়ে যায়—যদি তা নির্ঘাত পাশ্চাত্যের জাহেলী সভ্যতারও অভিনয় হয় তাতে কিছু আসে যায় না। নিজদের সন্তানদেরকে যে শিক্ষায় শিক্ষিত করে তা দ্বারা যদি মনের আঙ্গিনা হতে ইসলামকে উচ্ছেদ করাও হয়, তবুও তা ইসলামী শিক্ষায় পরিণত হয়ে যায়। তারা যদি কোন সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে এবং দিবারাত্র সে সংস্থায় ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষা নিয়ে হাসি ও ঠাট্টা বিদ্রূপ করা হয়, তথাপি তা ইসলামী সংস্থা হয়ে যায়। তারা যেই অনুভূতি ও চেতনার ওপর ভিত্তি করে নিজদের সামাজিক জীবন পুর্ণগঠন করে এবং যে নিয়ম নীতি ও আইন কানুন গ্রহণ করে তাতে তাদের ইসলাম কোন অবস্থায়ই নষ্ট হয় না। তুর্কীরা সুইজারল্যাণ্ড হতে ব্যক্তিগত আইন, ইটালী হতে শাসনদণ্ড আইন, জার্মানী হতে বানিজ্যিক আইন আমদানী করে গ্রহণ

www.pathagar.com

হাদীস ও যুক্তি প্রমাণ যতই দেয়া হোক না কেন, তাতে তারা কোনক্রমেই সন্তুষ্ট হতে পারবে না। যেই গোড়ামী আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রাসূলের জন্য হওয়া উচিত ছিলো, সে গোড়ামী হচ্ছে নিজ নিজ পীর মাশায়েখদের জন্যে। যেই কট্টরতা ও তেজস্বীতা আল্লাহর হেদায়াত ও রাসূলের তরীকার জন্যে হওয়া উচিত, তা হচ্ছে নিজ নিজ ফের্কার আলেম ওলামা ও পীর মাশায়েখদের জন্যে। অনেক জ্ঞানী গুণী ও সুধীজনরাও এ বিষাক্ত ফেৎনার ভয়াবহতা উপলব্ধি করতে পারছে না।

উপরে মুশরিকদের আত্ম-মর্যাদার পূজা ও ইহুদীদের জাতি পুজার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত দ্বীনি ও দুনিয়াবী মহত্ত্ব কিরূপে জাতি ও সম্প্রদায়গুলোকে তাগুতের আসনে উপবিষ্টি করে তা ও আলোচনা করেছি। কিরূপে তারা আল্লাহর সমুদয় ওয়াদা ও বরকতকে ঈমানও আমল এমনকি নেক আমলের সাথে সংশ্লিষ্ট না করে নিজ নিজ বংশ ও খান্দানের সংশ্লিষ্ট করে নিয়েছে, কিরূপে নিজদের কর্ম সীমাকেই নাজাতের সীমা নিজদের তরিকাকেই আল্লাহর হেদায়াতের স্থলাভিষিক্ত করেছে, তাও আমরা উল্লেখ করেছি। ঠিক এ একই অবস্থা হচ্ছে বর্তমান যুগের মুসলমানদের অবস্থা। তারা যা কিছু করে তা আপনা হতেই ইসলামী হয়ে যায়। এ জন্যে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাত মোতাবেক হওয়া জরুরী নয়। তারা যে রং ঢং গ্রহণ করে তা-ই আল্লাহর রং হয়ে যায়—যদি তা নির্ঘাত পাশ্চাত্যর জাহেলী সভ্যতারও অভিনয় হয় তাতে কিছু আসে যায় না। নিজদের সন্তানদেরকে যে শিক্ষায় শিক্ষিত করে তা দ্বারা যদি মনের আঙ্গিনা হতে ইসলামকে উচ্ছেদ করাও হয়, তবুও তা ইসলামী শিক্ষায় পরিণত হয়ে যায়। তারা যদি কোন সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে এবং দিবারাত্র সে সংস্থায় ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষা নিয়ে হাসি ও ঠাট্টা বিদ্রূপ করা হয়, তথাপি তা ইসলামী সংস্থা হয়ে যায়। তারা যেই অনুভূতি ও চেতনার ওপর ভিত্তি করে নিজদের সামাজিক জীবন পূর্ণগঠন করে এবং যে নিয়ম নীতি ও আইন কানুন গ্রহণ করে তাতে তাদের ইসলাম কোন অবস্থায়ই নষ্ট হয় না। তুর্কীরা সুইজারল্যাণ্ড হতে ব্যক্তিগত আইন, ইটালী হতে শাসনদণ্ড আইন, জার্মানী হতে বানিজ্যিক আইন আমদানী করে গ্রহণ

www.pathagar.com

করেছে। তথাপি তুরস্ক একটি গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী রাষ্ট্ররূপে স্বীকৃতি পাচ্ছে। আর যাদের দ্বারা এসব কাজ হচ্ছে তাদেরকে ইসলামের মুজাহিদ গাজীও মহান খেদমতগার ভাবা হচ্ছে।

এ দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব এত প্রবল যে ভারতবর্ষের মুসলমানরা ভাবছে যে তারা যদি বিশেষ একটি পরিমণ্ডল সৃষ্টি করতে পারে, যেখানে মুসলমানদের অধিকাংশ লোকেরা রাষ্ট্র পরিচালনা করবে, আইন পরিষদে সংখ্যাধিক্য অর্জন করবে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নিজদের প্রভাব প্রতিপত্তি ও ভাবধারা বিস্তার করতে পারলেই তা পাকিস্তান হয়ে যাবে—যদি সে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কোন জাহেলী ব্যবস্থার অভিনয়ও হয় এবং আল্লাহর কিতাব ও রাসুলের হেদায়াতর কোন কার্যক্রম আইন পরিষদে নাও থাকে, সভ্যতা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ইসলামের কোন দখল না থাকলেও তাতে পাকিস্তানের কোন ক্ষতি হবে না। আল-কুরআন ইহুদী ও মুশরিকদের পবিত্রতার দাবীর কথা শিরকীর মধ্যে গণনা করেছে। তার ব্যাখ্যা বর্তমান মুসলমানরা কত সুন্দরভাবেনা বুঝিয়ে দিচ্ছে। তারা আল্লাহর প্রিয়জনদের সন্তান ও সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি। এ জন্যই তারা ভেবে থাকে যে তারা যা কিছুই করুক না কেন তাই আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় ও প্রিয়। তা আল্লাহর হেদায়াত মাফিক হওয়া জরুরী নয়। এমনিভাবে মুসলমানরা ভেবে চলছে যে তারা সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত। সুতরাং তাদের কাজ কর্মের সাথে শরীয়াতের কোন সম্পর্ক না থাকলেও তা উত্তম ও মহত কাজ। তারা যে দেশকে মাতৃভুমি বানিয়ে নেয় সে দেশটিই পবিত্র। তাদের অধিকাংশ লোক যে আইন প্রণয়ন ও সমর্থন করে তা-ই আল্লাহর আইন। মুসলমানদের চেহারার জন্যে যে রং তৈরি করে তা-ই আল্লাহর রং। আর এ পথে যারাই নেতৃত্ব দেয় তারাই মহান নেতা।

মনে হচেছ যেন মুসলমান শীর্ষক নামের সম্প্রদায়ের মধ্যে হলেই তারা হেদায়াত প্রাপ্ত হয়ে যায়। আল্লাহর পথের পথিক হয়—যদি তাদের জীবন আল্লাহর সাথে বিদ্রোহী ও নাফরমানী করে ও চলে। তাতে তাদের মুসলমানিত্বের কানাকড়িও ক্ষতি হয় না। এ শ্রেণীটি আল্লাহর সাথে নাফরমানীর ক্ষেত্রে

www.pathagar.com

করেছে। তথাপি তুরস্ক একটি গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী রাষ্ট্ররূপে স্বীকৃতি পাচ্ছে। আর যাদের দ্বারা এসব কাজ হচ্ছে তাদেরকে ইসলামের মুজাহিদ গাজীও মহান খেদমতগার ভাবা হচ্ছে।

এ দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব এত প্রবল যে ভারতবর্ষের মুসলমানরা ভাবছে যে তারা যদি বিশেষ একটি পরিমণ্ডল সৃষ্টি করতে পারে, যেখানে মুসলমানদের অধিকাংশ লোকেরা রাষ্ট্র পরিচালনা করবে, আইন পরিষদে সংখ্যাধিক্য অর্জন করবে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নিজদের প্রভাব প্রতিপত্তি ও ভাবধারা বিস্তার করতে পারলেই তা পাকিস্তান হয়ে যাবে—যদি সে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কোন জাহেলী ব্যবস্থার অভিনয়ও হয় এবং আল্লাহর কিতাব ও রাসুলের হেদায়াতর কোন কার্যক্রম আইন পরিষদে নাও থাকে, সভ্যতা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ইসলামের কোন দখল না থাকলেও তাতে পাকিস্তানের কোন ক্ষতি হবে না। আল-কুরআন ইহুদী ও মুশরিকদের পবিত্রতার দাবীর কথা শিরকীর মধ্যে গণনা করেছে। তার ব্যাখ্যা বর্তমান মুসলমানরা কত সুন্দরভাবেনা বুঝিয়ে দিচ্ছে। তারা আল্লাহর প্রিয়জনদের সন্তান ও সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি। এ জন্যই তারা ভেবে থাকে যে তারা যা কিছুই করুক না কেন তাই আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় ও প্রিয়। তা আল্লাহর হেদায়াত মাফিক হওয়া জরুরী নয়। এমনিভাবে মুসলমানরা ভেবে চলছে যে তারা সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত। সুতরাং তাদের কাজ কর্মের সাথে শরীয়াতের কোন সম্পর্ক না থাকলেও তা উত্তম ও মহত কাজ। তারা যে দেশকে মাতৃভুমি বানিয়ে নেয় সে দেশটিই পবিত্র। তাদের অধিকাংশ লোক যে আইন প্রণয়ন ও সমর্থন করে তা-ই আল্লাহর আইন। মুসলমানদের চেহারার জন্যে যে রং তৈরি করে তা-ই আল্লাহর রং। আর এ পথে যারাই নেতৃত্ব দেয় তারাই মহান নেতা।

মনে হচেছ যেন মুসলমান শীর্ষক নামের সম্প্রদায়ের মধ্যে হলেই তারা হেদায়াত প্রাপ্ত হয়ে যায়। আল্লাহর পথের পথিক হয়—যদি তাদের জীবন আল্লাহর সাথে বিদ্রোহী ও নাফরমানী করে ও চলে। তাতে তাদের মুসলমানিত্বের কানাকড়িও ক্ষতি হয় না। এ শ্রেণীটি আল্লাহর সাথে নাফরমানীর ক্ষেত্রে

www.pathagar.com

যেন নির্ভীক নিশ্চিন্ত। তাদের দলের বাহিরে যারা তারাই দোযখী ও জহান্নামী। কিন্তু তাদের মধ্যে যারা রয়েছে তারা আল্লাহর বান্দা হবার পরিবর্তে তাগুত হয়েও আল্লাহর রহমতের দাবীদার। মহানবী (সাঃ) ইরশাদ করেছেন— "তোমরা পূর্ববর্তী ইহুদী জাতির প্রতিটি পদাংক অনুসরণ করে চলবে।" ইহুদীদের দাবী আল-কুরআনের কথায় —"তোমরা ইহুদী অথবা নাসারা হলেই হেদায়াত প্রাপ্ত হবে।" এবং—"তোমাদেরকে গোটা কয়েক দিন-ব্যতীত দোযখের আগুন আদৌ স্পর্শ করতে পারবে না।" এ মানসিকতা ও মুসলমানদের মানসিকতায় কত বিস্ময়কর সামঞ্জস্য রয়েছে—চিন্তা করুন।

আল-কুরআন ইহুদী ও মুনাফেকদের তাগুত পোরস্তী এবং শিরকের সহায়তাকে শিরকী বলে নিরূপণ করেছে। ইহুদীরাও তাগুত পোরস্তী ছিলো। তারা এমন সব নেতৃবর্গের আনুগত্য করতো যারা আল্লাহর হেদায়াতের স্থানে লোকদের থেকে তাদের নফসের তাবেদারী করিয়ে নিতো। বর্ত্তমানে মুসলমানদের অবস্থাও হচ্ছে তাই। তাদের মধ্যে কতকলোক আজ এমন সব নেতৃবর্গের পায়রুবী করে চলছে, যারা তাদের থেকে নিজদের নফসের পায়রুবী করিয়ে নিচ্ছে। আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতের আনুগত্যের দাবী তারা করছে। অথচ সে বিষয় তারা আদৌ কোনরূপ জ্ঞান রাখে না এবং তদানুযায়ী আমলও করছে না। বহু সরল প্রাণ লোক এমন রয়েছে যারা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে বেড়াচ্ছে তাদের পথ আল্লাহ ও রাসূলের পথ নয়। তাদের মধ্যে মুসলমানদের উন্নতি ও কল্যাণকামীতার প্রেরণা বর্ত্তমান। তাগুত হবার এর চেয়ে বড় উদাহরণ আর কি থাকতে পারে? মুসলমানদের নিকট আজ আল্লাহ তায়ালার দ্বীন ও রাসূলের শুভাকাংক্ষী হবার চেয়ে নিজদের উন্নতি ও কল্যাণকারীতাই হচ্ছে প্রধান বিষয়। আল্লাহর দ্বীন নষ্ট হয়েও যদি নিজদের স্বার্থ উদ্ধার হয়, তাতেই তারা খুশী। এতে কোনরূপ মাথাব্যাথ্যা তাদের নেই। তাদেরকে যদি কোন লোক এমন পথে নিয়ে যায়, যে পথে গেলে তাদের গৌরব মান মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু দ্বীনের পতাকা হয় ভূলুন্ঠিত, তাতে তাদের কোনই দুঃখ কষ্ট নেই। আল্লাহু আকবর! কতবড় কঠিন ফেৎনার যুগ যে, মুসলমানরা আল্লাহর দাসত্বের চৌহদ্দী হতে

www.pathagar.com

যেন নির্ভীক নিশ্চিন্ত। তাদের দলের বাহিরে যারা তারাই দোযখী ও জহান্নামী। কিন্তু তাদের মধ্যে যারা রয়েছে তারা আল্লাহর বান্দা হবার পরিবর্তে তাগুত হয়েও আল্লাহর রহমতের দাবীদার। মহানবী (সাঃ) ইরশাদ করেছেন—"তোমরা পূর্ববর্তী ইহুদী জাতির প্রতিটি পদাংক অনুসরণ করে চলবে।" ইহুদীদের দাবী আল-কুরআনের কথায় —"তোমরা ইহুদী অথবা নাসারা হলেই হেদায়াত প্রাপ্ত হবে।" এবং—"তোমাদেরকে গোটা কয়েক দিন-ব্যতীত দোযখের আগুন আদৌ স্পর্শ করতে পারবে না।" এ মানসিকতা ও মুসলমানদের মানসিকতায় কত বিস্ময়কর সামঞ্জস্য রয়েছে—চিন্তা করুন।

আল-কুরআন ইহুদী ও মুনাফেকদের তাগুত পোরস্তী এবং শিরকের সহায়তাকে শিরকী বলে নিরূপণ করেছে। ইহুদীরাও তাগুত পোরস্তী ছিলো। তারা এমন সব নেতৃবর্গের আনুগত্য করতো যারা আল্লাহর হেদায়াতের স্থানে লোকদের থেকে তাদের নফসের তাবেদারী করিয়ে নিতো। বর্ত্তমানে মুসলমানদের অবস্থাও হচ্ছে তাই। তাদের মধ্যে কতকলোক আজ এমন সব নেতৃবর্গের পায়রুবী করে চলছে, যারা তাদের থেকে নিজদের নফসের পায়রুবী করিয়ে নিচ্ছে। আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতের আনুগত্যের দাবী তারা করছে। অথচ সে বিষয় তারা আদৌ কোনরূপ জ্ঞান রাখে না এবং তদানুযায়ী আমলও করছে না। বহু সরল প্রাণ লোক এমন রয়েছে যারা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে বেড়াচ্ছে তাদের পথ আল্লাহ ও রাসূলের পথ নয়। তাদের মধ্যে মুসলমানদের উন্নতি ও কল্যাণকামীতার প্রেরণা বর্তমান। তাগুত হবার এর চেয়ে বড় উদাহরণ আর কি থাকতে পারে? মুসলমানদের নিকট আজ আল্লাহ তায়ালার দ্বীন ও রাসূলের শুভাকাংক্ষী হবার চেয়ে নিজদের উন্নতি ও কল্যাণকারীতাই হচ্ছে প্রধান বিষয়। আল্লাহর দ্বীন নষ্ট হয়েও যদি নিজদের স্বার্থ উদ্ধার হয়, তাতেই তারা খুশী। এতে কোনরূপ মাথাব্যাথ্যা তাদের নেই। তাদেরকে যদি কোন লোক এমন পথে নিয়ে যায়, যে পথে গেলে তাদের গৌরব মান মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু দ্বীনের পতাকা হয় ভূলুন্ঠিত, তাতে তাদের কোনই দুঃখ কষ্ট নেই। আল্লাহু আকবর! কতবড় কঠিন ফেৎনার যুগ যে, মুসলমানরা আল্লাহর দাসত্বের চৌহদ্দী হতে

www.pathagar.com

বের হয়েও নিজেরা মুসলমান হবার দাবী করে। সেই সকল লোকদেরকে তারা নিজদের শুভাকাংখী ভাবে যারা প্রকাশ্যে তাদেরকে আল্লাহর দ্বীনের বিপরীত পথে নিয়ে যায়।

মুনাফেকদের তাগুত পোরস্তী হচ্ছে তারা নিজদের কোন কোন মামলা মোকদ্দমাকে ইহুদীদের আদালতে দায়ের করতো। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রাসুলের আদালতে উত্থাপন করতো না। এখানের অবস্থা হচ্ছে যে, জীবনের প্রত্যেকটি বিভাগ উপবিভাগের উপরই তাগুতের আধিপত্য ও প্রভাব বলয় বিদ্যমান। বিচারালয়গুলো হচ্ছে তাগুতী বিচারালয়। আর প্রত্যেকটি মুসলমানই সর্ব ব্যাপারে এ সব আদালতের শরণাপন্ন হয়। শিক্ষালয়গুলো হচ্ছে তাগুতী শিক্ষা ব্যবস্থায় ভরপুর। আর মুসলমানের বিরাট একটি শ্রেণী তাদের সন্তানদেরকে এ শিক্ষালয়েই সোর্পদ করছে। রাষ্ট্রীয়-শাসন ব্যবস্থা হচ্ছে তাগুতী শাসন ব্যবস্থা। আর মুসলমানরা এ রাষ্ট্র ব্যবস্থার শুধু অঙ্গ প্রত্যঙ্গেই পরিণত হচ্ছে না বরং এর উন্নতি করার জন্যে প্রতিযোগীতা চালাচ্ছে। সভ্যতা সংস্কৃতি হচ্ছে তাগুতী সভ্যতা সংস্কৃতি। মুসলমানরা এ সভ্যতা সংস্কৃতিকেই বুকের সাথে লাগিয়ে স্বাগতম জানাচ্ছে। অর্থব্যবস্থা হচ্ছে তাগুতী অর্থব্যবস্থা অথচ মুসলমানরা এ ব্যবস্থাকে নিজস্ব করে নেয়ার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে। সাহিত্য শিল্পকলা হচ্ছে তাগুতী সাহিত্য শিল্পকলা। কিন্তু মুসলমানরা এ ক্ষেত্রে অংশ গ্রহণের জন্যে প্রতি-যোগীতায় অবতীর্ণ। এসব বিষয়গুলোকে যারা খারাপ ও অনিষ্টকর ভাবে তাদের সংখ্যা অতি নগণ্য। তাদের সংখ্যা অঙ্গুলীতে গণনা করা যায়।

ইসলামী আহকামের বিরুদ্ধে মুনাফেকদের কানাঘুষা করা এবং ঈমান-দারদের তরীকার বিরুদ্ধে তাদের নিজস্ব মতামতকে আল-কুরআন শিরকী ঘোষণা দিয়েছে। কিন্তু বর্তমান যুগে কত মুসলমান রয়েছে যারা ইসলামের বিরুদ্ধে শুধু কানাঘুষা ও গোপন বৈঠক করেই ক্ষান্ত নয়। বরং প্রকাশ্যে ইসলামী বিধান নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছে। শরীয়াতের বিধানকে তেরশত বছরের বস্তাপঁচা, অকর্মন্য যুক্তি ও সভ্যতার পরিপন্থী আখ্যা দিচ্ছে। ইসলামের শাসনদণ্ড ও অর্থ ব্যবস্থাকে শুধু সারে তেরশত বছর পূর্ব যুগের

www.pathagar.com

বের হয়েও নিজেরা মুসলমান হবার দাবী করে। সেই সকল লোকদেরকে তারা নিজদের শুভাকাংখী ভাবে যারা প্রকাশ্যে তাদেরকে আল্লাহর দ্বীনের বিপরীত পথে নিয়ে যায়।

মুনাফেকদের তাগুত পোরস্তী হচ্ছে তারা নির্জদের কোন কোন মামলা মোকদ্দমাকে ইহুদীদের আদালতে দায়ের করতো। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রাসূলের আদালতে উত্থাপন করতো না। এখানের অবস্থা হচ্ছে যে, জীবনের প্রত্যেকটি বিভাগ উপবিভাগের উপরই তাগুতের আধিপত্য ও প্রভাব বলয় বিদ্যমান। বিচারালয়গুলো হচ্ছে তাগুতী বিচারালয়। আর প্রত্যেকটি মুসলমানই সর্ব ব্যাপারে এ সব আদালতের শরণাপন্ন হয়। শিক্ষালয়গুলো হচ্ছে তাগুতী শিক্ষা ব্যবস্থায় ভরপুর। আর মুসলমানের বিরাট একটি শ্রেণী তাদের সন্তানদেরকে এ শিক্ষালয়েই সোর্পদ করছে। রাষ্ট্রীয়-শাসন ব্যবস্থা হচ্ছে তাগুতী শাসন ব্যবস্থা। আর মুসলমানরা এ রাষ্ট্র ব্যবস্থার শুধু অঙ্গ প্রতঙ্গেই পরিণত হচ্ছে না বরং এর উন্নতি করার জন্যে প্রতিযোগীতা চালাচ্ছে। সভ্যতা সংস্কৃতি হচ্ছে তাগুতী সভ্যতা সংস্কৃতি। মুসলমানরা এ সভ্যতা সংস্কৃতিকেই বুকের সাথে লাগিয়ে স্বাগতম জানাচ্ছে। অর্থব্যবস্থা হচ্ছে তাগুতী অর্থব্যবস্থা অথচ মুসলমানরা এ ব্যবস্থাকে নিজস্ব করে নেয়ার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে। সাহিত্য শিল্পকলা হচ্ছে তাগুতী সাহিত্য শিল্পকলা। কিন্তু মুসলমানরা এ ক্ষেত্রে অংশ গ্রহণের জন্যে প্রতিযোগীতায় অবতীর্ণ। এসব বিষয়গুলোকে যারা খারাপ ও অনিষ্টকর ভাবে তাদের সংখ্যা অতি নগণ্য। তাদের সংখ্যা অঙ্গুলীতে গণনা করা যায়।

ইসলামী আহকামের বিরুদ্ধে মুনাফেকদের কানাঘুষা করা এবং ঈমানদারদের তরীকার বিরুদ্ধে তাদের নিজস্ব মতামতকে আল-কুরআন শিরকী ঘোষণা দিয়েছে। কিন্তু বর্তমান যুগে কত মুসলমান রয়েছে যারা ইসলামের বিরুদ্ধে শুধু কানাঘুষা ও গোপন বৈঠক করেই ক্ষান্ত নয়। বরং প্রকাশ্যে ইসলামী বিধান নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছে। শরীয়াতের বিধানকে তেরশত বছরের বস্তাপঁচা, অকর্মন্য যুক্তি ও সভ্যতার পরিপন্থী আখ্যা দিচ্ছে। ইসলামের শাসনদণ্ড ও অর্থ ব্যবস্থাকে শুধু সারে তেরশত বছর পূর্ব যুগের

www.pathagar.com

উপযোগী এবং আল-কুরআনের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে প্রগতিশীল যুগের জন্যে নিম্ন মান ও অনুপযোগী মনে করা হচ্ছে। নিজদের দ্বীনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে চাই তা বাহ্যিক হোক বা আধ্যাত্মিক হোক সে মহা মূল্যবান সম্পদ হতে দূরে সরিয়ে রাখছে, যা আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রাসূল মুমিনদের জন্যে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তাদের চিন্তাধারা অনৈসলামী, তাদের অর্থ ব্যবস্থা অনৈসলামী, তাদের শিক্ষা-প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা অনৈসলামী। তাদের গ্রহণ প্রত্যাখানের মাপকাঠিও অনৈসলামী। আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রাসূলের নিকট যা কিছু প্রিয় তাদের কাছে তা অপ্রিয় ও পরিত্যাজ্য। আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রাসূলের নিকট যা কিছু অপ্রিয় ও অপসন্দনীয়, তাদের কাছে তা প্রিয় ও মনপূতঃ বস্তু। তারা হয় নিজদের নফসকে খোদা বানিয়ে রেখেছে অথবা ঐ সকল লোকদেরকে খোদা বানিয়ে নিয়েছে যাদের শিক্ষা ও সভ্যতা দ্বারা তারা প্রভাবিত। ইসলামের সাথে তাদের সম্পর্ক হচ্ছে এতটুকু যে তারা এ সব কাজ করা সত্বেও নিজদেরকে মুসলমান বলে থাকে।

আল-কুরআন মুনাফেকদের স্বার্থ পূজাকেও শিরকী ঘোষণা করেছে। বর্তমান যুগে বহু মুসলমান রয়েছেন যারা আল্লাহর বন্দেগী করার দাবী করেন। অথচ তারা সম্পূর্ণ রূপে আল্লাহর ঘোষণা "ওয়ামিনান্‌ নাছে মান ইয়াবুদুল্লাহ আলা হরফেন" (বহুলোক কিনারায় দাঁড়িয়ে আল্লাহর ইবাদত করে থাকে) এর মূর্ত প্রতীক। যে পর্যন্ত ইসলামকে স্বীকার করা এবং তার কথা মান্য করে চলায় কোন অসুর্বিধার কারণ থাকেনা, সে পর্যন্ত তারা মুসলমান। কিন্তু যে সীমারেখা হতে পার্থিব স্বার্থের ব্যাঘাত হবার বা জীবনকে পরীক্ষার মধ্যে নিপতিত করার ইসলামের দাবী শুরু হয়, সেখান থেকে তারা নীরবে কেটে পড়ে। তারা নিজদেরকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর কাছে সোর্পদ করেনি। রাসূলকে শুধু বিশ্বাসের সীমারেখা পর্যন্তই রাসূল মেনে নেওয়া যথেষ্ট ভাবে। তাঁর আনীত তালীম এবং তাঁর প্রদত্ত হেদায়াত জীবনের সর্বক্ষেত্রে অপরিহার্য রূপে মেনে চলা তাদের নিকট তাওহীদ ও রাসূলের প্রতি ঈমান পোষনের অংশ নয়। অথচ প্রত্যেক রাসূলই "আল্লাহর ইবাদত করো" এ কথা বলার সাথে সাথে "আমার পায়রুবী করো" এ নির্দেশও দিয়েছেন। রাসূল এ কথাও পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে যারা আমার তরীকা ও আদর্শের বিরুদ্ধাচরণ করবে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করো। সীমা লংঘনকারীদের কথা মেনে চলো না।

এ হচ্ছে সেই কেন্দ্রবিন্দু যেখান থেকে ইসলাম ও কুফরের মধ্যে শুরু হয়েছে মূল ঝগড়া। নতুবা আল্লাহ এক অদ্বিতীয়, রাসূল তাঁর প্রেরিত ও

১০—

www.pathagar.com

উপযোগী এবং আল-কুরআনের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে প্রগতিশীল যুগের জন্যে নিম্ন মান ও অনুপযোগী মনে করা হচ্ছে। নিজদের দ্বীনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে চাই তা বাহ্যিক হোক বা আধ্যাত্মিক হোক সে মহা মূল্যবান সম্পদ হতে দূরে সরিয়ে রাখছে, যা আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রাসূল মুমিনদের জন্যে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তাদের চিন্তাধারা অনৈসলামী, তাদের অর্থ ব্যবস্থা অনৈসলামী, তাদের শিক্ষা-প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা অনৈসলামী। তাদের গ্রহণ প্রত্যাখানের মাপকাঠিও অনৈসলামী। আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রাসূলের নিকট যা কিছু প্রিয় তাদের কাছে তা অপ্রিয় ও পরিত্যাজ্য। আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রাসূলের নিকট যা কিছু অপ্রিয় ও অপসন্দনীয়, তাদের কাছে তা প্রিয় ও মনপূতঃ বস্তু। তারা হয় নিজদের নফসকে খোদা বানিয়ে রেখেছে অথবা ঐ সকল লোকদেরকে খোদা বানিয়ে নিয়েছে যাদের শিক্ষা ও সভ্যতা দ্বারা তারা প্রভাবিত। ইসলামের সাথে তাদের সম্পর্ক হচ্ছে এতটুকু যে তারা এ সব কাজ করা সত্বেও নিজদেরকে মুসলমান বলে থাকে।

আল-কুরআন মুনাফেকদের স্বার্থ পূজাকেও শিরকী ঘোষণা করেছে। বর্তমান যুগে বহু মুসলমান রয়েছেন যারা আল্লাহর বন্দেগী করার দাবী করেন। অথচ তারা সম্পূর্ণ রূপে আল্লাহর ঘোষণা "ওয়ামিনান্‌ নাছে মান ইয়াবুদুল্লাহ আলা হরফেন" (বহুলোক কিনারায় দাঁড়িয়ে আল্লাহর ইবাদত করে থাকে) এর মূর্ত প্রতীক। যে পর্যন্ত ইসলামকে স্বীকার করা এবং তার কথা মান্য করে চলায় কোন অসুবিধার কারণ থাকেনা, সে পর্যন্ত তারা মুসলমান। কিন্তু যে সীমারেখা হতে পার্থিব স্বার্থের ব্যাঘাত হবার বা জীবনকে পরীক্ষার মধ্যে নিপতিত করার ইসলামের দাবী শুরু হয়, সেখান থেকে তারা নীরবে কেটে পড়ে। তারা নিজদেরকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর কাছে সোর্পদ করেনি। রাসূলকে শুধু বিশ্বাসের সীমারেখা পর্যন্তই রাসূল মেনে নেওয়া যথেষ্ট ভাবে। তাঁর আনীত তালীম এবং তাঁর প্রদত্ত হেদায়াত জীবনের সর্বক্ষেত্রে অপরিহার্য রূপে মেনে চলা তাদের নিকট তাওহীদ ও রাসূলের প্রতি ঈমান পোষনের অংশ নয়। অথচ প্রত্যেক রাসূলই "আল্লাহর ইবাদত করো" এ কথা বলার সাথে সাথে "আমার পায়রুবী করো" এ নির্দেশও দিয়েছেন। রাসূল এ কথাও পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে যারা আমার তরীকা ও আদর্শের বিরুদ্ধাচরণ করবে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করো। সীমা লংঘনকারীদের কথা মেনে চলো না।

এ হচ্ছে সেই কেন্দ্রবিন্দু যেখান থেকে ইসলাম ও কুফরের মধ্যে শুরু হয়েছে মূল ঝগড়া। নতুবা আল্লাহ এক অদ্বিতীয়, রাসূল তাঁর প্রেরিত ও

www.pathagar.com

আমরা আল্লাহ্ ও তাঁর ফিরেস্তা নবী কিতাব এবং আখেরাতের প্রতি যে ঈমান রেখে থাকি, তা এমন কোন কথা, যার জন্যে গলা কাটাতে হবে, লড়াই করতে হবে হিজরত ও জিহাদ করতে হবে? প্রাচীন আরবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পূর্বে এমন লোক বর্তমান ছিলো যারা মূর্তি পূজার প্রকাশ্য বিরোধী ছিলো এবং কোন কোন লোক প্রকাশ্য বক্তৃতায়ও তাওহীদের কথা উল্লেখ করতো। কিন্তু কুরাইশদের এ ব্যাপারে বিশেষ কোন মাথা ব্যাথা ছিলো না। সুতরাং শুধু মহানবী (সাঃ) নিজেকে নিজে আল্লাহর রাসূল বলে প্রচার করা এবং মূর্তি পূজার বিরোধীতা করার জন্যে তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করার কোনই হেতু থাকতে পারে না। তাদের সমস্ত বিরোধীতা ও যুদ্ধ বিগ্রহ শুধু এ কারণেই ছিলো যে তিনি আল্লাহর আনুগত্যকে বন্দেগীর অত্যাবশ্যকীয় অংশ বলে প্রচার করতেন এবং এ আনুগত্যের একমাত্র পন্থা তাঁর আনুগত্য করা বলতেন। আর দ্বীনের এ অংশটি কখনোই ব্যক্তিগত ব্যাপার হতে পারে না। বরং সর্বদা তার অনুসারীদের নিকট নিজের প্রতিষ্ঠা ও স্থিতিশীলতার জন্যে মরনপণ-ত্যাগ তিতিক্ষার দাবী জানায়। সুতরাং এটাই হচ্ছে সেই কারণ যে আরবীয়রা নিজদের মধ্যে এ ধর্মের অনুসারীদের মেনে নিতে পারতো। কিন্তু মহানবী (সাঃ) এবং তাঁর সঙ্গী সাথীদেরকে কোনক্রমেই বরদাস্ত করতে পারতো না। তাই যে সকল মুসলমান আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান পোষণের সাথে সাথে অন্য ধর্মের অনুসরণ ও আনুগত্যকে একত্রে করাকে শিরকী মনে করে না, যাদের ধর্ম কোবায় একটি মসজিদ এবং লণ্ডনের একটি কবরস্থান ছাড়া বেশী কিছু দাবী করে না, যাদের লা-ইলাহার আঘাত শুধু মৃত খোদাদের উপর পতিত হয়, জীবিত খোদাদের এর দ্বারা কোন ক্ষতি হয় না, তাদের নিশ্চিন্ত থাকা উচিত যে তাদের জন্যে শুধু ভারতবর্ষই নয় বরং সমগ্র জগতই দারুল আমান। এমন ভোতা তরবারীর ব্যাপারে যেমন আরবী জাহেলীয়াত কোন ভীতির কারণ ছিলো না, তেমনি এর দ্বারা আধুনিক জাহেলীয়াতও কোনরূপ ভীত হয় না। আরব জাহেলীয়াতের কোনরূপ ভয়-ভীতি থাকলেও বর্তমান যুগের সভ্য মানুষের রণহুঙ্কারী কামান ও বন্দুক দ্বারা কোনই বিপদের কারণ নেই। পূজা পার্বন ও বন্দেগী যারই করা হোক না কেন, তাদের আনুগত্য করাই তাতে তারা সন্তুষ্ট।

———

www.pathagar.com

আমরা আল্লাহ্ ও তাঁর ফিরেস্তা নবী কিতাব এবং আখেরাতের প্রতি যে ঈমান রেখে থাকি, তা এমন কোন কথা, যার জন্যে গলা কাটাতে হবে, লড়াই করতে হবে হিজরত ও জিহাদ করতে হবে? প্রাচীন আরবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পূর্বে এমন লোক বর্তমান ছিলো যারা মূর্তি পূজার প্রকাশ্য বিরোধী ছিলো এবং কোন কোন লোক প্রকাশ্য বক্তৃতায়ও তাওহীদের কথা উল্লেখ করতো। কিন্তু কুরাইশদের এ ব্যাপারে বিশেষ কোন মাথা ব্যাথা ছিলো না। সুতরাং শুধু মহানবী (সাঃ) নিজেকে নিজে আল্লাহর রাসূল বলে প্রচার করা এবং মূর্তি পূজার বিরোধীতা করার জন্যে তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করার কোনই হেতু থাকতে পারে না। তাদের সমস্ত বিরোধীতা ও যুদ্ধ বিগ্রহ শুধু এ কারণেই ছিলো যে তিনি আল্লাহর আনুগত্যকে বন্দেগীর অত্যাবশ্যকীয় অংশ বলে প্রচার করতেন এবং এ আনুগত্যের একমাত্র পন্থা তাঁর আনুগত্য করা বলতেন। আর দ্বীনের এ অংশটি কখনোই ব্যক্তিগত ব্যাপার হতে পারে না। বরং সর্বদা তার অনুসারীদের নিকট নিজের প্রতিষ্ঠা ও স্থিতিশীলতার জন্যে মরনপণ-ত্যাগ তিতিক্ষার দাবী জানায়। সুতরাং এটাই হচ্ছে সেই কারণ যে আরবীয়রা নিজদের মধ্যে এ ধর্মের অনুসারীদের মেনে নিতে পারতো। কিন্তু মহানবী (সাঃ) এবং তাঁর সঙ্গী সাথীদেরকে কোনক্রমেই বরদাস্ত করতে পারতো না। তাই যে সকল মুসলমান আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান পোষণের সাথে সাথে অন্য ধর্মের অনুসরণ ও আনুগত্যকে একত্রে করাকে শিরকী মনে করে না, যাদের ধর্ম কোবায় একটি মসজিদ এবং লণ্ডনের একটি কবরস্থান ছাড়া বেশী কিছু দাবী করে না, যাদের লা-ইলাহার আঘাত শুধু মৃত খোদাদের উপর পতিত হয়, জীবিত খোদাদের এর দ্বারা কোন ক্ষতি হয় না, তাদের নিশ্চিন্ত থাকা উচিত যে তাদের জন্যে শুধু ভারতবর্ষই নয় বরং সমগ্র জগতই দারুল আমান। এমন ভোতা তরবারীর ব্যাপারে যেমন আরবী জাহেলীয়াত কোন ভীতির কারণ ছিলো না, তেমনি এর দ্বারা আধুনিক জাহেলীয়াতও কোনরূপ ভীত হয় না। আরব জাহেলীয়াতের কোনরূপ ভয়-ভীতি থাকলেও বর্তমান যুগের সভ্য মানুষের রণহুঙ্কারী কামান ও বন্দুক দ্বারা কোনই বিপদের কারণ নেই। পূজা পার্বন ও বন্দেগী যারই করা হোক না কেন, তাদের আনুগত্য করাই তাতে তারা সন্তুষ্ট।

———

www.pathagar.com

বর্তমান কর্তব্য

যেবস্তুর মধ্যে শিরক নিহিত অথবা যে বস্তু থেকে শিরকের অতি সামন্যতম ঘ্রাণও পাওয়া যায়, তার সাথে মুসলমানদের প্রকৃতিগত সম্পর্ক মিলের সম্পর্ক নয় বরং বিভেদের সম্পর্ক। বন্ধুত্বের নয় শত্রুতার সম্পর্ক, সহযোগিতা ও সহমর্মিতার সম্পর্ক নয়, বিদ্রোহের সম্পর্ক। মুসলমানদের আসল কর্তব্য হচ্ছে তাদের শক্তি সামর্থ থাকলে তা প্রয়োগ করে সেটা নিশ্চিহ্ন করে দেয়া। শক্তি না থাকলে এর বিরুদ্ধে সোচ্চার কন্ঠ হওয়া। আর এতটুকু করার সামর্থ না থাকলেও মনে প্রাণে তার প্রতি ঘৃণা পোষণ করা। এটাই হচ্ছে ঈমানের সর্বশেষ পর্যায়।

বিগত অধ্যায়ে মুসলমানদের যে করুণ অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে তা দ্বারা সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে মুসলমানদের অধিকাংশের অবস্থা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। মুসলমানরা শুধু দৃঢ়তা ও ঈমানের সর্বশেষ পর্যায়টিই অতিক্রম করছে না। বরং ক্রমান্বয়ে নীরবে তাদের ওপর শিরকী আমল আকিদার প্রভাব বিস্তার হচ্ছে। এর কারণ দীর্ঘদিন ধরে মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী জীবন বিধান ও অনুশাসন প্রতিষ্ঠিত না থাকা এবং তাগুতের প্রভাব প্রতি-পত্তির দরুন তাওহীদ ও তার দাবী সমূহের সঠিক চেতনা উপলব্ধি অনুপস্থিত থাকা ব্যতীত আর কিছুই নয়। সুতরাং সময়ের আসল দাবী হচ্ছে মুসল-মানদের মধ্য হতে এমন একটি পূণ্যবান সংস্কারবাদী দলের দণ্ডায়মান হওয়া, যারা মুসলমানদের মধ্যে তাওহীদের সঠিক চেতনা উপলব্ধি সৃষ্টি করবে, মানুষকে ইবাদত বন্দেগীর মূলতত্ব সম্পর্কে অবহিত করবে, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও রাসূলের পায়রুবী করার মর্মবাণী মানুষকে বুঝিয়ে বলবে। ঈমান ও ইসলামের দাবীগুলো জগতের কাছে তুলে ধরবে। মোটকথা দুনিয়ার বুকে তারা সেই দায়িত্ব ও কর্তব্যই যথাযথরূপে সম্পাদন করবে, যা আল্লাহ তায়ালা তাঁর এ ঘোষণার মধ্যে বর্ণনা করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে ঃ—

كَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۝

www.pathagar.com

বর্তমান কর্তব্য

যেবস্তুর মধ্যে শিরক নিহিত অথবা যে বস্তু থেকে শিরকের অতি সামনতম ঘ্রাণও পাওয়া যায়, তার সাথে মুসলমানদের প্রকৃতিগত সম্পর্ক মিলের সম্পর্ক নয় বরং বিভেদের সম্পর্ক। বন্ধুত্বের নয় শত্রুতার সম্পর্ক, সহযোগিতা ও সহমর্মিতার সম্পর্ক নয়, বিদ্রোহের সম্পর্ক। মুসলমানদের আসল কর্তব্য হচ্ছে তাদের শক্তি সামর্থ থাকলে তা প্রয়োগ করে সেটা নিশ্চিহ্ন করে দেয়া। শক্তি না থাকলে এর বিরুদ্ধে সোচ্চার কন্ঠ হওয়া। আর এতটুকু করার সামর্থ না থাকলেও মনে প্রাণে তার প্রতি ঘৃণা পোষণ করা। এটাই হচ্ছে ঈমানের সর্বশেষ পর্যায়।

বিগত অধ্যায়ে মুসলমানদের যে করুণ অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে তা দ্বারা সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে মুসলমানদের অধিকাংশের অবস্থা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। মুসলমানরা শুধু দৃঢ়তা ও ঈমানের সর্বশেষ পর্যায়টিই অতিক্রম করছে না। বরং ক্রমান্বয়ে নীরবে তাদের ওপর শিরকী আমল আকিদার প্রভাব বিস্তার হচ্ছে। এর কারণ দীর্ঘদিন ধরে মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী জীবন বিধান ও অনুশাসন প্রতিষ্ঠিত না থাকা এবং তাগুতের প্রভাব প্রতি-পত্তির দরুন তাওহীদ ও তার দাবী সমূহের সঠিক চেতনা উপলব্ধি অনুপস্থিত থাকা ব্যতীত আর কিছুই নয়। সুতরাং সময়ের আসল দাবী হচ্ছে মুসল-মানদের মধ্য হতে এমন একটি পূণ্যবান সংস্কারবাদী দলের দণ্ডায়মান হওয়া, যারা মুসলমানদের মধ্যে তাওহীদের সঠিক চেতনা উপলব্ধি সৃষ্টি করবে, মানুষকে ইবাদত বন্দেগীর মূলতত্ব সম্পর্কে অবহিত করবে, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও রাসূলের পায়রুবী করার মর্মবাণী মানুষকে বুঝিয়ে বলবে। ঈমান ও ইসলামের দাবীগুলো জগতের কাছে তুলে ধরবে। মোটকথা দুনিয়ার বুকে তারা সেই দায়িত্ব ও কর্তব্যই যথাযথরূপে সম্পাদন করবে, যা আল্লাহ তায়ালা তাঁর এ ঘোষণার মধ্যে বর্ণনা করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে ঃ—

كذالك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس

ويكون الرسول عليكم شهيدا ۝

www.pathagar.com

"এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে একটি মধ্যমপন্থী ন্যায় পরায়ণ উম্মৎরূপে বানিয়েছি যেন তোমরা মানুষের উপর সাক্ষ্য হতে পারো এবং রাসূল যেন তোমাদের উপর সাক্ষ্য হতে পারে।" (সূরা বাকারা—১৪৩)

আর এ দলটি আল্লাহর সৃষ্টিকূলের কাছে আল্লাহর সেই আমানতও পেঁৗছিয়ে দেবে যা না পেঁৗছানোর দরুন ইহুদীরা অভিশপ্ত হয়েছিলো। যেমন আল-কুরআন সাক্ষ দিচ্ছে ঃ—

لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ

وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ○

"রব্বানীরা ও আলেমরা কেন তাদেরকে পাপ কথা বলতে ও অবৈধ খাবার খেতে নিষেধ করে না? এরা যা করে নিশ্চয় তাও নিকৃষ্ট।" (সূরা মায়িদা-৬৩)

এ দলটি আল্লাহ তায়ালার সেই ইচ্ছাকে পূরণ করতে সর্বদা তৎপর থাকবে, যা পূর্ণরূপে করার জন্যে তিনি বারবার স্বীয় নবী-রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছেন এবং এ জন্যে বহু জাতির উত্থান পতনও করেছেন। যেমন কালামে পাকে আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন ঃ

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ

بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ○

"তোমাদের মধ্যে এমন একটি দলের সৃষ্টি হওয়া উচিত, যারা কল্যাণের পথে মানুষকে দাওয়াত দেবে, সৎ ও ন্যায় কাজের নির্দেশ দেবে এবং অন্যায় কাজ হতে বিরত রাখবে। তারাই হবে সফলকাম।"

(সূরা আলে ইমরান—১০৪)

এ দলটি শুধু মুখের ভাষা ও কলমের দ্বারাই নয় বরং নিজদের কর্ম-চরিত্র দ্বারাও আল্লাহর তাওহীদের সাক্ষ্য দেবে। তারা জগতকে আল্লাহর রং-এ রঙ্গীন করার জন্যে দণ্ডায়মান হবে এবং নিজেরাও সে রং-এ রঙ্গীন হবে। জাতীয়তা ও স্বদেশীকতার সমস্ত গোঁড়ামী এবং বংশ ও খান্দানীর সমুদয়

www.pathagar.com

"এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে একটি মধ্যমপন্থী ন্যায় পরায়ণ উম্মৎরূপে বানিয়েছি যেন তোমরা মানুষের উপর সাক্ষ্য হতে পারো এবং রাসূল যেন তোমাদের উপর সাক্ষ্য হতে পারে।" (সূরা বাকারা—১৪৩)

আর এ দলটি আল্লাহর সৃষ্টিকূলের কাছে আল্লাহর সেই আমানতও পেঁাছিয়ে দেবে যা না পেঁাছানোর দরুন ইহুদীরা অভিশপ্ত হয়েছিলো। যেমন আল-কুরআন সাক্ষ দিচ্ছে ঃ—

لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم
واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون ○

"রব্বানীরা ও আলেমরা কেন তাদেরকে পাপ কথা বলতে ও অবৈধ খাবার খেতে নিষেধ করে না? এরা যা করে নিশ্চয় তাও নিকৃষ্ট।" (সূরা মায়িদা-৬৩)

এ দলটি আল্লাহ তায়ালার সেই ইচ্ছাকে পূরণ করতে সর্বদা তৎপর থাকবে, যা পূর্ণরূপে করার জন্যে তিনি বারবার স্বীয় নবী-রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছেন এবং এ জন্যে বহু জাতির উত্থান পতনও করেছেন। যেমন কালামে পাকে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন ঃ

ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون
بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون ○

"তোমাদের মধ্যে এমন একটি দলের সৃষ্টি হওয়া উচিত, যারা কল্যাণের পথে মানুষকে দাওয়াত দেবে, সৎ ও ন্যায় কাজের নির্দেশ দেবে এবং অন্যায় কাজ হতে বিরত রাখবে। তারাই হবে সফলকাম।"

(সূরা আলে ইমরান—১০৪)

এ দলটি শুধু মুখের ভাষা ও কলমের দ্বারাই নয় বরং নিজদের কর্ম-চরিত্র দ্বারাও আল্লাহর তাওহীদের সাক্ষ্য দেবে। তারা জগতকে আল্লাহর রং-এ রঙ্গীন করার জন্যে দণ্ডায়মান হবে এবং নিজেরাও সে রং-এ রঙ্গীন হবে। জাতীয়তা ও স্বদেশীকতার সমস্ত গেঁাড়ামী এবং বংশ ও খান্দানীর সমুদয়

www.pathagar.com

প্রতিবন্ধকতা তারা ভেঙ্গে চুর্ণবিচুর্ণ করে ফেলবে। বিশেষ কোন জাতির রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব সংখ্যার আধিক্য ও অর্থনৈতিক প্রাধান্যের সামান্য ইচ্ছাও তাদের মনের কোঠায় গোপন থাকবে না। সে কাফেলাটির সমুদয় কর্ম তৎপরতা ও আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য হবে শুধু আল্লাহর কালেমা এবং তাঁর রাসূলের দাওয়াতকে বুলন্দ করা। দুনিয়ার বিশেষ একটি বাতিলের সাথে তার দুশমনী থাকবে না। বরং দুনিয়ার প্রতিটি বাতিল ও প্রতিটি ফেৎনা ফাসাদের সাথে থাকবে তার ঘোর শত্রুতা। তার আঘাত হবে একই সময় প্রতিটি জাহেলী ও তাগুতী ব্যবস্থার ওপর। এমনকি যে জাতির মধ্যে সে দণ্ডায়মান হয়েছে সে জাতির তাগুতী শক্তিটিও তার কাছে বিন্দুমাত্র অনু-কম্পা ও পক্ষপাতিত্বের আশা করবে না। সে বাতিলকে এক এক করে পৃথক করে ফেলবে এবং হক্ককে একটি একটি করে নির্বাচন করে নেবে। সে উদাত্ত কন্ঠে ঘোষণা করবে হক্কের প্রতি ভালবাসা এবং বাতিলের প্রতি ঘৃণা ও শত্রুতার কথা। এ পথে নিজদের সমুদয় আশা-আকাংখা, বন্ধুত্ব ভালবাসা ও আত্মীয়তার সম্পর্ককে কর্তন করে ফেলবে। এর প্রতিদানে আল্লাহর কাছে যা কিছু পাওয়া যায় তা নিয়েই সে থাকবে তুষ্ট। সমগ্র প্রভুত্বের কাছে দাওয়াত হবে তার সাধারণ অভিন্ন ও একইরূপ। তার থলের রুটি এবং মোশকের পানি পিপাসা কাতর লোকের জন্য থাকবে সমান। তার প্রদীপ হবে পর্বত শৃঙ্গের প্রচলিত প্রদীপের ন্যায় সমুজ্জল এবং প্রতিটি পথহারা পথিকের জন্যে পথের দিশা। তার হেদায়াতের উজ্জল আলোকচ্ছটা আকাশের সূর্যের ন্যায় হবে সার্বজনীন। তার দয়াদ্রতা বৃষ্টির ন্যায় প্রতিটি পাহাড়-পর্বত ও ময়দানকে করে তুলবে সজীব। সমগ্র মানবতাকে সম্বোধন করেই হবে তার প্রতিটি আহবান। চিৎকার করে সে মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকবে এবং অনুনয় বিনয় করে করে বুঝাবে।

আর আধ্যাত্মিক ব্যধিগ্রস্ত মানবকূলের পীড়ার জন্যে সে এমন অস্থির হয়ে পড়বে যে সে নীরব নিথর রজনীর প্রতিটি সিজদায় কাঁদবে ফুপিয়ে ফুঁপিয়ে। তার রাত্রিগুলো শয্যার আরাম আয়েশ থেকে হবে বঞ্চিত। দিনগুলো হবে অবকাশ বিবর্জিত। তারা আল্লাহর বান্দাদের গলায় অগণিত প্রভু ও মাবুদদের গোলামীর তাওক ঝুলন্ত দেখে মর্মে মর্মে অনুভব করবে জ্বালা ও দুঃখ। প্রতিটি লোকের কর্ণকুহরে ও আঁখি যুগলের কাছে আল্লাহর

www.pathagar.com

প্রতিবন্ধকতা তারা ভেঙ্গে চুর্ণবিচুর্ণ করে ফেলবে। বিশেষ কোন জাতির রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব সংখ্যার আধিক্য ও অর্থনৈতিক প্রাধান্যের সামান্য ইচ্ছাও তাদের মনের কোঠায় গোপন থাকবে না। সে কাফেলাটির সমুদয় কর্ম তৎপরতা ও আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য হবে শুধু আল্লাহর কালেমা এবং তাঁর রাসুলের দাওয়াতকে বুলন্দ করা। দুনিয়ার বিশেষ একটি বাতিলের সাথে তার দুশমনী থাকবে না। বরং দুনিয়ার প্রতিটি বাতিল ও প্রতিটি ফেৎনা ফাসাদের সাথে থাকবে তার ঘোর শত্রুতা। তার আঘাত হবে একই সময় প্রতিটি জাহেলী ও তাগুতী ব্যবস্থার ওপর। এমনকি যে জাতির মধ্যে সে দণ্ডায়মান হয়েছে সে জাতির তাগুতী শক্তিটিও তার কাছে বিন্দুমাত্র অনুকম্পা ও পক্ষপাতিত্বের আশা করবে না। সে বাতিলকে এক এক করে পৃথক করে ফেলবে এবং হক্ককে একটি একটি করে নির্বাচন করে নেবে। সে উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করবে হক্কের প্রতি ভালবাসা এবং বাতিলের প্রতি ঘৃণা ও শত্রুতার কথা। এ পথে নিজদের সমুদয় আশা-আকাংখা, বন্ধুত্ব ভালবাসা ও আত্মীয়তার সম্পর্ককে কর্তন করে ফেলবে। এর প্রতিদানে আল্লাহর কাছে যা কিছু পাওয়া যায় তা নিয়েই সে থাকবে তুষ্ট। সমগ্র প্রভুত্বের কাছে দাওয়াত হবে তার সাধারণ অভিন্ন ও একইরূপ। তার থলের রুটি এবং মোশকের পানি পিপাসা কাতর লোকের জন্য থাকবে সমান। তার প্রদীপ হবে পর্বত শৃঙ্গের প্রচলিত প্রদীপের ন্যায় সমুজ্জল এবং প্রতিটি পথহারা পথিকের জন্যে পথের দিশা। তার হেদায়াতের উজ্জল আলোকচ্ছটা আকাশের সুর্যের ন্যায় হবে সার্বজনীন। তার দয়াদ্রতা বৃষ্টির ন্যায় প্রতিটি পাহাড়-পর্বত ও ময়দানকে করে তুলবে সজীব। সমগ্র মানবতাকে সম্বোধন করেই হবে তার প্রতিটি আহবান। চিৎকার করে সে মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকবে এবং অনুনয় বিনয় করে করে বুঝাবে।

আর আধ্যাত্মিক ব্যধিগ্রস্ত মানবকুলের পীড়ার জন্যে সে এমন অস্থির হয়ে পড়বে যে সে নীরব নিথর রজনীর প্রতিটি সিজদায় কাঁদবে ফুপিয়ে ফুঁপিয়ে। তার রাত্রিগুলো শয্যার আরাম আয়েশ থেকে হবে বঞ্চিত। দিনগুলো হবে অবকাশ বিবর্জিত। তারা আল্লাহর বান্দাদের গলায় অগণিত প্রভু ও মাবুদদের গোলামীর তাওক ঝুলন্ত দেখে মর্মে মর্মে অনুভব করবে জ্বালা ও দুঃখ। প্রতিটি লোকের কর্ণকুহরে ও আঁখি যুগলের কাছে আল্লাহর

www.pathagar.com

সেই দাওয়াতকে কথায় ও কাজে পৌঁছিয়ে দেবে যা হচেছ এসব পীড়ার জন্যে একমাত্র অব্যর্থ মহৌষধ।

এমন একটি পূর্ণাংগ ও সার্বজনীন দল ও কাফেলার উদ্দেশ্য কখনোই ব্যর্থ হতে পারে না। তাগুতের বিরাটকার আধিপত্য বিরাজমান থাকা সত্বেও মানব প্রকৃতি নির্জীব ও নিষ্প্রাণ হয়ে পড়েনি। আল্লাহর বহু বান্দা রয়েছে যাদের অন্তরে তাওহীদের প্রদীপ দেদীপ্যমান এবং তার দাবীর চেতনা অনুভূতিও জীবন্ত। কিন্তু তাদের মধ্যে সেই দৃঢ়তা ও সাহসিকতার অভাব রয়েছে যা তাদেরকে বর্তমান অবস্থা হতে মুক্তি লাভের জন্যে ব্যাকুল করে তুলতে পারে। তারা সত্যকে গ্রহণ করার জন্যে কোন দলীল প্রমাণের অপেক্ষায় বসে থাকে না। তাদের প্রয়োজন হচ্ছে শুধু আল্লাহর কোন নিঃসার্থ বান্দা 'হাঈয়্যালাস্ সালাহ' বলে আওয়াজ দিক এবং নিজদের দৃঢ়তা ও সদিচ্ছার দ্বারা এ নিশ্চয়তাই প্রদান করুক যে তারা যা কিছু বলে তাই তারা চায়। যখনই এ সত্যটি তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে পড়বে, তখন তারা বিছানার আরাম আয়েশ হারাম করে বাঁধার শৃংখল ভেঙ্গে তাদের সাথে এসে হবে দণ্ডায়মান।

আল্লাহর বহু বান্দা এমনো রয়েছেন যারা শিরকীর প্রতি কঠোরভাবে ঘৃণা বিদ্বেষ পোষণ করেন। কিন্তু তাওহীদের সকল দাবী দাওয়া সম্পর্কে তাদের পূর্ণাংগ জ্ঞান বর্তমান নেই। তারা মানুষের দাসত্ব আল্লাহব সার্বভৌমত্ব রাসূলের রেসালাত এবং ঈমান ও ইসলামের মূল তত্বকে ভালভাবে বুঝতে পারেনি। ধর্মকে পর্যালোচনা করে দেখেনি। পর্যালোচনা করলেও গভীর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিয়ে তা করেনি। এ কারণেই তারা নিজদের বর্তমান জীবন ধারাকে আল্লাহর পথ হতে পৃথক মনে করে না। মনে করলেও কমপক্ষে এ পৃথকীকরণের আসল ধরন ও রূপরেখাটি তাদের সম্মুখে নেই। তারা এই ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে যে যদিও তারা আল্লাহর পথ হতে কিছুটা বিচ্ছিন্ন থেকে একটি অন্য পথে চলছে, তথাপি এ ব্যবধান এমন নয় যে কখনো তা দূর করা যাবে না। তারা যখনই একথা অনুভব করতে পারবে যে এ সতন্ত্র রেখাদুটি বিপরীতমুখী দু'টি দিকে চলছে। যতই সম্মুখ পানে অগ্রসর হবে ততোই পথ দুটির দুরত্ব ও ব্যবধান বেড়ে যাবে।

www.pathagar.com

সেই দাওয়াতকে কথায় ও কাজে পৌঁছিয়ে দেবে যা হচ্ছে এসব পীড়ার জন্যে একমাত্র অব্যর্থ মহৌষধ।

এমন একটি পূর্ণাংগ ও সার্বজনীন দল ও কাফেলার উদ্দেশ্য কখনোই ব্যর্থ হতে পারে না। তাগুতের বিরাটকার আধিপত্য বিরাজমান থাকা সত্বেও মানব প্রকৃতি নির্জীব ও নিষ্প্রাণ হয়ে পড়েনি। আল্লাহর বহু বান্দা রয়েছে যাদের অন্তরে তাওহীদের প্রদীপ দেদীপ্যমান এবং তার দাবীর চেতনা অনুভূতিও জীবন্ত। কিন্তু তাদের মধ্যে সেই দৃঢ়তা ও সাহসিকতার অভাব রয়েছে যা তাদেরকে বর্তমান অবস্থা হতে মুক্তি লাভের জন্যে ব্যাকুল করে তুলতে পারে। তারা সত্যকে গ্রহণ করার জন্যে কোন দলীল প্রমাণের অপেক্ষায় বসে থাকে না। তাদের প্রয়োজন হচ্ছে শুধু আল্লাহর কোন নিঃসার্থ বান্দা 'হাঈয়্যালাস্ সালাহ' বলে আওয়াজ দিক এবং নিজদের দৃঢ়তা ও সদিচ্ছার দ্বারা এ নিশ্চয়তাই প্রদান করুক যে তারা যা কিছু বলে তাই তারা চায়। যখনই এ সত্যটি তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে পড়বে, তখন তারা বিছানার আরাম আয়েশ হারাম করে বাঁধার শৃংখল ভেঙ্গে তাদের সাথে এসে হবে দণ্ডায়মান।

আল্লাহর বহু বান্দা এমনো রয়েছেন যারা শিরকীর প্রতি কঠোরভাবে ঘৃণা বিদ্বেষ পোষণ করেন। কিন্তু তাওহীদের সকল দাবী দাওয়া সম্পর্কে তাদের পূর্ণাংগ জ্ঞান বর্তমান নেই। তারা মানুষের দাসত্ব আল্লাহব সার্বভৌমত্ব রাসূলের রেসালাত এবং ঈমান ও ইসলামের মূল তত্বকে ভালভাবে বুঝতে পারেনি। ধর্মকে পর্যালোচনা করে দেখেনি। পর্যালোচনা করলেও গভীর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিয়ে তা করেনি। এ কারণেই তারা নিজদের বর্তমান জীবন ধারাকে আল্লাহর পথ হতে পৃথক মনে করে না। মনে করলেও কমপক্ষে এ পৃথকীকরণের আসল ধরন ও রূপরেখাটি তাদের সম্মুখে নেই। তারা এই ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে যে যদিও তারা আল্লাহর পথ হতে কিছুটা বিচ্ছিন্ন থেকে একটি অন্য পথে চলছে, তথাপি এ ব্যবধান এমন নয় যে কখনো তা দূর করা যাবে না। তারা যখনই একথা অনুভব করতে পারবে যে এ সতন্ত্র রেখাদুটি বিপরীতমুখী দু'টি দিকে চলছে। যতই সম্মুখ পানে অগ্রসর হবে ততোই পথ দুটির দূরত্ব ও ব্যবধান বেড়ে যাবে।

www.pathagar.com

এমন কি পরকালে পৌঁছেও "ভ্রান্তপথের" সীমার মধ্যে পড়ে যাবে, তখনই নিজেদের অবস্থা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করবে এবং তাদের বিরাট সংখ্যক লোক ইনশায়াল্লাহ্ সত্যেরই সহযোগী হয়ে দাঁড়াবে।

আরো বহু লোক রয়েছে যারা সত্যকে স্বীকার করতে কোনরূপ কুন্ঠিত নয়। কিন্তু নিজেদের বিপদের ভয়াবহতা অনুমানে খুবই অবিবেচকের পরিচয় দেয়। দ্বীনের সঠিক দাওয়াত দ্বারা আল্লাহ্ তায়ালা এবং তাঁর উন্নত গুণাবলী সম্পর্কে যতই জ্ঞান হতে থাকবে, ততো শীঘ্রই তারা নফসের গোলামীর জিঞ্জীর হতে পরিত্রাণ লাভ করবে। এমনকি তাদের মধ্যে আল্লাহর বহু বান্দা এমনও পাওয়া যাবে, যারা আত্মাকে দেহের ওপর ঈমানকে পেটের উপর এবং আল্লাহ্ তায়ালা ও তাঁর বন্দেগীকে দুনিয়া ও দুনিয়ার আরাম আয়েশা মান-ইজ্জতের ওপর প্রাধান্য দিতে দ্বিধাবোধ করবে না। শুধু কেবল আল্লাহর পথেই শান্তি দেখতে পাবে। আর তাদের মধ্যে যারা খুব ভীরু ও কাপুরুষ তাদের মধ্যে সত্যপন্থীদের একটি দলের আমলী জীবনের বাস্তব অনুশীলনের প্রদর্শনী দ্বারা সাহস ও হিম্মতের সঞ্চার হবে। তারা যখন দেখতে পাবে আসমানের নীচে আল্লাহর এমন বহু বান্দা রয়েছে যারা স্বীয় পরওয়ারদিগারের পথে মিথ্যা সম্মানের মাথায় লাথী মেরেছে, জগতকে পায় ঠেলছে, তাগুতী শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করছে, স্বীয় পরিবার পরিজনদের জন্যে সর্বপ্রকার বিপদকে খোশ আমদেদ জানাচ্ছে, তখন তাদের মনে শক্তি ও সাহসের সঞ্চার হবে এবং তারাও নিজেদের শক্তি পরীক্ষায় হবে অবতীর্ণ।

যেহেতু এ কাফেলাটির দেহে বিশেষ কোন জাতীয়তাবাদের লেবেল লাগানো থাকবে না। বরং তাদের সকল সম্পর্ক হবে আল্লাহর দ্বীন ও তাঁর নীতিমালার সাথে সংশ্লিষ্ট। এ জন্যেই আল্লাহর প্রতিটি বান্দাহ তাদের দাওয়াত শুনে দাওয়াতের গুণাগুণ নিয়ে চিন্তা ভাবনা শুরু করে দেবে। বিশেষ কোন জাতির সংখ্যাধিক্যতা ও রাজনৈতিক আধিপত্যের আন্দোলন ভেবে তারা এর প্রতি কোনরূপ খারাপ ধারণা পোষণ করবে না। এ সত্যটি যত তাড়াতাড়ি প্রকাশ হয়ে পড়বে, ততো দ্রুত এ দাওয়াতের জনপ্রিয়তা বেড়ে যাবে। একজন খৃষ্টান, একজন ইংরেজ, একজন জার্মানী,

www.pathagar.com

এমন কি পরকালে পৌঁছেও "ভ্রান্তপথের" সীমার মধ্যে পড়ে যাবে, তখনই নিজেদের অবস্থা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করবে এবং তাদের বিরাট সংখ্যক লোক ইনশায়াল্লাহ্ সত্যেরই সহযোগী হয়ে দাঁড়াবে।

আরো বহু লোক রয়েছে যারা সত্যকে স্বীকার করতে কোনরূপ কুন্ঠিত নয়। কিন্তু নিজেদের বিপদের ভয়াবহতা অনুমানে খুবই অবিবেচকের পরিচয় দেয়। দ্বীনের সঠিক দাওয়াত দ্বারা আল্লাহ্ তায়ালা এবং তাঁর উন্নত গুণাবলী সম্পর্কে যতই জ্ঞান হতে থাকবে, ততো শীঘ্রই তারা নফসের গোলামীর জিঞ্জীর হতে পরিত্রাণ লাভ করবে। এমনকি তাদের মধ্যে আল্লাহর বহু বান্দা এমনও পাওয়া যাবে, যারা আত্মাকে দেহের ওপর ঈমানকে পেটের উপর এবং আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর বন্দেগীকে দুনিয়া ও দুনিয়ার আরাম আয়েশা মান-ইজ্জতের ওপর প্রাধান্য দিতে দ্বিধাবোধ করবে না। শুধু কেবল আল্লাহর পথেই শান্তি দেখতে পাবে। আর তাদের মধ্যে যারা খুব ভীরু ও কাপুরুষ তাদের মধ্যে সত্যপন্থীদের একটি দলের আমলী জীবনের বাস্তব অনুশীলনের প্রদর্শনী দ্বারা সাহস ও হিম্মতের সঞ্চার হবে। তারা যখন দেখতে পাবে আসমানের নীচে আল্লাহর এমন বহু বান্দা রয়েছে যারা স্বীয় পরওয়ারদিগারের পথে মিথ্যা সম্মানের মাথায় লাথী মেরেছে, জগতকে পায় ঠেলছে, তাগুতী শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করছে, স্বীয় পরিবার পরিজনদের জন্যে সর্বপ্রকার বিপদকে খোশ আমদেদ জানাচ্ছে, তখন তাদের মনে শক্তি ও সাহসের সঞ্চার হবে এবং তারাও নিজেদের শক্তি পরীক্ষায় হবে অবতীর্ণ।

যেহেতু এ কাফেলাটির দেহে বিশেষ কোন জাতীয়তাবাদের লেবেল লাগানো থাকবে না। বরং তাদের সকল সম্পর্ক হবে আল্লাহর দ্বীন ও তাঁর নীতিমালার সাথে সংশ্লিষ্ট। এ জন্যেই আল্লাহর প্রতিটি বান্দাহ তাদের দাওয়াত শুনে দাওয়াতের গুণাগুণ নিয়ে চিন্তা ভাবনা শুরু করে দেবে। বিশেষ কোন জাতির সংখ্যাধিক্যতা ও রাজনৈতিক আধিপত্যের আন্দোলন ভেবে তারা এর প্রতি কোনরূপ খারাপ ধারণা পোষণ করবে না। এ সত্যটি যত তাড়াতাড়ি প্রকাশ হয়ে পড়বে, ততো দ্রুত এ দাওয়াতের জনপ্রিয়তা বেড়ে যাবে। একজন খৃষ্টান, একজন ইংরেজ, একজন জার্মানী,

www.pathagar.com

একজন ইটালীয়ান একজন, হিন্দু, একজন চীনা, একজন বৌদ্ধ সকলেই দাও-য়াতের যুক্তিগত ও বৈজ্ঞানিক মূল্যমান কতটুকু, এর নৈতিক মানদণ্ড কি? অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিতে এর মর্যাদা কতটুকু, জগতের সমুদয় পরীক্ষিত মতবাদ ও ধর্মসমূহের কতখানি সমাধান দিতে পারে ইত্যাদি বিষয় নিয়ে চিন্তা ভাবনা শুরু করে দেবে। এগুলো একই সাথে ইসলামকে একটি গতিশীল বস্তুতে পরিণত করে দেবে। আর যে জিনিস একটি আবদ্ধ পুকুরের পানির ন্যায় স্থিতিশীল ছিলো, তা-ই একটি প্রচণ্ড সয়লাবের ন্যায় উঁচু নীচু সর্বত্র প্লাবিত করে করে পৃথিবীকে দান করবে এক নতুন জীবন।

এ কাফেলাটির দাওয়াতী কাজ এ নীতিতে শুরু হবে না যে ভারতবর্ষের দশকোটি মুসলমানের সংখ্যাকে বারো তের কোটির সংখ্যায় পরিণত করতে হবে। বরং সে এসব মুসলমানদের মধ্যে আকায়েদও আমল আখলাকের ভিত্তিতে পার্থক্য নির্ণয় করবে। কিন্তু এর অর্থ এটা কখনোই নয় যে—"হে মুশরেকগণ। আল্লাহকে মেনে চলো" অথবা "হে কাফেরগণ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনো" এই বলে তার দাওয়াতী কাজ শুরু করবে। যারা এ ভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত রয়েছে তারা নবী রাসূলদের সেই দাওয়াতী কাজের নিয়ম-নীতি সম্পর্কে আদৌ কোন জ্ঞানই রাখে না। যার সবচেয়ে পূর্ণাংগ রূপ আল-কুরআন অংকিত করে বিশ্ব মানবের কাছে তুলে ধরেছে। কুরআনী দাওয়াতের পর্যায়ক্রমিক ধাপ ও স্তর সম্পর্কে যারা ওয়াকিফ-হাল তারা অবগত আছেন যে মহানবী (সাঃ) এর শুভাগমন একটি কুফরী ও মুশরেকী সমাজে হওয়া সত্ত্বেও তিনি কখনো "হে কাফেরগণ! হে মুশরিকগণ শব্দ ব্যবহার করে স্বীয় দাওয়াতী কাজের সূচনা করেননি। তাঁর উম্মৎগণের মধ্যে পুরুষানুক্রমে বহু লোক মুসলমান ছিলেন, তাদেরকে কাফের মুশরেক নিরূপণ করে কিরূপে দাওয়াতী কাজ শুরু করা ন্যায়ানুগ হতে পারে? মহানবী (সাঃ) তাঁর দাওয়াতী কাজের সূচনা হে আমার সম্প্রদায়, হে আমার জাতি! হে মানুষেরা ইত্যাদি ভাষা ব্যবহার করে উদ্বোধন করেছিলেন। প্রথমত তিনি দ্বীনের অবিসংবাদিত মূলনীতিগুলোর দাবী ও অপরিহার্যতার চেতনা তাদের মধ্যে সৃষ্টি করে ছিলেন। তাদের মধ্যে

www.pathagar.com

একজন ইটালীয়ান একজন, হিন্দু, একজন চীনা, একজন বৌদ্ধ সকলেই দাওয়াতের যুক্তিগত ও বৈজ্ঞানিক মূল্যমান কতটুকু, এর নৈতিক মানদণ্ড কি? অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিতে এর মর্যাদা কতটুকু, জগতের সমুদয় পরীক্ষিত মতবাদ ও ধর্মসমূহের কতখানি সমাধান দিতে পারে ইত্যাদি বিষয় নিয়ে চিন্তা ভাবনা শুরু করে দেবে। এগুলো একই সাথে ইসলামকে একটি গতিশীল বস্তুতে পরিণত করে দেবে। আর যে জিনিস একটি আবদ্ধ পুকুরের পানির ন্যায় স্থিতিশীল ছিলো, তা-ই একটি প্রচণ্ড সয়লাবের ন্যায় উঁচু নীচু সর্বত্র প্লাবিত করে করে পৃথিবীকে দান করবে এক নতুন জীবন।

এ কাফেলাটির দাওয়াতী কাজ এ নীতিতে শুরু হবে না যে ভারতবর্ষের দশকোটি মুসলমানের সংখ্যাকে বারো তের কোটির সংখ্যায় পরিণত করতে হবে। বরং সে এসব মুসলমানদের মধ্যে আকায়েদও আমল আখলাকের ভিত্তিতে পার্থক্য নির্ণয় করবে। কিন্তু এর অর্থ এটা কখনোই নয় যে—"হে মুশরেকগণ। আল্লাহকে মেনে চলো" অথবা "হে কাফেরগণ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনো" এই বলে তার দাওয়াতী কাজ শুরু করবে। যারা এ ভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত রয়েছে তারা নবী রাসূলদের সেই দাওয়াতী কাজের নিয়ম-নীতি সম্পর্কে আদৌ কোন জ্ঞানই রাখে না। যার সবচেয়ে পূর্ণাংগ রূপ আল-কুরআন অংকিত করে বিশ্ব মানবের কাছে তুলে ধরেছে। কুরআনী দাওয়াতের পর্যায়ক্রমিক ধাপ ও স্তর সম্পর্কে যারা ওয়াকিফহাল তারা অবগত আছেন যে মহানবী (সাঃ) এর শুভাগমন একটি কফরী ও মুশরেকী সমাজে হওয়া সত্ত্বেও তিনি কখনো "হে কাফেরগণ! হে মুশরিকগণ শব্দ ব্যবহার করে স্বীয় দাওয়াতী কাজের সূচনা করেননি। তাঁর উম্মৎগণের মধ্যে পুরুষানুক্রমে বহু লোক মুসলমান ছিলেন, তাদেরকে কাফের মুশরেক নিরূপণ করে কিরূপে দাওয়াতী কাজ শুরু করা ন্যায়ানুগ হতে পারে? মহানবী (সাঃ) তাঁর দাওয়াতী কাজের সূচনা হে আমার সম্প্রদায়, হে আমার জাতি! হে মানুষেরা ইত্যাদি ভাষা ব্যবহার করে উদ্বোধন করেছিলেন। প্রথমত তিনি দ্বীনের অবিসংবাদিত মূলনীতিগুলোর দাবী ও অপরিহার্যতার চেতনা তাদের মধ্যে সৃষ্টি করে ছিলেন। তাদের মধ্যে

www.pathagar.com

শিরকী ও কুফরী জনিত যে সব কার্যকলাপ ছিলো সেগুলোর শিরকী কুফরী হওয়াকে প্রকাশ করে প্রমাণ করে ছিলেন। এ কাজের ধারাটি আল্লাহ তায়ালা এ জাতির কাছে তাঁর বিধান পূর্ণরূপে পৌঁছা পর্যন্তই অব্যহত রাখেন। যাদের মধ্যে দ্বীনের এ দাওয়াত গ্রহণ করার ক্ষমতা জীবন্ত ছিলো তারা ক্রমান্বয়ে কাফেলার সাথে এসে সংশ্লিষ্ট হয়ে সত্যের স্বীকৃতি দিলেন। আর যাদের অন্তঃকরণ মুরদা হয়ে গিয়েছিলো এবং যাদের গতিপ্রবণতা ছিলো খুব কঠোর তারা শুধু মৌখিকভাবেই কুফরীর স্বীকৃতি দিয়ে ক্ষান্ত হয়নি। বরং মহানবীকে হত্যা করার জন্যে এসেছিল এগিয়ে। এ সময় মহানবীর প্রতি হিজরত করা নির্দেশ হলো। আর শুধু মাত্র এ সময়ই মহানবীর যবান মোবারক হতে নিজ জাতির জন্যে "হে কাফের দল" শব্দ নিঃসৃত হয়েছিলো। আল-কুরআনে "ইয়া আইয়্যুহাল কাফেরুন" আকারে তা লিপিবদ্ধ রয়েছে। এর পূর্বে মহানবী (সাঃ) তাঁর জাতির জন্যে এ ধরনের সম্বোধন করেছেন বলে আল-কুরআনের কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। এমনিভাবে মক্কাবাসীদের জন্য মুশরিক শব্দটি হয় কেবল হিজরতের সময় বা তার পরবর্তীকালেই ব্যবহার করেছেন।

এমনিভাবে মহানবী (সাঃ) ইহুদী খৃষ্টানদেরকে দ্বীনের দাওয়াত দিতে গিয়ে "হে কাফেরগণ! হে মুশরিকগণ" বলে সম্বোধন করেন নি। বরং হে আহলে কিতাবগণ বলেই শুরু করেছিলেন। যখন পর্যন্ত দ্বীনের মৌলিক নীতিমালার অপরিহার্যতা ও দাবীগুলো পূর্ণরূপে প্রকাশ করা না হয়েছে এবং মহানবী ও তাঁর পূণ্যবান কাফেলার দীর্ঘ দিনের আন্দোলন তাদের জন্যে সত্যের বিশ্লেষণ এবং তা পৌছিয়ে দেয়ার দায়িত্ব সম্পাদন না করেছে, ততোক্ষণ পর্যন্ত তাদের কুফরী ও শিরকীর কথা ঘোষণা হননি এবং তাদের সাথে যুদ্ধ বিগ্রহ করারও সময় হয়নি।

ঠিক এমনি ব্যবহারই করা হয়েছে মুনাফেকদের সাথে। এ কারণেই তারা ইসলামের সমূদয় নীতিমালাকে বাহ্যিকরূপে মেনে চলতো। তাই আল-কুরআন সর্বদা তাদেরকে "হে ঈমানদারগণ!" বলে সম্বোধন করেছে এবং তাদের সম্মুখে ঈমান, ইসলাম, তাওহীদ ও নবুয়াতীর অপরিহার্য দাবী গুলোরও বিশ্লেষণ করেছে। কারণ যারা অজ্ঞানতা ও গাফলতির মধ্যে

www.pathagar.com

শিরকী ও কুফরী জনিত যে সব কার্যকলাপ ছিলো সেগুলোর শিরকী কুফরী হওয়াকে প্রকাশ করে প্রমাণ করে ছিলেন। এ কাজের ধারাটি আল্লাহ তায়ালা এ জাতির কাছে তাঁর বিধান পূর্ণরূপে পেঁছা পর্যন্তই অব্যহত রাখেন। যাদের মধ্যে দ্বীনের এ দাওয়াত গ্রহণ করার ক্ষমতা জীবন্ত ছিলো তারা ক্রমান্বয়ে কাফেলার সাথে এসে সংশ্লিষ্ট হয়ে সত্যের স্বীকৃতি দিলেন। আর যাদের অন্তঃকরণ মুরদা হয়ে গিয়েছিলো এবং যাদের গতিপ্রবণতা ছিলো খুব কঠোর তারা শুধু মৌখিকভাবেই কুফরীর স্বীকৃতি দিয়ে ক্ষান্ত হয়নি। বরং মহানবীকে হত্যা করার জন্যে এসেছিল এগিয়ে। এ সময় মহানবীর প্রতি হিজরত করা নির্দেশ হলো। আর শুধু মাত্র এ সময়ই মহানবীর যবান মোবারক হতে নিজ জাতির জন্যে "হে কাফের দল" শব্দ নিঃসৃত হয়েছিলো। আল-কুরআনে "ইয়া আইয়্যুহাল কাফেরুন" আকারে তা লিপিবদ্ধ রয়েছে। এর পূর্বে মহানবী (সাঃ) তাঁর জাতির জন্যে এ ধরনের সম্বোধন করেছেন বলে আল-কুরআনের কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। এমনিভাবে মক্কাবাসীদের জন্য মুশরিক শব্দটি হয় কেবল হিজরতের সময় বা তার পরবর্তীকালেই ব্যবহার করেছেন।

এমনিভাবে মহানবী (সাঃ) ইহুদী খৃষ্টানদেরকে দ্বীনের দাওয়াত দিতে গিয়ে "হে কাফেরগণ! হে মুশরিকগণ" বলে সম্বোধন করেন নি। বরং হে আহলে কিতাবগণ বলেই শুরু করেছিলেন। যখন পর্যন্ত দ্বীনের মৌলিক নীতিমালার অপরিহার্যতা ও দাবীগুলো পূর্ণরূপে প্রকাশ করা না হয়েছে এবং মহানবী ও তাঁর পুণ্যবান কাফেলার দীর্ঘ দিনের আন্দোলন তাদের জন্যে সত্যের বিশ্লেষণ এবং তা পৌছিয়ে দেয়ার দায়িত্ব সম্পাদন না করেছে, ততোক্ষণ পর্যন্ত তাদের কুফরী ও শিরকীর কথা ঘোষণা হননি এবং তাদের সাথে যুদ্ধ বিগ্রহ করারও সময় হয়নি।

ঠিক এমনি ব্যবহারই করা হয়েছে মুনাফেকদের সাথে। এ কারণেই তারা ইসলামের সমুদয় নীতিমালাকে বাহ্যিকরূপে মেনে চলতো। তাই আল-কুরআন সর্বদা তাদেরকে "হে ঈমানদারগণ!" বলে সম্বোধন করেছে এবং তাদের সম্মুখে ঈমান, ইসলাম, তাওহীদ ও নবুয়াতীর অপরিহার্য দাবী গুলোরও বিশ্লেষণ করেছে। কারণ যারা অজ্ঞানতা ও গাফলতির মধ্যে

www.pathagar.com

নিপতিত তারা যেন এর দ্বারা সর্তক হতে পারে। এর পর তাদেরকে ধমক দিয়ে বলা হয়েছে যে, যারা নিজদের অপকর্ম ও প্রতিশ্রুতির মর্যাদাহানী থেকে বিরত না থাকবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হবে। বদরের যুদ্ধ হতে তাবুকের যুদ্ধ পর্যন্ত দুর্ব্বল চিত্ত লোক ও মুনাফেকদের ব্যাপারে আল-কুরআন এ নীতিই গ্রহণ করেছিলো। এ সময়ের মাঝে কখনো অত্যুৎসাহী মুসলমানরা তাদের সাথে কঠোরতা করার সন্দেহ হলে তখন তাদেরকেও বিরত রাখা হতো। কুরআন হাদীস উভয় স্থানেই এর দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। সুতরাং যারা সাবধান হলো এবং নিজদেরকে সংশোধন করে নিলো তাদেরকে মুসলমান ও ইসলামের খাদেম মনে করা হতো। কিন্তু যারা আল-কুরআন ও মহানবীর এহেন কঠোর সতর্কবাণী শুনার পরও নিজদের দুরভীসন্ধি হতে বিরত থাকেনি, তাদের গোপন তত্ব তুলে ধরা হয়েছে এবং তাদের সম্বন্ধে একটা স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

মহানবী (সাঃ)-এর এহেন কর্ম পদ্ধতি নিছক দাওয়াত ও তাবলীগের কোন মিথ্যা প্রদর্শনী ছিলো না। বরং এটা ছিলো এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত যে সম্পর্কে লোকেরা সে যুগে সাধারণত ওয়াকিফহাল ছিলো না। কোন বস্তু কুফর, শিরকী অথবা নেফাকী হলে তার কর্তা কাফের মুশরেক অথবা মুনাফেক হওয়া অপরিহার্য নয়। হারাম বস্তু ভক্ষণ করলেই যে সে লোক হারামখোর ও ফাছেক হয়ে যাবে তা অপরিহার্য নয়। হয়তো এ ক্ষেত্রে ভক্ষণকারীর এ বস্তুটি হারাম হবার জ্ঞান না থাকার সম্ভাবনা রয়েছে অথবা সে নিরূপায় ও বিপদগ্রস্ত হয়ে ভক্ষণ করারও সম্ভাবনা বিদ্যমান। কিম্বা তার এ বস্তুটি হারাম হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে কোন ব্যাখ্যার মধ্যে নিপতিত হবারও সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয় যায় না। এছাড়া অন্য কোন কারণ থাকাটা ও অসম্ভব কিছু নয়। বিশেষ করে নবী রাসূলদের আগমনের যুগে সত্যের দাওয়াতী আন্দোলন দীর্ঘদিন যাবৎ বন্ধ হয়ে থাকার ফলে সর্বত্র এমন এক অন্ধকার ছেয়ে পড়েছিলো, যার ফলে সাধারণ মানুষতো দূরের কথা জ্ঞানী ও চুক্ষুষ্মানরাও পথের দিশা পাচ্ছিল না। এমন যুগের স্বাভাবিক দাবী এটাই যে এ সময় যেসব নবী রাসূলদের আগমন হয় তারা কুফর শিরক ও নেফাকীর আলাদা আলাদা সীলমোহর নিয়ে আসেন না। আল্লাহর বান্দারা

www.pathagar.com

নিপতিত তারা যেন এর দ্বারা সর্তক হতে পারে। এর পর তাদেরকে ধমক দিয়ে বলা হয়েছে যে, যারা নিজদের অপকর্ম ও প্রতিশ্রুতির মর্যাদাহানী থেকে বিরত না থাকবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হবে। বদরের যুদ্ধ হতে তাবুকের যুদ্ধ পর্যন্ত দুর্ব্বল চিত্ত লোক ও মুনাফেকদের ব্যাপারে আল-কুরআন এ নীতিই গ্রহণ করেছিলো। এ সময়ের মাঝে কখনো অত্যুৎ-সাহী মুসলমানরা তাদের সাথে কঠোরতা করার সন্দেহ হলে তখন তাদের-কেও বিরত রাখা হতো। কুরআন হাদীস উভয় স্থানেই এর দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। সুতরাং যারা সাবধান হলো এবং নিজদেরকে সংশোধন করে নিলো তাদেরকে মুসলমান ও ইসলামের খাদেম মনে করা হতো। কিন্তু যারা আল-কুরআন ও মহানবীর এহেন কঠোর সতর্কবাণী শুনার পরও নিজদের দুরভীসন্ধি হতে বিরত থাকেনি, তাদের গোপন তত্ব তুলে ধরা হয়েছে এবং তাদের সম্বন্ধে একটা স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

মহানবী (সাঃ)-এর এহেন কর্ম পদ্ধতি নিছক দাওয়াত ও তাবলীগের কোন মিথ্যা প্রদর্শনী ছিলো না। বরং এটা ছিলো এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত যে সম্পর্কে লোকেরা সে যুগে সাধারণত ওয়াকিফ-হাল ছিলো না। কোন বস্তু কুফর, শিরকী অথবা নেফাকী হলে তার কর্তা কাফের মুশরেক অথবা মুনাফেক হওয়া অপরিহার্য নয়। হারাম বস্তু ভক্ষণ করলেই যে সে লোক হারামখোর ও ফাছেক হয়ে যাবে তা অপরিহার্য নয়। হয়তো এ ক্ষেত্রে ভক্ষণকারীর এ বস্তুটি হারাম হবার জ্ঞান না থাকার সম্ভাবনা রয়েছে অথবা সে নিরূপায় ও বিপদগ্রস্ত হয়ে ভক্ষণ করারও সম্ভাবনা বিদ্যমান। কিম্বা তার এ বস্তুটি হারাম হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে কোন ব্যাখ্যার মধ্যে নিপতিত হবারও সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয় যায় না। এছাড়া অন্য কোন কারণ থাকাটা ও অসম্ভব কিছু নয়। বিশেষ করে নবী রাসূলদের আগমনের যুগে সত্যের দাওয়াতী আন্দোলন দীর্ঘদিন যাবৎ বন্ধ হয়ে থাকার ফলে সর্বত্র এমন এক অন্ধকার ছেয়ে পড়েছিলো, যার ফলে সাধারণ মানুষতো দূরের কথা জ্ঞানী ও চুক্ষুষ্মানরাও পথের দিশা পাচ্ছিল না। এমন যুগের স্বাভাবিক দাবী এটাই যে এ সময় যেসব নবী রাসূলদের আগমন হয় তারা কুফর শিরক ও নেফাকীর আলাদা আলাদা সীলমোহর নিয়ে আসেন না। আল্লাহর বান্দারা

www.pathagar.com

যে যেরূপ সীলের যোগ্য হয় সেইরূপ সীল মেরে মেরে বলে যাবে যে তুমি কাফের তুমি মুশরেক ও তুমি মুনাফেক—এমন কাজও তাদের দ্বারা হয় না। বরং তাদের আসল কাজ হলো দ্বীনের নীতিমালাকে উজ্জীবিত করা। বিলুপ্ত পথের নিশানাকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা, বন্ধ পথকে উন্মুক্ত করে দেয়া। আর একটি মজবুত আন্দোলন, পরম্পরা জিহাদ এবং একটি পূত-পবিত্র দাগহীন জীবনের নিরবচ্ছিন্ন কর্মতৎপরতার দ্বারা সত্যকে প্রভাতের রক্তিম আভার ন্যায় বিকশিত করা। এ আন্দোলন দ্বারা জাতির সুস্থ স্বভাব প্রভৃতির লোকগুলো সুঘ্রাণ লাভ করে পৃথক হয়ে পড়ে। তাদের এ বৈশিষ্টময় অস্তিত্বই সত্য সত্য হওয়া ও বাতিল বাতিল হবার একটি বাস্তব প্রমাণ হয়ে দাঁড়ায়। এ সময় যাদের মধ্যে সত্যকে উপলব্ধি করা কিছু মাত্র ক্ষমতা থাকে, তারা দেখতে পায় যে আল্লাহর পথ এটি এবং এখানে চলাও সম্ভব। আর তখনই সেই সব লোক কাফের বলে স্থির হতে পারে যারা এ পথে চলতে অস্বীকৃতি জানায়। এর পরই তাদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করার জন্য হয় আল্লাহর পক্ষ হতে শাস্তি নেমে আসে অথবা সত্যপন্থীদের তরবারী কোষমুক্ত হয়। নবী রাসূলদের জীবন থেকে আমরা এ শিক্ষাই পাই।

বর্তমান যুগে যে কফেলাটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাও সুন্নাতকে পুনরুজ্জীবনের সুমহানও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে দণ্ডায়মান হবে, তাদের এ নবুয়াতী তরীকা থেকেই পথের দিশা নিতে হবে। এ উম্মৎকে নতুন কোন নবী-রাসূলের আগমনের প্রতীক্ষায় যে বসে থাকতে হবে না, তা সুস্পষ্ট কথা। তাদের কাছে দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা ও পুনরুজ্জীবনের শরীয়াতী ব্যবস্থা নবুয়াতী তরীকা মাফিক খেলাফতী ব্যবস্থা বর্তমান। এটা সেই ব্যবস্হা যা মুসলমানদেরকে সরল সঠিক ও মধ্যম পথে প্রতিষ্ঠিত রেখেছিলো। আল্লাহর সৃষ্টিকুলের কাছে তাঁর বিধানকে পূর্ণরূপে পৌছিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলো। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে এ খিলাফত ব্যবস্হাটি অকেজো ও বিনষ্ট হয়ে পড়ে থাকার দরুন তার স্হান একটি তাগুতী ব্যবস্হা দখল করে নেয় এবং সে মুসলমানদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র করেছে অপবিত্র। কোন ক্ষেত্রই এ তাগুতী ব্যবস্থার খপ্পর থেকে মুক্ত নয়। আমাদের মধ্যে যারা স্বেচ্ছায় এ ব্যবস্থার আনুগত্য

www.pathagar.com

যে যেরূপ সীলের যোগ্য হয় সেইরূপ সীল মেরে মেরে বলে যাবে যে তুমি কাফের তুমি মুশরেক ও তুমি মুনাফেক—এমন কাজও তাদের দ্বারা হয় না। বরং তাদের আসল কাজ হলো দ্বীনের নীতিমালাকে উজ্জীবিত করা। বিলুপ্ত পথের নিশানাকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা, বন্ধ পথকে উন্মুক্ত করে দেয়া। আর একটি মজবুত আন্দোলন, পরম্পরা জিহাদ এবং একটি পূত-পবিত্র দাগহীন জীবনের নিরবচ্ছিন্ন কর্মতৎপরতার দ্বারা সত্যকে প্রভাতের রক্তিম আভার ন্যায় বিকশিত করা। এ আন্দোলন দ্বারা জাতির সুস্থ স্বভাব প্রভৃতির লোকগুলো সুঘ্রাণ লাভ করে পৃথক হয়ে পড়ে। তাদের এ বৈশিষ্টময় অস্তিত্বই সত্য সত্য হওয়া ও বাতিল বাতিল হবার একটি বাস্তব প্রমাণ হয়ে দাঁড়ায়। এ সময় যাদের মধ্যে সত্যকে উপলব্ধি করা কিছু মাত্র ক্ষমতা থাকে, তারা দেখতে পায় যে আল্লাহর পথ এটি এবং এখানে চলাও সম্ভব। আর তখনই সেই সব লোক কাফের বলে স্থির হতে পারে যারা এ পথে চলতে অস্বীকৃতি জানায়। এর পরই তাদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করার জন্য হয় আল্লাহর পক্ষ হতে শাস্তি নেমে আসে অথবা সত্যপন্থীদের তরবারী কোষমুক্ত হয়। নবী রাসূলদের জীবন থেকে আমরা এ শিক্ষাই পাই।

বর্তমান যুগে যে কফেলাটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাও সুন্নাতকে পুনরুজ্জীবনের সুমহানও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে দণ্ডায়মান হবে, তাদের এ নবুয়াতী তরীকা থেকেই পথের দিশা নিতে হবে। এ উম্মৎকে নতুন কোন নবী-রাসূলের আগমনের প্রতীক্ষায় যে বসে থাকতে হবে না, তা সুস্পষ্ট কথা। তাদের কাছে দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা ও পুনরুজ্জীবনের শরীয়াতী ব্যবস্থা নবুয়াতী তরীকা মাফিক খেলাফতী ব্যবস্থা বর্তমান। এটা সেই ব্যবস্হা যা মুসলমানদেরকে সরল সঠিক ও মধ্যম পথে প্রতিষ্ঠিত রেখেছিলো। আল্লাহর সৃষ্টিকুলের কাছে তাঁর বিধানকে পূর্ণরূপে পৌছিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলো। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে এ খিলাফত ব্যবস্হাটি অকেজো ও বিনষ্ট হয়ে পড়ে থাকার দরুন তার স্হান একটি তাগুতী ব্যবস্হা দখল করে নেয় এবং সে মুসলমানদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র করেছে অপবিত্র। কোন ক্ষেত্রই এ তাগুতী ব্যবস্থার খপ্পর থেকে মুক্ত নয়। আমাদের মধ্যে যারা স্বেচ্ছায় এ ব্যবস্থার আনুগত্য

www.pathagar.com

করছে না, তাদেরকে অনিচ্ছায় এ ব্যবস্থার আনুগত্য করতে হচ্ছে। একান্ত পরহেজগার মোত্তাকী লোকদের আঁচলও এর অপবিত্রতা হতে মুক্ত হতে পারেনি। দ্বীনি শিক্ষা-প্রশিক্ষণের সমুদয় কাজ-কর্ম বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ছিটে ফোটা যা কিছু বর্তমান তাও প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার অধীনে তার চাকরে পরিণত হয়েছে। লেখকের কলম ও বক্তার মুখ হক্ক কথা ব্যতীত সমুদয় আজে বাজে বিষয়ের জন্য মুক্ত। দ্বীন ও ধর্ম সম্পর্কে বর্তমানে যা কিছু শুনান হয় তার বিরাট অংশ হয়েছে বর্তমান সামাজের ও বর্তমানে জাহেলী ব্যবস্থার জন্যে ধর্মের পক্ষ থেকে লাইসেন্স বিশেষ।

এমন মহাসংকট ও ফেৎনা ফাসাদের যুগে মুসলমানরা ধর্ম ও তার অনিবার্য বিষয়গুলো এবং তাওহীদ ও তার আনুষাঙ্গীক অপরিহার্য বিষয়-গুলোর সাথে অপরিচিত থাকাটা কিছু বিচিত্র নয়। একটি ফুলের বাগান যদি তার মালীর পরিচর্যা হতে বঞ্চিত হয়, অথবা যে লোক এ বাগানের মালিক সে যদি দীর্ঘদিন যাবৎ এর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কাটাছাটা আগাছা উৎরান এবং কচি চারাগুলোর পরিচর্যার পরিবর্তে আগাছা ও অন্যান্য বৃক্ষগুলোকে বাগানের আসল গাছ ভেবে তার গোড়ায় পানি ঢালতে থাকে ও লালন পালনের কাজে লেগে যায়, তাহলে এ বাগানটি জঙ্গলে পরিণত হওয়া একটি স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। "আমরূ বিল মারূফ ও নাহী আনিল মুনকারের" (ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ) দায়িত্ব পালনের সঠিক উদাহরণ এটিই। এটা এমনই স্বাভাবিক দায়িত্ব, যা একজন কৃষক তার ক্ষেত খামারে, একজন মালি তার ফুল বাগানে, একজন মেষ পালক তার পালের মধ্যে, একজন পথ প্রদর্শক তার সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি জাতির নেতৃবর্গ ও বুদ্ধিজীবি মহল তাদের জাতির মধ্যে সুসম্পন্ন করতে পারে। আর খিলাফতী রাষ্ট্র ব্যবস্থা এ দায়িত্ব সম্পাদনের জন্যে একটি স্বাভাবিক প্রকৃতিগত বিধান। এ ব্যবস্থা ব্যতীত যেমন মুসলমানদের সঠিক নিয়ম পদ্ধতির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা সম্ভব নয়, তেমনি এ ব্যবস্থা ব্যতীত জগতের কাছে দ্বীন পূর্ণাংগরূপে প্রকাশ পেতেও পারে না। সুতরাং বর্তমান যুগে সিরাতুল মুস্তাকীম হতে মুসলমান-দের দূরে সরে পড়াটা যেমন নিন্দনীয় বিষয় নয়, তেমনি আল্লাহর সৃষ্টি

www.pathagar.com

করছে না, তাদেরকে অনিচ্ছায় এ ব্যবস্থার আনুগত্য করতে হচ্ছে। একান্ত পরহেজগার মোত্তাকী লোকদের আঁচলও এর অপবিত্রতা হতে মুক্ত হতে পারেনি। দ্বীনি শিক্ষা-প্রশিক্ষণের সমুদয় কাজ-কর্ম বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ছিটে ফোটা যা কিছু বর্তমান তাও প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার অধীনে তার চাকরে পরিণত হয়েছে। লেখকের কলম ও বক্তার মুখ হক্ব কথা ব্যতীত সমুদয় আজে বাজে বিষয়ের জন্য মুক্ত। দ্বীন ও ধর্ম সম্পর্কে বর্তমানে যা কিছু শুনান হয় তার বিরাট অংশ হয়েছে বর্তমান সামাজের ও বর্তমানে জাহেলী ব্যবস্থার জন্যে ধর্মের পক্ষ থেকে লাইসেন্স বিশেষ।

এমন মহাসংকট ও ফেৎনা ফাসাদের যুগে মুসলমানরা ধর্ম ও তার অনিবার্য বিষয়গুলো এবং তাওহীদ ও তার আনুষাঙ্গীক অপরিহার্য বিষয়-গুলোর সাথে অপরিচিত থাকাটা কিছু বিচিত্র নয়। একটি ফুলের বাগান যদি তার মালীর পরিচর্যা হতে বঞ্চিত হয়, অথবা যে লোক এ বাগানের মালিক সে যদি দীর্ঘদিন যাবৎ এর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কাটাছাটা আগাছা উৎরান এবং কচি চারাগুলোর পরিচর্যার পরিবর্তে আগাছা ও অন্যান্য বৃক্ষগুলোকে বাগানের আসল গাছ ভেবে তার গোড়ায় পানি ঢালতে থাকে ও লালন পালনের কাজে লেগে যায়, তাহলে এ বাগানটি জঙ্গলে পরিণত হওয়া একটি স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। "আমরু বিল মারূপ ও নাহী আনিল মুনকারের" (ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ) দায়িত্ব পালনের সঠিক উদাহরণ এটিই। এটা এমনই স্বাভাবিক দায়িত্ব, যা একজন কৃষক তার ক্ষেত খামারে, একজন মালি তার ফুল বাগানে, একজন মেষ পালক তার পালের মধ্যে, একজন পথ প্রদর্শক তার সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি জাতির নেতৃবর্গ ও বুদ্দিজীবি মহল তাদের জাতির মধ্যে সুসম্পন্ন করতে পারে। আর খিলাফতী রাষ্ট্র ব্যবস্থা এ দায়িত্ব সম্পাদনের জন্যে একটি স্বাভাবিক প্রকৃতিগত বিধান। এ ব্যবস্থা ব্যতীত যেমন মুসলমানদের সঠিক নিয়ম পদ্ধতির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা সম্ভব নয়, তেমনি এ ব্যবস্থা ব্যতীত জগতের কাছে দ্বীন পূর্ণাংগরূপে প্রকাশ পেতেও পারে না। সুতরাং বর্তমান যুগে সিরাতুল মুস্তাকীম হতে মুসলমান-দের দূরে সরে পড়াটা যেমন নিন্দনীয় বিষয় নয়, তেমনি আল্লাহর সৃষ্টি

www.pathagar.com

কুল ভ্রান্ত হওয়াটাও অপরাধের বিষয় নয়। মুসলমানরা ছিলো এ জগতের জন্যে সৌন্দর্যের প্রতিক বিশেষ। যখন তাদের সৌন্দর্য কমনীয়তা স্বাভাবিক ভাবে হ্রাস পাওয়া শুরু হয় তখন এমন কি বস্তু আছে যার দ্বারা এ কমনীয়তা সৃষ্টি হতে পারে ?

বস্তুত মুসলমানদের মধ্যে তাওহীদ ও তার অপরিহার্য দাবীগুলোর দাওয়াত নিয়ে যে দল ও কাফেলাটি আজ দণ্ডায়মান হবে, তারা হবে অত্যন্ত কঠোর ও নির্দয়। তারা যদি এই ভেবে দণ্ডায়মান হয় যে সমস্ত মুসলমান কাফের ও বেদ্বীন হয়ে গিয়েছে, এমনটি ভাবলে তারা যে বাস্তব অবস্থাটিকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারেনি এবং নবী রাসূলদের দাওয়াতী কর্ম পদ্ধতির সাথে তাদের কোন পরিচয় নেই—এ কথাই তাদের কর্মপদ্ধতি দ্বারা প্রমাণ করবে। কাউকে কাফের ফাসেক নির্ধারণ করার পূর্বে তাদের কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহর কিতাবকে ভালরূপে বিশ্লেষণ করা। একটি সুস্থ ও পুণ্যময় সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্যে নিজের সর্বশক্তি ব্যয় করা, যাতে করে আল্লাহ তায়ালা সর্বদিক পরিবেষ্টিত আঁধারকে আলোতে পরিণত করেন এবং সত্য-অসত্য ও হক বাতিলের পরিচয় লাভ সকলের জন্য সহজ হয়।

কাফের বলার অর্থ কোন লোককে মোরতাদ নিরূপণ করে মোরতাদদের জন্যে ইসলাম কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি সাব্যস্ত করা। এ শাস্তি একটি পুণ্য-বান সমাজের ক্ষমতাসীন প্রতিনিধি বা সরকারই নিজ সমাজের সেইসব লোকদের জন্যে নির্ধারণ করতে পারে, যারা তার দাওয়াত ও বিধান ব্যবস্থাপনার মূলনীতিকে প্রকাশ্যে ও জেনে শুনে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এ শাস্তিকে বাস্তবে প্রয়োগ করার পহেলা শর্ত হচ্ছে একটি পুণ্যময় দল বা জন প্রতিনিধি হওয়া। দুর্নীতিবাজ দল ও প্রতিনিধিদের অপরকে দুর্নীতিবাজ ও সমাজ শত্রু নিরূপণ করার কোন অধিকার নেই। দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে সেই দল বা জন প্রতিনিধিদের অধিকার ও ক্ষমতা থাকা অর্থাৎ সরকারী ক্ষমতায় সমাসীন হওয়া। অধিকারহীন বা ক্ষমতাসীন নয়—এমন কোন দল ও প্রতিনিধিদের শরীয়াতী দণ্ডবিধান (হদুদ ও তাজিরাত) প্রয়োগ করার অধিকার নেই। তৃতীয় শর্ত হচ্ছে একটি পুণ্যময় দলের ক্ষমতাসীন হবার দরুন পরিবেশ এমন সৃষ্টি হওয়া, যাতে সমাজে গর্হিত ও অন্যায়

www.pathagar.com

কুল ভ্রান্ত হওয়াটাও অপরাধের বিষয় নয়। মুসলমানরা ছিলো এ জগতের জন্যে সৌন্দর্যের প্রতিক বিশেষ। যখন তাদের সৌন্দর্য কমনীয়তা স্বাভাবিক ভাবে হ্রাস পাওয়া শুরু হয় তখন এমন কি বস্তু আছে যার দ্বারা এ কমনীয়তা সৃষ্টি হতে পারে ?

বস্তুত মুসলমানদের মধ্যে তাওহীদ ও তার অপরিহার্য দাবীগুলোর দাওয়াত নিয়ে যে দল ও কাফেলাটি আজ দণ্ডায়মান হবে, তারা হবে অত্যন্ত কঠোর ও নির্দয়। তারা যদি এই ভেবে দণ্ডায়মান হয় যে সমস্ত মুসলমান কাফের ও বেদ্বীন হয়ে গিয়েছে, এমনটি ভাবলে তারা যে বাস্তব অবস্থাটিকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারেনি এবং নবী রাসূলদের দাওয়াতী কর্ম পদ্ধতির সাথে তাদের কোন পরিচয় নেই—এ কথাই তাদের কর্মপদ্ধতি দ্বারা প্রমাণ করবে। কাউকে কাফের ফাসেক নির্ধারণ করার পূর্বে তাদের কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহর কিতাবকে ভালরূপে বিশ্লেষণ করা। একটি সুস্থ ও পুণ্যময় সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্যে নিজের সর্বশক্তি ব্যয় করা, যাতে করে আল্লাহ তায়ালা সর্বদিক পরিবেষ্টিত আঁধারকে আলোতে পরিণত করেন এবং সত্য-অসত্য ও হক বাতিলের পরিচয় লাভ সকলের জন্য সহজ হয়।

কাফের বলার অর্থ কোন লোককে মোরতাদ নিরূপণ করে মোরতাদদের জন্যে ইসলাম কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি সাব্যস্ত করা। এ শাস্তি একটি পুণ্য-বান সমাজের ক্ষমতাসীন প্রতিনিধি বা সরকারই নিজ সমাজের সেইসব লোকদের জন্যে নির্ধারণ করতে পারে, যারা তার দাওয়াত ও বিধান ব্যবস্থাপনার মূলনীতিকে প্রকাশ্যে ও জেনে শুনে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এ শাস্তিকে বাস্তবে প্রয়োগ করার পহেলা শর্ত হচ্ছে একটি পুণ্যময় দল বা জন প্রতিনিধি হওয়া। দুর্নীতিবাজ দল ও প্রতিনিধিদের অপরকে দুর্নীতিবাজ ও সমাজ শত্রু নিরূপণ করার কোন অধিকার নেই। দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে সেই দল বা জন প্রতিনিধিদের অধিকার ও ক্ষমতা থাকা অর্থাৎ সরকারী ক্ষমতায় সমাসীন হওয়া। অধিকারহীন বা ক্ষমতাসীন নয়—এমন কোন দল ও প্রতিনিধিদের শরীয়াতী দণ্ডবিধান (হদুদ ও তাজিরাত) প্রয়োগ করার অধিকার নেই। তৃতীয় শর্ত হচ্ছে একটি পুণ্যময় দলের ক্ষমতাসীন হবার দরুন পরিবেশ এমন সৃষ্টি হওয়া, যাতে সমাজে গর্হিত ও অন্যায়

www.pathagar.com

কাজ করার উপযোগী পরিবেশই বর্তমান থাকেনা। আর আল্লাহর বান্দাদের কাছে তাঁর শরীয়াতকে পৌছিয়ে দেয়ার ও অধিকার বিশ্লেষণের যাবতীয় মাধ্যম সমূহের কোন অভাব না থাকে। এ শর্তগুলোর অবর্তমানে যেমন চুরির অপরাধে হাত কাটা যাবেনা—তেমনি শরাব খোরকে কোরা মারা এবং ব্যাভিচারীকে সংগেসার করাও যাবেনা। এমনকি যদি কোন দল জন-প্রতিনিধিত্ব নিয়ে ক্ষমতাসীনও হয় এবং সমসাময়িক ধর্মীয় পরিবেশ যদি এমন হয় যে সেখানে অপরাধের ক্ষেত্রে চারিত্রিক ও নৈতিক বাঁধা বিদ্যমান। কিন্তু অন্য কোন অস্থায়ী কারণের দরুন অপরাধ প্রবণতার সৃষ্টি হলে তখন সেই অপরাধের শরীয়াতী শাস্তি সরকার কর্তৃক প্রয়োগ থেকে বিরত থাকবেন। যেমন দ্বিতীয় খলিফা উমর (রাঃ) এর খিলাফত কালে কোন এক সময় সমগ্র দেশে চরম অভাব অনটন ও দুর্ভীক্ষ দেখা দিয়েছিলো। তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করেও দেশের অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করতে সক্ষম হলেন না। এ সময় তিনি দেশময় পূর্ণ অর্থনৈতিক ভারসাম্য ফিরে না আসা পর্যন্ত চুরির অপরাধে হাত কাটার শাস্তি মুলতবী রাখেন।

হযরত ইসা (আঃ)-এর যমানায় এক মহিলাকে ব্যাভিচারীর অপরাধে ধরে আনা হলো। ইহুদী আলেমগণ তাকে সংগেসার করার দাবী করলে হযরত ইসা (আঃ) জবাব দিলেন—“হা সংগেসার তো করবো। কিন্তু তোমা-দের মধ্যে যে লোক পবিত্র নেই সর্বপ্রথম এ মহিলার প্রতি পাথর নিক্ষেপ করবে।” এর দ্বারা তখনকার যুগে কোন লোকই সতীসাধ্বী ছিলনা বরং সকলই ব্যাভিচারী একথা বলা তাঁর উদ্দেশ্য ছিলনা। বরং তিনি এ কথার দিকে ইঙ্গীত দিয়েছিলেন যে বর্তমানে পূণ্যবান ক্ষমতাসীন কোন দল নেই। যেমন নেই কোন পূণ্যময় শাসন শৃংখলা বিদ্যমান, তেমনি নেই শরীয়াতী পরিবেশ। এ মহিলাটি যদি স্বীয় স্বামীর সাথে ওয়াদা ভঙ্গ করে খেয়ানত করে থাকে, তবে তোমাদের মধ্যেও এমন কোন লোক আছে যে এর চেয়ে বড় গুণাহগার নয়। অর্থাৎ স্বীয় মাওলার সাথে খেয়ানত করার দরুন অপরাধী নয়। তোমরা আল্লাহর সাথে ত ওয়াদা ভঙ্গ করেছো এবং এ অপরাধের দরুন পৌত্তলিক রোমানদেরকে তোমাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা শাসক বানিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং এক মহিলাকে স্বীয় স্বামীর সাথে অঙ্গীকার ভঙ্গের দরুন শাস্তি দেয়ার অধিকার তোমরা কোথায় পেলে ?

www.pathagar.com

কাজ করার উপযোগী পরিবেশই বর্তমান থাকেনা। আর আল্লাহর বান্দাদের কাছে তাঁর শরীয়াতকে পৌছিয়ে দেয়ার ও অধিকার বিশ্লেষণের যাবতীয় মাধ্যম সমূহের কোন অভাব না থাকে। এ শর্তগুলোর অবর্তমানে যেমন চুরির অপরাধে হাত কাটা যাবেনা—তেমনি শরাব খোরকে কোরা মারা এবং ব্যাভিচারীকে সংগেসার করাও যাবেনা। এমনকি যদি কোন দল জন-প্রতিনিধিত্ব নিয়ে ক্ষমতাসীনও হয় এবং সমসাময়িক ধর্মীয় পরিবেশ যদি এমন হয় যে সেখানে অপরাধের ক্ষেত্রে চারিত্রিক ও নৈতিক বাঁধা বিদ্যমান। কিন্তু অন্য কোন অস্থায়ী কারণের দরুন অপরাধ প্রবণতার সৃষ্টি হলে তখন সেই অপরাধের শরীয়াতী শাস্তি সরকার কর্তৃক প্রয়োগ থেকে বিরত থাকবেন। যেমন দ্বিতীয় খলিফা উমর (রাঃ) এর খিলাফত কালে কোন এক সময় সমগ্র দেশে চরম অভাব অনটন ও দুর্ভীক্ষ দেখা দিয়েছিলো। তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করেও দেশের অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করতে সক্ষম হলেন না। এ সময় তিনি দেশময় পূর্ণ অর্থনৈতিক ভারসাম্য ফিরে না আসা পর্যন্ত চুরির অপরাধে হাত কাটার শাস্তি মুলতবী রাখেন।

হযরত ইসা (আঃ)-এর যমানায় এক মহিলাকে ব্যাভিচারীর অপরাধে ধরে আনা হলো। ইহুদী আলেমগণ তাকে সংগেসার করার দাবী করলে হযরত ইসা (আঃ) জবাব দিলেন—“হা সংগেসার তো করবো। কিন্তু তোমা-দের মধ্যে যে লোক পবিত্র নেই সর্বপ্রথম এ মহিলার প্রতি পাথর নিক্ষেপ করবে।” এর দ্বারা তখনকার যুগে কোন লোকই সতীসাধ্বী ছিলনা বরং সকলই ব্যাভিচারী একথা বলা তাঁর উদ্দেশ্য ছিলনা। বরং তিনি এ কথার দিকে ইঙ্গীত দিয়েছিলেন যে বর্তমানে পুণ্যবান ক্ষমতাসীন কোন দল নেই। যেমন নেই কোন পুণ্যময় শাসন শৃংখলা বিদ্যমান, তেমনি নেই শরীয়াতী পরিবেশ। এ মহিলাটি যদি স্বীয় স্বামীর সাথে ওয়াদা ভঙ্গ করে খেয়ানত করে থাকে, তবে তোমাদের মধ্যেও এমন কোন লোক আছে যে এর চেয়ে বড় গুণাহগার নয়। অর্থাৎ স্বীয় মাওলার সাথে খেয়ানত করার দরুন অপরাধী নয়। তোমরা আল্লাহর সাথে ত ওয়াদা ভঙ্গ করেছো এবং এ অপরাধের দরুন পৌত্তলিক রোমানদেরকে তোমাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা শাসক বানিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং এক মহিলাকে স্বীয় স্বামীর সাথে অঙ্গীকার ভঙ্গের দরুন শাস্তি দেয়ার অধিকার তোমরা কোথায় পেলে?

www.pathagar.com

অতএব বুঝা গেল যে কাউকে কাফের ফতুয়া দেয়া এমন একটি কঠোরতম শাস্তি, যার পর এ লোক সর্বদার জন্য মুসলিম সমাজ হতে বহিষ্কৃত হয় এবং তাকে হত্যা করা অপরিহার্য কর্তব্য হয়ে দাড়ায়। নীতিগত ভাবে এ যুগে কাউকে কাফের ফতুয়া দেয়া অত্যন্ত ভ্রান্ত পদক্ষেপ। এ সময় যেমন কোন পূণ্যবান ক্ষমতাসীন দল নেই, তেমনি নেই, কোন আমরু বিল মারূফ ও নাহী আনিল মুনকারের সেই শরীয়াতী বিধান প্রতিষ্ঠিত ও জীবন্ত, যা মানুষের মধ্যে কুফর ও শিরকীর পার্থক্য জনিত আনুভূতিকে জীবন্ত করে তুলতে পারে। জীবনের প্রতিটি বিভাগের উপরই তাগুতের কালো ছায়া বিরাজমান। হক্ক ও বাতিলের পার্থক্য শুধু বিলুপ্তই নয় বরং বাতিলকে হক বানাবার প্রচেষ্টার দিক দিয়ে হয়তো বর্তমান যুগটি অত্যন্ত উপযোগী। এমন সংকটাপন্ন যুগে যারা কাফের ফাসেকের তীর নিয়ে খেলায় নিমগ্ন, তারা সময়ের অবস্থা কাফের ফতুয়ার গুরুত্ব এবং তার শর্ত ও নীতিমালা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। বর্তমান যমানাটি হচ্ছে জাহেলিয়াত ও ফেৎনা ফাসাদের স্বাভাবিক যমানা। আল্লাহ তায়ালা তাঁর যে সব বান্দাদেরকে সরল ও সঠিক কাজের প্রতি নজর দেয়ার তাওফীক দান করেছেন, তারা মুসলমানদের প্রতি কুফরী ফতুয়া দেয়ার চিন্তায় ব্যস্ত হয়। তাদের দাওয়াতের সূচনা বিন্দু হচ্ছে আল-কুরআনের ভাষায়—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ۝

অর্থাৎ 'হে ঈমানদারগণ' তোমারা সঠিক ও সুন্দররূপে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনো।"

সমগ্র লোক যখন একটি দুর্গন্ধময় কূপের মধ্যে নিপতিত, তখন কাউকে অপবিত্র বলা এবং এ জন্যে শাস্তির যোগ্য ভাববার অধিকার কারুর নেই। শুধু দুর্গন্ধকে দূর্গন্ধ বলা এবং এ থেকে নিষ্কৃতি পাবার প্রচেষ্টা চালাবার আহবান জানানোর অধিকার রয়েছে। মুসলমানরা বর্তমানে ভারতবর্ষকে "দারুল আমান" ভেবে নিশ্চিন্তায় ঘুম যাচ্ছে। এটা যে দারুল আমান নয় সেই অনুভূতি জাগিয়ে তোলার জন্য একাজ নিরবচ্ছিন্ন গতিতে চালিয়ে যাওয়া উচিত।

'মানুষের প্রকৃতিতে যে শিরক নিহিত নয় তা আগত অধ্যায়ে সবিস্তার আলোচনা করার প্রয়াস পাবো। আর মুসলমানরা তো শির্‌ক এর কথা ধারণাই করতে পারেনা। সুতরাং এ প্রকৃতি যা সমসাময়িক আধারে এবং শুত্রু মিত্রুর আদর ও চপটাঘাতের দরূন নিক্রিয় হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, তা

www.pathagar.com

অতএব বুঝা গেল যে কাউকে কাফের ফতুয়া দেয়া এমন একটি কঠোর-তম শাস্তি, যার পর এ লোক সর্বদার জন্য মুসলিম সমাজ হতে বহিস্কৃত হয় এবং তাকে হত্যা করা অপরিহার্য কর্তব্য হয়ে দাড়ায়। নীতিগত ভাবে এ যুগে কাউকে কাফের ফতুয়া দেয়া অত্যন্ত ভ্রান্ত পদক্ষেপ। এ সময় যেমন কোন পূণ্যবান ক্ষমতাসীন দল নেই, তেমনি নেই, কোন আমরু বিল মারূফ ও নাহী আনিল মুনকারের সেই শরীয়াতী বিধান প্রতিষ্ঠিত ও জীবন্ত, যা মানুষের মধ্যে কুফর ও শিরকীর পার্থক্য জনিত আনুভূতিকে জীবন্ত করে তুলতে পারে। জীবনের প্রতিটি বিভাগের উপরই তাগুতের কালো ছায়া বিরাজমান। হক্ক ও বাতিলের পার্থক্য শুধু বিলুপ্তই নয় বরং বাতিলকে হক বানাবার প্রচেষ্টার দিক দিয়ে হয়তো বর্তমান যুগটি অত্যন্ত উপযোগী। এমন সংকটাপন্ন যুগে যারা কাফের ফাসেকের তীর নিয়ে খেলায় নিমগ্ন, তারা সময়ের অবস্থা কাফের ফতুয়ার গুরুত্ব এবং তার শর্ত ও নীতিমালা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। বর্তমান যমানাটি হচ্ছে জাহেলিয়াত ও ফেৎনা ফাসাদের স্বাভাবিক যমানা। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর যে সব বান্দাদেরকে সরল ও সঠিক কাজের প্রতি নজর দেয়ার তাওফীক দান করেছেন, তারা মুসলমানদের প্রতি কুফরী ফতুয়া দেয়ার চিন্তায় ব্যস্ত হয়। তাদের দাওয়াতের সূচনা বিন্দু হচ্ছে আল-কুরআনের ভাষায়—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ○

অর্থাৎ 'হে ঈমানদারগণ' তোমারা সঠিক ও সুন্দররূপে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনো।"

সমগ্র লোক যখন একটি দুর্গন্ধময় কূপের মধ্যে নিপতিত, তখন কাউকে অপবিত্র বলা এবং এ জন্যে শাস্তির যোগ্য ভাববার অধিকার কারুর নেই। শুধু দুর্গন্ধকে দুর্গন্ধ বলা এবং এ থেকে নিষ্কৃতি পাবার প্রচেষ্টা চালাবার আহবান জানানোর অধিকার রয়েছে। মুসলমানরা বর্তমানে ভারতবর্ষকে "দারুল আমান" ভেবে নিশ্চিন্তায় ঘুম যাচ্ছে। এটা যে দারুল আমান নয় সেই অনুভূতি জাগিয়ে তোলার জন্য একাজ নিরবচ্ছিন্ন গতিতে চালিয়ে যাওয়া উচিত।

'মানুষের প্রকৃতিতে যে শিরক নিহিত নয় তা আগত অধ্যায়ে সবিস্তার আলোচনা করার প্রয়াস পাবো। আর মুসলমানরা তো শির্‌ক এর কথা ধারণাই করতে পারেনা। সুতরাং এ প্রকৃতি যা সমসাময়িক আধারে এবং শুত্রু মিত্রুর আদর ও চপটাঘাতের দরূন নিষ্ক্রিয় হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, তা

www.pathagar.com

উজ্জীবিত না হবার কোন কারণই থাকতে পারে না। মানুষ যে আল্লাহর আসল বন্দেগীর সাথে পরিচয় লাভ করবে না তারও কোন হেতু নেই।

কোন কোন লোক আমার কাছে বলেছে যে আপনি যখন ভারতবর্ষকে "দারুল আমান" মনে করেন না বরং "দারুল কুফর" মনে করেন, তখন আপনার এ দেশ থেকে হিজরত করে চলে যাওয়া অথবা জিহাদ করা উচিত। এসব লোকদের হয়তো, একথা জানা নেই যে তাবলীগ ও পূর্নাংগ ইসলামের দাওয়াত ব্যতিরেকে হিজরত করা জায়েয নয়। কোন কোন নবী সত্যের অনুশোচনায় এবং দ্বীনের কারণে বিদগ্ধ ও ব্যথিত হবার দরুন পূর্নাংগরূপে ইসলামের দাওয়াতের পূর্বেই স্বীয় সম্প্রদায়কে ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন। যার দরুন আল্লাহর কঠোর আযাব তাদের উপর নিপতিত হয়েছিল। স্বীয় সম্প্রদায়ের কাছে দাওয়াত ও তাবলীগের জন্যে দ্বিতীয়বার ফিরে আসতে হয়েছিলো। হযরত ইউনুস (আঃ)-এর জীবন ইতিহাসই এর জলন্ত নজীর।

ইসলামী জিহাদ ও যুদ্ধ বিগ্রহের জন্য এমন গোটা কয়েক মৌলিক শর্ত রয়েছে যেগুলো ব্যতিরেকে যুদ্ধ শুরু করা হলে তা জিহাদ না হয়ে বরং ফাসাদের মধ্যে পরিগণিত হয়। প্রথম শর্ত হচ্ছে আমীরের ক্ষমতা বা নেতৃত্বের আসনে সমাসীন হওয়া। অন্য কোন শাসন ব্যবস্থার অধীন হয়ে কোন স্বাধীন ও ক্ষমতাসীন আমীর বর্তমান থাকা সম্ভব নয়। যুদ্ধ বিগ্রহ হচ্ছে নিরাপত্তাহীনতা ও হাঙ্গামা জনিত কাজ যা অবৈধ। সুতরাং এ কারণেই মহানবী (সাঃ) হিজরতের পরেই জিহাদ তথা যুদ্ধ বিগ্রহের ঘোষণা দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে যারা যুদ্ধের জন্য দণ্ডায়মান হবে তাদেরকে অন্যায় অবিচার ও ফেৎনা ফাসাদের দুর্গন্ধহতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাকতে হবে। কেননা ইসলামী জিহাদ ও যুদ্ধ বিগ্রহ হচ্ছে আল্লাহর যমীন হতে অন্যায় অবিচার ও যুদ্ধ বিগ্রহ মিটিয়ে ফেলা। এ কারণেই এমন কোন পার্টির পক্ষে যুদ্ধের জন্যে দণ্ডায়মান হওয়া সম্পূর্ণ অর্থহীন কথা,যারা নিজেরাই ফাসাদের মধ্যে নিপতিত। সব ধরনের পার্টি দ্বারা ইসলামী জিহাদ করা যায়না। এর জন্য সর্ব প্রথম কর্তব্য হচ্ছে একটি আদর্শবাদী দল ও কাফেলার প্রতিষ্ঠা হওয়া।

বস্তুত, সময়ের মূল দায়িত্ব হচ্ছে একটি পূন্যবান দল বা কাফেলার আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন নিয়ে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়া এবং মুসলমানদের মধ্যে দ্বীনের সঠিক জ্ঞান ও বুঝ উপলব্ধির সৃষ্টি করা। অন্যান্য সকল মানুষকে সত্য দ্বীনের প্রতি সাধারণভাবে দাওয়াত দেয়া, যার প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে তাওহীদ ও তার অনীবার্য দাবীগুলো শিক্ষা দেয়া। এ-ই ছিলো নবী রাসূলদের আন্দোলনের স্বাভাবিক নিয়ম।

www.pathagar.com

উজ্জীবিত না হবার কোন কারণই থাকতে পারে না। মানুষ যে আল্লাহর আসল বন্দেগীর সাথে পরিচয় লাভ করবে না তারও কোন হেতু নেই।

কোন কোন লোক আমার কাছে বলেছে যে আপনি যখন ভারতবর্ষকে "দারুল আমান" মনে করেন না বরং "দারুল কুফর" মনে করেন, তখন আপনার এ দেশ থেকে হিজরত করে চলে যাওয়া অথবা জিহাদ করা উচিত। এসব লোকদের হয়তো, একথা জানা নেই যে তাবলীগ ও পূর্নাংগ ইসলামের দাওয়াত ব্যতিরেকে হিজরত করা জায়েয নয়। কোন কোন নবী সত্যের অনুশোচনায় এবং দ্বীনের কারণে বিদগ্ধ ও ব্যথিত হবার দরুন পূর্নাংগরূপে ইসলামের দাওয়াতের পূর্বেই স্বীয় সম্প্রদায়কে ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন। যার দরুন আল্লাহর কঠোর আযাব তাদের উপর নিপতিত হয়েছিল। স্বীয় সম্প্রদায়ের কাছে দাওয়াত ও তাবলীগের জন্যে দ্বিতীয়বার ফিরে আসতে হয়েছিলো। হযরত ইউনুস (আঃ)-এর জীবন ইতিহাসই এর জলন্ত নজীর।

ইসলামী জিহাদ ও যুদ্ধ বিগ্রহের জন্য এমন গোটা কয়েক মৌলিক শর্ত রয়েছে যেগুলো ব্যতিরেকে যুদ্ধ শুরু করা হলে তা জিহাদ না হয়ে বরং ফাসাদের মধ্যে পরিগণিত হয়। প্রথম শর্ত হচ্ছে আমীরের ক্ষমতা বা নেতৃত্বের আসনে সমাসীন হওয়া। অন্য কোন শাসন ব্যবস্থার অধীন হয়ে কোন স্বাধীন ও ক্ষমতাসীন আমীর বর্তমান থাকা সম্ভব নয়। যুদ্ধ বিগ্রহ হচ্ছে নিরাপত্তাহীনতা ও হাঙ্গামা জনিত কাজ যা অবৈধ। সুতরাং এ কারণেই মহানবী (সাঃ) হিজরতের পরেই জিহাদ তথা যুদ্ধ বিগ্রহের ঘোষণা দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে যারা যুদ্ধের জন্য দণ্ডায়মান হবে তাদেরকে অন্যায় অবিচার ও ফেৎনা ফাসাদের দুর্গন্ধহতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাকতে হবে। কেননা ইসলামী জিহাদ ও যুদ্ধ বিগ্রহ হচ্ছে আল্লাহর যমীন হতে অন্যায় অবিচার ও যুদ্ধ বিগ্রহ মিটিয়ে ফেলা। এ কারণেই এমন কোন পার্টির পক্ষে যুদ্ধের জন্যে দণ্ডায়মান হওয়া সম্পূর্ণ অর্থহীন কথা,যারা নিজেরাই ফাসাদের মধ্যে নিপতিত। সব ধরনের পার্টি দ্বারা ইসলামী জিহাদ করা যায়না। এর জন্য সর্ব প্রথম কর্তব্য হচ্ছে একটি আদর্শবাদী দল ও কাফেলার প্রতিষ্ঠা হওয়া।

বস্তুত, সময়ের মূল দায়িত্ব হচ্ছে একটি পূন্যবান দল বা কাফেলার আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন নিয়ে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়া এবং মুসলমানদের মধ্যে দ্বীনের সঠিক জ্ঞান ও বুঝ উপলব্ধির সৃষ্টি করা। অন্যান্য সকল মানুষকে সত্য দ্বীনের প্রতি সাধারণভাবে দাওয়াত দেয়া, যার প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে তাওহীদ ও তার অনীবার্য দাবীগুলো শিক্ষা দেয়া। এ-ই ছিলো নবী রাসূলদের আন্দোলনের স্বাভাবিক নিয়ম।

www.pathagar.com

শিরক কি প্রকৃতির দাবী ?

বর্তমান যুগে জ্ঞান বিজ্ঞানের গবেষণায় ক্রমবিকাশবাদকেই মূল পথ প্রদর্শকরূপে ভাবা হয়। ইতিহাস হোক বা আইন শাস্ত্র হোক, অর্থনীতি হোক বা রাজনীতি হোক, দর্শন ও ধর্ম হোক বা তমদ্দুন ও সমাজ বিজ্ঞান হোক, প্রত্যেকটির প্রাথমিক ইতিহাস অনুসন্ধানের প্রেরণা এ যুগের চেতনা অনুভূতির ওপর এতখানি প্রবল যে এর ব্যতিরেকে প্রতিটি জ্ঞান বিজ্ঞানই অপূর্ণ থাকে। ফল এ হয়েছে যে প্রত্যেকটি জ্ঞান বিজ্ঞানের বর্তমান সঞ্চিত পুঁজিকে স্বীয় মূল্যমান নির্ধারণে শুধু অপর্যাপ্তই ভাবা হয় না বরং অধিকাংশ অবস্থায় তাকে ভ্রান্ত ও অকর্মন্যও নিরূপণ করা হয়। বর্তমানে আসল বিষয় হচ্ছে মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট সেই সময়-কালটির গবেষণা করা, যখন মানুষ সম্পূর্ণরূপে শৈশবকালে ছিলো এবং যার লিখিত কোন ইতিহাস আমাদের সম্মুখে নেই। এ প্রসঙ্গে যা কিছু বলা হয় তা অদৃশ্য জগতে হাতড়ান ও ধারণা পোষণ ছাড়া কিছুই নয়। এ আঁধার জগতে আমরা আরকি-উলোজী বা পুরাতত্ত্ব ও জীববিদ্যার সে সব পণ্ডিতদেরকে পথ প্রদর্শক ভেবে থাকি, যারা মাটির স্তরও শ্রেণীবিন্যাস, মরু ও বন-জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে, গুহার ভিতরকার নিদর্শনাবলী, হাড়, আদি যুগের অস্ত্র শস্ত্র ও সরঞ্জামাদী এবং প্রাচীন যুগের মানুষের অংকিত নানাবিধ ছবি ও নকশাগুলোকেই এ বিষয়ের আসল পুঁজি নিরূপণ করে। আর এর উপরই প্রতিষ্ঠা করে তারা অনুমান ও ধারণার সুরম্য অট্টালকাটি।

মানুষের বিচারের তুলাদণ্ডে এর মান যে ধারণা ও অনুমানের বেশী কিছু নয় তা সর্বজন স্বীকৃত। তথাপি এর গুরুত্ব এতখানি দেওয়া হয় যে, এ ধারণা ও অনুমানের সাথে যা কিছু সামঞ্জস্য বিধান করে, তাকেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি বিষয়ের মূলতত্ত্ব ভাবা হয়। আর এর সাথে যা কিছু অসমাঞ্জস্যশীল ও বৈশাদৃশ্য প্রমাণ হয়, তাকেই অর্থহীন ও ক্রমবিকাশবাদ বা বিবর্তনবাদের পথে এমন অপ্রাকৃতিক বহিরাগত হস্তক্ষেপ ভাবা হয়, যার কোনই অস্তিত নেই।

www.pathagar.com

শিরক কি প্রকৃতির দাবী ?

বর্তমান যুগে জ্ঞান বিজ্ঞানের গবেষণায় ক্রমবিকাশবাদকেই মূল পথ প্রদর্শকরূপে ভাবা হয়। ইতিহাস হোক বা আইন শাস্ত্র হোক, অর্থনীতি হোক বা রাজনীতি হোক, দর্শন ও ধর্ম হোক বা তমদ্দুন ও সমাজ বিজ্ঞান হোক, প্রত্যেকটির প্রাথমিক ইতিহাস অনুসন্ধানের প্রেরণা এ যুগের চেতনা অনুভূতির ওপর এতখানি প্রবল যে এর ব্যতিরেকে প্রতিটি জ্ঞান বিজ্ঞানই অপূর্ণ থাকে। ফল এ হয়েছে যে প্রত্যেকটি জ্ঞান বিজ্ঞানের বর্তমান সঞ্চিত পুঁজিকে স্বীয় মূল্যমান নির্ধারণে শুধু অপর্যাপ্তই ভাবা হয় না বরং অধিকাংশ অবস্থায় তাকে ভ্রান্ত ও অকর্মন্যও নিরূপণ করা হয়। বর্তমানে আসল বিষয় হচ্ছে মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট সেই সময়-কালটির গবেষণা করা, যখন মানুষ সম্পূর্ণরূপে শৈশবকালে ছিলো এবং যার লিখিত কোন ইতিহাস আমাদের সম্মুখে নেই। এ প্রসঙ্গে যা কিছু বলা হয় তা অদৃশ্য জগতে হাতড়ান ও ধারণা পোষণ ছাড়া কিছুই নয়। এ আঁধার জগতে আমরা আরকি-উলোজী বা পুরাতত্ত্ব ও জীববিদ্যার সে সব পণ্ডিতদেরকে পথ প্রদর্শক ভেবে থাকি, যারা মাটির স্তরও শ্রেণীবিন্যাস, মরু ও বন-জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে, গুহার ভিতরকার নিদর্শনাবলী, হাড়, আদি যুগের অস্ত্র শস্ত্র ও সরঞ্জামাদী এবং প্রাচীন যুগের মানুষের অংকিত নানাবিধ ছবি ও নকশাগুলোকেই এ বিষয়ের আসল পুঁজি নিরূপণ করে। আর এর উপরই প্রতিষ্ঠা করে তারা অনুমান ও ধারণার সুরম্য অট্টালকাটি।

মানুষের বিচারের তুলাদণ্ডে এর মান যে ধারণা ও অনুমানের বেশী কিছু নয় তা সর্বজন স্বীকৃত। তথাপি এর গুরুত্ব এতখানি দেওয়া হয় যে, এ ধারণা ও অনুমানের সাথে যা কিছু সামঞ্জস্য বিধান করে, তাকেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি বিষয়ের মূলতত্ত্ব ভাবা হয়। আর এর সাথে যা কিছু অসমাঞ্জস্যশীল ও বৈশাদৃশ্য প্রমাণ হয়, তাকেই অর্থহীন ও ক্রমবিকাশবাদ বা বিবর্তনবাদের পথে এমন অপ্রাকৃতিক বহিরাগত হস্তক্ষেপ ভাবা হয়, যার কোনই অস্তিত নেই।

www.pathagar.com

এ চিন্তাধারার প্রভাবের ফলশ্রুতিতে দীর্ঘদিন হতে জগতের বুকে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিবর্তনের যে সব দাবী দাওয়া উজ্জীবিত হয়েছে, তার মধ্যে প্রত্যেকটিরই বিবর্তনবাদ দর্শনের কাছে সাহায্যের জন্যে হাত পাততে হয়েছে। আর এটা এতই সুমধুর প্রমাণিত হয়েছে যে সকলের সাথেই সে সহযোগীতার হস্ত সম্প্রসারিত করে একান্তরূপে আপন বানিয়ে নিয়েছে। গণতন্ত্রের প্রবক্তারা মানুষের প্রাথমিক জীবনের রূপরেখাটি এমনভাবে পেশ করেছে, যাতে গণতন্ত্রই মানুষের প্রকৃতিগত দাবী বলে প্রতিয়মান হয়। সাম্রাজ্যবাদীরা নিজদের রূপরেখায় এর বিশ্লেষণ দিয়েছে। আর পুঁজিবাদীরা করেছে নিজস্ব রূপ রং এ এর ছবি অংকিত। অপর দিকে সমাজতন্ত্রীরা নিজস্ব আদর্শের ভিত্তিতে এর রূপেরেখা মানুষের কাছে তুলে ধরতে কসুর করেনি।

অবশ্য অসহায় ধার্মিক বেচারারা একে নিজ স্বার্থে ব্যবহার করতে পারে নি। না পারার কারণ হচ্ছে গীর্জার সাথে প্রথমেই এ দর্শনটির ধ্বজাধারীদের মতবিরোধ হওয়া। যার ফলে এর ধূর্ত সহযোগীরা শুরু থেকেই একে একটি ধর্ম বিরোধী মতবাদে রূপ দেয়। যাতে করে সেই সকল ধর্মের সমর্থনে একে ব্যবহার করতে না পারে, যেগুলো নিজদের আকিদা বিশ্বাস ও মৌলিক নীতিমালার ক্ষেত্রে আল্লাহর অহীকে ভিত্তি নিরূপণ করে। আর অন্যান্য ধর্মের সাথে কোনরূপ উদারতার পরিচয় দিতেও প্রস্তুত নয়। সুতরাং এ দর্শনের আড়ালে নাস্তিক্যবাদীরা ইহুদী ধর্ম, খৃষ্টান ধর্ম ও ইসলামের মূল শিকড়কে উপড়িয়ে ফেলার জন্যে সর্বশক্তি নিয়োজিত করেছে এবং এ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত ধর্মের ক্রমবিকাশের রূপ-রেখাকে তারা এমনভাবে পেশ করেছে, যা দ্বারা আল্লাহ প্রদত্ত ধর্মসমূহের সমুদয় আকিদা-বিশ্বাস ও মূলনীতি বিলুপ্ত হয়ে যায়।

ক্রমবিকাশবাদ দর্শনের সবিস্তার বিশ্লেষণ এখানে আমরা করবো না। সে সুযোগও এখানে নেই। অবশ্য তাওহীদ ও শিরকের সাথে সংশ্লিষ্ট অংশটির আলোচনা এড়িয়ে যেতে পারি না। এ সব লোকেরা ধর্মের ক্রমবিকাশের বিশ্লেষণ এমনিভাবে করে যে জগতে মানুষের প্রথম পদচারণার সাথে সাথেই ধর্মেরও আগমন ঘটেছে। মানুষ যখন এ কথা অনুভব করতে

এ চিন্তাধারার প্রভাবের ফলশ্রুতিতে দীর্ঘদিন হতে জগতের বুকে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিবর্তনের যে সব দাবী দাওয়া উজ্জীবিত হয়েছে, তার মধ্যে প্রত্যেকটিরই বিবর্তনবাদ দর্শনের কাছে সাহায্যের জন্যে হাত পাততে হয়েছে। আর এটা এতই সুমধুর প্রমাণিত হয়েছে যে সকলের সাথেই সে সহযোগীতার হস্ত সম্প্রসারিত করে একান্তরূপে আপন বানিয়ে নিয়েছে। গণতন্ত্রের প্রবক্তারা মানুষের প্রাথমিক জীবনের রূপরেখাটি এমনভাবে পেশ করেছে, যাতে গণতন্ত্রই মানুষের প্রকৃতিগত দাবী বলে প্রতিয়মান হয়। সাম্রাজ্যবাদীরা নিজদের রূপরেখায় এর বিশ্লেষণ দিয়েছে। আর পুঁজিবাদীরা করেছে নিজস্ব রূপ রং এ এর ছবি অংকিত। অপর দিকে সমাজতন্ত্রীরা নিজস্ব আদর্শের ভিত্তিতে এর রূপেরেখা মানুষের কাছে তুলে ধরতে কসুর করেনি।

অবশ্য অসহায় ধার্মিক বেচারারা একে নিজ স্বার্থে ব্যবহার করতে পারে নি। না পারার কারণ হচ্ছে গীর্জার সাথে প্রথমেই এ দর্শনটির ধ্বজাধারীদের মতবিরোধ হওয়া। যার ফলে এর ধূর্ত সহযোগীরা শুরু থেকেই একে একটি ধর্ম বিরোধী মতবাদে রূপ দেয়। যাতে করে সেই সকল ধর্মের সমর্থনে একে ব্যবহার করতে না পারে, যেগুলো নিজদের আকিদা বিশ্বাস ও মৌলিক নীতিমালার ক্ষেত্রে আল্লাহর অহীকে ভিত্তি নিরূপণ করে। আর অন্যান্য ধর্মের সাথে কোনরূপ উদারতার পরিচয় দিতেও প্রস্তুত নয়। সুতরাং এ দর্শনের আড়ালে নাস্তিক্যবাদীরা ইহুদী ধর্ম, খৃষ্টান ধর্ম ও ইসলামের মূল শিকড়কে উপড়িয়ে ফেলার জন্যে সর্বশক্তি নিয়োজিত করেছে এবং এ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত ধর্মের ক্রমবিকাশের রূপ-রেখাকে তারা এমনভাবে পেশ করেছে, যা দ্বারা আল্লাহ প্রদত্ত ধর্মসমূহের সমুদয় আকিদা-বিশ্বাস ও মূলনীতি বিলুপ্ত হয়ে যায়।

ক্রমবিকাশবাদ দর্শনের সবিস্তার বিশেলষণ এখানে আমরা করবো না। সে সুযোগও এখানে নেই। অবশ্য তাওহীদ ও শিরকের সাথে সংশ্লিষ্ট অংশটির আলোচনা এড়িয়ে যেতে পারি না। এ সব লোকেরা ধর্মের ক্রমবিকাশের বিশ্লেষণ এমনিভাবে করে যে জগতে মানুষের প্রথম পদচারণার সাথে সাথেই ধর্মেরও আগমন ঘটেছে। মানুষ যখন এ কথা অনুভব করতে

লাগলো যে মানুষ শুধু জড়ধর্মী দেহ সর্বস্বই নয়। বরং তার মধ্যে এর চেয়ে উন্নততর একটি আত্মাও রয়েছে, তখনই ধর্মের মূল বুনিয়াদী ইটখানাও স্থাপন করা হলো। এর প্রাথমিক স্থাপনাটি দু'টি উপাদান দ্বারা স্থাপিত। একটি হচ্ছে ভয়-ভীতির চেতনা, অপরটি হচ্ছে ধ্যানধারণা। ভয়-ভীতি হচ্ছে সেই অদৃশ্য শক্তি যাকে মানুষ নিজদের মধ্যে গভীরভাবে অনুভব করে এবং যার ক্ষমতা ও বিক্রমতা নিজের চেয়ে অনেক অনেক গুণ প্রবল বলে মনে করে। আর ধ্যানধারণা হচ্ছে এ মহা পরাক্রমশালী শক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং তাঁর দাসত্ব ও বন্দেগী করে যাওয়া। দেহ ও দেহের সাথে সংশ্লিষ্ট বস্তুগুলোর ইতিহাস যেরূপ জীবনের সেই প্রাথমিক অনু পরমাণুর সাথে বিজড়িত, যা মূল ধাতব পদার্থকে জীবন দান করে। তদ্রূপ আত্মা ও আত্মার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর ইতিহাস আত্মার সেই অনু পরমাণুর সাথে বিজড়িত, যা ভয়-ভীতির চেতনা এবং ধ্যানধারণার পারস্পরিক ক্রিয়া-কর্মের পরিণতিতে ধর্মের বাস্তব উদ্ভব ঘটেছে। এ ধ্যানধারণায় যখন ধর্মীয় কর্মের পদ্ধতি গ্রহণ করলো, তখন বাস্তব ফলস্বরূপে ধর্মের দায়িত্ব কর্তব্য তার রসূম রেওয়াজ ও অনুষ্ঠানাদীর প্রকাশ ঘটলো। সুতরাং ধর্ম হচ্ছে কর্মীয় বিবর্তনের বাস্তব ফল। ওটা ছিলো জীবনের ক্রমবিকাশ আর এটা হচ্ছে আত্মার ক্রমবিকাশ। জীবন এক সময় হামাগুড়ি দিয়ে চলা জীব-জন্তুর আকারে (Rep'ilious Life form) গোপন ছিলো এবং পর্যায়ক্রমে একটি সুন্দর মানুষের আকৃতিতে প্রকাশ হয়—এ কথা যেরূপ জ্ঞাত বিষয়, তেমনি আত্মাও প্রথম দিকে বস্তুর পূজা, প্রদর্শনীর পূজা ও যাদু তেলেসমাতীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ ছিলো এবং আস্তে আস্তে পর্যায়ক্রমে নিখুঁত-ভাবে আল্লাহর দাসত্ব ও বন্দেগী করার পর্যায় এসে পৌঁছে।

এ বিশ্লেষণ দ্বারা প্রগতিবাদ ও বিবর্তনবাদের পণ্ডিতগণ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন তা আমরা এখানে আমাদের ভাষায় লিপিবদ্ধ করছি।

১। ভয়-ভীতির চেতনাই হচ্ছে ধর্মের সূচনা বিন্দু। এ ভয়-ভীতি ক্ষমতার প্রদর্শনী দ্বারাই সৃষ্টি হয়েছে। মেঘমালার গর্জন, ঝড় ঝঞ্জার প্রচণ্ডতা এবং আগ্নেয়গিরির বিভীষিকাময় উদগীরণ মানুষকে এমনভাবে ভীত করে তুলে যে তারা এগুলোকে জীবন্ত শক্তি মনে করে এর বিপদ থেকে নিজদেরকে বাঁচাবার জন্যে এদের বন্দেগী শুরু করে দেয়।

www.pathagar.com

লাগলো যে মানুষ শুধু জড়ধর্মী দেহ সর্বস্বই নয়। বরং তার মধ্যে এর চেয়ে উন্নততর একটি আত্মাও রয়েছে, তখনই ধর্মের মূল বুনিয়াদী ইটখানাও স্থাপন করা হলো। এর প্রাথমিক স্থাপনাটি দু'টি উপাদান দ্বারা স্থাপিত। একটি হচ্ছে ভয়-ভীতির চেতনা, অপরটি হচ্ছে ধ্যানধারণা। ভয়-ভীতি হচ্ছে সেই অদৃশ্য শক্তি যাকে মানুষ নিজদের মধ্যে গভীরভাবে অনুভব করে এবং যার ক্ষমতা ও বিক্রমতা নিজের চেয়ে অনেক অনেক গুণ প্রবল বলে মনে করে। আর ধ্যানধারণা হচ্ছে এ মহা পরাক্রমশালী শক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং তাঁর দাসত্ব ও বন্দেগী করে যাওয়া। দেহ ও দেহের সাথে সংশ্লিষ্ট বস্তুগুলোর ইতিহাস যেরূপ জীবনের সেই প্রাথমিক অনু পরমাণুর সাথে বিজড়িত, যা মূল ধাতব পদার্থকে জীবন দান করে। তদ্রূপ আত্মা ও আত্মার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর ইতিহাস আত্মার সেই অনু পরমাণুর সাথে বিজড়িত, যা ভয়-ভীতির চেতনা এবং ধ্যানধারণার পারস্পরিক ক্রিয়া-কর্মের পরিণতিতে ধর্মের বাস্তব উদ্ভব ঘটেছে। এ ধ্যানধারণায় যখন ধর্মীয় কর্মের পদ্ধতি গ্রহণ করলো, তখন বাস্তব ফলস্বরূপে ধর্মের দায়িত্ব কর্তব্য তার রসম রেওয়াজ ও অনুষ্ঠানাদীর প্রকাশ ঘটলো। সুতরাং ধর্ম হচ্ছে কর্মীয় বিবর্তনের বাস্তব ফল। ওটা ছিলো জীবনের ক্রমবিকাশ আর এটা হচ্ছে আত্মার ক্রমবিকাশ। জীবন এক সময় হামাগুড়ি দিয়ে চলা জীব-জন্তর আকারে (Rep'ilious Life form) গোপন ছিলো এবং পর্যায়ক্রমে একটি সুন্দর মানুষের আকৃতিতে প্রকাশ হয়—এ কথা যেরূপ জ্ঞাত বিষয়, তেমনি আত্মাও প্রথম দিকে বস্তুর পূজা, প্রদর্শনীর পূজা ও যাদু তেলেসমাতীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ ছিলো এবং আস্তে আস্তে পর্যায়ক্রমে নিখুঁত-ভাবে আল্লাহর দাসত্ব ও বন্দেগী করার পর্যায় এসে পৌঁছে।

এ বিশ্লেষণ দ্বারা প্রগতিবাদ ও বিবর্তনবাদের পণ্ডিতগণ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন তা আমরা এখানে আমাদের ভাষায় লিপিবদ্ধ করছি।

১। ভয়-ভীতির চেতনাই হচ্ছে ধর্মের সূচনা বিন্দু। এ ভয়-ভীতি ক্ষমতার প্রদর্শনী দ্বারাই সৃষ্টি হয়েছে। মেঘমালার গর্জন, ঝড় ঝঞ্জার প্রচণ্ডতা এবং আগ্নেয়গিরির বিভীষিকাময় উদগীরণ মানুষকে এমনভাবে ভীত করে তুলে যে তারা এগুলোকে জীবন্ত শক্তি মনে করে এর বিপদ থেকে নিজদেরকে বাঁচাবার জন্যে এদের বন্দেগী শুরু করে দেয়।

www.pathagar.com

২। নির্ভেজাল আল্লাহর বন্দেগী করাটাই প্রকৃতির দাবী—একথা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। যদি তা-ই হতো তাহলে মানুষ আল্লাহর বন্দেগীর স্থলে বাস্তব জিনিস ও বস্তুর পূজা ইত্যাদি দ্বারা ধর্মের সূচনা করতো না। আর এ জগতে মূর্তি পূজা ও মৃতলোক পূজারও আধিক্য পরিলক্ষিত হতো না, যা আমরা ইতিহাসের পাতায় দেখছি।

৩। সমস্ত ধর্মের মূল হচ্ছে এক। এ দিক দিয়ে ইসলাম, ইহুদী ধর্ম ও আফ্রিকার বর্বরদের যাদু তেলেসমাতী পূজার (voodooworship) মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই। এজন্যই সকল ধর্ম ও বিভিন্নরূপ সমস্ত আকিদা বিশ্বাসের মধ্যে বন্ধুত্ব সমঝোতা ও উদারতাই আসল মূলনীতি হওয়া উচিত।

উল্লেখিত কথাগুলো এত সুন্দর ও চিত্তার্কষক যে বর্তমান যুগের কোন কোন দ্বীনদার আলেমদের কিতাবেও এর স্থান হয়েছে। অথচ এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব ভ্রান্ত ও যুক্তি প্রমাণের পরিপন্থী কথা।

"অদৃশ্য শক্তির ভয়-ভীতি দ্বারাই ধর্মের সূচনা হয়েছে এবং এ চেতনাই মানুষের চেতনা জগতের প্রাথমিক ও প্রাচীনতম চেতনা"—একথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন কথা। মানুষের মধ্যে যে ভয়-ভীতি বর্তমান পাওয়া যায় তার মূল রহস্য হচ্ছে নেয়ামত হারানোর আশংকা। মানুষের কাছে তার জীবন অতি প্রিয় বস্তু। জীবনের উপায়, উপকরণ, সাজ, সরঞ্জাম, স্ত্রী-পুত্র, সব কিছুই প্রিয়। এগুলো যাতে করে তার হাতছাড়া না হয় তাই সে শংকিত থাকে। যার অর্থ হচ্ছে এগুলো সম্পর্কে ভয়-ভীতির মধ্যে নিপতিত হবার পূর্বে এগুলো নেয়ামত হবার উপলব্ধি বর্তমান থাকা। অতঃপর এ নেয়ামত গুলোর দরুন তার মধ্যে নেয়ামত দাতার উপলব্ধিও স্বতঃস্ফূর্তভাবে উজ্জীবিত হওয়াও হয় অনিবার্য। অতঃপর তাঁর কৃতজ্ঞ-পাশে আবদ্ধ হওয়া এবং তাঁর দাসত্ব ও বন্দেগী করার ধ্যানধারণা সৃষ্টি হওয়াও হয় অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। এ কারণেই ভয়-ভীতির পূর্বে নেয়ামত ও নেয়ামত দাতার উপলব্ধি একটি অপরিহার্য বিষয়। জীবন ও জীবনের উপকরণ—নেয়ামত হওয়া সম্পর্কে আমাদের মধ্যে যতক্ষণ পর্যন্ত চেতনা ও অনুভূতি সৃষ্টি না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মধ্যে জীবন

www.pathagar.com

২। নির্ভেজাল আল্লাহর বন্দেগী করাটাই প্রকৃতির দাবী—একথা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। যদি তা-ই হতো তাহলে মানুষ আল্লাহর বন্দেগীর স্থলে বাস্তব জিনিস ও বস্তুর পূজা ইত্যাদি দ্বারা ধর্মের সূচনা করতো না। আর এ জগতে মূর্তি পূজা ও মৃতলোক পূজারও আধিক্য পরিলক্ষিত হতো না, যা আমরা ইতিহাসের পাতায় দেখছি।

৩। সমস্ত ধর্মের মূল হচ্ছে এক। এ দিক দিয়ে ইসলাম, ইহুদী ধর্ম ও আফ্রিকার বর্বরদের যাদু তেলেসমাতী পূজার (voodooworship) মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই। এজন্যই সকল ধর্ম ও বিভিন্নরূপ সমস্ত আকিদা বিশ্বাসের মধ্যে বন্ধুত্ব সমঝোতা ও উদারতাই আসল মূলনীতি হওয়া উচিত।

উল্লেখিত কথাগুলো এত সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক যে বর্তমান যুগের কোন কোন দ্বীনদার আলেমদের কিতাবেও এর স্থান হয়েছে। অথচ এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব ভ্রান্ত ও যুক্তি প্রমাণের পরিপন্থী কথা।

"অদৃশ্য শক্তির ভয়-ভীতি দ্বারাই ধর্মের সূচনা হয়েছে এবং এ চেতনাই মানুষের চেতনা জগতের প্রাথমিক ও প্রাচীনতম চেতনা"—একথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন কথা। মানুষের মধ্যে যে ভয়-ভীতি বর্তমান পাওয়া যায় তার মূল রহস্য হচ্ছে নেয়ামত হারানোর আশংকা। মানুষের কাছে তার জীবন অতি প্রিয় বস্তু। জীবনের উপায়, উপকরণ, সাজ, সরঞ্জাম, স্ত্রী-পুত্র, সব কিছুই প্রিয়। এগুলো যাতে করে তার হাতছাড়া না হয় তাই সে শংকিত থাকে। যার অর্থ হচ্ছে এগুলো সম্পর্কে ভয়-ভীতির মধ্যে নিপতিত হবার পূর্বে এগুলো নেয়ামত হবার উপলব্ধি বর্তমান থাকা। অতঃপর এ নেয়ামত গুলোর দরুন তার মধ্যে নেয়ামত দাতার উপলব্ধিও স্বতঃস্ফূর্তভাবে উজ্জীবিত হওয়াও হয় অনিবার্য। অতঃপর তাঁর কৃতজ্ঞ-পাশে আবদ্ধ হওয়া এবং তাঁর দাসত্ব ও বন্দেগী করার ধ্যানধারণা সৃষ্টি হওয়াও হয় অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। এ কারণেই ভয়-ভীতির পূর্বে নেয়ামত ও নেয়ামত দাতার উপলব্ধি একটি অপরিহার্য বিষয়। জীবন ও জীবনের উপকরণ—নেয়ামত হওয়া সম্পর্কে আমাদের মধ্যে যতক্ষণ পর্যন্ত চেতনা ও অনুভূতি সৃষ্টি না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মধ্যে জীবন

www.pathagar.com

সম্পর্কে কোন ভয়-ভীতিই থাকবে না। সুতরাং যারা নিজের জীবন সম্পর্কে উদাসীন তারা মৃত্যুর ন্যায় ভয়াবহ বিষয় সম্পর্কে আদৌ কোন পরোয়া করে না। কত লোক বিনা চিন্তায় আগুনের লেলীহান শিখার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে, নদী ও সমুদ্রের বুকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মবিসর্জন দেয়। জাপানে কতলোক আগ্নেয়গিরির গর্তে লাফিয়ে পড়ে জীবন বিসর্জন দেয়। সুতরাং প্রথম যুগের মানুষের মধ্যে মেঘমালার গর্জন বিজলীর চমক এবং ঝড় ঝঞ্ঝার প্রাদুর্ভাব থেকে কোন ভয়-ভীতি ও শংকা সৃষ্টি হলে এবং সে বিপদ থেকে নিজদেরকে রক্ষা করার কোন চিন্তা-ভাবনা উদয় হলে, তা দ্বারা অপরিহার্য রূপে একথাই প্রমাণ হয় যে তাদের মধ্যে জীবন ও জীবনের উপায় উপকরণ নেয়ামত হওয়া সম্পর্কে একটি উপলব্ধি বর্তমান ছিলো। কেননা কোন বস্তু প্রিয় না হলে তা রক্ষণাবেক্ষণের কথা সম্পূর্ণ অর্থহীন। খালি ঘরে কেউ কখনো তালা লাগায় না।

অতঃপর এ কথা অনিবার্য রূপে প্রমাণ হয় যে তার মধ্যে নেয়ামত দাতার উপলব্ধি বর্তমান ছিলো। কারণ নেয়ামতের উপস্থিতিই নেয়ামত দাতার স্মরণ হওয়া অপরিহার্য করে। সে এ কারণে প্রকৃতির সেই সব প্রদর্শনীর ভয়-ভীতিতে তাঁর বন্দেগী শুরু করে দিয়েছে যে, হয়তো জীবনের নেয়ামত ও তার উপায় উপকরণাবলী হাতছাড়া হয়ে যাবে। এ কথা যতখানি সঠিক তার চেয়ে অধিক সঠিক কথা হচ্ছে নেয়ামতের উপলব্ধিই তার মধ্যে স্বীয় নেয়ামত দাতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ভালবাসা প্রদর্শন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশের চেতনা অনুভূতির সৃষ্টি হওয়া। সুতরাং প্রমাণ হলো যে একজন নেয়ামত দাতার উপলব্ধি ও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন ভালবাসা প্রদর্শন ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের চেতনা এবং তাঁর ইবাদত করার ধ্যান-ধারণাই ভয়-ভীতির চেতনাও প্রকৃতির প্রদর্শনীর ইবাদতের ধ্যান-ধারণা সৃষ্টির অনেক আগেই মনে স্থান করে নিয়েছে।

বস্তুতঃ মানুষের মধ্যে যখন থেকে ভীতির অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছে তার অনেক পূর্বে সৃষ্টি হয়েছে জীবন একটি মহা নেয়ামত হওয়া এবং নেয়ামত দাতার প্রতি ভালবাসার ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের অনুভূতি। আর যখন তার

www.pathagar.com

সম্পর্কে কোন ভয়-ভীতিই থাকবে না। সুতরাং যারা নিজের জীবন সম্পর্কে উদাসীন তারা মৃত্যুর ন্যায় ভয়াবহ বিষয় সম্পর্কে আদৌ কোন পরোয়া করে না। কত লোক বিনা চিন্তায় আগুনের লেলীহান শিখার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে, নদী ও সমুদ্রের বুকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মবিসর্জন দেয়। জাপানে কতলোক আগ্নেয়গিরির গর্তে লাফিয়ে পড়ে জীবন বিসর্জন দেয়। সুতরাং প্রথম যুগের মানুষের মধ্যে মেঘমালার গর্জন বিজলীর চমক এবং ঝড় ঝঞ্জার প্রাদুর্ভাব থেকে কোন ভয়-ভীতি ও শংকা সৃষ্টি হলে এবং সে বিপদ থেকে নিজদেরকে রক্ষা করার কোন চিন্তা-ভাবনা উদয় হলে, তা দ্বারা অপরিহার্য রূপে একথাই প্রমাণ হয় যে তাদের মধ্যে জীবন ও জীবনের উপায় উপকরণ নেয়ামত হওয়া সম্পর্কে একটি উপলব্ধি বর্তমান ছিলো। কেননা কোন বস্তু প্রিয় না হলে তা রক্ষণাবেক্ষণের কথা সম্পূর্ণ অর্থহীন। খালি ঘরে কেউ কখনো তালা লাগায় না।

অতঃপর এ কথা অনিবার্য রূপে প্রমাণ হয় যে তার মধ্যে নেয়ামত দাতার উপলব্ধি বর্তমান ছিলো। কারণ নেয়ামতের উপস্থিতিই নেয়ামত দাতার স্মরণ হওয়া অপরিহার্য করে। সে এ কারণে প্রকৃতির সেই সব প্রদর্শনীর ভয়-ভীতিতে তাঁর বন্দেগী শুরু করে দিয়েছে যে, হয়তো জীবনের নেয়ামত ও তার উপায় উপকরণাবলী হাতছাড়া হয়ে যাবে। এ কথা যতখানি সঠিক তার চেয়ে অধিক সঠিক কথা হচ্ছে নেয়ামতের উপলব্ধিই তার মধ্যে স্বীয় নেয়ামত দাতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ভালবাসা প্রদর্শন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশের চেতনা অনুভূতির সৃষ্টি হওয়া। সুতরাং প্রমাণ হলো যে একজন নেয়ামত দাতার উপলব্ধি ও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন ভালবাসা প্রদর্শন ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের চেতনা এবং তাঁর ইবাদত করার ধ্যান-ধারণাই ভয়-ভীতির চেতনাও প্রকৃতির প্রদর্শনীর ইবাদতের ধ্যান-ধারণা সৃষ্টির অনেক আগেই মনে স্থান করে নিয়েছে।

বস্তুতঃ মানুষের মধ্যে যখন থেকে ভীতির অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছে তার অনেক পূর্বে সৃষ্টি হয়েছে জীবন একটি মহা নেয়ামত হওয়া এবং নেয়ামত দাতার প্রতি ভালবাসার ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের অনুভূতি। আর যখন তার

www.pathagar.com

ধ্যান-ধারণা তাকে প্রকৃতির প্রদর্শনীর বন্দেগী করার প্রেরণা যোগিয়েছে, তার বহু পূর্বেই ভালবাসার অনুভূতি তাকে নেয়ামত দাতার প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপনের জন্যে উৎসাহিত করেছে। ভালবাসাও শুকরিয়া জ্ঞাপনের এ চেতনাই তাওহীদ ও নিরঙ্কুশভাবে আল্লাহর ইবাদতেরই ভিত্তি রচনা করে দেয়—শিরকের ভিত্তি নয়। সুতরাং এ জন্যেই আল-অকুরআন প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশকে মানব প্রকৃতির সর্বপ্রাথমিক আওয়াজ বলে অভিহিত করেছে। ইরশাদ হয়েছেঃ "আলহামদুলিল্লাহে রাব্বিল আলামীন আর রহমানির রাহীম।"

আমাদের এ দৃষ্টিভংগীর সমর্থনে আমরা দেখতে পাই যে, যে সব বস্তু মানুষের মধ্যে ভীতি সৃষ্টি করে তা এ জগতের সাধারণ সৃষ্ট ঘটনাবলীর মত কোন বস্তু নয়। ভূমিকম্প নিত্য হয় না। আগ্নেয়গিরি নিত্য অগ্নিপাত করে না। আকাশে দৈনিকই মেঘ গর্জে না। আর ঝড় ঝঞ্ঝাও নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার নয়। পক্ষান্তরে আকাশে সর্বদাই নক্ষত্র বিরাজমান থাকে। সূর্য নিত্যই পূর্ব দিক থেকে উদয় হয়। চাঁদ রাত্রিকালে সর্বত্র তার মায়াবিনী আলো ছড়িয়ে দেয়। মেঘমালার বর্ষণ এবং বৃক্ষ লতায় ফলের সমারোহ প্রত্যেক ঋতুতেই শোভাপায়। সুতরাং প্রকৃতির মাঝে মাঝে প্রদর্শনী ঘটার দাপটে ভয় ভীতি দ্বারা মানুষ প্রভাবিত হয়ে তার পূজা অর্চনা ও বন্দেগী করার জন্যে লেগে যাওয়া, আর মহান প্রতিপালকের সীমাহীন দান সম্পূর্ণ প্রভাবহীন ও অকর্মন্য হয়ে পড়া এবং মানুষের মধ্যে কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা করার কোন প্রেরণা সৃষ্টি না হওয়া কি বিস্ময়কর ব্যাপার নয়?

জীববিদ্যা বিশারদগণ এ যুগের চিত্রটিকে অত্যন্ত বিভীষিকাময় করে তুলে ধরেছেন। এ সময়কার প্রকৃতির প্রদর্শনীগুলো ভয়-ভীতির চেতনার কারণ বলে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এটা অত্যন্ত ভ্রান্ত কথা। সে যুগের জগত যদি খুব ভয়ানক হয়, তাহলে সে যুগের মানুষ আজকের যুগের মানুষ নয় সেকথাও সুস্পষ্ট। বর্তমান যুগের মানুষের মধ্যে যতটা সুন্দর প্রীতি ও অনুরাগীতা বিদ্যামান, তখনকার যুগের মানুষের মধ্যে ততোটা সুন্দর প্রীতি ছিলো না। তখনকার যুগের জমি আজকের ন্যায় উর্ব্বর না

www.pathagar.com

ধ্যান-ধারণা তাকে প্রকৃতির প্রদর্শনীর বন্দেগী করার প্রেরণা যোগিয়েছে, তার বহু পূর্বেই ভালবাসার অনুভূতি তাকে নেয়ামত দাতার প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপনের জন্যে উৎসাহিত করেছে। ভালবাসাও শুকরিয়া জ্ঞাপনের এ চেতনাই তাওহীদ ও নিরঙ্কুশভাবে আল্লাহর ইবাদতেরই ভিত্তি রচনা করে দেয়— শিরকের ভিত্তি নয়। সুতরাং এ জন্যেই আল-অকুরআন প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশকে মানব প্রকৃতির সর্বপ্রাথমিক আওয়াজ বলে অভিহিত করেছে। ইরশাদ হয়েছেঃ "আলহামদুলিল্লাহে রাব্বিল আলামীন আর রহমানির রাহীম।"

আমাদের এ দৃষ্টিভংগীর সমর্থনে আমরা দেখতে পাই যে, যে সব বস্তু মানুষের মধ্যে ভীতি সৃষ্টি করে তা এ জগতের সাধারণ সৃষ্ট ঘটনা-বলীর মত কোন বস্তু নয়। ভূমিকম্প নিত্য হয় না। আগ্নেয়গিরি নিত্য অগ্নিপাত করে না। আকাশে দৈনিকই মেঘ গর্জে না। আর ঝড় ঝঞ্ঝাও নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার নয়। পক্ষান্তরে আকাশে সর্বদাই নক্ষত্র বিরাজমান থাকে। সূর্য নিত্যই পূর্ব দিক থেকে উদয় হয়। চাঁদ রাত্রিকালে সর্বত্র তার মায়াবিনী আলো ছড়িয়ে দেয়। মেঘমালার বর্ষণ এবং বৃক্ষ লতায় ফলের সমারোহ প্রত্যেক ঋতুতেই শোভাপায়। সুতরাং প্রকৃতির মাঝে মাঝে প্রদর্শনী ঘটার দাপটে ভয় ভীতি দ্বারা মানুষ প্রভাবিত হয়ে তার পূজা অর্চনা ও বন্দেগী করার জন্যে লেগে যাওয়া, আর মহান প্রতিপালকের সীমাহীন দান সম্পূর্ণ প্রভাবহীন ও অকর্মন্য হয়ে পড়া এবং মানুষের মধ্যে কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা করার কোন প্রেরণা সৃষ্টি না হওয়া কি বিস্ময়কর ব্যাপার নয়?

জীববিদ্যা বিশারদগণ এ যুগের চিত্রটিকে অত্যন্ত বিভীষিকাময় করে তুলে ধরেছেন। এ সময়কার প্রকৃতির প্রদর্শনীগুলো ভয়-ভীতির চেতনার কারণ বলে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এটা অত্যন্ত ভ্রান্ত কথা। সে যুগের জগত যদি খুব ভয়ানক হয়, তাহলে সে যুগের মানুষ আজকের যুগের মানুষ নয় সেকথাও সুস্পষ্ট। বর্তমান যুগের মানুষের মধ্যে যতটা সুন্দর প্রীতি ও অনুরাগীতা বিদ্যামান, তখনকার যুগের মানুষের মধ্যে ততোটা সুন্দর প্রীতি ছিলো না। তখনকার যুগের জমি আজকের ন্যায় উর্ব্বর না

www.pathagar.com

হলে সে যুগের মানুষও বর্তমান যুগের ন্যায় বিলাসী আরামপ্রিয়ও সভ্য ছিলনা। সে যুগ দুঃখ কষ্ট ও সংকটময় যুগ হলে আজকের মানুষের ন্যায় সে যুগের মানুষ দুর্বল দেহী ছিলো না। তারা প্রতিটি বিপদের হাত হতে রক্ষা পাওয়ার জন্যে মাইলের পর মাইল দৌড়িয়ে পালাতে পারতো, বানরের ন্যায় বৃক্ষের ওপর গিয়ে চড়তে পারতো। আগুন জ্বালিয়ে পাতা সেলাই করে শীততাপ হতে রক্ষা পেতো। প্রচণ্ড বরফ বর্ষণ ও হিংস্র জীব-জন্তুর হাত হতে রেহাই পাবার জন্যে পর্বত গুহায় গিয়ে আশ্রয় নিতে পারতো। সর্বপ্রকার জীব-জন্তু শিকার করে তাদের মাংস আহার করে ক্ষুধা নিবারণ করতো। এ কারণেই সে সময়ের অবস্থা ভয়-ভীতির চেতনার বিকাশের উপযোগী ছিলো এ ধারণা ঠিক নয়। এখানে বর্তমানকে অতীতের মধ্যে বিলীন করার ভুল নিহিত। সে যুগকে প্রাচীনতম পাথরী যুগের পূর্বকার সময় বলে ধরে নেয়া হয়েছে। আর ধরে নেওয়া হয়েছে এ বিংশ শতাব্দীর মানুষকে তার মধ্যে।

ক্রমবিকাশবাদের কোন কোন পণ্ডিত পরিবারের জৈষ্ঠ ব্যক্তির ভয়-ভীতিকে মানুষের সমুদয় প্রাথমিক ধ্যান-ধরণার মূল মনে করেছেন। কিন্তু আমাদের মতে পরিবারের জৈষ্ঠ ব্যক্তির ভয়-ভীতি ভালবাসার চেতনার উপরই নির্ভরশীল। শিশুরা পিতা-মাতা হতেই সমুদয় আরাম-আয়েশ লাভ করে। এ কারণেই শিশুরা তাদেরকে ভালবাসে। আর এ ভালবাসার দরুনই তাদেরকে ভয় করে। সুতরাং এ চেতনাটিও মূলগত দিক দিয়ে ভালাবাসারই চেতনা বা অনুভূতি। আর এর দ্বারা নিঃসন্দেহে পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনেরই ধ্যান ধারণা সৃষ্টি হয়। কিন্তু এ সত্যটিকে কোনক্রমেই উপেক্ষা করা যায় না যে শিশু যখন পর্যন্ত শিশু থাকে, তখন পর্যন্ত পিতামাতাকেই ভাবে সমস্ত জগত। কিন্তু যখন নিজে সে পিতায় পরিণত হয় বা পিতা হবার যোগ্য হয়ে দাড়ায়, তখন অনুভব করতে পারে যে কোন একটি সীমা পর্যন্ত পিতা হচ্ছে যাবতীয় সুখ স্বাচ্ছন্দের ও আরাম আয়েশের রক্ষক। এ সীমাটির বাইরে পা রাখার পর যা কিছু সে লাভ করে তার উৎসমূল হচ্ছে এক মহান অদৃশ্য সত্ত্বা। এমনকি স্বয়ং পিতাকেও সেই অদৃশ্য সত্ত্বার অগণিত অবদান সমূহের মধ্যে একটি অবদান রূপে সে দেখতে পায়। সুতরাং ভালবাসার যেই চেতনা অনুভূতিটি তার মধ্যে পিতার প্রতি শ্রদ্ধা ভালবাসা ও ভয়-ভীতি

www.pathagar.com

হলে সে যুগের মানুষও বর্তমান যুগের ন্যায় বিলাসী আরামপ্রিয়ও সভ্য ছিলনা। সে যুগ দুঃখ কষ্ট ও সংকটময় যুগ হলে আজকের মানুষের ন্যায় সে যুগের মানুষ দুর্বল দেহী ছিলো না। তারা প্রতিটি বিপদের হাত হতে রক্ষা পাওয়ার জন্যে মাইলের পর মাইল দৌড়িয়ে পালাতে পারতো. বানরের ন্যায় বৃক্ষের ওপর গিয়ে চড়তে পারতো। আগুন জ্বালিয়ে পাতা সেলাই করে শীততাপ হতে রক্ষা পেতো। প্রচণ্ড বরফ বর্ষণ ও হিংস্র জীব-জন্তুর হাত হতে রেহাই পাবার জন্যে পর্বত গুহায় গিয়ে আশ্রয় নিতে পারতো। সর্বপ্রকার জীব-জন্তু শিকার করে তাদের মাংস আহার করে ক্ষুধা নিবারণ করতো। এ কারণেই সে সময়ের অবস্থা ভয়-ভীতির চেতনার বিকাশের উপযোগী ছিলো এ ধারণা ঠিক নয়। এখানে বর্তমানকে অতীতের মধ্যে বিলীন করার ভুল নিহিত। সে যুগকে প্রাচীনতম পাথরী যুগের পূর্বকার সময় বলে ধরে নেয়া হয়েছে। আর ধরে নেওয়া হয়েছে এ বিংশ শতাব্দীর মানুষকে তার মধ্যে।

ক্রমবিকাশবাদের কোন কোন পণ্ডিত পরিবারের জৈষ্ঠ ব্যক্তির ভয়-ভীতিকে মানুষের সমুদয় প্রাথমিক ধ্যান-ধরণার মূল মনে করেছেন। কিন্তু আমাদের মতে পরিবারের জৈষ্ঠ ব্যক্তির ভয়-ভীতি ভালবাসার চেতনার উপরই নির্ভরশীল। শিশুরা পিতা-মাতা হতেই সমুদয় আরাম-আয়েশ লাভ করে। এ কারণেই শিশুরা তাদেরকে ভালবাসে। আর এ ভালবাসার দরুনই তাদেরকে ভয় করে। সুতরাং এ চেতনাটিও মূলগত দিক দিয়ে ভালাবাসারই চেতনা বা অনুভূতি। আর এর দ্বারা নিঃসন্দেহে পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনেরই ধ্যান ধারণা সৃষ্টি হয়। কিন্তু এ সত্যটিকে কোনক্রমেই উপেক্ষা করা যায় না যে শিশু যখন পর্যন্ত শিশু থাকে, তখন পর্যন্ত পিতামাতাকেই ভাবে সমস্ত জগত। কিন্তু যখন নিজে সে পিতায় পরিণত হয় বা পিতা হবার যোগ্য হয়ে দাড়ায়, তখন অনুভব করতে পারে যে কোন একটি সীমা পর্যন্ত পিতা হচ্ছে যাবতীয় সুখ স্বাচ্ছন্দের ও আরাম আয়েশের রক্ষক। এ সীমাটির বাইরে পা রাখার পর যা কিছু সে লাভ করে তার উৎসমূল হচ্ছে এক মহান অদৃশ্য সত্ত্বা। এমনকি স্বয়ং পিতাকেও সেই অদৃশ্য সত্ত্বার অগণিত অবদান সমূহের মধ্যে একটি অবদান রূপে সে দেখতে পায়। সুতরাং ভালবাসার যেই চেতনা অনুভূতিটি তার মধ্যে পিতার প্রতি শ্রদ্ধা ভালবাসা ও ভয়-ভীতি

www.pathagar.com

সৃষ্টি করে, সেই চেতনা অনুভূতিই শৈশবের বেড়া পার হবার পর তার মধ্যে এক অদৃশ্য সত্ত্বার প্রতি শ্রদ্ধা ভালবাসা ও ভয়-ভীতি সৃষ্টি করে। মানুষ যদি সর্বদা শৈশবকালের মধ্যেই থাকতো তখন নিঃসন্দেহে পিতৃ পূজা থেকেই ধর্মের সূচনা হতো এবং পিতৃ পূজার মধ্যেই শেষ হয়ে যেতো। কিন্তু শিশু কৈশোরে উপনীত হয় এবং কৈশোরেই ধর্মকে আবিষ্কার করে নেয়। সুতরাং কিশোরদের মধ্যে যদি পিতার বদন্যতার কারণে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা ভালবাসা নিবেদনের ধ্যান ধারণা সৃষ্টি হয়, তাহলে এর চেয়ে শতগুণে বেশী বিরাট বিরাট মহান অবদান সুমূহের প্রভাব বলয়টি সেই চেতনা অনুভূতি ও ধ্যান ধারণার রূপরেখায় প্রকাশ পায়, যাতে পিতার কোনই ভূমিকা থাকে না।

যে কোন অবস্থায়ই হোক না কেন ধর্মের সূত্রপাত ভয়-ভীতির চেতনার দ্বারা হয়নি। বরং মহব্বত ও ভালবাসার চেতনার তাকিদেই ধর্মের জন্ম। ক্রমবিকাশবাদী পণ্ডিতদের উল্লেখিত দর্শন দুটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও বাতিল। প্রথম অবস্থায় একজন মহান দাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং তাঁর ইবাদত বন্দেগীর ধ্যান ধারণাই অগ্রগণ্য। আর গায়রুল্লাহর ভয়-ভীতির চেতনা এবং তার পূজা অর্চনার ধ্যান ধারণা এক অপ্রাকৃতিক বাঁধার ন্যায় মানুষকে শুধু একটি খারাপ বুঝের মধ্যে রেখে দেয়। দ্বিতীয় অবস্থায় মানুষের পিতার মহব্বত ও ভালবাসার পথ ধরে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছা উচিত ছিলো। তার এ চেতনা অনুভূতির উন্নতি লাভের স্বাভাবিক কোন পথ থেকে থাকলে তা শুধু এটাই যে, তারা পিতার থেকে মুখ ফিরাবার সাথে সাথে রূপক পিতা হতে আসল সৃষ্টিকর্তার দিকে উপনীত হওয়া এবং তাঁর সাথে পিতার চেয়ে অধিক ভালবাসা স্থাপন করা ও পিতার চেয়ে অধিক শ্রদ্ধা নিবেদন করা। কিন্তু তারা যদি এটা করতে সমর্থ না হয় তাহলে তার অর্থ হবে তারা প্রগতির আসল রাজপথে চলার পরিবর্তে কোন অন্ধকার গলিতে গিয়ে আটকে পড়েছে। আর এটা আধ্যাত্মিক প্রগতির পথে এমন এক অপ্রাকৃতিক বাঁধা যেরূপ অপ্রাকৃতিক বাঁধার উদাহরণ আমাদের পার্থিব জীবনের উন্নতি ও ক্রমবিকাশের পথে বর্তমান পাওয়া যায়।

মানুষের অতি প্রাচীনতম চেতনা হচ্ছে পিতা মাতার প্রতি ভালবাসার চেতনা। তাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের অনুভূতি যে অতি

www.pathagar.com

সৃষ্টি করে, সেই চেতনা অনুভূতিই শৈশবের বেড়া পার হবার পর তার মধ্যে এক অদৃশ্য সত্ত্বার প্রতি শ্রদ্ধা ভালবাসা ও ভয়-ভীতি সৃষ্টি করে। মানুষ যদি সর্বদা শৈশবকালের মধ্যেই থাকতো তখন নিঃসন্দেহে পিতৃ পূজা থেকেই ধর্মের সূচনা হতো এবং পিতৃ পূজার মধ্যেই শেষ হয়ে যেতো। কিন্তু শিশু কৈশোরে উপনীত হয় এবং কৈশোরেই ধর্মকে আবিষ্কার করে নেয়। সুতরাং কিশোরদের মধ্যে যদি পিতার বদন্যতার কারণে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা ভালবাসা নিবেদনের ধ্যান ধারণা সৃষ্টি হয়, তাহলে এর চেয়ে শতগুণে বেশী বিরাট বিরাট মহান অবদান সুমূহের প্রভাব বলয়টি সেই চেতনা অনুভূতি ও ধ্যান ধারণার রূপরেখায় প্রকাশ পায়, যাতে পিতার কোনই ভূমিকা থাকে না।

যে কোন অবস্থায়ই হোক না কেন ধর্মের সুত্রপাত ভয়-ভীতির চেতনার দ্বারা হয়নি। বরং মহববত ও ভালবাসার চেতনার তাকিদেই ধর্মের জন্ম। ক্রমাবিকাশবাদী পণ্ডিতদের উল্লেখিত দর্শন দুটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও বাতিল। প্রথম অবস্থায় একজন মহান দাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং তাঁর ইবাদত বন্দেগীর ধ্যান ধারণাই অগ্রগণ্য। আর গায়রুল্লাহর ভয়-ভীতির চেতনা এবং তার পূজা অর্চনার ধ্যান ধারণা এক অপ্রাকৃতিক বাঁধার ন্যায় মানুষকে শুধু একটি খারাপ বুঝের মধ্যে রেখে দেয়। দ্বিতীয় অবস্থায় মানুষের পিতার মহব্বত ও ভালবাসার পথ ধরে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছা উচিত ছিলো। তার এ চেতনা অনুভূতির উন্নতি লাভের স্বাভাবিক কোন পথ থেকে থাকলে তা শুধু এটাই যে, তারা পিতার থেকে মুখ ফিরাবার সাথে সাথে রূপক পিতা হতে আসল সৃষ্টিকর্তার দিকে উপনীত হওয়া এবং তাঁর সাথে পিতার চেয়ে অধিক ভালবাসা স্থাপন করা ও পিতার চেয়ে অধিক শ্রদ্ধা নিবেদন করা। কিন্তু তারা যদি এটা করতে সমর্থ না হয় তাহলে তার অর্থ হবে তারা প্রগতির আসল রাজপথে চলার পরিবর্তে কোন অন্ধকার গলিতে গিয়ে আটকে পড়েছে। আর এটা আধ্যাত্মিক প্রগতির পথে এমন এক অপ্রাকৃতিক বাঁধা যেরূপ অপ্রাকৃতিক বাঁধার উদাহরণ আমাদের পার্থিব জীবনের উন্নতি ও ক্রমবিকাশের পথে বর্তমান পাওয়া যায়।

মানুষের অতি প্রাচীনতম চেতনা হচ্ছে পিতা মাতার প্রতি ভালবাসার চেতনা। তাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের অনুভূতি যে অতি

www.pathagar.com

প্রচীনতম ধ্যান ধারণা তাতে কোনই সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু এ চেতনা অনুভূতি শিশু কৈশোরে উপনীত হবার পর তাকে পূর্বপুরুষ ও বংশাবলীর পূজা, সম্প্রদায়ের দেব দেবতা ও প্রতিমা পূজার দিকে না নিয়ে বরং তাকে আল্লাহ তায়ালার দিকেই নিয়ে যায়। এ কারণেই কুরআনে করীমও তাওরাত কিতাবে আল্লাহর ইবাদত ও পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহারের হুকুম একই সাথে এসেছে। আর এটার অর্থ হলো মানব প্রকৃতির মধ্যে আল্লাহ তায়ালা এবং পিতা মাতার হক ও অধিকারের চেতনাটি অতি প্রাচীন-তম চেতনা। যদিও চেতনায় পিতা-মাতার অধিকার প্রথম এসে যায়, কিন্তু প্রকরণের দিক দিয়ে আল্লাহর অধিকার পিতা-মাতার অধিকারের ওপর প্রাধান্য পায়। এটির উদাহরণ হচ্ছে যে দোতালা দালানের ওপরে উঠবার সময় সিড়িটি উপরেই থাকে, কিন্তু উঠা হলে পর সিড়িটি নিচেই থেকে যায়। আল্লাহর দরবারে পৌছে যাবার পর মানুষের কাছে এ তত্ত্ব প্রকাশ পায় যে পিতা-মাতা আসলে আল্লাহর নেয়ামত সমূহের একটি অন্যতম নেয়ামত। তাদের পূজা অর্চনা করাতো দূরের কথা এ নেয়ামত পাবার দরুন আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ অপরিহার্য কর্তব্য। এ কারণেই ইসলাম সন্তানের ওপর পিতা-মাতার সমুদয় অধিকার সমর্থন করে নিয়েছে।

কিন্তু তাদেরকে সন্তানদের থেকে শির্‌ক ও কুফরী করানোর অধিকার দেয়নি। যেমন ইরশাদ হচ্ছে।

وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

فَلَا تُطِعْهُمَا ○

"যদি তারা কোন বস্তুকে আমার সাথে শরীক করার জন্য তোমার সাথে লড়াই করে বা চেষ্টা চালায়, যে বস্তু সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি তাদের কথা মানবে না।" (সূরা আনকাবুত—৮)

এর কারণ হচ্ছে মানব প্রকৃতির মধ্যে পিতামাতার অধিকারের প্রতি-শ্রদ্ধা নিবেদন এবং তাদের প্রতি মহববত ও ভালবাসা প্রদর্শনের যে দাবী নিহিত রয়েছে, তাঁর চেয়ে আল্লাহ তায়ালা এবং তার অধিকারের প্রতি

www.pathagar.com

প্রচীনতম ধ্যান ধারণা তাতে কোনই সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু এ চেতনা অনুভূতি শিশু কৈশোরে উপনীত হবার পর তাকে পূর্বপুরুষ ও বংশাবলীর পূজা, সম্প্রদায়ের দেব দেবতা ও প্রতিমা পূজার দিকে না নিয়ে বরং তাকে আল্লাহ তায়ালার দিকেই নিয়ে যায়। এ কারণেই কুরআনে করীমও তাওরাত কিতাবে আল্লাহর ইবাদত ও পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহারের হুকুম একই সাথে এসেছে। আর এটার অর্থ হলো মানব প্রকৃতির মধ্যে আল্লাহ তায়ালা এবং পিতা মাতার হক ও অধিকারের চেতনাটি অতি প্রাচীন-তম চেতনা। যদিও চেতনায় পিতা-মাতার অধিকার প্রথম এসে যায়, কিন্তু প্রকরণের দিক দিয়ে আল্লাহর অধিকার পিতা-মাতার অধিকারের ওপর প্রাধান্য পায়। এটির উদাহরণ হচ্ছে যে দোতালা দালানের ওপরে উঠবার সময় সিড়িটি উপরেই থাকে, কিন্তু উঠা হলে পর সিড়িটি নিচেই থেকে যায়। আল্লাহর দরবারে পৌছে যাবার পর মানুষের কাছে এ তত্ত্ব প্রকাশ পায় যে পিতা-মাতা আসলে আল্লাহর নেয়ামত সমূহের একটি অন্যতম নেয়ামত। তাদের পূজা অর্চনা করাতো দূরের কথা এ নেয়ামত পাবার দরুন আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ অপরিহার্য কর্তব্য। এ কারণেই ইসলাম সন্তানের ওপর পিতা-মাতার সমুদয় অধিকার সমর্থন করে নিয়েছে।

কিন্তু তাদেরকে সন্তানদের থেকে শির্ক ও কুফরী করানোর অধিকার দেয়নি। যেমন ইরশাদ হচ্ছে।

وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

فَلَا تُطِعْهُمَا ۝

"যদি তারা কোন বস্তুকে আমার সাথে শরীক করার জন্য তোমার সাথে লড়াই করে বা চেষ্টা চালায়, যে বস্তু সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি তাদের কথা মানবে না।" (সূরা আনকাবুত—৮)

এর কারণ হচ্ছে মানব প্রকৃতির মধ্যে পিতামাতার অধিকারের প্রতি-শ্রদ্ধা নিবেদন এবং তাদের প্রতি মহববত ও ভালবাসা প্রদর্শনের যে দাবী নিহিত রয়েছে, তাঁর চেয়ে আল্লাহ তায়ালা এবং তার অধিকারের প্রতি

www.pathagar.com

শ্রদ্ধা নিবেদন ও তাঁকে ভালবাসা প্রদর্শনের দাবী অধিক শক্তিশালী। সুতরাং পিতা-মাতা যে চেতনা ও ধ্যান-ধারণা দ্বারা একটি জিনিস পেয়ে থাকে, ঠিক অপুরূপ সেই চেতনা ও ধ্যান-ধারণা দ্বারা আল্লাহ সম্পর্কে শক্তি-শালী দাবীটিকে সন্তানদের দ্বারা অস্বীকার করানোর অধিকার কিরূপে লাভ করতে পারে ?

কোন কোন লোক হয়ত এখানে এ সন্দেহ পোষণ করতে পারে যে কুরআনে করীম ও অন্যান্য আসমানী কিতাবের বিভিন্ন স্থানে ঈমানদারদের প্রশংসায় তাক্ওয়া, আল্লাহ ভীরুতা ও ভয়-ভীতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর দ্বারা ক্রমবিকাশবাদী পণ্ডিতদের সেই মতবাদেরই সমর্থন খুঁজে পাওয়া যায়, যে মতবাদে ধর্মের সূচনা বিন্দু ভয়-ভীতির চেতনা বলে প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু এ সন্দেহ সম্পূর্ণ ভীত্তিহীন। যে ভয়-ভীতি দ্বারা ক্ষতির আশংকা রয়েছে, ইসলামে সে ভয়-ভীতির কোনই গুরুত্ব নেই। এ ধরনের ভয়-ভীতি চেঙ্গীজ খাঁ, তৈমুর, বাঘ ভল্লুক, হাতী, সাপ বিচ্ছু প্রত্যেকটির ব্যাপারেই হতে পারে। আল্লাহর বেলায় এ ধরনের ভয়-ভীতির কোনই মূল্য থাকতে পারে না। ধর্ম যে ভয়-ভীতি ও তাকওয়া পরহেজগারীর দাবী করে তা এ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। এ ভয়-ভীতির ভীতি হচ্ছে ভালবাসা। এ ভয়-ভীতি শুধু আল্লাহ তায়ালার আযাব ও গজবের ধ্যান-ধারনা দ্বারা সৃষ্টি হয় না। বরং তাঁর সীমাহীন দান ও অনুগ্রহের ধ্যান-ধারনা এবং তাঁর পবিত্র সুন্দরতম নামসমূহের আলোচনা দ্বারাই সৃষ্টি হয়। সুতরাং এ কারণেই যারা তাঁর সর্ব্বোচ্চ গুণাবলী সম্পর্কে বেশী ওয়াকিফহাল, তারাই তাঁকে সর্বাধিক ভালবাসে। আর তাঁকে যারা বেশী ভালবাসে তারাই তাঁকে বেশী ভয় করে। ইরশাদ হচ্ছে :—

إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ٥

"আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা আলেম তারাই তাকে ভয় করে।"

(সূরা ফাতির—২৮)

ক্রমবিকাশবাদের ধ্বজাধারীদের মতে ভয়-ভীতির চেতনা ও প্রদর্শনী পূজার দ্বারাই ধর্মের সূচনা হয়েছে—তাদের এ মতবাদ আমাদের উল্লেখিত

www.pathagar.com

শ্রদ্ধা নিবেদন ও তাঁকে ভালবাসা প্রদর্শনের দাবী অধিক শক্তিশালী। সুতরাং পিতা-মাতা যে চেতনা ও ধ্যান-ধারণা দ্বারা একটি জিনিস পেয়ে থাকে, ঠিক অনুরূপ সেই চেতনা ও ধ্যান-ধারণা দ্বারা আল্লাহ সম্পর্কে শক্তি-শালী দাবীটিকে সন্তানদের দ্বারা অস্বীকার করানোর অধিকার কিরূপে লাভ করতে পারে ?

কোন কোন লোক হয়ত এখানে এ সন্দেহ পোষণ করতে পারে যে কুরআনে করীম ও অন্যান্য আসমানী কিতাবের বিভিন্ন স্থানে ঈমানদারদের প্রশংসায় তাক্ওয়া, আল্লাহ ভীরুতা ও ভয়-ভীতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর দ্বারা ক্রমবিকাশবাদী পণ্ডিতদের সেই মতবাদেরই সমর্থন খুঁজে পাওয়া যায়, যে মতবাদে ধর্মের সূচনা বিন্দু ভয়-ভীতির চেতনা বলে প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু এ সন্দেহ সম্পূর্ণ ভীত্তিহীন। যে ভয়-ভীতি দ্বারা ক্ষতির আশংকা রয়েছে, ইসলামে সে ভয়-ভীতির কোনই গুরুত্ব নেই। এ ধরনের ভয়-ভীতি চেঙ্গীজ খাঁ তৈমুর, বাঘ ভল্লুক, হাতী, সাপ বিচ্ছু প্রত্যেকটির ব্যাপারেই হতে পারে। আল্লাহর বেলায় এ ধরনের ভয়-ভীতির কোনই মূল্য থাকতে পারে না। ধর্ম যে ভয়-ভীতি ও তাকওয়া পরহেজগারীর দাবী করে তা এ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। এ ভয়-ভীতির ভীতি হচ্ছে ভালবাসা। এ ভয়-ভীতি শুধু আল্লাহ তায়ালার আযাব ও গজবের ধ্যান-ধারনা দ্বারা সৃষ্টি হয় না। বরং তাঁর সীমাহীন দান ও অনুগ্রহের ধ্যান-ধারনা এবং তাঁর পবিত্র সুন্দরতম নামসমূহের আলোচনা দ্বারাই সৃষ্টি হয়। সুতরাং এ কারণেই যারা তাঁর সর্ব্বোচ্চ গুণাবলী সম্পর্কে বেশী ওয়াকিফহাল, তারাই তাঁকে সর্বাধিক ভালবাসে। আর তাঁকে যারা বেশী ভালবাসে তারাই তাঁকে বেশী ভয় করে। ইরশাদ হচ্ছে :—

إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۝

"আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা আলেম তারাই তাকে ভয় করে।"

(সুরা ফাতির—২৮)

ক্রমবিকাশবাদের ধ্বজাধারীদের মতে ভয়-ভীতির চেতনা ও প্রদর্শনী পূজার দ্বারাই ধর্মের সূচনা হয়েছে—তাদের এ মতবাদ আমাদের উল্লেখিত

www.pathagar.com

আলোচনা দ্বারা পূর্ণরূপে খণ্ডন হয়েছে। কিন্তু এ সন্দেহটি অবশ্যই থেকে যায় যে নিরঙ্কুশভাবে যদি আল্লাহর বন্দেগী করাই মানুষের প্রকৃতির দাবী হয় এবং তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির মূল গতিধারাও যদি এটা হয়, তাহলে এ জগতে অধিক পরিমাণে দেব-দেবীর পূঁজা ও মৃতদের বন্দেগী করার বাস্তব প্রমাণ পাওয়ার কারণ কি? ইতিহাসের আঁধার যুগের নিদর্শন দ্বারা এ কথারই প্রমাণ পাওয়া যায়। খৃষ্টান ধর্মের ছয়শত বছর অতিক্রম হতে না হতেই খৃষ্টানদের মধ্যে ছবি ও মূর্তি পুজার প্রচলন হয়। অথচ তাওরাত কিতাবে মূর্তি পূজাকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। তাওরাত কিতবের পহেলা সবক তাওহীদের সবক হওয়া সত্বেও ইহুদীরা প্রকাশ্যে মূর্তি পুজার মধ্যে লিপ্ত হয়ে পড়ে। হযরত ইবরাহীম (আঃ) শুধু তাওহীদের জন্যই দেশ ত্যাগ করে এক জনহীন স্থানে আল্লাহর বন্দেগীর জন্য একখানা ঘর বানিয়ে ছিলেন। কিন্তু কিছুদিন না যেতেই তার বংশধররা সেই ঘরে মূর্তিপূজা শুরু করে দেয়। নির্ভেজাল তাওহীদই যখন মানুষের স্বভাব বলে আল-কুরআনের দাবী এবং বাস্তব জগতে এর পরিপন্থী অগণিত প্রমাণ বর্তমান, তখন এর জবাব দেয়া অত্যন্ত জরুরী।

এ জগতে প্রথম হতেই বহুল পরিমাণে মূর্তিপূজা ও শিরকী হয়েছে এবং এখন পর্যন্ত চলছে। সুতরাং এ জন্য কখনোই এটা এ কথার প্রমাণ হতে পারে না যে, শিরকী ও মূর্তি পূজাই মানুষের প্রকৃতি সুলভ কাজ। শিশু যখন পর্যন্ত শিশু থাকে তখন তার সম্মুখের প্রতিটি বস্তুই চাই তা ইট হোক, পাথর হোক কাঠ হোক মাটি হোক লোহা হোক, পাক না পাক হোক বাদ বিচার ছাড়াই তা মুখে দেয়ার চেষ্টা করে। আর ভাবতে থাকে এটাই মায়ের বুক। কিছু সময় পর্যন্ত আস্বাদ নিতে থাকে। আবার অন্য কোন বস্তু হাতে নেয়। আবার তা ফেলে দিয়ে তৃতীয় কোন বস্তু নিয়ে মুখে দেয়। সুতরাং সমস্ত বস্তুই শিশুর স্বভাবের দাবী—এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা নির্বুদ্ধিতা ছাড়া কিছুই নয়। শিশুর স্বাভাবিক খাদ্য মায়ের বুকেই নিহিত থাকে। কিন্তু যেহেতু শিশুর এখনো বিচারশক্তি হয়নি, তাই প্রত্যেকটি বস্তুকেই সে মায়ের বুক ভাবতে থাকে। সুতরাং মানুষ তার শৈশব যুগে মূর্তিপূজা ও প্রদর্শনী পূজা ইত্যাদি দ্বারা কলুসিত হয়ে থাকে। তাহলে

www.pathagar.com

আলোচনা দ্বারা পূর্ণরূপে খণ্ডন হয়েছে। কিন্তু এ সন্দেহটি অবশ্যই থেকে যায় যে নিরঙ্কুশভাবে যদি আল্লাহর বন্দেগী করাই মানুষের প্রকৃতির দাবী হয় এবং তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির মূল গতিধারাও যদি এটা হয়, তাহলে এ জগতে অধিক পরিমাণে দেব-দেবীর পূঁজা ও মৃতদের বন্দেগী করার বাস্তব প্রমাণ পাওয়ার কারণ কি? ইতিহাসের আঁধার যুগের নিদর্শন দ্বারা এ কথারই প্রমাণ পাওয়া যায়। খৃষ্টান ধর্মের ছয়শত বছর অতিক্রম হতে না হতেই খৃষ্টানদের মধ্যে ছবি ও মূর্তি পূজার প্রচলন হয়। অথচ তাওরাত কিতাবে মূর্তি পূজাকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। তাওরাত কিতবের পহেলা সবক তাওহীদের সবক হওয়া সত্বেও ইহুদীরা প্রকাশ্যে মূর্তি পূজার মধ্যে লিপ্ত হয়ে পড়ে। হযরত ইবরাহীম (আঃ) শুধু তাওহীদের জন্যই দেশ ত্যাগ করে এক জনহীন স্থানে আল্লাহর বন্দেগীর জন্য একখানা ঘর বানিয়ে ছিলেন। কিন্তু কিছুদিন না যেতেই তার বংশধররা সেই ঘরে মূর্তিপূজা শুরু করে দেয়। নির্ভেজাল তাওহীদই যখন মানুষের স্বভাব বলে আল-কুরআনের দাবী এবং বাস্তব জগতে এর পরিপন্থী অগণিত প্রমাণ বর্তমান. তখন এর জবাব দেয়া অত্যন্ত জরুরী।

এ জগতে প্রথম হতেই বহুল পরিমাণে মূর্তিপূজা ও শিরকী হয়েছে এবং এখন পর্যন্ত চলছে। সুতরাং এ জন্য কখনোই এটা এ কথার প্রমাণ হতে পারে না যে, শিরকী ও মূর্তি পূজাই মানুষের প্রকৃতি সুলভ কাজ। শিশু যখন পর্যন্ত শিশু থাকে তখন তার সম্মুখের প্রতিটি বস্তুই চাই তা ইট হোক, পাথর হোক কাঠ হোক মাটি হোক লোহা হোক, পাক না পাক হোক বাদ বিচার ছাড়াই তা মুখে দেয়ার চেষ্টা করে। আর ভাবতে থাকে এটাই মায়ের বুক। কিছু সময় পর্যন্ত আস্বাদ নিতে থাকে। আবার অন্য কোন বস্তু হাতে নেয়। আবার তা ফেলে দিয়ে তৃতীয় কোন বস্তু নিয়ে মুখে দেয়। সুতরাং সমস্ত বস্তুই শিশুর স্বভাবের দাবী—এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা নির্বুদ্ধিতা ছাড়া কিছুই নয়। শিশুর স্বাভাবিক খাদ্য মায়ের বুকেই নিহিত থাকে। কিন্তু যেহেতু শিশুর এখনো বিচারশক্তি হয়নি, তাই প্রত্যেকটি বস্তুকেই সে মায়ের বুক ভাবতে থাকে। সুতরাং মানুষ তার শৈশব যুগে মূর্তিপূজা ও প্রদর্শনী পূজা ইত্যাদি দ্বারা কলুসিত হয়ে থাকে। তাহলে

www.pathagar.com

তার অর্থ এ নয় যে এটাই তার প্রকৃতি, এটাই তার স্বভাব। বরং আসল কথা হচ্ছে তার এত হয়রানী পেরেশানী ও কর্মতৎপরতা সবকিছু আসল প্রভুর সন্ধানের জন্যে। তার সন্ধান তাকে সমস্ত অলিগলি ঘুরিয়ে ফিরিয়েছে। শিশুর এ বৈশিষ্টটিও লক্ষ্যণীয় বিষয় যে মাঝে মাঝে মা তাকে ডাকে। কিন্তু মা তাকে কোলে তুলে না নেয়া পর্যন্ত এবং মুখে দুধ না দেয়া পর্যন্ত যে কাজে নিমগ্ন ছিলো সে কাজেই নিমগ্ন থাকে। অতঃপর যখন মা তাকে কোল থেকে ছেড়ে দেয়, তখনই সে পূর্ববৎ প্রতিটি বস্তু মুখে দেয়া ও ফেলার কাজে লেগে যায়।

সুতরাং একথা যুক্তিযুক্ত বলে বুঝা যায় যে ইতিহাসের অন্ধকার যুগে আল্লাহর এমন সব বান্দার আবির্ভাব হতো, যারা নিজেরা যেমন সজাগ ছিলেন তেমনি অপরকেও তারা সজাগ করতেন। কিন্তু কিছু কিছু সময় শিশু সুলভ স্বভাবের ন্যায় মানুষ এদিক সেদিক চলে যেতো এবং আবার তার আসল পথে ফিরে আসতো।

এখানে কোন কোন লোকের এ সন্দেহ থাকতে পারে যে, যে বস্তুটি মানুষের প্রকৃতি সেই বস্তুটির ওপর মানুষের সৃষ্টি হওয়া বড় হওয়া এবং সেই বস্তুর ওপরই মানুষের মৃত্যু হওয়া উচিত। এটাকে পেয়ে হারান এবং হারিয়ে পাওয়ার কি অর্থ থাকতে পারে? কমপক্ষে পর্যাপ্ত তল্লাশীর পর যখন তাকে পাওয়া গেল, ভখন আর কখনো হাতছাড়া না হয় সে দিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখা উচিত।

পশুর প্রকৃতি ও মানব প্রকৃতির মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করতে না পারার দরুনই এ সন্দেহের উদ্রেক হয়। পশুর প্রকৃতি একই নিয়মের অধীন। প্রাকৃতিক কোন গরমিল না হলে সেই নিয়মের অধীনই তার ক্রমবিকাশ ও উন্নতি হয় এবং স্বীয় পূর্ণতার নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত হয় উপনীত। প্রকৃতি তাদেরকে এ থেকে বিরত থাকার একে পরিবর্তন করার অথবা একে উন্নত করার কোন সুযোগের অবকাশ রাখেনি। সে তার নিয়ম ও প্রাকৃতিক বিধানের শৃঙ্খলে আবদ্ধ। একটি পায়রাকে যদি আপনি গোস্তের দোকানে আবদ্ধ করে রাখেন তাহলে সেখানে সে না খেয়েই মারা যাবে। গোস্তের বিরাটকায় স্তুপ দ্বারা সে কোনই উপকার লাভ করতে

www.pathagar.com

তার অর্থ এ নয় যে এটাই তার প্রকৃতি, এটাই তার স্বভাব। বরং আসল কথা হচ্ছে তার এত হয়রানী পেরেশানী ও কর্মতৎপরতা সবকিছু আসল প্রভুর সন্ধানের জন্যে। তার সন্ধান তাকে সমস্ত অলিগলি ঘুরিয়ে ফিরিয়েছে। শিশুর এ বৈশিষ্টটিও লক্ষ্যণীয় বিষয় যে মাঝে মাঝে মা তাকে ডাকে। কিন্তু মা তাকে কোলে তুলে না নেয়া পর্যন্ত এবং মুখে দুধ না দেয়া পর্যন্ত যে কাজে নিমগ্ন ছিলো সে কাজেই নিমগ্ন থাকে। অতঃপর যখন মা তাকে কোল থেকে ছেড়ে দেয়, তখনই সে পূর্ববৎ প্রতিটি বস্তু মুখে দেয়া ও ফেলার কাজে লেগে যায়।

সুতরাং একথা যুক্তিযুক্ত বলে বুঝা যায় যে ইতিহাসের অন্ধকার যুগে আল্লাহর এমন সব বান্দার আবির্ভাব হতো, যারা নিজেরা যেমন সজাগ ছিলেন তেমনি অপরকেও তারা সজাগ করতেন। কিন্তু কিছু কিছু সময় শিশু সুলভ স্বভাবের ন্যায় মানুষ এদিক সেদিক চলে যেতো এবং আবার তার আসল পথে ফিরে আসতো।

এখানে কোন কোন লোকের এ সন্দেহ থাকতে পারে যে, যে বস্তুটি মানুষের প্রকৃতি সেই বস্তুটির ওপর মানুষের সৃষ্টি হওয়া বড় হওয়া এবং সেই বস্তুর ওপরই মানুষের মৃত্যু হওয়া উচিত। এটাকে পেয়ে হারান এবং হারিয়ে পাওয়ার কি অর্থ থাকতে পারে? কমপক্ষে পর্যাপ্ত তল্লাশীর পর যখন তাকে পাওয়া গেল, তখন আর কখনো হাতছাড়া না হয় সে দিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখা উচিত।

পশুর প্রকৃতি ও মানব প্রকৃতির মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করতে না পারার দরুনই এ সন্দেহের উদ্রেক হয়। পশুর প্রকৃতি একই নিয়মের অধীন। প্রাকৃতিক কোন গরমিল না হলে সেই নিয়মের অধীনই তার ক্রমবিকাশ ও উন্নতি হয় এবং স্বীয় পূর্ণতার নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত হয় উপনীত। প্রকৃতি তাদেরকে এ থেকে বিরত থাকার একে পরিবর্তন করার অথবা একে উন্নত করার কোন সুযোগের অবকাশ রাখেনি। সে তার নিয়ম ও প্রাকৃতিক বিধানের শৃঙ্খলে আবদ্ধ। একটি পায়রাকে যদি আপনি গোস্তের দোকানে আবদ্ধ করে রাখেন তাহলে সেখানে সে না খেয়েই মারা যাবে। গোস্তের বিরাটকায় স্তুপ দ্বারা সে কোনই উপকার লাভ করতে

www.pathagar.com

পারবে না। একটি বিড়ালকে যদি আপনি ফলের আলমারীতে আবদ্ধ করে রাখেন তাহলে সেও না খেয়ে মারা যাবে। ফলের স্তুপ দ্বারা কোনই উপকার তার হবে না। কিন্তু মানব প্রকৃতি সম্পূর্ণ এর পরিপন্থী। এখানে আমি প্রকৃতির ধরনটির বিশ্লেষণের জন্য ওস্তাদ মাওলানা হামিদ উদ্দিন ফরাহী (রঃ)-এর উদ্ধৃত পেশ করছি। তিনি উল্লেখিত প্রশ্নের জবাবে সূরা ইখলাসের তফসীর এবং সূরা রুমের ৪৮—৪৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেন ঃ

—"এ বিশ্ব চরাচরে মানুষ আল্লাহর হিকমত ও রহমতের অসংখ্য নিদর্শনাবলী দেখে চলছে এবং স্বীয় পভুর প্রতি আর্কষণ যা বিপদ কালে তার অনুভব হচ্ছে, তা তার নিকট সর্বময় কোন এক মহান সত্বার অস্তিত্বের কথা নিজের মধ্যে ও বাহির থেকে সাক্ষী দিচ্ছে। এমন কোন সাক্ষী দেব দেবতা ও মূর্তি এবং মৃতদের বেলায় পাওয়া যায় না। কিন্তু মানব প্রকৃতি অন্যান্য জীব-জন্তুর ন্যায় নয়। তাকে একদিকে যেমন গোলাম বানান হয়েছে, অপর দিকে তাকে দেয়া হয়েছে স্বাধীনতা। সুতরাং এ স্বাধীনতার অপরিহার্য দাবী হচেছ স্বীয় চেষ্টা দ্বারা উন্নতির সোপানে আরোহণ করা। অতএব তাকে যে পথে পরিচালনা করা উচিত সে পথেই তাকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে—এবং সে অনুরূপ ভাবেই চলছে। কিন্তু মানুষকে জ্ঞানের দীপ্ত মশাল এবং যোগ্যতার ভাণ্ডার দিয়ে কর্মময় জগতে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। সুতরাং তার যোগ্যতাই হচেছ তার প্রকৃতি। আজ পর্যন্ত মানুষ যতখানি উন্নতির শিখরে আরোহণ করেছে তা সবই তার যোগ্যতার নিদর্শন এবং তার যোগ্যতারই বাস্তব প্রমাণ। যোগ্যতার নামই প্রকৃতি। এটা মানুষের জন্যই বিশিষ্ট নয়। কবুতরের বাচ্চা একটি মাংশ পিণ্ড বিশেষ। যখন বাচ্চা বড় হতে থাকে তখন তার দেহে পশম গজিয়ে উঠাকে আমরা প্রকৃতিরই অবশ্যম্ভাবী ফল ভেবে থাকি। এমনি-মানুষের বাচ্চা অন্যান্য জন্তুর তুলনায় অত্যন্ত দুর্বলদেহী হয়। আর তার চেয়ে অধিক দুর্বল হয় তার বুদ্ধি। যখন তারা যৌবনে পদার্পণ করে তখন কি তাদের বুদ্ধিমত্তা ও শক্তি সামর্থকে আমরা তার উন্নত প্রকৃতির ফল মনে করবো না? সুতরাং মানুষ এবং অন্যান্য বস্তুর প্রকৃতির

www.pathagar.com

পারবে না। একটি বিড়ালকে যদি আপনি ফলের আলমারীতে আবদ্ধ করে রাখেন তাহলে সেও না খেয়ে মারা যাবে। ফলের স্তুপ দ্বারা কোনই উপকার তার হবে না। কিন্তু মানব প্রকৃতি সম্পূর্ণ এর পরিপন্থী। এখানে আমি প্রকৃতির ধরনটির বিশ্লেষণের জন্য ওস্তাদ মাওলানা হামিদ উদ্দিন ফরাহী (রঃ)-এর উদ্ধৃত পেশ করছি। তিনি উল্লেখিত প্রশ্নের জবাবে সূরা ইখলাসের তফসীর এবং সূরা রুমের ৪৮—৪৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেন ঃ

—"এ বিশ্ব চরাচরে মানুষ আল্লাহর হিকমত ও রহমতের অসংখ্য নিদর্শনাবলী দেখে চলছে এবং স্বীয় পভুর প্রতি আর্কষণ যা বিপদ কালে তার অনুভব হচ্ছে, তা তার নিকট সর্বময় কোন এক মহান সত্বার অস্তিত্বের কথা নিজের মধ্যে ও বাহির থেকে সাক্ষী দিচ্ছে। এমন কোন সাক্ষী দেব দেবতা ও মূর্তি এবং মৃতদের বেলায় পাওয়া যায় না। কিন্তু মানব প্রকৃতি অন্যান্য জীব-জন্তর ন্যায় নয়। তাকে একদিকে যেমন গোলাম বানান হয়েছে, অপর দিকে তাকে দেয়া হয়েছে স্বাধীনতা। সুতরাং এ স্বাধীনতার অপরিহার্য দাবী হচেছ স্বীয় চেষ্টা দ্বারা উন্নতির সোপানে আরোহণ করা। অতএব তাকে যে পথে পরিচালনা করা উচিত সে পথেই তাকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে—এবং সে অনুরূপ ভাবেই চলছে। কিন্তু মানুষকে জ্ঞানের দীপ্ত মশাল এবং যোগ্যতার ভাণ্ডার দিয়ে কর্মময় জগতে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। সুতরাং তার যোগ্যতাই হচেছ তার প্রকৃতি। আজ পর্যন্ত মানুষ যতখানি উন্নতির শিখরে আরোহণ করেছে তা সবই তার যোগ্যতার নিদর্শন এবং তার যোগ্যতারই বাস্তব প্রমাণ। যোগ্যতার নামই প্রকৃতি। এটা মানুষের জন্যই বিশিষ্ট নয়। কবুতরের বাচ্চা একটি মাংশ পিণ্ড বিশেষ। যখন বাচ্চা বড় হতে থাকে তখন তার দেহে পশম গজিয়ে উঠাকে আমরা প্রকৃতিরই অবশ্যম্ভাবী ফল ভেবে থাকি। এমনি-মানুষের বাচ্চা অন্যান্য জন্তর তুলনায় অত্যন্ত দুর্বলদেহী হয়। আর তার চেয়ে অধিক দুর্বল হয় তার বুদ্ধি। যখন তারা যৌবনে পদার্পণ করে তখন কি তাদের বুদ্ধিমত্তা ও শক্তি সামর্থকে আমরা তার উন্নত প্রকৃতির ফল মনে করবো না? সুতরাং মানুষ এবং অন্যান্য বস্তুর প্রকৃতির

www.pathagar.com

অর্থ একই। অবশ্য মানব প্রকৃতির মধ্যে এমন একটি বৈশিষ্ট্য নিহিত রয়েছে যা অপরাপর প্রকৃতির মধ্যে পাওয়া যায় না। মানুষের প্রকৃতি প্রথমত অত্যন্ত দুর্বল হয়। কিন্তু পরিশেষে সকলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে। তার শক্তির সীমা ও গভীরতা এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। কিন্তু এগুলো সবই দু'টি দুর্বলতার মধ্যে অবস্থান করছে। যদি তা না হতো তাহলে মানুষের থেকে ফেরআউনী দাবীর প্রকাশ অসংগত হতো না। সুতরাং মানুষের স্বভাব প্রকৃতি উন্নতির সর্বশেষ স্তর অতিক্রম করতে পারে—একথা দ্বারা তাদের অধিকাংশই যে ভ্রান্ত পথে চলে যাবে তা অনুমান বৈ কিছু নয়। তার রয়েছে যেমন স্বাধীন মতামত তেমনি রয়েছে তার চলার জন্য সুদীর্ঘ পথ। এ দুটি সংকটের সাথে তৃতীয় আর একটি সংকট এমনভাবে এসে জুড়ে বসেছে যা কখনোই তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না। অর্থাৎ মানুষকে সু এবং কু ভাল ও মন্দের দুটি পথের মাঝে এমনভাবে রাখা হয়েছে যার ব্যতীরেকে তার বেলায় স্বাধীনতা শব্দটি অর্থহীন হয়ে পড়ে এবং পদমর্যদাকে উন্নত করার জন্যে সময় অতি সংকুচিত হয়ে যায়। সুতরাং প্রচেষ্টা ও টানা-পোড়ন মানব প্রকৃতির একটি অপরিহার্য বিষয় এবং ভাল মন্দের টানা-টানির মধ্যে সম্মুখে অগ্রসর হওয়া এবং নফ্‌সে আম্মারাহ ও সুস্থ বুদ্ধি বিবেচনাকে আনুগত্যের আসনে সমাসীন করা তার জন্য ফরয হয়ে পড়ে।'

"আল্লাহ তায়ালা মানুষকে এসব সংকটের মধ্যে ফেলে তাকে হাত ধরে বাঁচাবার ওয়াদা করেছেন। তার ভেতরে ও বাইরে হেদায়াতের উপকরণ বর্তমান রেখে দিয়েছেন। দুর্বল শিশুর জন্য মায়ের বুকের দুধকে যেরূপ তিনি সংগ্রহ করে রেখে দেন। তদ্রূপ মানবকূলের জন্যে নবী রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছেন। যেই প্রভু মৃত ভূমিকে বর্ষার পানি দ্বারা নতুন জীবন দান করেন, সেই প্রভুই স্বীয় কালাম দ্বারা অন্তকরণকে করেন সঞ্জীবিত। কোন কোন পর্বতের উচ্চশৃঙ্গ হতে যেরূপ তিনি ঝরণা-ধারা প্রবাহিত করেন, তেমনি কোন কোন উন্নত অন্তঃকরণ থেকে তিনি করেন তাঁর কালামের ঝরণা প্রবাহিত। সুতরাং এত কিছু উপায় উপকরণ সংগ্রহ করে দেয়ার পর যদি মানুষ আল্লাহ থেকে বিমুখ হয়ে পড়ে, তাহলে

www.pathagar.com

অর্থ একই। অবশ্য মানব প্রকৃতির মধ্যে এমন একটি বৈশিষ্ট্য নিহিত রয়েছে যা অপরাপর প্রকৃতির মধ্যে পাওয়া যায় না। মানুষের প্রকৃতি প্রথমত অত্যন্ত দুর্বল হয়। কিন্তু পরিশেষে সকলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে। তার শক্তির সীমা ও গভীরতা এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। কিন্তু এগুলো সবই দু'টি দুর্বলতার মধ্যে অবস্থান করছে। যদি তা না হতো তাহলে মানুষের থেকে ফেরআউনী দাবীর প্রকাশ অসংগত হতো না। সুতরাং মানুষের স্বভাব প্রকৃতি উন্নতির সর্বশেষ স্তর অতিক্রম করতে পারে—একথা দ্বারা তাদের অধিকাংশই যে ভ্রান্ত পথে চলে যাবে তা অনুমান বৈ কিছু নয়। তার রয়েছে যেমন স্বাধীন মতামত তেমনি রয়েছে তার চলার জন্য সুদীর্ঘ পথ। এ দুটি সংকটের সাথে তৃতীয় আর একটি সংকট এমনভাবে এসে জুড়ে বসেছে যা কখনোই তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না। অর্থাৎ মানুষকে সু এবং কু ভাল ও মন্দের দুটি পথের মাঝে এমনভাবে রাখা হয়েছে যার ব্যতীরেকে তার বেলায় স্বাধীনতা শব্দটি অর্থহীন হয়ে পড়ে এবং পদমর্যদাকে উন্নত করার জন্যে সময় অতি সংকুচিত হয়ে যায়। সুতরাং প্রচেষ্টা ও টানা-পোড়ন মানব প্রকৃতির একটি অপরিহার্য বিষয় এবং ভাল মন্দের টানা-টানির মধ্যে সম্মুখে অগ্রসর হওয়া এবং নফ্‌সে আম্মারাহ ও সুস্থ বুদ্ধি বিবেচনাকে আনুগত্যের আসনে সমাসীন করা তার জন্য ফরয হয়ে পড়ে।'

"আল্লাহ তায়ালা মানুষকে এসব সংকটের মধ্যে ফেলে তাকে হাত ধরে বাঁচাবার ওয়াদা করেছেন। তার ভেতরে ও বাইরে হেদায়াতের উপকরণ বর্তমান রেখে দিয়েছেন। দুর্বল শিশুর জন্য মায়ের বুকের দুধকে যেরূপ তিনি সংগ্রহ করে রেখে দেন। তদ্রূপ মানবকূলের জন্যে নবী রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছেন। যেই প্রভু মৃত ভূমিকে বর্ষার পানি দ্বারা নতূন জীবন দান করেন, সেই প্রভুই স্বীয় কালাম দ্বারা অন্তকরণকে করেন সঞ্জীবিত। কোন কোন পর্বতের উচ্চশৃঙ্গ হতে যেরূপ তিনি ঝরণা-ধারা প্রবাহিত করেন, তেমনি কোন কোন উন্নত অন্তঃকরণ থেকে তিনি করেন তাঁর কালামের ঝরণা প্রবাহিত। সুতরাং এত কিছু উপায় উপকরণ সংগ্রহ করে দেয়ার পর যদি মানুষ আল্লাহ থেকে বিমুখ হয়ে পড়ে, তাহলে

www.pathagar.com

এটা প্রকৃতির ফল নয়। বরং তার অলসতা ও অন্যমনষ্কতা। ইতিহাসে মূর্তি পূজার উদাহরণ পাওয়া গেলেও তার চেয়ে তাকে বাতিল ও নেস্তনাবুদ করার অনেক ঢের উদাহরণ বিদ্যমান। তাওহীদের ওপর শিরকের আবরণ খুব ধীরে ধীরে পড়ে। কিন্তু তাওহীদের যৎকিঞ্চিৎ কিরণমালাই হয় শিরকের আধারের ওপর প্রভাব বিস্তারের জন্য যথেষ্ট। সুতরাং এর দ্বারা আমরা এ সিদ্ধান্তেই উপণীত হতে পারি যে তাওহীদের সাথেই রয়েছে মানব প্রকৃতির সংযোগ। যদি তা-ই না হবে তাহলে এ দিকে কেন সে প্রবল বেগে দৌড়ে আসে এবং অন্যদিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হবার বা কি কারণ ?

উল্লেখিত আলোচনা দ্বারা পরিষ্কার হয়ে যায় যে মানব প্রকৃতি ও জীব-জন্তুর প্রকৃতির মধ্যে গোটা কয়েক মৌলিক পার্থক্য বর্তমান। প্রথম পার্থক্য হচ্ছে মানুষকে উন্নত প্রকৃতি ও উন্নত চরিত্র সমেত স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছে। এ স্বাধীনতার দরুন সে সৃষ্টির সেরা ও সুন্দর মানুষ হয়েও অধঃপতনের সর্বশেষ স্তরে গিয়ে পৌঁছতে পারে। দ্বিতীয় পার্থক্য হচ্ছে মানুষের শক্তি সামর্থ ও যোগ্যতা হচ্ছে অনেক শক্তিশালী ও গভীর। তাকে উন্নতির এক দীর্ঘকায় মনযিল অতিক্রম করতে হয়। জীব-জন্তুর ন্যায় তার পথ এক মাইল দু'মাইল দীর্ঘ নয় যে চললেই সে মনযিলে পৌঁছে যাবে। এ দীর্ঘপথ এবং স্বাধীন মতামত নিয়ে তার উত্থান পতন হওয়া একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। তৃতীয় পার্থক্য হচ্ছে স্বাধীন মতামত ও সুদীর্ঘ মনযিলের সাথে সাথে তাকে পরীক্ষাও করা হয়। তার সম্মুখে এ জগতকে নগদ ও উপস্থিত এবং পরকালকে বাকী ভালকে কঠিন এবং মন্দকে সহজ, হারামকে স্বাদময় ও অধিক এবং হালালকে স্বাদহীন ও স্বল্প, সত্যের ফলকে বাকী এবং মিথ্যার ফলকে নগদ, মূলতত্ত্বকে আবৃত ধোকা এবং প্রতারণাকে চিত্তাকর্ষক ও মোহণীয় করে রেখে দেয়া হয়েছে। কারণ সে ভালোর দিকে যায়, না মন্দকে গ্রহণ করে এর দ্বারা তা পরীক্ষা করে নেওয়া। স্বীয় প্রকৃতির গোপন অথচ মূলতত্ত্বের ইঙ্গিতের দিকে সে অগ্রসর হয়, না মনের বিপরীত প্রকৃতি অথচ প্রতারণাপূর্ণ আহবানে সাড়া দেয়, এটা যাচাই করাই মূল উদ্দেশ্য। নিঃসন্দেহে এ পরীক্ষা অত্যন্ত

www.pathagar.com

এটা প্রকৃতির ফল নয়। বরং তার অলসতা ও অন্যমনস্কতা। ইতিহাসে মূর্তি পূজার উদাহরণ পাওয়া গেলেও তার চেয়ে তাকে বাতিল ও নেস্তনাবুদ করার অনেক ঢের উদাহরণ বিদ্যমান। তাওহীদের ওপর শিরকের আবরণ খুব ধীরে ধীরে পড়ে। কিন্তু তাওহীদের যৎকিঞ্চিৎ কিরণমালাই হয় শিরকের আধারের ওপর প্রভাব বিস্তারের জন্য যথেষ্ট। সুতরাং এর দ্বারা আমরা এ সিদ্ধান্তেই উপণীত হতে পারি যে তাওহীদের সাথেই রয়েছে মানব প্রকৃতির সংযোগ। যদি তা-ই না হবে তাহলে এ দিকে কেন সে প্রবল বেগে দৌড়ে আসে এবং অন্যদিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হবার বা কি কারণ ?

উল্লেখিত আলোচনা দ্বারা পরিষ্কার হয়ে যায় যে মানব প্রকৃতি ও জীব-জন্তুর প্রকৃতির মধ্যে গোটা কয়েক মৌলিক পার্থক্য বর্তমান। প্রথম পার্থক্য হচ্ছে মানুষকে উন্নত প্রকৃতি ও উন্নত চরিত্র সমেত স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছে। এ স্বাধীনতার দরুন সে সৃষ্টির সেরা ও সুন্দর মানুষ হয়েও অধঃপতনের সর্বশেষ স্তরে গিয়ে পৌঁছতে পারে। দ্বিতীয় পার্থক্য হচ্ছে মানুষের শক্তি সামর্থ ও যোগ্যতা হচ্ছে অনেক শক্তিশালী ও গভীর। তাকে উন্নতির এক দীর্ঘকায় মনযিল অতিক্রম করতে হয়। জীব-জন্তুর ন্যায় তার পথ এক মাইল দু'মাইল দীর্ঘ নয় যে চললেই সে মনযিলে পৌঁছে যাবে। এ দীর্ঘপথ এবং স্বাধীন মতামত নিয়ে তার উত্থান পতন হওয়া একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। তৃতীয় পার্থক্য হচ্ছে স্বাধীন মতামত ও সুদীর্ঘ মনযিলের সাথে সাথে তাকে পরীক্ষাও করা হয়। তার সম্মুখে এ জগতকে নগদ ও উপস্থিত এবং পরকালকে বাকী ভালকে কঠিন এবং মন্দকে সহজ, হারামকে স্বাদময় ও অধিক এবং হালালকে স্বাদহীন ও স্বল্প, সত্যের ফলকে বাকী এবং মিথ্যার ফলকে নগদ, মূলতত্ত্বকে আবৃত ধোকা এবং প্রতারণাকে চিত্তাকর্ষক ও মোহণীয় করে রেখে দেয়া হয়েছে। কারণ সে ভালোর দিকে যায়, না মন্দকে গ্রহণ করে এর দ্বারা তা পরীক্ষা করে নেওয়া। স্বীয় প্রকৃতির গোপন অথচ মূলতত্ত্বের ইঙ্গিতের দিকে সে অগ্রসর হয়, না মনের বিপরীত প্রকৃতি অথচ প্রতারণাপূর্ণ আহবানে সাড়া দেয়, এটা যাচাই করাই মূল উদ্দেশ্য। নিঃসন্দেহে এ পরীক্ষা অত্যন্ত

www.pathagar.com

কঠিন ও তিক্ত। কিন্তু স্বভাব প্রকৃতির দুষ্ট মনটিও দুর্বল নয়। সে প্রতিটি আধাঁরের মধ্যে ঝাপ দিবার পথ সৃষ্টি করে এবং মানুষকে পথ প্রর্দশনের জন্য সেই দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে। চেতনা অনুভূতির ওপর যতই আবরণ থাকুক না কেন মানুষ তার নির্দেশ ও ইঙ্গিত দেখতে পায় এবং শুনতে পায় তার আহবান। যদিও তার আহবান শুনেও তার অবাধ্য হয় এবং তার দলীল প্রমাণ অবলোকন করেও নিজের জন্য বাহানা এবং অজুহাত সন্ধান করতে থাকে। একথাই আল-কুরআন নিজের ভাষায় বর্ণনা করেছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

"আর আমি নফসে লওয়্যামা (দুষ্ট মনের) শপথ করে বলছি। মানুষ তার সম্মুখে যা আছে তা সে অস্বীকার করতে চায়।' (সূরা কিয়ামত ২—৫) "মানুষ নিজেই তার জন্য চাক্ষুষ দলিল, যদিও সে নানা অজুহাতের আবতারণা করে। (সূরা কিয়ামত ১৪—১৫)

এ সংক্ষিপ্ত আলোচনার বিশদ বিবরণ অবগতির জন্য উস্তাদ ইমাম মাওলানা হামীদ উদ্দিন ফরাহীর তাফসীরের সূরা কিয়ামতের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

পরীক্ষার এহেন কঠোরতা এ কথাই দাবী করে যে আল্লাহ তায়ালা মানুষের হেদায়াতের জন্য নবী রাসূল পাঠাবেন। আল্লাহর দিকে যে কোন লোকের প্রকৃতির অনুরাগ ও আকর্ষণ কখনো দুর্বল হয় না। কিন্তু এ জগত এবং তার ঝামেলাসমূহ মানুষের নফস ও তার প্রতারণা, শয়তান ও তার মায়াবিনী মোহনীয় কথা মানুষের মধ্যে এতখানি শক্তিশালী হয় যে আল্লাহর রহমতের দরিয়ায় তখন তরঙ্গ উঠে এ নষ্টামীকে দমন করার সামর্থ দিয়ে দেয়। আর নফসের উপর যে প্রবল চাপ সৃষ্টি হয় তা লাঘব করার জন্য মাপকাঠির পাথর বসিয়ে ভারসাম্য রক্ষা করা হয়। কুরআন মজীদে উল্লেখ আছে যে আল্লাহ তায়ালা যখন আদম (আঃ)-কে শয়তানের সাথে এ পরীক্ষার জগতে প্রেরণ করলেন, তখন সাথে সাথেই স্বীয় হেদায়াত ও নবী রাসূল পাঠাবার ওয়াদা করেন। কারণ এ পরীক্ষার ময়দানে মানব প্রকৃতি যেন একা ও নিঃসঙ্গ হয়ে না পড়ে। বরং তার সাথে আল্লাহর কিতাব নবী রাসূল এবং ফেরেস্তাদের সাহায্য সহযোগিতা যেন

www.pathagar.com

কঠিন ও তিক্ত। কিন্তু স্বভাব প্রকৃতির দুষ্ট মনটিও দুর্বল নয়। সে প্রতিটি আধাঁরের মধ্যে ঝাপ দিবার পথ সৃষ্টি করে এবং মানুষকে পথ প্রর্দশনের জন্য সেই দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে। চেতনা অনুভূতির ওপর যতই আবরণ থাকুক না কেন মানুষ তার নির্দেশ ও ইঙ্গিত দেখতে পায় এবং শুনতে পায় তার আহবান। যদিও তার আহবান শুনেও তার অবাধ্য হয় এবং তার দলীল প্রমাণ অবলোকন করেও নিজের জন্য বাহানা এবং অজুহাত সন্ধান করতে থাকে। একথাই আল-কুরআন নিজের ভাষায় বর্ণনা করেছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

"আর আমি নফসে লওয়্যামা (দুষ্ট মনের) শপথ করে বলছি। মানুষ তার সম্মুখে যা আছে তা সে অস্বীকার করতে চায়।' (সূরা কিয়ামত ২—৫) "মানুষ নিজেই তার জন্য চাক্ষুষ দলিল, যদিও সে নানা অজুহাতের আবতারণা করে। (সূরা কিয়ামত ১৪—১৫)

এ সংক্ষিপ্ত আলোচনার বিশদ বিবরণ অবগতির জন্য উস্তাদ ইমাম মাওলানা হামীদ উদ্দিন ফরাহীর তাফসীরের সূরা কিয়ামতের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

পরীক্ষার এহেন কঠোরতা এ কথাই দাবী করে যে আল্লাহ তায়ালা মানুষের হেদায়াতের জন্য নবী রাসূল পাঠাবেন। আল্লাহর দিকে যে কোন লোকের প্রকৃতির অনুরাগ ও আকর্ষণ কখনো দূর্বল হয় না। কিন্তু এ জগত এবং তার ঝামেলাসমূহ মানুষের নফস ও তার প্রতারণা, শয়তান ও তার মায়াবিনী মোহনীয় কথা মানুষের মধ্যে এতখানি শক্তিশালী হয় যে আল্লাহর রহমতের দরিয়ায় তখন তরঙ্গ উঠে এ নষ্টামীকে দমন করার সামর্থ্য দিয়ে দেয়। আর নফসের উপর যে প্রবল চাপ সৃষ্টি হয় তা লাঘব করার জন্য মাপকাঠির পাথর বসিয়ে ভারসাম্য রক্ষা করা হয়। কুরআন মজীদে উল্লেখ আছে যে আল্লাহ তায়ালা যখন আদম (আঃ)-কে শয়তানের সাথে এ পরীক্ষার জগতে প্রেরণ করলেন, তখন সাথে সাথেই স্বীয় হেদায়াত ও নবী রাসূল পাঠাবার ওয়াদা করেন। কারণ এ পরীক্ষার ময়দানে মানব প্রকৃতি যেন একা ও নিঃসঙ্গ হয়ে না পড়ে। বরং তার সাথে আল্লাহর কিতাব নবী রাসল এবং ফেরেস্তাদের সাহায্য সহযোগিতা যেন

www.pathagar.com

বর্তমান থাকে। এটা প্রকৃতির সহায়তার জন্য একটি বিশেষ ব্যবস্থা এবং এর পরই মানুষের কাছে পেঁৗছে আল্লাহ তায়ালার পূর্ণাঙ্গ হেদায়াত। অতঃপর হেদায়াত লাভের জন্য কোন ওজর আপত্তির অবকাশ থাকেনা। গোমরাহীর আঁধার যেমন প্রবল ও প্রগাঢ় হয় তেমনি হেদায়াতের সূর্যও হয় প্রখর। সুতরাং এ প্রখর রশ্মির আলো প্রকৃতির অতি সুক্ষ্মতর চিহ্নটিও সুস্পষ্ট করতে সক্ষম।

প্রকৃতি কোন স্থান থেকেই তার অনুদানের হস্তকে সংকুচিত করেনি। মানুষের শোনার জন্য একটি কান দেখার জন্য একটি চোখও তিনি দান করতে পারতেন। কিন্তু প্রকৃতি তাকে দুটি কান ও দুটি চোখ দান করেছেন। এমনিভাবে মানুষের পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব তার স্বভাব প্রকৃতির ওপরও ছেড়ে দিতে পারতো। কিন্তু আল্লাহর রহমত এ বিষয়টিকে এমনিভাবে অনশ্চিয়তার মধ্যে না রেখে বরং নিজের নবী রাসূলদের মাধ্যমে হেদায়াতে লাভের সর্বোত্তম পথ করে দিয়েছেন। ভিতর ও বাহিরে এতগুলো শক্তি থাকা সত্বেও যদি মানুষ আল্লাহর বন্দেগীর পক্ষে শয়তানের সাথে লড়াই করার জন্যে প্রস্তুত না হয়, বরং তার সাথে সহযোগীতাই করে যায়, তাহলে এটাকে স্বভাব প্রকৃতির দুষ্টতা বলা যায় না। বরং এর কারণ হচ্ছে অন্য কিছু। এ কারণগুলো আগত অধ্যায়ে আলোচনা করার ইচ্ছা রইল।

আমাদের এ আলোচনার পর সমস্ত ধর্মেরই মূল যে এক, এ কথার প্রতিবাদ করার কোন প্রয়োজন করে না। উল্লেখিত আলোচনা দ্বারা একথা পরিস্কার হয়ে গিয়েছে যে ইসলাম সহ অন্যান্য ধর্ম সমূহের সূচনা বিন্দু ভয়-ভীতির চেতনা নয়, বরং আল্লাহর মহব্বতের মূল চেতনাই হচ্ছে এর মূল সূচনা বিন্দু। শির্‌ক ও মূর্তি পূজার ভিত্তি হচ্ছে অন্য কিছু। এ বিষয় আগত অধ্যায়ে আলোচনার ইচ্ছা রইলো। বস্তুতঃ ইসলাম এবং অন্যান্য আসমানী ধর্ম সমূহের আসল নাম হচ্ছে ইসলাম। সৃষ্টির সূচনা পর্ব হতে এটাই আল্লাহ তায়ালার মনোনীত আসল ধর্ম। আর শিরক ও মূর্তি পূজার মধ্যে মূলগত পার্থক্য ব্যাপকারে বিদ্যামান। এদের স্বাভাবিক সম্পর্ক সন্ধি ও সমঝোতার নয় বরং ঘৃণা ও শত্রুতার সম্পর্ক। একটি হচ্ছে প্রকৃতির ক্রমবিকাশ। আর অপরটি হচ্ছে প্রকৃতির ভাংগন ও অধঃপতন। উভয়ের চলার পথ ও মনযিল সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। এদের মধ্যে সহিষ্ণুতা সমাঝোতার কোনই অবকাশ নেই।

এ জগতে মানুষ শুধু জীবিত থাকার জন্য আসেনি। বরং তার স্বভাব প্রকৃতির মধ্যে যে উন্নততর যোগ্যতাও ক্ষমতা নিহিত রয়েছে তাকে উন্নতির সেই

১২—

www.pathagar.com

বর্তমান থাকে। এটা প্রকৃতির সহায়তার জন্য একটি বিশেষ ব্যবস্থা এবং এর পরই মানুষের কাছে পেঁছে আল্লাহ তায়ালার পূর্ণাঙ্গ হেদায়াত। অতঃপর হেদায়াত লাভের জন্য কোন ওজর আপত্তির অবকাশ থাকেনা। গোমরাহীর আঁধার যেমন প্রবল ও প্রগাঢ় হয় তেমনি হেদায়াতের সূর্যও হয় প্রখর। সুতরাং এ প্রখর রশ্মির আলো প্রকৃতির অতি সুক্ষতর চিহ্নটিও সুস্পষ্ট করতে সক্ষম।

প্রকৃতি কোন স্থান থেকেই তার অনুদানের হস্তকে সংকুচিত করেনি। মানুষের শোনার জন্য একটি কান দেখার জন্য একটি চোখও তিনি দান করতে পারতেন। কিন্তু প্রকৃতি তাকে দুটি কান ও দুটি চোখ দান করেছেন। এমনিভাবে মানুষের পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব তার স্বভাব প্রকৃতির ওপরও ছেড়ে দিতে পারতো। কিন্তু আল্লাহর রহমত এ বিষয়টিকে এমনিভাবে অনিশ্চয়তার মধ্যে না রেখে বরং নিজের নবী রাসূলদের মাধ্যমে হেদায়াতে লাভের সর্বোত্তম পথ করে দিয়েছেন। ভিতর ও বাহিরে এতগুলো শক্তি থাকা সত্বেও যদি মানুষ আল্লাহর বন্দেগীর পক্ষে শয়তানের সাথে লড়াই করার জন্যে প্রস্তুত না হয়, বরং তার সাথে সহযোগীতাই করে যায়, তাহলে এটাকে স্বভাব প্রকৃতির দুষ্টতা বলা যায় না। বরং এর কারণ হচ্ছে অন্য কিছু। এ কারণগুলো আগত অধ্যায়ে আলোচনা করার ইচ্ছা রইল।

আমাদের এ আলোচনার পর সমস্ত ধর্মেরই মূল যে এক, এ কথার প্রতিবাদ করার কোন প্রয়োজন করে না। উল্লেখিত আলোচনা দ্বারা একথা পরিস্কার হয়ে গিয়েছে যে ইসলাম সহ অন্যান্য ধর্ম সমূহের সূচনা বিন্দু ভয়-ভীতির চেতনা নয়, বরং আল্লাহর মহব্বতের মূল চেতনাই হচ্ছে এর মূল সূচনা বিন্দু। শির্ক ও মুর্তি পূজার ভিত্তি হচ্ছে অন্য কিছু। এ বিষয় আগত অধ্যায়ে আলোচনার ইচ্ছা রইলো। বস্তুতঃ ইসলাম এবং অন্যান্য আসমানী ধর্ম সমূহের আসল নাম হচ্ছে ইসলাম। সৃষ্টির সূচনা পর্ব হতে এটাই আল্লাহ তায়ালার মনোনীত আসল ধর্ম। আর শিরক ও মুর্তি পূজার মধ্যে মূলগত পার্থক্য ব্যাপকারে বিদ্যামান। এদের স্বাভাবিক সম্পর্ক সন্ধি ও সমঝোতার নয় বরং ঘৃণা ও শত্রুতার সম্পর্ক। একটি হচ্ছে প্রকৃতির ক্রমবিকাশ। আর অপরটি হচ্ছে প্রকৃতির ভাংগন ও অধঃপতন। উভয়ের চলার পথ ও মনযিল সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। এদের মধ্যে সহিষ্ণুতা সমাঝোতার কোনই অবকাশ নেই।

এ জগতে মানুষ শুধু জীবিত থাকার জন্য আসেনি। বরং তার স্বভাব প্রকৃতির মধ্যে যে উন্নততর যোগ্যতাও ক্ষমতা নিহিত রয়েছে তাকে উন্নতির সেই

১২—

www.pathagar.com

পূর্ণতার কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছিয়ে দেবার জন্য তার আগমন, যে স্তর পর্যন্ত এ নশ্বর জগতে অবস্থান করেই তার পক্ষে তথায় পৌঁছা সম্ভব। এ উদ্দেশ্য পুরণের জন্য মানুষ এ জগতে বেঁচে থাকার সুযোগ পায়। যদি এ উদ্দেশ্য পূরণ না হয় তাহলে তার জীবিত থাকা উদ্দেশ্য হীন এবং বেঁচে থাকা অর্থহীন ছাড়া কিছুই নয়। প্রকৃতি সর্ব স্থানে মহা বৈজ্ঞানিক রূপে প্রমানীত। তার পক্ষে একটিও অর্থহীন কাজ করা সম্ভব নয়। মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির সূচনা বিন্দু হচ্ছে নিরঙ্কুশভাবে 'আল্লাহর বন্দেগী করার চেতনা। মানুষ যখন তার এ গতি বিন্দুর দিকে দ্রুতবেগে চলতে থাকে, তখন সে আধ্যাত্মিক উন্নতি ও ক্রমবিকাশের আসল রাজপথেই স্থির থাকে। আর তার গতি যখন এ বিন্দু হতে সরে অন্যদিকে হয়, তখন তার অর্থ হয় স্বাভাবিক উন্নতির পথের পরিপন্থী পথে চলা। যেহেতু প্রকৃতি অত্যন্ত দয়াশীল, এ জন্য সে হেদায়াতের স্বাভাবিক উপকরণ দান করার সাথে সাথে নবী রাসূলদেরকে ও প্রেরণ করার ধারা চালু করে দিয়েছেন। নবী রাসূলদের কাজ হচ্ছে মানুষকে উন্নতির সঠিক পথে পরিচালিত করা। অর্থাৎ তাদেরকে নিরঙ্কুশভাবে আল্লাহর বন্দেগীর কেন্দ্রবিন্দু পর্যন্ত পোছানোর প্রচেষ্টা চালান।

নবী রাসূল সর্ম্পকে আল্লাহ তায়ালার নিয়ম নীতি হচ্ছে তারা যে সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরিত হন, তারা হতেন সেই সম্প্রদায়ের স্বভাব প্রকৃতির ফসলের সর্বোত্তম ফসল ও সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। সুন্দর সুন্দর কথা তারা শুনাতেন এবং সুন্দর সুন্দর কাজ করে তারা দেখাতেন। দীর্ঘ দিন ধরে দুনিয়ার সম্মুখে তারা উন্নত স্বভাব প্রকৃতির উন্নততর বাস্তব নমুনা তুলে ধরতেন। এমনিভাবে শেষ পর্যন্ত তারা এমন এক সুন্দর ও সর্বোত্তম দল ও কাফেলার জন্ম দিতেন, যাদের যাত্রা শুরু হতো প্রকৃতির উন্নতির রাজপথে। এর পর এমন কিছু নির্বোধ লোক যদি পাওয়া যায় যাদের কর্ণকুহরে প্রকৃতির ডাক ও নবীদের দওয়াত পেঁাছে না, তাদেরকে প্রকৃতি কি কাজের জন্য রাখবেন? মানুষ বানিয়ে শুধু তাদেরকে জীবিত রাখা পানাহার করা ও সন্তান উৎপাদন করার জন্য রাখাতো অর্থহীন। এ জন্যতো জীব জন্তর অভাব নেই। তারা এসব কাজ করছে এবং নিজেদের চেয়ে উত্তম শ্রেণীর খেদমত করে উন্নতির রাজপথে অগ্রসর হচ্ছে। এসব মানুষের হেদায়াতের জন্য যাকিছু ব্যবস্থা প্রয়োজন ছিলো তাতো করা হয়েছে। এখন শুধু বাকী আছে আল্লাহ তায়ালা তাঁর সর্বোত্তোম পূর্ণাংগ ক্ষমতা দ্বারা অথবা তত্ত্ব জগতের ওপর থেকে যবনিকা তুলে নিয়ে তাদের কে অদৃশ্য জগতের তত্ত্ব সম্পর্কে পূর্ণরূপে অবহিত করা। অথবা হেদায়াতের জন্য বাধ্য

www.pathagar.com

পূর্ণতার কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছিয়ে দেবার জন্য তার আগমন, যে স্তর পর্যন্ত এ নশ্বর জগতে অবস্থান করেই তার পক্ষে তথায় পৌঁছা সম্ভব। এ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য মানুষ এ জগতে বেঁচে থাকার সুযোগ পায়। যদি এ উদ্দেশ্য পূরণ না হয় তাহলে তার জীবিত থাকা উদ্দেশ্য হীন এবং বেঁচে থাকা অর্থহীন ছাড়া কিছুই নয়। প্রকৃতি সর্ব স্থানে মহা বৈজ্ঞানিক রূপে প্রমানীত। তার পক্ষে একটিও অর্থহীন কাজ করা সম্ভব নয়। মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির সূচনা বিন্দু হচ্ছে নিরঙ্কুশভাবে ' আল্লাহর বন্দেগী করার চেতনা। মানুষ যখন তার এ গতি বিন্দুর দিকে দ্রুতবেগে চলতে থাকে, তখন সে আধ্যাত্মিক উন্নতি ও ক্রমবিকাশের আসল রাজপথেই স্থির থাকে। আর তার গতি যখন এ বিন্দু হতে সরে অন্যদিকে হয়, তখন তার অর্থ হয় স্বাভাবিক উন্নতির পথের পরিপন্থী পথে চলা। যেহেতু প্রকৃতি অত্যন্ত দয়াশীল, এ জন্য সে হেদায়াতের স্বাভাবিক উপকরণ দান করার সাথে সাথে নবী রাসূলদেরকে ও প্রেরণ করার ধারা চালু করে দিয়েছেন। নবী রাসূলদের কাজ হচ্ছে মানুষকে উন্নতির সঠিক পথে পরিচালিত করা। অর্থাৎ তাদেরকে নিরঙ্কুশভাবে আল্লাহর বন্দেগীর কেন্দ্রবিন্দু পর্যন্ত পোছানোর প্রচেষ্টা চালান।

নবী রাসূল সর্ম্পকে আল্লাহ তায়ালার নিয়ম নীতি হচ্ছে তারা যে সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরিত হন, তারা হতেন সেই সম্প্রদায়ের স্বভাব প্রকৃতির ফসলের সর্বোত্তম ফসল ও সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। সুন্দর সুন্দর কথা তারা শুনাতেন এবং সুন্দর সুন্দর কাজ করে তারা দেখাতেন। দীর্ঘ দিন ধরে দুনিয়ার সম্মুখে তারা উন্নত স্বভাব প্রকৃতির উন্নততর বাস্তব নমুনা তুলে ধরতেন। এমনিভাবে শেষ পর্যন্ত তারা এমন এক সুন্দর ও সর্বোত্তম দল ও কাফেলার জন্ম দিতেন, যাদের যাত্রা শুরু হতো প্রকৃতির উন্নতির রাজপথে। এর পর এমন কিছু নির্বোধ লোক যদি পাওয়া যায় যাদের কর্ণকুহরে প্রকৃতির ডাক ও নবীদের দওয়াত পেঁাছে না, তাদেরকে প্রকৃতি কি কাজের জন্য রাখবেন? মানুষ বানিয়ে শুধু তাদেরকে জীবিত রাখা পানাহার করা ও সন্তান উৎপাদন করার জন্য রাখাতো অর্থহীন। এ জন্যতো জীব জন্তর অভাব নেই। তারা এসব কাজ করছে এবং নিজেদের চেয়ে উত্তম শ্রেণীর খেদমত করে উন্নতির রাজপথে অগ্রসর হচ্ছে। এসব মানুষের হেদায়াতের জন্য যাকিছু ব্যবস্থা প্রয়োজন ছিলো তাতো করা হয়েছে। এখন শুধু বাকী আছে আল্লাহ তায়ালা তাঁর সর্বোত্তোম পূর্ণাংগ ক্ষমতা দ্বারা অথবা তত্ত্ব জগতের ওপর থেকে যবনিকা তুলে নিয়ে তাদের কে অদৃশ্য জগতের তত্ত্ব সম্পর্কে পূর্ণরূপে অবহিত করা। অথবা হেদায়াতের জন্য বাধ্য

www.pathagar.com

করা। কিন্তু এ বাধ্যকরন ও যবনিকা উন্মোচন সেই স্বাধীনতা ও পরীক্ষার নিয়মের পরিপন্থী, যে সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমরা যৎকিঞ্চিত আলোচনা করেছি। সুতরাং প্রকৃতি এখন তাদেরকে কি কাজের জন্যে জীবিত থাকার সুযোগ দেবেন? এ মানুষ যে ভ্রান্ত পথে চলছে সেই পথে তাদের অনুগত জন ও সন্তান সন্ততিদের পরিচালনা করা ব্যতি-রেকে আর কিইবা তাদের করার আছে? এ কারণেই যেসব সম্প্রদায় ও জাতির কাছে নবী রাসূলদেরকে পাঠান হয়েছে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার এ নিয়ম চলে আসছে যে তিনি দাওয়াত ও হেদায়াত পূর্ণরূপে পেঁৗছে দেয়ার পর তাদের পূণ্যবান লোকদেরকে বাঁছাই করে রেখে দেন। এবং এদের ফাসেক ও বদকার লোকদেরকে হয় নিজ আযাব দ্বারা অথবা আহলে হক্কদের (সত্যপন্থীদের) হস্ত দ্বারা শায়েস্তা করেন বা চিরতরে খতম করে দেন। স্থিতিশীল শান্তি ও সংস্কারের দাবী হচ্ছে এটাই।

আল্লাহর এ নিয়ম নীতি একমাত্র নবী রাসূলদের জন্যেই বিশিষ্ট। এ জন্য তাঁর নির্দিষ্ট পদ্ধতি ও রয়েছে। আল-কুরআনে এর সবিস্তার আলোচনা বিদ্যমান। ওস্তাদ ইমাম মাওলানা হামীদ উদ্দিন ফরাহীর তাফসীরের সূরা কাফেরুনের আলোচনায় এ বিষয় অনেক তথ্য লিপিবদ্ধ। নবী রাসুল ব্যতীত অন্য কোন লোক বা দলের দ্বারা এতখানি হেদায়াতের পূর্ণাংগ দাওয়াতের কাজ সমাধা করা সম্ভব নয়। যার পর এ সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে যে এখন আর জাতির মধ্যে হেদা-য়াত গ্রহণ করার ক্ষমতা বর্তমান নেই। এ কারণেই ফাসেক ও বদ্-কার লোকদেরকে খতম করার কোন অধিকার তাদের নেই। হা যদি কোন লোক হেদায়াত গ্রহণ করার পর তা প্রত্যাখ্যান করে মোরতাদ হয়ে যায়, তাহলে অন্য কথা। কারণ একবার হেদায়াত গ্রহণ করার দ্বারা এ কথাই প্রমাণ হয় যে তার কাছে হক্ক ও সত্যের মশাল প্রজ্বলিত হয়েছিলো। বদকার লোকদের বেলায় তাদেরকে এতটুকুই অধিকার দেয়া হয়েছে যে তাদের হাত থেকে নেতৃত্ব ছিনিয়ে নিয়ে স্বীয় অধীনস্ত ও অনুবর্তীদের মধ্যে রেখে দেয়া, যেন তারা আল্লাহর যমীনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পরিবর্তে একটি পুন্যময় নেতৃত্বের অধীনে থাকে এবং একটি উপযোগী পরিবেশে অবস্থান করে সুযোগ সামর্থ অনুযায়ী নিজদেরকে সংশোধন করে নিতে সামর্থ হয়।

আমাদের উল্লেখিত আলোচনা দ্বারা এ কথাই পরিস্ফুট হয়ে উঠে যে ধর্মের সূচনা ভালোবাসার চেতনা দ্বারাই হয়েছে। শিশুর প্রকৃতির

www.pathagar.com

করা। কিন্তু এ বাধ্যকরন ও যবনিকা উন্মোচন সেই স্বাধীনতা ও পরীক্ষার নিয়মের পরিপন্থী, যে সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমরা যৎকিঞ্চিত আলোচনা করেছি। সুতরাং প্রকৃতি এখন তাদেরকে কি কাজের জন্যে জীবিত থাকার সুযোগ দেবেন? এ মানুষ যে ভ্রান্ত পথে চলছে সেই পথে তাদের অনুগত জন ও সন্তান সন্ততিদের পরিচালনা করা ব্যতি-রেকে আর কিইবা তাদের করার আছে? এ কারণেই যেসব সম্প্রদায় ও জাতির কাছে নবী রাসূলদেরকে পাঠান হয়েছে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার এ নিয়ম চলে আসছে যে তিনি দাওয়াত ও হেদায়াত পূর্ণরূপে পৌঁছে দেয়ার পর তাদের পূণ্যবান লোকদেরকে বাঁছাই করে রেখে দেন। এবং এদের ফাসেক ও বদকার লোকদেরকে হয় নিজ আযাব দ্বারা অথবা আহলে হক্কদের (সত্যপন্থীদের) হস্ত দ্বারা শায়েস্তা করেন বা চিরতরে খতম করে দেন। স্থিতিশীল শান্তি ও সংস্কারের দাবী হচ্ছে এটাই।

আল্লাহর এ নিয়ম নীতি একমাত্র নবী রাসূলদের জন্যেই বিশিষ্ট। এ জন্য তাঁর নির্দিষ্ট পদ্ধতি ও রয়েছে। আল-কুরআনে এর সবিস্তার আলোচনা বিদ্যমান। ওস্তাদ ইমাম মাওলানা হামীদ উদ্দিন ফরাহীর তাফসীরের সূরা কাফেরুনের আলোচনায় এ বিষয় অনেক তথ্য লিপিবদ্ধ। নবী রাসুল ব্যতীত অন্য কোন লোক বা দলের দ্বারা এতখানি হেদায়াতের পূর্ণাংগ দাওয়াতের কাজ সমাধা করা সম্ভব নয়। যার পর এ সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে যে এখন আর জাতির মধ্যে হেদা-য়াত গ্রহণ করার ক্ষমতা বর্তমান নেই। এ কারণেই ফাসেক ও বদ্‌-কার লোকদেরকে খতম করার কোন অধিকার তাদের নেই। হা যদি কোন লোক হেদায়াত গ্রহণ করার পর তা প্রত্যাখ্যান করে মোরতাদ হয়ে যায়, তাহলে অন্য কথা। কারণ একবার হেদায়াত গ্রহণ করার দ্বারা এ কথাই প্রমাণ হয় যে তার কাছে হক্ক ও সত্যের মশাল প্রজ্বলিত হয়েছিলো। বদকার লোকদের বেলায় তাদেরকে এতটুকুই অধিকার দেয়া হয়েছে যে তাদের হাত থেকে নেতৃত্ব ছিনিয়ে নিয়ে স্বীয় অধীনস্ত ও অনুবর্তীদের মধ্যে রেখে দেয়া, যেন তারা আল্লাহর যমীনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পরিবর্তে একটি পুন্যময় নেতৃত্বের অধীনে থাকে এবং একটি উপযোগী পরিবেশে অবস্থান করে সুযোগ সামর্থ অনুযায়ী নিজদেরকে সংশোধন করে নিতে সামর্থ হয়।

আমাদের উল্লেখিত আলোচনা দ্বারা এ কথাই পরিস্ফুট হয়ে উঠে যে ধর্মের সূচনা ভালোবাসার চেতনা দ্বারাই হয়েছে। শিশুর প্রকৃতির

www.pathagar.com

মধ্যে পিতা-মাতার জন্যে এবং বড়দের প্রকৃতিতে পিতা-মাতা ব্যতীত মহা সৃষ্টিকর্তার জন্যে এ ভালোবাসা নিহিত। এ ভালোবাসা দ্বারা মহা দাতার শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা এবং পিতা-মাতার প্রতি ইহসান করার চেতনা সৃষ্টি হয়েছে। মহা দাতার কৃতজ্ঞতা ও শুকরিয়ার চেতনাটি আল্লাহর বন্দেগীর অনুভূতি সৃষ্টি করে। পিতা-মাতার প্রতি ইহসান ও সদ্ব্যবহারের চেতনাটি তাদের খেমদত ও লালন পালনের অনুভূতি সৃষ্টি করে আরো উন্নত রূপ নিয়ে প্রতিবেশীর হক আদায় ও যাকাত আদায়ের কার্যকরিতা দান করে। এমনিভাবেই আরম্ভ হচ্ছে মানব আত্মার উন্নতি ও ক্রমবিকাশের ধারা। আল্লাহর হক্ক ও অধিকার আদায়ের ধ্যান-ধারণাটি সমুদয় আকিদা বিশ্বাস ও ইবাদত বন্দেগীকে মানুষের মধ্যে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করে। আর হকুকুল ইবাদ বা বান্দার হক্ক ও অধিকার আদায়ের ধ্যান ধারণা দ্বারা সমুদয় আখলাক চরিত্র এবং ব্যবহারিক জীবনটিকে সংগঠিত করে। এটাই হচ্ছে প্রকৃতি ও আল্লাহর বন্দেগীর সরল সঠিক পথ। এটাই আধ্যাত্মিক উন্নতি ও ক্রমবিকাশের রাজপথ। এ পথের একদিকে রয়েছে আমাদের আদি পিতা হযরত আদম (আঃ)। আর সর্বশেষ প্রান্তে দণ্ডয়মান রয়েছেন আমাদের শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)। এ পথের মধ্যে স্বল্প কালের জন্য মাঝে মাঝে আল্লাহর লাখ লাখ নবী রাসুল এবং সত্যের আহবায়ক-গণ দণ্ডায়মান ছিলেন। তাঁরা নিজ নিজ যুগে এ পথে চলার জন্য লোক দেরকে আহবান জানিয়েছেন। কিন্তু মানুষ বার বার এ পথে এসে আবার বিপথগামী হয়েছে এবং জগতের সংস্কার সাধনের পর আবার সেখানে অন্যায় অবিচার নষ্টামী দুষ্টামী ওঅরাজকতা সৃষ্টি করে চলছে। সুতরাং প্রত্যেক নবীকেই একথা ঘোষণা দিতে হয়েছে যে "লা-তুফছেদু ফিল আরদে বাদা ইসলাহেহা।" অর্থাৎ আল্লাহর যমীন সংস্কার করার পর তোমরা সেখানে দুষ্টমী নষ্টমী অরাজকতা ও ফাসাদ সৃষ্টি করো না।

মধ্যে পিতা-মাতার জন্যে এবং বড়দের প্রকৃতিতে শিতা-মাতা ব্যতীত মহা সৃষ্টিকর্তার জন্যে এ ভালোবাসা নিহিত। এ ভালোবাসা দ্বারা মহা দাতার শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা এবং পিতা-মাতার প্রতি ইহসান করার চেতনা সৃষ্টি হয়েছে। মহা দাতার কৃতজ্ঞতা ও শুকরিয়ার চেতনাটি আল্লাহর বন্দেগীর অনুভূতি সৃষ্টি করে। পিতা-মাতার প্রতি ইহসান ও সদ্ব্যবহারের চেতনাটি তাদের খেমদত ও লালন পালনের অনুভূতি সৃষ্টি করে আরো উন্নত রূপ নিয়ে প্রতিবেশীর হক আদায় ও যাকাত আদায়ের কার্যকরিতা দান করে। এমনিভাবেই আরম্ভ হচ্ছে মানব আত্মার উন্নতি ও ক্রমবিকাশের ধারা। আল্লাহর হক্ক ও অধিকার আদায়ের ধ্যান-ধারণাটি সমুদয় আকিদা বিশ্বাস ও ইবাদত বন্দেগীকে মানুষের মধ্যে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করে। আর হকুকুল ইবাদ বা বান্দার হক্ক ও অধিকার আদায়ের ধ্যান ধারণা দ্বারা সমুদয় আখলাক চরিত্র এবং ব্যবহারিক জীবনটিকে সংগঠিত করে। এটাই হচ্ছে প্রকৃতি ও আল্লাহর বন্দেগীর সরল সঠিক পথ। এটাই আধ্যাত্মিক উন্নতি ও ক্রমবিকাশের রাজপথ। এ পথের একদিকে রয়েছে আমাদের আদি পিতা হযরত আদম (আঃ)। আর সর্বশেষ প্রান্তে দণ্ডয়মান রয়েছেন আমাদের শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)। এ পথের মধ্যে স্বল্প কালের জন্য মাঝে মাঝে আল্লাহর লাখ লাখ নবী রাসুল এবং সত্যের আহবায়ক-গণ দণ্ডায়মান ছিলেন। তাঁরা নিজ নিজ যুগে এ পথে চলার জন্য লোক দেরকে আহবান জানিয়েছেন। কিন্তু মানুষ বার বার এ পথে এসে আবার বিপথগামী হয়েছে এবং জগতের সংস্কার সাধনের পর আবার সেখানে অন্যায় অবিচার নষ্টামী দুষ্টামী ওঅরাজকতা সৃষ্টি করে চলছে। সুতরাং প্রত্যেক নবীকেই একথা ঘোষণা দিতে হয়েছে যে "লা-তুফছেদু ফিল আরদে বাদা ইসলাহেহা।" অর্থাৎ আল্লাহর যমীন সংস্কার করার পর তোমরা সেখানে দুষ্টমী নষ্টমী অরাজকতা ও ফাসাদ সৃষ্টি করো না।

———

www.pathagar.com

শিরকের মূল কারণ

বিগত অধ্যায়ে এ কথা সুস্পষ্ট রূপে বর্ণনা করা হয়েছে যে মানব প্রকৃতির মধ্যে এক মহান দানশীল সত্তার ভালবাসা এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসার চেতনাবোধ সর্বাধিক প্রাচীন ও দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এ ভিত্তিতেই আল-কুরআনের দাবী হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা সমগ্র বনী আদম থেকে তাঁর প্রতিপালকত্বের অঙ্গীকার নিয়েছেন এবং প্রত্যেকটি বনী আদম "হাঁ" বলে এ অঙ্গীকারের স্বীকৃতিতে অংশ গ্রহণ করেছে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم

وأشهدهم على أنفسهم - ألست بربكم - قالوا بلى شهدنا

أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ○

"আর স্মরণ করো সেই কথাটি, যখন তোমার পরওয়ারদিগার সমগ্র বনী আদমকে তাদের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের সন্তানদেরকে বের করে তাদেরকে সাক্ষী নির্ধারণ করলেন তাদের নিজেদের ওপর। (জিজ্ঞাসা করলেন) আমি কি তোমাদের প্রভু নই ? তারা জবাব দিলো—অবশ্যই, আমরা সাক্ষী রইলাম। এটা এ জন্যে করা হয়েছে যাতে করে তোমরা কিয়ামতের দিন একথা বলতে না পারো যে আমরাতো এ ব্যাপারে অজ্ঞাত ছিলাম।

(সূরা আরাফ—১৭২)

এ ধরণের কোন অঙ্গীকার হয়েছে কিনা, "আমি কি তোমাদের প্রভু নই"—এ প্রশ্নের কোন জ্ঞান আমাদের আছে কি ? আর আমরা 'অবশ্যই' বলে কোন অঙ্গীকারের স্বীকৃতি দিয়েছি কিনা ইত্যাদি বিষয় হয়তো কোন লোকের সন্দেহ হতে পারে। বিশেষ করে এ কথাগুলো কিয়ামতের দিন প্রতিটি বনী আদমের জন্য দলীলরূপে পেশ করা হবে, তখন কি বাস্তবিকই এ বিষয়গুলো প্রমাণ হবে।

www.pathagar.com

শিরকের মূল কারণ

বিগত অধ্যায়ে এ কথা সুস্পষ্ট রূপে বর্ণনা করা হয়েছে যে মানব প্রকৃতির মধ্যে এক মহান দানশীল সত্তার ভালবাসা এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসার চেতনাবোধ সর্বাধিক প্রাচীন ও দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এ ভিত্তিতেই আল-কুরআনের দাবী হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা সমগ্র বনী আদম থেকে তাঁর প্রতিপালকত্বের অঙ্গীকার নিয়েছেন এবং প্রত্যেকটি বনী আদম "হাঁ" বলে এ অঙ্গীকারের স্বীকৃতিতে অংশ গ্রহণ করেছে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ

وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا

أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ○

"আর স্মরণ করো সেই কথাটি, যখন তোমার পরওয়ারদিগার সমগ্র বনী আদমকে তাদের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের সন্তানদেরকে বের করে তাদেরকে সাক্ষী নির্ধারণ করলেন তাদের নিজদের ওপর। (জিজ্ঞাসা করলেন) আমি কি তোমাদের প্রভু নই? তারা জবাব দিলো—অবশ্যই, আমরা সাক্ষী রইলাম। এটা এ জন্যে করা হয়েছে যাতে করে তোমরা কিয়ামতের দিন একথা বলতে না পারো যে আমরাতো এ ব্যাপারে অজ্ঞাত ছিলাম।

(সূরা আরাফ—১৭২)

এ ধরণের কোন অঙ্গীকার হয়েছে কিনা, "আমি কি তোমাদের প্রভু নই"—এ প্রশ্নের কোন জ্ঞান আমাদের আছে কি? আর আমরা 'অবশ্যই' বলে কোন অঙ্গীকারের স্বীকৃতি দিয়েছি কিনা ইত্যাদি বিষয় হয়তো কোন লোকের সন্দেহ হতে পারে। বিশেষ করে এ কথাগুলো কিয়ামতের দিন প্রতিটি বনী আদমের জন্য দলীলরূপে পেশ করা হবে, তখন কি বাস্তবিকই এ বিষয়গুলো প্রমাণ হবে।

www.pathagar.com

এ কথাটি মানুষের স্মরণ থাকার কথা নয়—এটা সত্যই বিস্ময়ের ব্যাপার। একটি মানুষ মায়ের গর্ভে নিতান্ত একফোটা পানির আকারে সর্বপ্রথম স্থান নেয়। মা কতইনা দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে নয় মাস যাবৎ শিশুকে গর্ভে ধারণ করে স্বীয় রক্তমাংস দ্বারা তার লালন পালন করে। অতঃপর জীবন মরণের ঝুকি নিয়ে একটি মাংশ পিণ্ডের আকারে তাকে ভূমিষ্ঠ করে। স্বীয় শরীরের এক ফোটা রক্ত দুগ্ধে পরিণত করে তা শিশুকে পান করায়। দীর্ঘ একটি বছর ভীষণ দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে তাকে ভূমির উপর কিছুটা চলার মত সামর্থবান করে তোলে। এর পর আসে পিতার ত্যাগ তিতিক্ষা, ভালবাসা, মহব্বত চিন্তা গবেষণা ও রক্ষণা-বেক্ষণের পালা। আর এ কাজ দীর্ঘ একটি যুগ ধরে ক্রমাগত পর্যায় চলতে থাকে। এ সময় পিতা নিজের জন্য যা কিছু চায় তার চেয়ে অনেক অধিক কিছু করতে চায় সন্তানের জন্যে।

নিজে কম খেয়েও শিশুকে খাওয়ায়। নিজে কষ্ট করেও সন্তানের জন্যে আরাম আয়েশ অনুসন্ধান করে। নিজের জীবনকে বিপন্ন করেও সন্তানকে বিপদমুক্ত করার জন্য চেষ্টিত থকে। পিতা-মাতার ভালবাসা মহব্বত ও দুঃখ-কষ্ট বরণের এ দীর্ঘ ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়েই সন্তান যৌবনের কোঠায় পদার্পণ করে। এ সময়কার কোন একটি কাজও যদি তার ধারাবাহিকতার হতে বাদ পড়ে যায়, তখনই সন্তানের জীবন হয় বিপদে নিপতিত। এখন মনে করুন সন্তান যৌবনে পদার্পণ করলো এবং তার মাতা-পিতা বার্দ্ধক্যে উপনীত হলো, এমন সময় পিতা-মাতা হলো মখাপেক্ষী এবং সন্তান হলো বেপরওয়া। ছেলে বৃদ্ধ পিতা-মাতার কোনই খবর রাখে না। তখন যদি তাকে কোন লোক পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং ছেলে বলে যে পিতা-মাতার প্রতি কোন দায়িত্ব কর্তব্য আছে বলে আমারতো জানা নেই। আমিতো কোন ধরনের দায়িত্ব পালনের জন্যে অঙ্গীকারাবদ্ধ হইনি। তাহলে এ জবাব কি যুক্তিযুক্ত হবে? প্রতিটি লোকই এ ছেলেকে দুষ্ট ও বখাটে বলবে। কেননা সে এমন এক দায়িত্ব কর্তব্যের কথা অস্বীকার করছে যার চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ কোন দায়িত্ব কর্তব্য থাকতে পারে না। এ দায়িত্ব কর্তব্য প্রতিটি

www.pathagar.com

এ কথাটি মানুষের স্মরণ থাকার কথা নয়—এটা সত্যই বিস্ময়ের ব্যাপার। একটি মানুষ মায়ের গর্ভে নিতান্ত একফোটা পানির আকারে সর্বপ্রথম স্থান নেয়। মা কতইনা দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে নয় মাস যাবৎ শিশুকে গর্ভে ধারণ করে স্বীয় রক্তমাংস দ্বারা তার লালন পালন করে। অতঃপর জীবন মরণের ঝুকি নিয়ে একটি মাংশ পিণ্ডের আকারে তাকে ভুমিষ্ঠ করে। স্বীয় শরীরের এক ফোটা রক্ত দুগ্ধে পরিণত করে তা শিশুকে পান করায়। দীর্ঘ একটি বছর ভীষণ দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে তাকে ভূমির উপর কিছুটা চলার মত সামর্থবান করে তোলে। এর পর আসে পিতার ত্যাগ তিতিক্ষা, ভালবাসা, মহব্বত চিন্তা গবেষণা ও রক্ষণা-বেক্ষণের পালা। আর এ কাজ দীর্ঘ একটি যুগ ধরে ক্রমাগত পর্যায় চলতে থাকে। এ সময় পিতা নিজের জন্য যা কিছু চায় তার চেয়ে অনেক অধিক কিছু করতে চায় সন্তানের জন্যে।

নিজে কম খেয়েও শিশুকে খাওয়ায়। নিজে কষ্ট করেও সন্তানের জন্যে আরাম আয়েশ অনুসন্ধান করে। নিজের জীবনকে বিপন্ন করেও সন্তানকে বিপদমুক্ত করার জন্য চেষ্টিত থকে। পিতা-মাতার ভালবাসা মহব্বত ও দুঃখ-কষ্ট বরণের এ দীর্ঘ ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়েই সন্তান যৌবনের কোঠায় পদার্পণ করে। এ সময়কার কোন একটি কাজও যদি তার ধারাবাহিকতার হতে বাদ পড়ে যায়, তখনই সন্তানের জীবন হয় বিপদে নিপতিত। এখন মনে করুন সন্তান যৌবনে পদার্পণ করলো এবং তার মাতা-পিতা বার্দ্ধক্যে উপনীত হলো, এমন সময় পিতা-মাতা হলো মুখাপেক্ষী এবং সন্তান হলো বেপরওয়া। ছেলে বৃদ্ধ পিতা-মাতার কোনই খবর রাখে না। তখন যদি তাকে কোন লোক পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং ছেলে বলে যে পিতা-মাতার প্রতি কোন দায়িত্ব কর্তব্য আছে বলে আমারতো জানা নেই। আমিতো কোন ধরনের দায়িত্ব পালনের জন্যে অঙ্গীকারাবদ্ধ হইনি। তাহলে এ জবাব কি যুক্তিযুক্ত হবে? প্রতিটি লোকই এ ছেলেকে দুষ্ট ও বখাটে বলবে। কেননা সে এমন এক দায়িত্ব কর্তব্যের কথা অস্বীকার করছে যার চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ কোন দায়িত্ব কর্তব্য থাকতে পারে না। এ দায়িত্ব কর্তব্য প্রতিটি

www.pathagar.com

অধিকারের সাথেই সংশ্লিষ্ট। এটি বিনা লেখায় লিপিবদ্ধ বিনা সাক্ষীতে প্রমাণিত এবং বিনা দাবীতেই স্বীকৃত। এ অধিকার (Privilegc) এবং এ দায়িত্ব (Responisbility) হচ্ছে সেই প্রকৃতিগত অঙ্গীকার, যার চেয়ে মানুষের উপর অধিক কোন দায়িত্ব কর্তব্য হতে পারে না।

এ ভিত্তিতেই একজন মানুষ তার সহ ধর্মীনীর খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান রক্ষণাবেক্ষণ ও সতীত্ব রক্ষার অধিকার সমর্থন করে। এ ভিত্তিতেই মানুষের ওপর তার বংশ ও সম্প্রদায়ের হেফাজত ও সাহায্য সহানুভূতির দায়িত্ব অর্পিত হয়। এ ভিত্তিতেই একটি পৌর সভা তার নাগরিকদের আয় উপার্জনে অংশীদার হয়। একটি রাষ্ট্র তার জনগণের কাছে তাদের শিক্ষা দীক্ষা যোগ্যতা সময় ও স্বাধীনতা এবং ধন-মালে অংশীদার করার দাবী জানায়। আর রাষ্ট্র বিপদের সম্মুখীন হলে জনগণ তাকে বিপদ মুক্ত করার জন্য নিজদের সব কিছু কোরবান করতে প্রস্তুত হয়। এ সব কিছুর মূল কারণ একই।

এখন মনে করুন এক লোক জকৈনমহিলার সতীত্বের মালিক হয়ে তার খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান ইত্যাদির দায়িত্ব পালনের এবং তার অধিকারকে অস্বীকার করে বলে, আমি এ ধরণের কোন অঙ্গীকার করিনি। অথবা কোন নাগরিক পৌরসভার রাস্তা দিয়ে সর্বদা চলাফেরা করে, তার স্বাস্থ রক্ষার সকল বিধি ব্যবস্থা দ্বারা উপকৃত হয়। তার পার্ক খেলার মাঠ ও অন্যান্য জনকল্যাণ মূলক প্রকল্প দ্বারাও লাভবান হয়। তার রাস্তায় জ্বালানো বাতি দ্বারা পথ চলায় সহযোগীতা নেয়। তার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় সমূহ হতে ছেলে-মেয়েদেরকে শিক্ষিত বানিয়ে নেয়। কিন্তু যখনই তার দাবীর সময় এসে উপস্থিত হয়, তখন বলে আমি এ ধরণের কোন দায়িত্ব কর্তব্যকে সমর্থন করিনা। অথবা এমনিভাবে একটি লোক একটি রাষ্ট্রে অবস্থান করে নাগরিকত্বের সমূদয় হক ও অধিকার দ্বারা উপকৃত হয়। তার আইন শৃংখলার বদৌলতে সে কোন মালিকানা লাভ, এক সন্তানের পিতা এক স্ত্রীরর স্বামী একটি রাষ্ট্রের নাগরিক ইত্যাদি সব কিছু হয়ে যায়। কিন্তু যখনই তার দাবীর কথা উল্লেখ হয়, তখনই সে দাবীগুলোকে অস্বীকার করে বলে—আমি এ সব দায়িত্ব কর্তব্য হতে মুক্ত। আমি এ ধরনের দায়িত্ব বহন করার এবং এ ধরনের ঝামেলায় জড়িত হয়ে পড়ার অঙ্গীকার কখনো

www.pathagar.com

অধিকারের সাথেই সংশ্লিষ্ট। এটি বিনা লেখায় লিপিবদ্ধ বিনা সাক্ষীতে প্রমাণিত এবং বিনা দাবীতেই স্বীকৃত। এ অধিকার (Privilegc) এবং এ দায়িত্ব (Responisbility) হচ্ছে সেই প্রকৃতিগত অঙ্গীকার, যার চেয়ে মানুষের উপর অধিক কোন দায়িত্ব কর্তব্য হতে পারে না।

এ ভিত্তিতেই একজন মানুষ তার সহ ধর্মীনীর খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান রক্ষণাবেক্ষণ ও সতীত্ব রক্ষার অধিকার সমর্থন করে। এ ভিত্তিতেই মানুষের ওপর তার বংশ ও সম্প্রদায়ের হেফাজত ও সাহায্য সহানুভূতির দায়িত্ব অর্পিত হয়। এ ভিত্তিতেই একটি পৌর সভা তার নাগরিকদের আয় উপার্জনে অংশীদার হয়। একটি রাষ্ট্র তার জনগণের কাছে তাদের শিক্ষা দীক্ষা যোগ্যতা সময় ও স্বাধীনতা এবং ধন-মালে অংশীদার করার দাবী জানায়। আর রাষ্ট্র বিপদের সম্মূখীন হলে জনগণ তাকে বিপদ মুক্ত করার জন্য নিজদের সব কিছু কোরবান করতে প্রস্তুত হয়। এ সব কিছুর মূল কারণ একই।

এখন মনে করুন এক লোক জকৈনমহিলার সতীত্বের মালিক হয়ে তার খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান ইত্যাদির দায়িত্ব পালনের এবং তার অধিকারকে অস্বীকার করে বলে, আমি এ ধরণের কোন অঙ্গীকার করিনি। অথবা কোন নাগরিক পৌরসভার রাস্তা দিয়ে সর্বদা চলাফেরা করে, তার স্বাস্থ রক্ষার সকল বিধি ব্যবস্থা দ্বারা উপকৃত হয়। তার পার্ক খেলার মাঠ ও অন্যান্য জনকল্যাণ মূলক প্রকল্প দ্বারাও লাভবান হয়। তার রাস্তায় জ্বালানো বাতি দ্বারা পথ চলায় সহযোগীতা নেয়। তার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় সমূহ হতে ছেলে-মেয়েদেরকে শিক্ষিত বানিয়ে নেয়। কিন্তু যখনই তার দাবীর সময় এসে উপস্থিত হয়, তখন বলে আমি এ ধরণের কোন দায়িত্ব কর্তব্যকে সমর্থন করিনা। অথবা এমনিভাবে একটি লোক একটি রাষ্ট্রে অবস্থান করে নাগরিকত্বের সমূদয় হক্ক ও অধিকার দ্বারা উপকৃত হয়। তার আইন শৃংখলার বদৌলতে সে কোন মালিকানা লাভ, এক সন্তানের পিতা এক স্ত্রীরর স্বামী একটি রাষ্ট্রের নাগরিক ইত্যাদি সব কিছু হয়ে যায়। কিন্তু যখনই তার দাবীর কথা উল্লেখ হয়, তখনই সে দাবীগুলোকে অস্বীকার করে বলে—আমি এ সব দায়িত্ব কর্তব্য হতে মুক্ত। আমি এ ধরনের দায়িত্ব বহন করার এবং এ ধরনের ঝামেলায় জড়িত হয়ে পড়ার অঙ্গীকার কখনো

www.pathagar.com

করিনি। চিন্তা করুন এ সময় তার এ জবাব কি ঠিক হবে? স্ত্রী বলবে তোমার ওজর আপত্তি ভুল। যে দিন থেকে তুমি আমার সতীত্বকে স্বাধীন-ভাবে ব্যবহার করে চলছো এবং আমি আমার দেহকে তোমার কাছে সর্মাপণ করেছি, সেদিনই তুমি এসব দায়িত্ব কর্তব্য পালনের জন্য আমার সাথে এক সুকঠিন চুক্তিতে আবদ্ধ। মানুষ তখন স্ত্রীর কথাকেই সত্য ও যুক্তিযুক্ত বলে স্বামীকে দুষ্ট নামে আখ্যায়িত করবে। এ একই জবাব দেবে গোত্রের লোকজন তার কাপুরুষ ভীরু ও অধিকার নষ্টকারী ব্যক্তিকে, পৌরসভা তার অজ্ঞ নাগরিককে, রাষ্ট্র তার নেমক হারাম জনতাকে। আর সমগ্র জগতবাসীই এ জবাবকে বৈধ ও সঠিক জবাব অবিহিত করে এমন দুষ্ট দুরাচারের জন্য যে কোন শাস্তি নির্ধারণ বলবে অপরিহার্য কর্তব্য। কারণ প্রতিটি অধিকারের সাথে দায়িত্বের অপরিহার্যতা এতখানি ধ্রুব সত্য যে আকাশের সূর্যও এতখানি সত্য নয়।

এহেন অধিকার ও দায়িত্বের স্বাভাবিক ও সর্বাঙ্গীন বিধি ব্যবস্থার ভিত্তি-তেই আমাদের গৃহ পালিত মোরগ-মুরগী, গরু-ঘোড়া, বাগ-বাগীচার কচি চারা ও গাছ পালারও আমাদের উপর অধিকার রয়েছে। এদের অধিকারকে অস্বীকার করলে আমরা অত্যন্ত দুরাচার বলে সাব্যস্ত হবো। আমরা যে মুরগীর ডিম খাই, যে বিড়াল ও কুকুর দ্বারা আমরা উপকৃত হই, সে বিড়াল কুকুরের যত্ন করা আমাদের কর্তব্য। তাদের জন্য খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করে দেয়াও আমাদের দায়িত্ব। আমরা বাগিচার যে ফুলের দ্বারা আতর তৈয়ার করি এবং যে গাছ পালার ফল-ফলাদী আহার করি, সে বাগানে পানি সেচন করা, সে গাছ পালার পরিচর্যা করা এবং খাদ্যের ব্যবস্থা করা আমাদের অপরিহার্য কর্তব্য। শীত ও গ্রীষ্মের বিপদ হতে রক্ষা করাও আমাদের দায়িত্ব। আমরা এদের অধিকারের কথা অস্বীকার করতে পারিনা। আমরা তাদের দ্বারা যেদিন থেকে কোন না কোন প্রকার সুযোগ সুবিধে গ্রহণ করছি, সে দিনই তাদের অধিকার মেনে নেয়ার প্রতিশ্রুতি আমরা দিয়েছি। এ অধিকার ও দায়িত্বশীলতার চুক্তিটি প্রত্যেক সুবিধাদান-কারী ও সুবিধা ভোগকারী উভয়ের মধ্যে স্বতঃস্ফুতভাবে কার্যকরি হয়। মানব প্রকৃতি ও জগতের উল্লেখযোগ্য বস্তুর মধ্যে এর চেয় অধিক গুরুত্ব-পূর্ণ ও সম্মান প্রদর্শনের আর কোন বস্তুই থাকতে পারে না।

www.pathagar.com

করিনি। চিন্তা করুন এ সময় তার এ জবাব কি ঠিক হবে? স্ত্রী বলবে তোমার ওজর আপত্তি ভুল। যে দিন থেকে তুমি আমার সতীত্বকে স্বাধীন-ভাবে ব্যবহার করে চলছো এবং আমি আমার দেহকে তোমার কাছে সর্মাপণ করেছি, সেদিনই তুমি এসব দায়িত্ব কর্তব্য পালনের জন্য আমার সাথে এক সুকঠিন চুক্তিতে আবদ্ধ। মানুষ তখন স্ত্রীর কথাকেই সত্য ও যুক্তিযুক্ত বলে স্বামীকে দুষ্ট নামে আখ্যায়িত করবে। এ একই জবাব দেবে গোত্রের লোকজন তার কাপুরুষ ভীরু ও অধিকার নষ্টকারী ব্যক্তিকে, পৌরসভা তার অজ্ঞ নাগরিককে, রাষ্ট্র তার নেমক হারাম জনতাকে। আর সমগ্র জগতবাসীই এ জবাবকে বৈধ ও সঠিক জবাব অবিহিত করে এমন দুষ্ট দুরাচারের জন্য যে কোন শাস্তি নির্ধারণ বলবে অপরিহার্য কর্তব্য। কারণ প্রতিটি অধিকারের সাথে দায়িত্বের অপরিহার্যতা এতখানি ধ্রুব সত্য যে আকাশের সূর্যও এতখানি সত্য নয়।

এহেন অধিকার ও দায়িত্বের স্বাভাবিক ও সর্বাঙ্গীন বিধি ব্যবস্থার ভিত্তি-তেই আমাদের গৃহ পালিত মোরগ-মুরগী, গরু-ঘোড়া, বাগ-বাগীচার কচি চারা ও গাছ পালারও আমাদের উপর অধিকার রয়েছে। এদের অধিকারকে অস্বীকার করলে আমরা অত্যন্ত দুরাচার বলে সাব্যস্ত হবো। আমরা যে মুরগীর ডিম খাই, যে বিড়াল ও কুকুর দ্বারা আমরা উপকৃত হই, সে বিড়াল কুকুরের যত্ন করা আমাদের কর্তব্য। তাদের জন্য খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করে দেয়াও আমাদের দায়িত্ব। আমরা বাগিচার যে ফুলের দ্বারা আতর তৈয়ার করি এবং যে গাছ পালার ফল-ফলাদী আহার করি, সে বাগানে পানি সেচন করা, সে গাছ পালার পরিচর্যা করা এবং খাদ্যের ব্যবস্থা করা আমাদের অপরিহার্য কর্তব্য। শীত ও গ্রীষ্মের বিপদ হতে রক্ষা করাও আমাদের দায়িত্ব। আমরা এদের অধিকারের কথা অস্বীকার করতে পারিনা। আমরা তাদের দ্বারা যেদিন থেকে কোন না কোন প্রকার সুযোগ সুবিধে গ্রহণ করছি, সে দিনই তাদের অধিকার মেনে নেয়ার প্রতিশ্রুতি আমরা দিয়েছি। এ অধিকার ও দায়িত্বশীলতার চুক্তিটি প্রত্যেক সুবিধাদান-কারী ও সুবিধা ভোগকারী উভয়ের মধ্যে স্বতঃস্ফুতভাবে কার্যকরি হয়। মানব প্রকৃতি ও জগতের উল্লেখযোগ্য বস্তুর মধ্যে এর চেয় অধিক গুরুত্ব-পূর্ণ ও সম্মান প্রদর্শনের আর কোন বস্তুই থাকতে পারে না।

www.pathagar.com

সুতরাং পিতা-মাতার হক্ক ও অধিকারকে অস্বীকার করার অধিকার যখন আমাদের নেই, তখন পিতা-মাতাকে যিনি সৃষ্টি করেছেন তার অধিকার এদের চেয়ে কত বড় ও বেশী হতে পারে? স্ত্রীর অধিকারকে অস্বীকার করার কোন অবকাশ যখন আমাদের নেই, তখন যিনি পুরুষের প্রশান্তির জন্য রমনীকূলের জন্ম দিয়েছেন তাঁর অধিকারকে অস্বীকার করা কিরূপে সম্ভব? আমরা যখন জাতী গোষ্ঠী সম্প্রদায় রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র নায়কদের অধিকারকে মেনে থাকি তখন যিনি জাতী গোষ্ঠী সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করেছেন যিনি রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তার জন্য সম্প্রদায় প্রীতি রাষ্ট্রপ্রীতি এবং সামাজিকতার প্রতি অনুরক্ততা দান করেছেন, তখন আমাদের তাঁর রবুবিয়াত ও প্রতিপালকত্বের চুক্তির স্বীকারোক্তি দেয়া কি সর্বাধিক দাবীর কথা নয়? মুরগী ও বিড়ালের অধিকারের কথা যখন আমরা স্বীকার করি, যখন গরু ঘোড়ার ক্ষেত্রেও অধিকার ও দায়িত্ব পালনের নীরব চুক্তির কথা স্বীকার করি, তখন আমরা সেই মহান সত্বার সাথে কৃত চুক্তির কথা কেন অস্বীকার করবো, যিনি গরু ঘোড়া মাঠ ঘাট বাগ বাগিচা নদ নদী পাহাড় পর্বত চন্দ্র সূর্য গাছ পালা আলো বাতাস আগুন পানি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং সব কিছু আমাদের সত্বার প্রতিষ্ঠা ও স্থিতিশীলতার জন্য উপযোগী ও উপকারী করে বানিয়েছেন।

অর্থাৎ মানুষের এ চুক্তির কথা জানা নেই একথাটি সম্পূর্ণ ভুল ও ভ্রান্ত কথা। অবশ্য এ চুক্তি থেকে সরে পড়া এবং দায়িত্বের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করা সহজ কাজ নয়। বিগত অধ্যায়ে আমরা একথা আলোচনা করেছি যে আল্লাহ তায়ালা মানুষের মধ্যে স্বীয় মহব্বত ভালবাসা ও অনুরাগের অনুভূতি দিয়ে তাঁর পথে ভয়-ভীতি ও লোভ লালসা, আশা আকাংখা ও নিরাশার বহু টানা-পোড়ন দিয়েছেন, যেন মানুষের ইখতিয়ার ও স্বাধীনতার পরীক্ষা হতে পারে এবং প্রত্যেকটি লোক যেন স্বীয় যোগ্যতা ও সাহাসিকতা মাফিক আল্লাহর দরবারে নিজ নিজ সম্মান ও মর্যাদার আসন লাভ করতে সক্ষম হয়। এহেন টানা-পোড়নই হচ্ছে একজন খাটি প্রেমিক ও নফস পূজরীর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের কষ্টি পাথর। যারা সাহসী ও বাহাদুর হয়, তারা উন্নতি অবনতি ও সুখ দুঃখের প্রতিটি স্তরকে

www.pathagar.com

সুতরাং পিতা-মাতার হক্ক ও অধিকারকে অস্বীকার করার অধিকার যখন আমাদের নেই, তখন পিতা-মাতাকে যিনি সৃষ্টি করেছেন তার অধিকার এদের চেয়ে কত বড় ও বেশী হতে পারে? স্ত্রীর অধিকারকে অস্বীকার করার কোন অবকাশ যখন আমাদের নেই, তখন যিনি পুরুষের প্রশান্তির জন্য রমনীকূলের জন্ম দিয়েছেন তাঁর অধিকারকে অস্বীকার করা কিরূপে সম্ভব? আমরা যখন জাতী গোষ্ঠী সম্প্রদায় রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র নায়কদের অধিকারকে মেনে থাকি তখন যিনি জাতী গোষ্ঠী সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করেছেন যিনি রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তার জন্য সম্প্রদায় প্রীতি রাষ্ট্রপ্রীতি এবং সামাজিকতার প্রতি অনুরক্ততা দান করেছেন, তখন আমাদের তাঁর রবুবিয়াত ও প্রতিপালকত্বের চুক্তির স্বীকারোক্তি দেয়া কি সর্বাধিক দাবীর কথা নয়? মুরগী ও বিড়ালের অধিকারের কথা যখন আমরা স্বীকার করি, যখন গরু ঘোড়ার ক্ষেত্রেও অধিকার ও দায়িত্ব পালনের নীরব চুক্তির কথা স্বীকার করি, তখন আমরা সেই মহান সত্বার সাথে কৃত চুক্তির কথা কেন অস্বীকার করবো, যিনি গরু ঘোড়া মাঠ ঘাট বাগ বাগিচা নদ নদী পাহাড় পর্বত চন্দ্র সুর্য গাছ পালা আলো বাতাস আগুন পানি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং সব কিছু আমাদের সত্বার প্রতিষ্ঠা ও স্থিতিশীলতার জন্য উপযোগী ও উপকারী করে বানিয়েছেন।

অর্থাৎ মানুষের এ চুক্তির কথা জানা নেই একথাটি সম্পূর্ণ ভুল ও ভ্রান্ত কথা। অবশ্য এ চুক্তি থেকে সরে পড়া এবং দায়িত্বের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করা সহজ কাজ নয়। বিগত অধ্যায়ে আমরা একথা আলোচনা করেছি যে আল্লাহ তায়ালা মানুষের মধ্যে স্বীয় মহব্বত ভালবাসা ও অনুরাগের অনুভূতি দিয়ে তাঁর পথে ভয়-ভীতি ও লোভ লালসা, আশা আকাংখা ও নিরাশার বহু টানা-পোড়ন দিয়েছেন, যেন মানুষের ইখতিয়ার ও স্বাধীনতার পরীক্ষা হতে পারে এবং প্রত্যেকটি লোক যেন স্বীয় যোগ্যতা ও সাহাসিকতা মাফিক আল্লাহর দরবারে নিজ নিজ সম্মান ও মর্যাদার আসন লাভ করতে সক্ষম হয়। এহেন টানা-পোড়নই হচ্ছে একজন খাটি প্রেমিক ও নফস পূজরীর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের কষ্টি পাথর। যারা সাহসী ও বাহাদুর হয়, তারা উন্নতি অবনতি ও সুখ দুঃখের প্রতিটি স্তরকে

www.pathagar.com

অতিক্রম করে আল্লাহ পর্যন্ত পৌছেই ক্ষান্ত হয়। তারা যেমন চলার পথের কোন ভয়-ভীতির পরোয়া করেনা, তেমনি কোন লোভ লালসার বস্তুর প্রতিও তারা নজর করেনা। তারা স্বীয় প্রকৃতির ঘন্টার আওয়াজকে নিজ কানে শুনতে পায়। আর তার আকর্ষণ তাদের এতটুকু সুযোগ দেয়না যে তারা বিপদের মর্মজ্বালার প্রতি একটুখানি মনোনিবেশ করবে। কিন্তু যারা কাপুরুষ ও ভীরু এবং নীচু প্রকৃতির লোক তারা এসব টানা পোড়নের কোন একটির কাছে হার মেনে বসে। আর এহেন নীচুতা ও কাপুরুষতাই মূলত গায়রুল্লাহর বন্দেগী ও শিরকীর মূল কারণ হয়। মানুষ স্বীয় মর্যাদা ও উন্নত মর্যাদার কথা খেয়াল করেনা। যেখানেই তারা কোন বিপদ আপদ দেখতে পায়, সেখানেই হাত পা ছেড়ে বসে পড়ে। এহেন নীচুতা হীনতা ও কাপুরুষতা যে সব রংয়ে ও প্রকারে আত্মপ্রকাশ করে এবং মানুষকে যে সব পন্থায় গায়রুল্লাহর বন্দেগীর মধ্যে নিপতিত করে, সেগুলোর বিশদ আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। কিন্তু মনে কিছুটা স্পষ্ট ধারণা সৃষ্টির জন্য গোটা কয়েক কথা আমরা এখানে আলোচনা করেই ইতি করছি।

সর্ব প্রথম আমাদের এ বিষয়টি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা উচিত যে মানুষকে আল্লাহ তায়ালা তার সত্বার ওপর একটি ছোট খাটো রাজত্ব ও কর্তৃত্ব দান করেছেন। তার সত্বাকে এমনভাবে সুদৃঢ় করেছেন যে তাকে সুন্দরতম যোগ্যতা ও উন্নত মানের শক্তি ক্ষমতা দিয়ে সাজিয়ে তুলেছেন। তাকে পানাহার করার পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করার এবং বিবি বাচচা ও গৃহস্তী করার ইচ্ছা ও বাসনা দান করেছেন। যাতে সে ইচ্ছা ও বাসনার তাকীদে ও প্রেরণায় স্বীয় সত্বার স্থিতিশীলতা এবং জাতি ও বংশকে স্থিতিশীল করে তাদের যোগ্যতা ও ক্ষমতাকে কার্যকর রূপ দিতে সক্ষম হয়। তাদেরকে জ্ঞান ও বিবেক বুদ্ধি দান করেছেন যাতে ভাল মদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে। এমন এক অন্তঃকরণ দান করেছেন যা উন্নত আশা আকাঙ্খা ও ইচ্ছার ভাণ্ডার বিশেষ। এমন আত্মা দান করেছেন যার মধ্যে তিনি নিজের অনুসন্ধানের অনুভূতি সৃষ্টি করে রেখেছেন। সর্বপরি তিনি তাদেরকে স্বাধীন মতামত ইচ্ছা ও ইখতিয়ার দান করেছেন, যাতে এ গুলোর ওপর তারা নেতৃত্ব কর্তৃত্ব করতে পারে। এগুলোকে স্বীয় প্রভুর সন্তুষ্টির পথে ব্যবহার করে

অতিক্রম করে আল্লাহ পর্যন্ত পৌছেই ক্ষান্ত হয়। তারা যেমন চলার পথের কোন ভয়-ভীতির পরোয়া করেনা, তেমনি কোন লোভ লালসার বস্তুর প্রতিও তারা নজর করেনা। তারা স্বীয় প্রকৃতির ঘন্টার আওয়াজকে নিজ কানে শুনতে পায়। আর তার আকর্ষণ তাদের এতটুকু সুযোগ দেয়না যে তারা বিপদের মর্মজ্বালার প্রতি একটুখানি মনোনিবেশ করবে। কিন্তু যারা কাপুরুষ ও ভীরু এবং নীচু প্রকৃতির লোক তারা এসব টানা পোড়নের কোন একটির কাছে হার মেনে বসে। আর এহেন নীচুতা ও কাপুরুষতাই মূলত গায়রুল্লাহর বন্দেগী ও শিরকীর মূল কারণ হয়। মানুষ স্বীয় মর্যাদা ও উন্নত মর্যাদার কথা খেয়াল করেনা। যেখানেই তারা কোন বিপদ আপদ দেখতে পায়, সেখানেই হাত পা ছেড়ে বসে পড়ে। এহেন নীচুতা হীনতা ও কাপুরুষতা যে সব রংয়ে ও প্রকারে আত্মপ্রকাশ করে এবং মানুষকে যে সব পন্থায় গায়রুল্লাহর বন্দেগীর মধ্যে নিপতিত করে, সেগুলোর বিশদ আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। কিন্তু মনে কিছুটা স্পষ্ট ধারণা সৃষ্টির জন্য গোটা কয়েক কথা আমরা এখানে আলোচনা করেই ইতি করছি।

সর্ব প্রথম আমাদের এ বিষয়টি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা উচিত যে মানুষকে আল্লাহ তায়ালা তার সত্ত্বার ওপর একটি ছোট খাটো রাজত্ব ও কর্তৃত্ব দান করেছেন। তার সত্ত্বাকে এমনভাবে সুদৃঢ় করেছেন যে তাকে সুন্দরতম যোগ্যতা ও উন্নত মানের শক্তি ক্ষমতা দিয়ে সাজিয়ে তুলেছেন। তাকে পানাহার করার পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করার এবং বিবি বাচচা ও গৃহস্তী করার ইচ্ছা ও বাসনা দান করেছেন। যাতে সে ইচ্ছা ও বাসনার তাকীদে ও প্রেরণায় স্বীয় সত্ত্বার স্থিতিশীলতা এবং জাতি ও বংশকে স্থিতিশীল করে তাদের যোগ্যতা ও ক্ষমতাকে কার্যকর রূপ দিতে সক্ষম হয়। তাদেরকে জ্ঞান ও বিবেক বুদ্ধি দান করেছেন যাতে ভাল মদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে। এমন এক অন্তঃকরণ দান করেছেন যা উন্নত আশা আকাঙ্খা ও ইচ্ছার ভাণ্ডার বিশেষ। এমন আত্মা দান করেছেন যার মধ্যে তিনি নিজের অনুসন্ধানের অনুভূতি সৃষ্টি করে রেখেছেন। সর্বপরি তিনি তাদেরকে স্বাধীন মতামত ইচ্ছা ও ইখতিয়ার দান করেছেন, যাতে এ গুলোর ওপর তারা নেতৃত্ব কর্তৃত্ব করতে পারে। এগুলোকে স্বীয় প্রভুর সন্তুষ্টির পথে ব্যবহার করে

www.pathagar.com

আল্লাহর দরবারে মহত ও উন্নত আসন লাভ করতে সক্ষম হয়। কিন্তু তারা দেখতে পেল যে তারা যাকিছু লাভ করছে তার মধ্যে সবচেয়ে নফসের খাহেস পূরণের ইচ্ছাই অতিশয় স্বাদের বস্তু। তার স্বাদ নগদ এবং মুনাফাও হাতে হাতে। সুতরাং সে এর জন্য এমন মাতাল হয়ে গেল যে নিজের সমুদয় রাজত্ব ও নেতৃত্ব কর্তৃত্ব নাফসের ইচ্ছা ও মর্জির পায় ঢেলে দিলো। সে তার পঞ্চ ইন্দ্রীয়কে তার খাহেস ও বাসনার আনুগত্য করার জন্যে নির্দেশ দিয়ে দিলো। সে যা কিছু চায় শুধু তা অনুসন্ধানের জন্য কর্মতৎপর থাকার কথা বলে দিলো। সে জ্ঞান ও বিবেক বুদ্ধির আদালতটির দুয়ারে তালা লাগিয়ে দিল, যাতে খাহেস ও বাসনার বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা সেখানে দায়ের হতে না পারে। সে অন্তকরনকেও খাহেসের ব্যবহারাধীনে দিয়ে দিলো। ফলে সে হয়ে গেল উদর ও শ্রেণী লিঙ্গের অনুগত দাস ও বান্দায় পরিণত। তার উদাহরণ এরূপ যে কোন একজন রাজা তার বাঁদীর প্রেমের ফাঁদে পড়ে তার জন্য পাগল হয়ে নিজকে এবং তার সমুদয় বস্তুকে তারই নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বাধীন করে দেয়। আর তার রাজত্বের সকল গণ্য মান্য লোক, আলেম-ওলামা, চিন্তাবিদ, বুদ্ধিজীবি, রাজন্যবর্গ, উজির নাজির, কর্মচারী সব এ বাঁদীর গোলামে পরিণত হয়। এটা আল-কোরআনের সেই ঘোষণা "এরা কি সেই লোক যারা স্বীয় খাহেস ও বাসনাকেই মাবুদ বানিয়ে রেখেছে" এরই বাস্তব রূপরেখা। এটা যে মানুষের প্রকৃতি নয় বরং নীচুতা ও হীনতার ফল তা সুস্পষ্ট কথা।

এমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা পিতা-মাতা সৃষ্টি করেছেন, স্ত্রী পুত্র দান করেছেন, আত্মীয় স্বজন বানিয়েছেন, জ্ঞাতী গোষ্ঠী সম্প্রদায় ও জাতির দল সৃষ্টি করেছেন, ধন সম্পদ বিষয় সম্পত্তি দিয়েছেন, আর দিয়েছেন জীব-জন্তর পাল। কারণ মানুষ যেন তার অন্তর্নিহিত তামদ্দুনিক ও সামাজিক শক্তি ক্ষমতাকে এ গুলোর মাধ্যমে কার্যকরি করতে সক্ষম হয়। আর আল্লাহ তায়ালার খলিফা বা প্রতিনিধি হবার দরুন যেই শক্তি ও ক্ষমতা তারা লাভ করেছে তাকে বাস্তবে রূপ দেয়ার সুযোগ পায়। কিন্তু মানুষ এসব উদ্দেশ্যের মাধ্যম গুলোকেই উদ্দেশ্যে পরিণত করে ফেলে। তারা পিতা-মাতার ভাল-বাসা ও মহব্বতের সাগরে এমনিভাবে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে যে পূর্ব পুরুষ

www.pathagar.com

আল্লাহর দরবারে মহত ও উন্নত আসন লাভ করতে সক্ষম হয়। কিন্তু তারা দেখতে পেল যে তারা যাকিছু লাভ করছে তার মধ্যে সবচেয়ে নফসের খাহেস পূরণের ইচ্ছাই অতিশয় স্বাদের বস্তু। তার স্বাদ নগদ এবং মুনাফাও হাতে হাতে। সুতরাং সে এর জন্য এমন মাতাল হয়ে গেল যে নিজের সমুদয় রাজত্ব ও নেতৃত্ব কর্তৃত্ব নাফসের ইচ্ছা ও মর্জির পায় ঢেলে দিলো। সে তার পঞ্চ ইন্দ্রীয়কে তার খাহেস ও বাসনার আনুগত্য করার জন্যে নির্দেশ দিয়ে দিলো। সে যা কিছু চায় শুধু তা অনুসন্ধানের জন্য কর্মতৎপর থাকার কথা বলে দিলো। সে জ্ঞান ও বিবেক বুদ্ধির আদালতটির দুয়ারে তালা লাগিয়ে দিল, যাতে খাহেস ও বাসনার বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা সেখানে দায়ের হতে না পারে। সে অন্তকরনকেও খাহেসের ব্যবহারাধীনে দিয়ে দিলো। ফলে সে হয়ে গেল উদর ও শ্রেণী লিঙ্গের অনুগত দাস ও বান্দায় পরিণত। তার উদাহরণ এরূপ যে কোন একজন রাজা তার বাঁদীর প্রেমের ফাঁদে পড়ে তার জন্য পাগল হয়ে নিজকে এবং তার সমুদয় বস্তুকে তারই নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বাধীন করে দেয়। আর তার রাজত্বের সকল গণ্য মান্য লোক, আলেম-ওলামা, চিন্তাবিদ, বুদ্ধিজীবি, রাজন্যবর্গ, উজির নাজির, কর্মচারী সব এ বাঁদীর গোলামে পরিণত হয়। এটা আল-কোরআনের সেই ঘোষণা "এরা কি সেই লোক যারা স্বীয় খাহেস ও বাসনাকেই মাবুদ বানিয়ে রেখেছে" এরই বাস্তব রূপরেখা। এটা যে মানুষের প্রকৃতি নয় বরং নীচুতা ও হীনতার ফল তা সুস্পষ্ট কথা।

এমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা পিতা-মাতা সৃষ্টি করেছেন, স্ত্রী পুত্র দান করেছেন, আত্মীয় স্বজন বানিয়েছেন, জ্ঞাতী গোষ্ঠী সম্প্রদায় ও জাতির দল সৃষ্টি করেছেন, ধন সম্পদ বিষয় সম্পত্তি দিয়েছেন, আর দিয়েছেন জীব-জন্তর পাল। কারণ মানুষ যেন তার অন্তর্নিহিত তামদ্দুনিক ও সামাজিক শক্তি ক্ষমতাকে এ গুলোর মাধ্যমে কার্যকরি করতে সক্ষম হয়। আর আল্লাহ তায়ালার খলিফা বা প্রতিনিধি হবার দরুন যেই শক্তি ও ক্ষমতা তারা লাভ করেছে তাকে বাস্তবে রূপ দেয়ার সুযোগ পায়। কিন্তু মানুষ এসব উদ্দেশ্যের মাধ্যম গুলোকেই উদ্দেশ্যে পরিণত করে ফেলে। তারা পিতা-মাতার ভাল-বাসা ও মহব্বতের সাগরে এমনিভাবে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে যে পূর্ব পুরুষ

www.pathagar.com

পূজার ভিত্তি রচনা করে ফেলে। স্ত্রী ও সন্তাদের মহব্বতে মজে আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রাসূলের নির্দেশকে ভুলে যায়। জাতী গোষ্ঠী ও বংশীয় সম্প্রদায়িকতার গোড়ামী জালে এমনিভাবে আটকে পড়ে যে, তাদের জন্য আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এমনকি এ মহব্বতের অতিশর্যে উঠে তারা পূর্ব পুরুষ পূজা এবং সম্প্রদায়িক দেব-দেবতার পূজা পার্বন শুরু করতে কুন্ঠিত হয় না। তারা ধন সম্পদ ও বিষয় সম্পত্তির প্রেম ফাঁদে এমনিভাবে জড়িয়ে পড়ে যে এগুলোকেই প্রভূ ভাবতে শুরু করে। এমনকি যে জীব জন্তুগুলো তাদের জন্য উপকারী সেগুলোকে তারা দেবতায় পরিণত করে ফেলে। যেমন গরু গাভী হাতী ঘোড়া ইত্যাদি পশুগুলো দেবতায় পরিণত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা যে বস্তুগুলোকে সওয়ারী বা বাহন রূপে দান করেছেন, সেগুলোকে নিজের ওপর সওয়ার করিয়ে নিচ্ছে। আর যে বস্তুগুলোকে তিনি আল্লাহ পর্যন্ত পেঁছার জন্য রশি রূপে দিয়েছেন, সে রশিগুলোকে নিজেদের পা ও গলায় ফাঁশির রশি রূপে জড়িয়ে ফেলেছে।

আল্লাহ রববুল আলামীন এমন সব অগণিত নেয়ামত দান করে-ছেন, যা সম্পূর্ণরূপে মানুষের জন্য উপকারী। এ উপকারের বিনিময় স্ত্রী, পুত্র, কন্যা জাতী, গোষ্ঠী, বংশ জাতি ও গরু ঘোড়ার ন্যায় মানুষের কাছে কোন দায়িত্ব ও কর্তব্যের দাবী পেশ করেনা। যেমন চন্দ্র, সুর্য, নক্ষত্র রংধনু, মেঘ, আগুন, পানি নদ-নদী পাহাড়-পর্বত ভূমি, মাটি ইত্যাদি। আল্লাহ তায়ালা মানুষের উপকার লাভের জন্যই এ গুলোকে সৃষ্টি করেছেন, যেন মানুষ এগুলোর অধিকার সম্পর্কে চিন্তামুক্ত হয়ে নিজ দের সময়কে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের কাজে ব্যয় করে। কিন্তু মানুষ যখন দেখতে পেলো যে, এগুলো তাদেরকে সীমাহীন উপকৃত করার পরও তাদের কাছে কোনরূপ বিনিময় দাবী করেনা, তখন মানুষ এ বিনি-ময়হীন উদার বদন্যতায় মুগ্ধ হয়ে এগুলোর প্রত্যেকটি নেয়ামতকে আসল নেয়ামত দাতার আসনে বসিয়ে তাদের ইবাদত শুরু করে দেয়। এর উদাহরণ হল কোন এক রাজা তার একান্ত আপনজনকে বহু দাস দাসী দান করলো এবং তাদের যাবতীয় ব্যয় ভার নিজের দায়িত্বে রেখে দিলো

www.pathagar.com

পূজার ভিত্তি রচনা করে ফেলে। স্ত্রী ও সন্তাদের মহব্বতে মজে আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রাসূলের নির্দেশকে ভুলে যায়। জাতী গোষ্ঠী ও বংশীয় সম্প্রদায়িকতার গোড়ামী জালে এমনিভাবে আটকে পড়ে যে, তাদের জন্য আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এমনকি এ মহব্বতের অতিশর্যে উঠে তারা পূর্ব পুরুষ পূজা এবং সম্প্রদায়িক দেব-দেবতার পূজা পার্বন শুরু করতে কুন্ঠিত হয় না। তারা ধন সম্পদ ও বিষয় সম্পত্তির প্রেম ফাঁদে এমনিভাবে জড়িয়ে পড়ে যে এগুলোকেই প্রভূ ভাবতে শুরু করে। এমনকি যে জীব জন্তুগুলো তাদের জন্য উপকারী সেগুলোকে তারা দেবতায় পরিণত করে ফেলে। যেমন গরু গাভী হাতী ঘোড়া ইত্যাদি পশুগুলো দেবতায় পরিণত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা যে বস্তুগুলোকে সওয়ারী বা বাহন রূপে দান করেছেন, সেগুলোকে নিজের ওপর সওয়ার করিয়ে নিচ্ছে। আর যে বস্তু গুলোকে তিনি আল্লাহ পর্যন্ত পৌছার জন্য রশি রূপে দিয়েছেন, সে রশিগুলোকে নিজেদের পা ও গলায় ফাঁশির রশি রূপে জড়িয়ে ফেলেছে।

আল্লাহ রববুল আলামীন এমন সব অগণিত নেয়ামত দান করে-ছেন, যা সম্পূর্ণরূপে মানুষের জন্য উপকারী। এ উপকারের বিনিময় স্ত্রী, পুত্র, কন্যা জাতী, গোষ্ঠী, বংশ জাতি ও গরু ঘোড়ার ন্যায় মানুষের কাছে কোন দায়িত্ব ও কর্তব্যের দাবী পেশ করেনা। যেমন চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র রংধনু, মেঘ, আগুন, পানি নদ-নদী পাহাড়-পর্বত ভূমি, মাটি ইত্যাদি। আল্লাহ তায়ালা মানুষের উপকার লাভের জন্যই এ গুলোকে সৃষ্টি করেছেন, যেন মানুষ এগুলোর অধিকার সম্পর্কে চিন্তামুক্ত হয়ে নিজ দের সময়কে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের কাজে ব্যয় করে। কিন্তু মানুষ যখন দেখতে পেলো যে, এগুলো তাদেরকে সীমাহীন উপকৃত করার পরও তাদের কাছে কোনরূপ বিনিময় দাবী করেনা, তখন মানুষ এ বিনি-ময়হীন উদার বদন্যতায় মুগ্ধ হয়ে এগুলোর প্রত্যেকটি নেয়ামতকে আসল নেয়ামত দাতার আসনে বসিয়ে তাদের ইবাদত শুরু করে দেয়। এর উদাহরণ হল কোন এক রাজা তার একান্ত আপনজনকে বহু দাস দাসী দান করলো এবং তাদের যাবতীয় ব্যয় ভার নিজের দায়িত্বে রেখে দিলো

যেন, সে নিজের এবং দাসদাসীর ব্যাপারে সর্বপ্রকার চিন্তামুক্ত হয়ে নিজের সময় ও চিন্তাকে রাজ্যের সর্বাঙ্গীন কাজের জন্য ব্যয় করতে সুযোগ পায়। কিন্তু এ নিকটতম লোকটি এ সব দাস-দাসীর বিনিময়হীন সেবায় মুগ্ধ হয়ে তাদেরকেই রাজা ভেবে তাদেরই বন্দেগী ও আনুগত্য শুরু করে দিলো এবং রাজা ও রাজ্যের কথা গেলো সম্পূর্ণ ভুলে।

এমনিভাবে বহু লোকের প্রতি আল্লাহ তায়ালা তার নেয়ামত বর্ষণ করেন, ধন-সম্পদ রাজত্ব ও ইজ্জত সম্মান দিয়ে তাদেরকে পরীক্ষা করেন যে, তারা আল্লাহ তায়ালার বন্দেগী করে, না তার বিদ্রোহীদের কাঁতারে দণ্ডায়-মান হয়। আল্লাহর যমীনে আল্লাহর আইন জারী করে, না নিজের মনগড়া আইন চালু করে। শান্তি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে,—না যুলুম অত্যাচার ও ফেৎনা ফাসাদ সৃষ্টি করে। কিন্তু তারা সব কিছুকে তাদের অধিকার ও যোগ্যতার ফল ভেবে দাম্ভীকতা গর্ব অহংকার করে বন্দেগীর পরিবর্তে খোদায়ী শুরু করে দেয়। কেউ এই মনে করে যে, আমরা আল্লাহর অবতার। যেমন প্রাচীন মিসরের অবতার রাজা (god king) এবং ভারতের পুরাতন রাজ-রাজাগণ নিজদেরকে দেবতার মর্যাদা দিয়ে স্বীয় প্রজাদের থেকে স্বীকৃতি নিয়েছে। মুসলমান রাজা বাদশাদের মধ্যে সম্রাট আকবরকে তার জাহেল ও তোষামোদকারী রাজন্যবর্গ এ ধরনের অহমিকায়ই নিপতিত করেছিলো। কেহ কেহ নিজদেরকে আসমানের সৃষ্টিজীব ভাবা শুরু করে দিলো। যেমন চীন জাপানের রাজারা নিজেরা নিজেদেরকে মানুষ্য কূলের উর্দ্ধে ভেবে থাকে। শাহ সেকান্দারও মিসরে পৌঁছে এ রোগেরই কবলে নিপতিত হয়েছিলো। এ সব আল্লাহদ্রোহীদের উদাহরণ হচ্ছে, কোন রাজা তার কোন গোলামকে কিছু সেবাদাস ও ক্ষমতা দিয়ে রাজ্যের কোন এক অঞ্চলে শাসনকর্তা বানিয়ে পাঠিয়ে দিলো, সেই গোলাম এসব কিছু পেয়ে এমন মত্ত হয়ে গেলো যে সেখানে পৌঁছেই সে নিজকে রাজা ঘোষণা করলো।

এমনিভাবে বহু লোককে আল্লাহ তায়ালা ধন দৌলৎ হতে বঞ্চিত রেখে তাদের ধৈর্য সহিষ্ণুতা এবং আল্লাহর প্রতি তাদের সন্তুষ্টির মানকে পরীক্ষা করেন। তারা কি দুনিয়ার লোভ লালসার জালে জড়িয়ে আল্লাহর বিরোধী

www.pathagar.com

যেন, সে নিজের এবং দাসদাসীর ব্যাপারে সর্বপ্রকার চিন্তামুক্ত হয়ে নিজের সময় ও চিন্তাকে রাজ্যের সর্বাঙ্গীন কাজের জন্য ব্যয় করতে সুযোগ পায়। কিন্তু এ নিকটতম লোকটি এ সব দাস-দাসীর বিনিময়হীন সেবায় মুগ্ধ হয়ে তাদেরকেই রাজা ভেবে তাদেরই বন্দেগী ও আনুগত্য শুরু করে দিলো এবং রাজা ও রাজ্যের কথা গেলো সম্পূর্ণ ভুলে।

এমনিভাবে বহু লোকের প্রতি আল্লাহ তায়ালা তার নেয়ামত বর্ষণ করেন, ধন-সম্পদ রাজত্ব ও ইজ্জত সম্মান দিয়ে তাদেরকে পরীক্ষা করেন যে, তারা আল্লাহ তায়ালার বন্দেগী করে, না তার বিদ্রোহীদের কাঁতারে দণ্ডায়মান হয়। আল্লাহর যমীনে আল্লাহর আইন জারী করে, না নিজের মনগড়া আইন চালু করে। শান্তি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে,—না যুলুম অত্যাচার ও ফেৎনা ফাসাদ সৃষ্টি করে। কিন্তু তারা সব কিছুকে তাদের অধিকার ও যোগ্যতার ফল ভেবে দাম্ভীকতা গর্ব অহংকার করে বন্দেগীর পরিবর্তে খোদায়ী শুরু করে দেয়। কেউ এই মনে করে যে, আমরা আল্লাহর অবতার। যেমন প্রাচীন মিসরের অবতার রাজা (god king) এবং ভারতের পুরাতন রাজ-রাজাগণ নিজদেরকে দেবতার মর্যাদা দিয়ে স্বীয় প্রজাদের থেকে স্বীকৃতি নিয়েছে। মুসলমান রাজা বাদশাদের মধ্যে সম্রাট আকবরকে তার জাহেল ও তোষামোদকারী রাজন্যবর্গ এ ধরনের অহমিকায়ই নিপতিত করেছিলো। কেহ কেহ নিজদেরকে আসমানের সৃষ্টিজীব ভাবা শুরু করে দিলো। যেমন চীন জাপানের রাজারা নিজেরা নিজেদেরকে মানুষ্য কূলের উর্দ্ধে ভেবে থাকে। শাহ সেকান্দারও মিসরে পৌছে এ রোগেরই কবলে নিপতিত হয়েছিলো। এ সব আল্লাহদ্রোহীদের উদাহরণ হচ্ছে, কোন রাজা তার কোন গোলামকে কিছু সেবাদাস ও ক্ষমতা দিয়ে রাজ্যের কোন এক অঞ্চলে শাসনকর্তা বানিয়ে পাঠিয়ে দিলো, সেই গোলাম এসব কিছু পেয়ে এমন মত্ত হয়ে গেলো যে সেখানে পৌছেই সে নিজকে রাজা ঘোষণা করলো।

এমনিভাবে বহু লোককে আল্লাহ তায়ালা ধন দৌলৎ হতে বঞ্চিত রেখে তাদের ধৈর্য সহিষ্ণুতা এবং আল্লাহর প্রতি তাদের সন্তুষ্টির মানকে পরীক্ষা করেন। তারা কি দুনিয়ার লোভ লালসার জালে জড়িয়ে আল্লাহর বিরোধী

www.pathagar.com

দেরকেই মাবুদ বানিয়ে নেয়,—না নিজদের দরিদ্রতার ওপর তুষ্ট রয়ে স্বীয় পকৃতিগত অঙ্গীকারের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে? কিন্তু অধিকাংশ লোকই এ পরীক্ষায় কৃতকার্য হয় না। বরং আল্লাহর স্থানে তাঁর বিদ্রোহী-দের নৈকট্য লাভের জন্য ব্যস্ত থাকে। তাদের জন্য বন্দেগী ও নৈবদ্যের সেই সব রেসম রেওয়াজ পালন করতে দ্বিধাবোধ করেনা, যা সৃষ্টি কর্তা ব্যতিরেকে কারুর জন্যই বৈধ হতে পারেনা। তারাই আল্লাহর এসব বিদ্রোহীদেরকে তাদের জীবনে পরমেশ্বর ও মহান দাতা বানিয়ে নেয় এবং মৃত্যুর পর তাদের সমাধিগুলোতে পাথর দ্বারা মূর্তি ও দেবতা বানিয়ে রাখে।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর বহু বান্দার প্রতি তার অত্যাধিক বরকত নাযিল করেন। কাউকে তিনি নিজের দুত ও পয়গাম্বর মনোনীত করেন। আল্লা-হর এ বান্দাগণ কখনো মানুষকে অন্যের বন্দগী করার জন্য দাওয়াত দেননি। কিন্তু দীর্ঘদিন পর তাদের দুনিয়াদার মুরীদ মোতাকেদগণ এবং তাদের মিথ্যা মহব্বতের দাবীদার অধিকাংশ ভক্তেরা নিজদের পার্থিব স্বার্থ উদ্ধারের জন্য তাদেরকে আল্লাহর কাঁতারে দণ্ডায়মান করিয়ে দেয়। তারা হযরত ইসা (আঃ) সহ বহু অলী আল্লাহ ও পীর বুযুর্গদের এমনিভাবে আল্লাহর সাথে শরীক বানিয়ে ফেলে।

এমনিভাবে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যর জন্য বহু শিরকী ও মূর্তিপূজা হতে দেখা যায়। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে জানা যায় যে বহুজাতি অন্যান্য জাতির দেব দেবতাকে শুধু তাদের সাথে রাজনৈতিক সম্পর্ক দৃঢ় করার জন্য পূজা অর্চনা করে। কোন কোন সময় এ ও হয়েছে যে বিজয়ী জাতিরা পরাজিত জাতির মনজয়ের জন্য তাদের প্রতিমাকে নিজদের ইবাদত খানায় স্থান দিয়েছে। ভারতবর্ষের আকবর বাদশাহ দ্বারা এ ধরনের অতি ছোটখাটো কিছু কাজ হয়েছে। কুরাইশরা সমগ্র আরব সম্প্রদায়ের ওপর নেতৃত কর্তৃত করার জন্য বায়তুল্লাকে সকল সম্প্রদায়ের প্রতিমা মন্দিরে পরিণত করে ছিলো। বনী ইস্রাইলের ইতি-হাস পাঠে জানা যায় যে তারা বহুবার এ ধরনের হীন উদ্দেশ্য

দেরকেই মাবুদ বানিয়ে নেয়,—না নিজদের দরিদ্রতার ওপর তুষ্ট রয়ে স্বীয় প্রকৃতিগত অঙ্গীকারের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে? কিন্তু অধিকাংশ লোকই এ পরীক্ষায় কৃতকার্য হয় না। বরং আল্লাহর স্থানে তাঁর বিদ্রোহী-দের নৈকট্য লাভের জন্য ব্যস্ত থাকে। তাদের জন্য বন্দেগী ও নৈবদ্যের সেই সব রেসম রেওয়াজ পালন করতে দ্বিধাবোধ করেনা, যা সৃষ্টি কর্তা ব্যতিরেকে কারুর জন্যই বৈধ হতে পারেনা। তারাই আল্লাহর এসব বিদ্রোহীদেরকে তাদের জীবনে পরমেশ্বর ও মহান দাতা বানিয়ে নেয় এবং মৃত্যুর পর তাদের সমাধিগুলোতে পাথর দ্বারা মূর্তি ও দেবতা বানিয়ে রাখে।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর বহু বান্দার প্রতি তার অত্যাধিক বরকত নাযিল করেন। কাউকে তিনি নিজের দুত ও পয়গাম্বর মনোনীত করেন। আল্লা-হর এ বান্দাগণ কখনো মানুষকে অন্যের বন্দগী করার জন্য দাওয়াত দেননি। কিন্তু দীর্ঘদিন পর তাদের দুনিয়াদার মুরীদ মোতাকেদগণ এবং তাদের মিথ্যা মহব্বতের দাবীদার অধিকাংশ ভক্তেরা নিজদের পার্থিব স্বার্থ উদ্ধারের জন্য তাদেরকে আল্লাহর কাঁতারে দণ্ডায়মান করিয়ে দেয়। তারা হযরত ইসা (আঃ) সহ বহু অলী আল্লাহ ও পীর বুযুর্গদের এমনিভাবে আল্লাহর সাথে শরীক বানিয়ে ফেলে।

এমনিভাবে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যর জন্য বহু শিরকী ও মূর্তিপূজা হতে দেখা যায়। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে জানা যায় যে বহুজাতি অন্যান্য জাতির দেব দেবতাকে শুধু তাদের সাথে রাজনৈতিক সম্পর্ক দৃঢ় করার জন্য পূজা অর্চনা করে। কোন কোন সময় এ ও হয়েছে যে বিজয়ী জাতিরা পরাজিত জাতির মনজয়ের জন্য তাদের প্রতিমাকে নিজদের ইবাদত খানায় স্থান দিয়েছে। ভারতবর্ষের আকবর বাদশাহ দ্বারা এ ধরনের অতি ছোটখাটো কিছু কাজ হয়েছে। কুরাইশরা সমগ্র আরব সম্প্রদায়ের ওপর নেতৃত কর্তৃত করার জন্য বায়তুল্লাকে সকল সম্প্রদায়ের প্রতিমা মন্দিরে পরিণত করে ছিলো। বনী ইস্রাইলের ইতি-হাস পাঠে জানা যায় যে তারা বহুবার এ ধরনের হীন উদ্দেশ্য

www.pathagar.com

চরিতার্থের নিমিত্ত শিরুষের পৌত্তলিক জাতির প্রতিমার পূজা পার্বন করেছে। এটাতো ইতিহাসের প্রসিদ্ধ ঘটনা যে তারা পৌত্তলিক জাতির মেয়েদেরকে বিবাহ করে সাথে সাথে তাদের প্রতিমাকে এবং আকিদা বিশ্বাস ও রস্ম রেওয়াজকেও নিজদের ঘরে নিয়ে এসেছে। আর তাদের ঔরসজাত সন্তানগুলিও দণ্ডায়মান হতো শিরকী মাথায় নিয়ে। মুসলিম জাতির ওপর ইংরেজ ও পাশ্চত্যের জতিগুলোর প্রভাব প্রতিপত্তি এবং হিন্দুদের সাথে মিলমিশের কারণে যে প্রভাব পড়েছে তা সকলেরই জানা কথা।

এখানে লোভ লালসা ও অনুরক্ততার গোটাকয়েক উদাহরণ পেশ করলাম। এখন ভয়-ভীতির কিছু উদাহরণ পেশ করবো।

আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টিকুলের মধ্যে যে সব বস্তু ক্ষতিকারক ভয়ানক ও বিভীষিকাময় পরিদৃষ্ট হয়, মানুষ সেগুলোকেও আল্লাহর সাথে অংশীদার বানিয়ে নেয়। মানুষকে তার ভারসাম্যহীনতা পঙ্কিলতা ও অলসতার পরিণামে রোগ ব্যাধির মধ্যে নিপতিত করা হয় যেন তারা ভারসাম্যতা সংযত চিত্ততা পাক পবিত্রতার সেই কেন্দ্র বিন্দুতে গিয়ে উপনীত হতে সক্ষম হয়' যা তার সুন্দরতম চরিত্র হওয়ার দাবী। কিন্তু মানব স্বভাবের কাছে ভারসাম্যতা ও সংযত চিত্ততা হওয়া এবং পাক পবিত্রতার প্রতি লক্ষ রাখার কষ্টটুক ভারী মনে হলো। সে এসব ঝামেলার পরিবর্তে এসব রোগ ব্যাধির মধ্যে আত্মা (রুহ) মেনে নিয়ে তাকে দমিয়ে রাখা এবং তার নামে মান্নৎ ও নযর নিয়ায পেশ করাকেই সহজতর পথ ভেবে নিলো। এর উদাহরণ হচ্ছে এরূপ যে কোন লোকের পাথরের সাথে টক্কর লাগার পর ভবিষ্যতে চোখ খুলে হাটার পরিবর্তে ও তড়িঘড়িতা পরিহারের পরিবর্তে সে টক্কর লাগার পথে একটি মন্দির বানিয়ে বসে গেলো। আর বসে বসে পাথরের নামে জপনা করা শুরু করে দিলো। অথবা কোন লোকের কাপড়ে উকুনের প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে মানুষ তাকে ভৎ'সনা করায় তখন সে গোসল করা এবং কাপড় ধোলাই করার কষ্ট স্বীকারের পরিবর্তে এগুলো দূর করার জন্য প্রতিদিন ভোর বেলা আনন্দের সাথে উকুন উকুন বলে জপমালা গুণতে লাগলো।

www.pathagar.com

চরিতার্থের নিমিত্ত শিরুকের পৌত্তলিক জাতির প্রতিমার পূজা পার্বন করেছে। এটাতো ইতিহাসের প্রসিদ্ধ ঘটনা যে তারা পৌত্তলিক জাতির মেয়েদেরকে বিবাহ করে সাথে সাথে তাদের প্রতিমাকে এবং আকিদা বিশ্বাস ও রসূম রেওয়াজকেও নিজদের ঘরে নিয়ে এসেছে। আর তাদের ঔরসজাত সন্তানগুলিও দণ্ডায়মান হতো শিরকী মাথায় নিয়ে। মুসলিম জাতির ওপর ইংরেজ ও পাশ্চত্যের জতিগুলোর প্রভাব প্রতিপত্তি এবং হিন্দুদের সাথে মিলমিশের কারণে যে প্রভাব পড়েছে তা সকলেরই জানা কথা।

এখানে লোভ লালসা ও অনুরক্ততার গোটাকয়েক উদাহরণ পেশ করলাম। এখন ভয়-ভীতির কিছু উদাহরণ পেশ করবো।

আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টিকুলের মধ্যে যে সব বস্তু ক্ষতিকারক ভয়ানক ও বিভীষিকাময় পরিদৃষ্ট হয়, মানুষ সেগুলোকেও আল্লাহর সাথে অংশীদার বানিয়ে নেয়। মানুষকে তার ভারসাম্যহীনতা পঙ্কিলতা ও অলসতার পরিণামে রোগ ব্যাধির মধ্যে নিপতিত করা হয় যেন তারা ভারসাম্যতা সংযত চিত্ততা পাক পবিত্রতার সেই কেন্দ্র বিন্দুতে গিয়ে উপনীত হতে সক্ষম হয়' যা তার সুন্দরতম চরিত্র হওয়ার দাবী। কিন্তু মানব স্বভাবের কাছে ভারসাম্যতা ও সংযত চিত্ততা হওয়া এবং পাক পবিত্রতার প্রতি লক্ষ রাখার কষ্টটুক ভারী মনে হলো। সে এসব ঝামেলার পরিবর্তে এসব রোগ ব্যাধির মধ্যে আত্মা (রুহ) মেনে নিয়ে তাকে দমিয়ে রাখা এবং তার নামে মান্নৎ ও নযর নিয়ায পেশ করাকেই সহজতর পথ ভেবে নিলো। এর উদাহরণ হচ্ছে এরূপ যে কোন লোকের পাথরের সাথে টক্কর লাগার পর ভবিষ্যতে চোখ খুলে হাটার পরিবর্তে ও তড়িঘড়িতা পরিহারের পরিবর্তে সে টক্কর লাগার পথে একটি মন্দির বানিয়ে বসে গেলো। আর বসে বসে পাথরের নামে জপনা করা শুরু করে দিলো। অথবা কোন লোকের কাপড়ে উকুনের প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে মানুষ তাকে ভর্ৎসনা করায় তখন সে গোসল করা এবং কাপড় ধোলাই করার কষ্ট স্বীকারের পরিবর্তে এগুলো দূর করার জন্য প্রতিদিন ভোর বেলা আনন্দের সাথে উকুন উকুন বলে জপমালা গুণতে লাগলো।

www.pathagar.com

এমনিভাবে মানুষ দেখতে পেলো যে সাপ দংশন করে বিচ্ছু দংশন করে বাঘ ভল্লুক মানুষকে মেরে তাদের রক্ত মাংস ভক্ষণ করে। এ গুলো সৃষ্টির পেছনে আল্লাহ তায়ালার বহু হিকমত নিহিত রয়েছে। বড় হিকমত হচ্ছে এগুলো মানুষকে তামদ্দুনিক ও সামাজিকতা এবং পবিত্রতার উন্নত যোগ্যতা প্রদর্শনে অনুপ্রেরণা দেয়। এগুলো বন-জংগল পরিষ্কার করে ক্ষেত খামার বানাবার জন্য, পাহাড়কে সমতল করে ঘরবাড়ী নির্মাণের জন্য, একাকী জীবন যাপন পরিহার করে দলবদ্ধভাবে সামাজিক জীবন যাপনের জন্য, আর তাদের মধ্যে সংহতি ও নিরপত্তার লুপ্ত যোগ্যতাকে বিকশিত করার জন্য মানুষকে বাধ্য করে। যদি এসব জীব-জানোয়ার ও বিষ-ধর সর্প না হতো, তাহলে মানুষ নিজেরাই পশুর ন্যায় বন-জঙ্গলে এবং সর্পের ন্যায় গুহার মধ্যে বসবাসকারী জীবে পরিণত হতো।

সামাজিকতা ও তামদ্দুনের যে আড়ম্বরতা আজ পরিদৃষ্ট হয় তার কিছুই প্রকাশ পেতো না। কিন্তু যাদের কাছে এসব বিবর্তনতা কষ্টকর মনে হলো তারা যে অবস্থায় ছিলো তার মধ্যেই থাকতে ইচ্ছা করলো। তারা এহেন কষ্ট সহ্য করার পরিবর্তে এ গুলোকে বন-জঙ্গলের দেবতা ভেবে সেগুলোর পূজা অর্চনা শুরু করে দিলো। এ পথেই তাদেরকে সন্তুষ্ট রেখে তাদের নিষ্ঠুরতা ও ক্ষতি হতে রক্ষা পাবার ব্যবস্থা করে নিলো। এর উদাহরণ হচ্ছে এরূপ যে, কোন অলস প্রকৃতির লোক কোন আবর্জনার স্তুপের মধ্যে আটকে পড়ে গেলো অথবা ধুয়ায় পরিপূর্ণ একটি ঘরে আবদ্ধ হয়ে পড়লো। তার অনুভূতি ও ঘ্রাণশক্তি এবং তার শ্বাস-প্রশ্বাস তাকে কোন উন্মুক্ত স্থানে ও নির্মল বায়ুর মধ্যে থাকতে বাধ্য করতে লাগলো। সে এ অপবিত্রতা ও ধুয়ার এই বলে ইবাদত শুরু করে দিলো—হে অপবিত্রতার আত্মা! হে ধুয়ার 'দেবতা'! তোমাদের দোহাই আমার প্রতি দয়া কর।

যেহেতু প্রকৃতি সর্বত্র তার মহা দয়ার দুয়ার খুলে ছড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু মাঝে মাঝে সে তার আদল ইনসাফ ও সর্বময় ক্ষমতার দিকটিকে প্রকাশ করার নিমিত্ত ভূ-কম্পন সৃষ্টি করেন। কখনো আগ্নেয়গিরি হতে অগ্নি পাত করেন, কখনো বায়ুকে ঝড় ঝঞ্ঝায় পরিণত করেন। হয়তো-বা কখনো

www.pathagar.com

এমনিভাবে মানুষ দেখতে পেলো যে সাপ দংশন করে বিচ্ছু দংশন করে বাঘ ভল্লুক মানুষকে মেরে তাদের রক্ত মাংস ভক্ষণ করে। এ গুলো সৃষ্টির পেছনে আল্লাহ তায়ালার বহু হিকমত নিহিত রয়েছে। বড় হিকমত হচ্ছে এগুলো মানুষকে তামদ্দুনিক ও সামাজিকতা এবং পবিত্রতার উন্নত যোগ্যতা প্রদর্শনে অনুপ্রেরণা দেয়। এগুলো বন-জংগল পরিষ্কার করে ক্ষেত খামার বানাবার জন্য, পাহাড়কে সমতল করে ঘরবাড়ী নির্মাণের জন্য, একাকী জীবন যাপন পরিহার করে দলবদ্ধভাবে সামাজিক জীবন যাপনের জন্য, আর তাদের মধ্যে সংহতি ও নিরপত্তার লুপ্ত যোগ্যতাকে বিকশিত করার জন্য মানুষকে বাধ্য করে। যদি এসব জীব-জানোয়ার ও বিষ-ধর সর্প না হতো, তাহলে মানুষ নিজেরাই পশুর ন্যায় বন-জঙ্গলে এবং সর্পের ন্যায় গুহার মধ্যে বসবাসকারী জীবে পরিণত হতো।

সামাজিকতা ও তামদ্দুনের যে আড়ম্বরতা আজ পরিদৃষ্ট হয় তার কিছুই প্রকাশ পেতো না। কিন্তু যাদের কাছে এসব বিবর্তনতা কষ্টকর মনে হলো তারা যে অবস্থায় ছিলো তার মধ্যেই থাকতে ইচ্ছা করলো। তারা এহেন কষ্ট সহ্য করার পরিবর্তে এ গুলোকে বন-জঙ্গলের দেবতা ভেবে সেগুলোর পূজা অর্চনা শুরু করে দিলো। এ পথেই তাদেরকে সন্তুষ্ট রেখে তাদের নিষ্ঠুরতা ও ক্ষতি হতে রক্ষা পাবার ব্যবস্থা করে নিলো। এর উদাহরণ হচ্ছে এরূপ যে, কোন অলস প্রকৃতির লোক কোন আবর্জনার স্তুপের মধ্যে আটকে পড়ে গেলো অথবা ধুয়ায় পরিপূর্ণ একটি ঘরে আবদ্ধ হয়ে পড়েলো। তার অনুভূতি ও ঘ্রাণশক্তি এবং তার শ্বাস-প্রশ্বাস তাকে কোন উন্মুক্ত স্থানে ও নির্মল বায়ুর মধ্যে থাকতে বাধ্য করতে লাগলো। সে এ অপবিত্রতা ও ধুয়ার এই বলে ইবাদত শুরু করে দিলো—হে অপবিত্রতার আত্মা! হে ধুয়ার 'দেবতা'! তোমাদের দোহাই আমার প্রতি দয়া কর।

যেহেতু প্রকৃতি সর্বত্র তার মহা দয়ার দুয়ার খুলে ছড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু মাঝে মাঝে সে তার আদল ইনসাফ ও সর্বময় ক্ষমতার দিকটিকে প্রকাশ করার নিমিত্ত ভূ-কম্পন সৃষ্টি করেন। কখনো আগ্নেয়গিরি হতে অগ্নি পাত করেন, কখনো বায়ুকে ঝড় ঝঞ্ঝায় পরিণত করেন। হয়তো-বা কখনো

আকাশে বিদ্যুৎ চমকিয়ে জগতকে শংকিত করেন। কারণ মানুষ যেন আল্লাহর অফুরন্ত দয়ার মধ্যে বাস করে তাঁর আদলের কথা ইনসাফের কথা ভুলে না যায়। বরং তাঁর গজব ও শাস্তির কথা স্মরণ করে এবং ভাবে যে, এগুলো যদি বিদ্রোহী হয়, তাহলে যাদেয় দ্বারা সর্বদা তারা কল্যাণ লাভ করে তাদের দ্বারাই তারা শায়েস্তা হবে। কিন্তু মানুষ এসব চিন্তা করে আল্লাহর পথে ধাবিত হবার পরিবর্তে ঐ বস্তুগুলোর দিকেই ধাবিত হয়। যেরূপ তারা নেয়ামতকে নেয়ামত দাতার মর্যাদা দিয়েছিলো, সেইরূপ তারা নেয়ামতের উপকরণ গুলোকে প্রতিশোধ গ্রহণকারীর মর্যাদা দিয়ে বসলো। যেমন কোন এক বাদশা তার প্রজাদেরকে সর্ববিধ সুখ শান্তিতে রাখলো। মাঝে মাঝে সে প্রজাদেরকে একথা বুঝাবার জন্য সেনা শক্তির প্রদর্শনীও করে দেখায় যে, যে বাদশার নিকট সুখ শান্তির উপায় উপকরণ রয়েছে তার নিকট দুঃখ কষ্ট ও শাস্তি দেয়ারও ব্যবস্থা বর্তমান। কিন্তু প্রজারা এ শক্তিগুলেকেই বাদশা বানিয়ে তাদের প্রতি সন্মান প্রদর্শন ও তাদের বন্দেগীতে লেগে যায় এবং বাদশাকে সম্পূর্ণরূপে এড়িয়ে চলতে থাকে।

এ পথে সেই সব লোকেরাও মাবুদ হয়ে গিয়েছে যাদেরকে আল্লাহর বিরোধীতা ও বিদ্রোহীতা সত্বেও সুযোগ দেওয়া হয়েছে, যাতে করে তারা নিজদের নির্ধারিত পরিণতিতে উপনীত হতে পারে। এ ছাড়া যারা কোন না কোন পর্যায় তাদের অধীনস্ত হয়ে আছে তারা আল্লাহর সাসেকৃত চুক্তি ও অঙ্গীকারের ওপর প্রতিষ্টিত থাকে, না নিজদের দৈহিক ও পার্থিব স্বার্থের জন্য এসব বিদ্রোহীদের সম্মুখে মাথা অবনত করে দেয়, সে পরীক্ষা নেওয়াও এ সুযোগ প্রদানের কারণ। এ কাতারে মানুষের মধ্যে বিদ্রোহীরা যেমন শামিল রয়েছে, তেমনি জ্বিনদের মধ্যে দুষ্ট জ্বিনেরাও শামিল। জগতের সমগ্র ইতিহাসে এহেন অবকাশ ও পরীক্ষার নীতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। ফেরাউন কারুণ নমরুদ হামান আবু লাহাব আবুজেহেল এবং এদের পথে পরিচালিত সমগ্র আল্লাহদ্রোহী মানুষগুলো এক কাতারের মানুষ। আর হযরত নুহ (আঃ) মুসা (আঃ) ইবরাহীম (আঃ) হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম সহ আল্লাহর সকল নেক ও তাওহীদপন্থী মুসলিম বান্দারা দ্বিতীয় কাতারের লোক। এ সংঘর্ষ ও দ্বন্ধ জগতের শুরু থেকেই চলে আসছে এবং আল্লাহর বিধান মাফিক কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। বহুলোক নিজদের আত্মিক দাবীগুলো সম্পর্কে সজাগ থেকেও কোন স্বার্থ ও লোভের বশবর্তী হয়ে অথবা কোন ভয়-ভীতি ও শংসায়ের দরূন এসব আল্লাহদ্রোহী স্বৈরাচারদের বন্দেগী শুরু করে

www.pathagar.com

আকাশে বিদ্যুৎ চমকিয়ে জগতকে শংকিত করেন। কারণ মানুষ যেন আল্লাহর অফুরন্ত দয়ার মধ্যে বাস করে তাঁর আদলের কথা ইনসাফের কথা ভুলে না যায়। বরং তাঁর গজব ও শাস্তির কথা স্মরণ করে এবং ভাবে যে, এগুলো যদি বিদ্রোহী হয়, তাহলে যাদেয় দ্বারা সর্বদা তারা কল্যাণ লাভ করে তাদের দ্বারাই তারা শায়েস্তা হবে। কিন্তু মানুষ এসব চিন্তা করে আল্লাহর পথে ধাবিত হবার পরিবর্তে ঐ বস্তুগুলোর দিকেই ধাবিত হয়। যেরূপ তারা নেয়ামতকে নেয়ামত দাতার মর্যাদা দিয়েছিলো. সেইরূপ তারা নেয়ামতের উপকরণ গুলোকে প্রতিশোধ গ্রহণকারীর মর্যাদা দিয়ে বসলো। যেমন কোন এক বাদশা তার প্রজাদেরকে সর্ববিধ সুখ শান্তিতে রাখলো। মাঝে মাঝে সে প্রজাদেরকে একথা বুঝাবার জন্য সেনা শক্তির প্রদর্শনীও করে দেখায় যে, যে বাদশার নিকট সুখ শান্তির উপায় উপকরণ রয়েছে তার নিকট দুঃখ কষ্ট ও শাস্তি দেয়ারও ব্যবস্থা বর্তমান। কিন্তু প্রজারা এ শক্তিগুলেকেই বাদশা বানিয়ে তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তাদের বন্দেগীতে লেগে যায় এবং বাদশাকে সম্পূর্ণরূপে এড়িয়ে চলতে থাকে।

এ পথে সেই সব লোকেরাও মাবুদ হয়ে গিয়েছে যাদেরকে আল্লাহর বিরোধীতা ও বিদ্রোহীতা সত্বেও সুযোগ দেওয়া হয়েছে, যাতে করে তারা নিজদের নির্ধারিত পরিণতিতে উপনীত হতে পারে। এ ছাড়া যারা কোন না কোন পর্যায় তাদের অধীনস্ত হয়ে আছে তারা আল্লাহর সাসেক্ত চুক্তি ও অঙ্গীকারের ওপর প্রতিষ্টিত থাকে, না নিজদের দৈহিক ও পার্থিব স্বার্থের জন্য এসব বিদ্রোহীদের সম্মুখে মাথা অবনত করে দেয়, সে পরীক্ষা নেওয়াও এ সুযোগ প্রদানের কারণ। এ কাতারে মানুষের মধ্যে বিদ্রোহীরা যেমন শামিল রয়েছে, তেমনি জ্বিনদের মধ্যে দুষ্ট জ্বিনেরাও শামিল। জগতের সমগ্র ইতিহাসে এহেন অবকাশ ও পরীক্ষার নীতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। ফেরাউন কারুণ নমরুদ হামান আবু লাহাব আবুজেহেল এবং এদের পথে পরিচালিত সমগ্র আল্লাহদ্রোহী মানুষগুলো এক কাতারের মানুষ। আর হযরত নুহ (আঃ) মুসা (আঃ) ইবরাহীম (আঃ) হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লাম সহ আল্লাহর সকল নেক ও তাওহীদপন্থী মুসলিম বান্দারা দ্বিতীয় কাতারের লোক। এ সংঘর্ষ ও দ্বন্ধ জগতের শুরু থেকেই চলে আসছে এবং আল্লাহর বিধান মাফিক কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। বহুলোক নিজদের আত্মিক দাবীগুলো সম্পর্কে সজাগ থেকেও কোন স্বার্থ ও লোভের বশবর্তী হয়ে অথবা কোন ভয়-ভীতি ও শংসায়ের দরূন এসব আল্লাহদ্রোহী স্বৈরাচারদের বন্দেগী শুরু করে

www.pathagar.com

দেয়। তাদের সম্মুখে মাথা অবনত করে। তাদের রচিত কলেমা মুখস্ত করে ফেলে। কিন্তু আল্লাহর বহু নেক বান্দা রয়েছেন যারা কোন অবস্থায়ই আল্লাহ তায়ালা ও নিজদের বিবেক আত্মার কাছে লজ্জিত হয় না। তারা নিজেরাই শুধু আল্লাহর সাথে কৃত চুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকেনা, অন্যান্য দেরকেও প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য আন্দোলন চালায় সংগ্রাম করে।

অনিষ্টতা ও ক্ষতিকারক এহেন ভয়-ভীতিই অনিষ্টতা পূজার একটি সতন্ত্র ধর্ম বানিয়ে ফেলেছে। অগ্নি পূজকরা ভাল মন্দের জন্য দু'জন খোদা নির্ধারণ করে তাদের ইবাদত করছে। হিন্দুরা পার্থিব রাজত্বের রূপ-রেখায় জীবন দানকারী জীবন রক্ষাকারী, এবং জীবন হন্তাকারীর এক ত্রিভুজ বা ত্রিতত্ত্ববাদ কায়েম করে নিয়েছে। ইরান ও ভারতীয় জাতিগুলোর মধ্যে প্রাচীন যুগ হতেই দর্শনের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। একারণেই তারা নিজদের নিবুদ্ধিতার ওপর দর্শনের প্রলেপ দিয়ে তা বাজারে চালু করেছে। তা না হলে চিন্তা করে দেখুন যে তাদের মধ্যে যে সব শিরকী ক্রিয়াকাণ্ড পাওয়া যায়, তা সেই পথেই প্রবেশ করেছে যে পথে প্রবেশ করেছে দুনিয়ার অন্যান্য জাতিগুলোর মধ্যে। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো এ জাতিগুলোর মধ্যে দর্শনের প্রভাব প্রতি পত্তি থাকা সত্বে ও সৃষ্টিকুলের বৈপরিত্বের মধ্যে যে সামঞ্জস্যতা রয়েছে সে রহস্যভেদ তাদের কাছে প্রতিভাত হয় না। অথচ এর প্রতিটি বৈপরিত্বের মধ্যে সেই একাত্বতা ও সামঞ্জস্যতা নিহিত, যা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বর্তমান পাওয়া যায়। আল-কুরআন এ তত্ত্বটিকে বিভিন্ন উপায়ে তার বুকে তুলে ধরেছে। এ বিষয় আমি "হাকিকতে তাওহীদ" পুস্তকে বিশদ রূপে আলোচনা করেছি।

এ উদাহরণ কয়টি আমি শুধু পথের দিশা নেয়ার জন্যে উল্লেখ করেছি। এখন মূর্তিপূজার ইতিহাস এ দৃষ্টিকোন নিয়ে পাঠ করুন। আপনি পরিষ্কার রূপে উপলব্ধি করতে পারবেন যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারুর ইবাদত, তা মৃতদের পূজা পার্বনের পদ্ধতিতে হোক বা জীবিতদের ইবাদাতের পদ্ধতিতে হোক, সবকিছু শুধু মানুষের নীচুতা হীনতার পরিণাম বৈ কিছু নয়।

এই নীচুতা হীনতারই একটি রূপ হচ্ছে অন্ধ অনুকরণ। মানুষের বিরাট এক অংশ যেমন নিজদের গুরুতত্ব সম্বর্কে কখনো গভীর চিন্তা ভাবনা করেনি, তেমনি তারা আল্লাহর প্রেরিত বান্দাদের দাওয়াত ও আন্দোলন সম্পর্কে করেনা কোন চিন্তা ভাবনা। তারা বাপ দাদা ও পূর্ব পুরুষদেরকে যেই জঞ্জালের মধ্যে পেয়েছে, সেই পথেই চোখ বুঝে চলতে থাকে। বাপ দাদা ও পূর্ব পুরুষদের পথ থেকে সতন্ত্র কোন পথ বের করা তাদের কাছে খুবই

www.pathagar.com

দেয়। তাদের সম্মুখে মাথা অবনত করে। তাদের রচিত কলেমা মুখস্ত করে ফেলে। কিন্তু আল্লাহর বহু নেক বান্দা রয়েছেন যারা কোন অবস্থায়ই আল্লাহ তায়ালা ও নিজদের বিবেক আত্মার কাছে লজ্জিত হয় না। তারা নিজেরাই শুধু আল্লাহর সাথে কৃত চুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকেনা, অন্যান্য দেরকেও প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য আন্দোলন চালায় সংগ্রাম করে।

অনিষ্টতা ও ক্ষতিকারক এহেন ভয়-ভীতিই অনিষ্টতা পূজার একটি সতন্ত্র ধর্ম বানিয়ে ফেলেছে। অগ্নি পূজকরা ভাল মন্দের জন্য দু'জন খোদা নির্ধারণ করে তাদের ইবাদত করছে। হিন্দুরা পার্থিব রাজত্বের রূপ-রেখায় জীবন দানকারী জীবন রক্ষাকারী, এবং জীবন হন্তাকারীর এক ত্রিভুজ বা ত্রিতত্ত্ববাদ কায়েম করে নিয়েছে। ইরান ও ভারতীয় জাতিগুলোর মধ্যে প্রাচীন যুগ হতেই দর্শনের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। একারণেই তারা নিজদের নিবুদ্ধিতার ওপর দর্শনের প্রলেপ দিয়ে তা বাজারে চালু করেছে। তা না হলে চিন্তা করে দেখুন যে তাদের মধ্যে যে সব শিরকী ক্রিয়াকাণ্ড পাওয়া যায়, তা সেই পথেই প্রবেশ করেছে যে পথে প্রবেশ করেছে দুনিয়ার অন্যান্য জাতিগুলোর মধ্যে। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো এ জাতিগুলোর মধ্যে দর্শনের প্রভাব প্রতি পত্তি থাকা সত্বে ও সৃষ্টিকুলের বৈপরিত্বের মধ্যে যে সামঞ্জস্যতা রয়েছে সে রহস্যভেদ তাদের কাছে প্রতিভাত হয় না। অথচ এর প্রতিটি বৈপরিত্বের মধ্যে সেই একাত্বতা ও সামঞ্জস্যতা নিহিত, যা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বর্তমান পাওয়া যায়। আল-কুরআন এ তত্ত্বটিকে বিভিন্ন উপায়ে তার বুকে তুলে ধরেছে। এ বিষয় আমি "হাকিকতে তাওহীদ" পুস্তকে বিশদ রূপে আলোচনা করেছি।

এ উদাহরণ কয়টি আমি শুধু পথের দিশা নেয়ার জন্যে উল্লেখ করেছি। এখন মূর্তি পূজার ইতিহাস এ দৃষ্টিকোন নিয়ে পাঠ করুন। আপনি পরিষ্কার রূপে উপলব্ধি করতে পারবেন যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারুর ইবাদত, তা মৃতদের পূজা পার্বনের পদ্ধতিতে হোক বা জীবিতদের ইবাদাতের পদ্ধতিতে হোক, সবকিছু শুধু মানুষের নীচুতা হীনতার পরিণাম বৈ কিছু নয়।

এই নীচুতা হীনতারই একটি রূপ হচ্ছে অন্ধ অনুকরণ। মানুষের বিরাট এক অংশ যেমন নিজদের গুরুতত্ব সম্মর্কে কখনো গভীর চিন্তা ভাবনা করেনি, তেমনি তারা আল্লাহর প্রেরিত বান্দাদের দাওয়াত ও আন্দোলন সম্পর্কে করেনা কোন চিন্তা ভাবনা। তারা বাপ দাদা ও পূর্ব পুরুষদেরকে যেই জঞ্জালের মধ্যে পেয়েছে, সেই পথেই চোখ বুঝে চলতে থাকে। বাপ দাদা ও পূর্ব পুরুষদের পথ থেকে সতন্ত্র কোন পথ বের করা তাদের কাছে খুবই

www.pathagar.com

পদ মনে হয়। কিন্তু মানুষ যদি পশুর মত না হয় বরং বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন ও স্বাধীনতা এবং ইখতিয়ারের মালিক মোখতার সম্পন্ন জীব হয়, তাহলে পশু হয়ে থাকা এবং বুদ্ধি বিবেচনাকে অকর্মন্য করে রাখা, তাদের নীচুতা হীনতারই ফলশ্রুতি।

এ জগতে এমন বহু লোক আছেন এবং চলে গিয়েছেন যারা বাপ দাদা ও পূর্ব পুরুষদের রীতি নীতি তরীকা ও জীবন পদ্ধতিকে অন্ধভাবে মেনে নিতে পারেনি। নিজদের জন্য অন্ধ অনুকরণকে তারা অবৈধ মনে করতো। বরং তারা প্রাচীন রীতি নীতি ও তরীকার মধ্যে বহু কিছু পরিবর্তন এনেছেন এবং নিজদের দৃষ্টি ও চিন্তাধারার শক্তি বলে সমসাময়িক গতি প্রবণতার দকটি ফিরিয়ে দিয়েছে। কোন কোন লোক এ পথে বিরাট ত্যাগ তিতিক্ষার পরিচয় দিয়েছেন। এমনকি কোন কোন অতিসাহসী লোক স্বহাস্য বদনে বিষের পেয়ালা পান করে নিয়েছেন। তথাপি এ অন্ধ ভক্তদের কাছে তাওহীদের তত্ত্ব প্রকাশ করতে পারেননি। তারা সেই গোমরাহীর মধ্যেই পড়ে রইলো, যার মধ্যে তাদের জাতি রয়েছে নিপতিত। এর কারণ হলো এদের মধ্যে অধিকাংশ লোক সংকট ও বাঁধা বিপত্তির অনেকগুলো ধাপ অতিক্রম করার পরও জাতি পূজার বাঁধাটিকে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়নি। খালেস ও নির্ভেজাল তাওহীদ পর্যন্ত উপনীত হবার শর্ত হচ্ছে মানুষ মাঝ পথে কোন মাধ্যমের জোড়াতালি লাগাবেনা। এ সৌভাগ্য হয় নবী রাসূলদের লাভ হয়েছে অথবা যারা তাদের আনুগত্যের জন্যে সাহসীকতাপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে এবং আল্লাহ তায়ালার তরফ হতে তাওফীক দান করা হয়েছে, এ সৌভাগ্যের চাবীকাঠী তাদের হাতেই এসেছে।

উপরে আমরা শিরকীর যা কিছু কারণ বর্ণনা করলাম কোরআন মজীদ সহ অন্যান্য আসমানী কিতাবসমূহেও এর ভুরি ভুরি প্রমাণ বর্তমান। কুরআন মজীদে শিরককে "যুলুম" নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে ঃ

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ٥

"নিঃসন্দেহে শিরকী আল্লাহর প্রতি চরম যুলুম বৈ কিছু নয়।"

যুলুম অত্যাচার হচ্ছে ইনসাফের পরিপন্থী কাজের নাম। আর এর অর্থ হচ্ছে কারুর হক্ক ও অধিকার নষ্ট করা হরণ করা। আমি ইতিপূর্বে এ কথা বিশদভাবে আলোচনা করেছি যে মানুষের ওপর সবচেয়ে বড় ও শ্রেষ্ঠ হক হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার হক্ক। সুতরাং তাঁর হক্ক ও অধিকারে কাউকে

www.pathagar.com

পদ মনে হয়। কিন্তু মানুষ যদি পশুর মত না হয় বরং বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন ও স্বাধীনতা এবং ইখতিয়ারের মালিক মোখতার সম্পন্ন জীব হয়, তাহলে পশু হয়ে থাকা এবং বুদ্ধি বিবেচনাকে অকর্মন্য করে রাখা, তাদের নীচুতা হীনতারই ফলশ্রুতি।

এ জগতে এমন বহু লোক আছেন এবং চলে গিয়েছেন যারা বাপ দাদা ও পূর্ব পুরুষদের রীতি নীতি তরীকা ও জীবন পদ্ধতিকে অন্ধভাবে মেনে নিতে পারেনি। নিজদের জন্য অন্ধ অনুকরণকে তারা অবৈধ মনে করতো। বরং তারা প্রাচীন রীতি নীতি ও তরীকার মধ্যে বহু কিছু পরিবর্তন এনেছেন এবং নিজদের দৃষ্টি ও চিন্তাধারার শক্তি বলে সমসাময়িক গতি প্রবণতার দকটি ফিরিয়ে দিয়েছে। কোন কোন লোক এ পথে বিরাট ত্যাগ তিতিক্ষার পরিচয় দিয়েছেন। এমনকি কোন কোন অতিসাহসী লোক স্বহাস্য বদনে বিষের পেয়ালা পান করে নিয়েছেন। তথাপি এ অন্ধ ভক্তদের কাছে তাওহীদের তত্ত্ব প্রকাশ করতে পারেননি। তারা সেই গোমরাহীর মধ্যেই পড়ে রইলো, যার মধ্যে তাদের জাতি রয়েছে নিপতিত। এর কারণ হলো এদের মধ্যে অধিকাংশ লোক সংকট ও বাঁধা বিপত্তির অনেকগুলো ধাপ অতিক্রম করার পরও জাতি পূজার বাঁধাটিকে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়নি। খালেস ও নির্ভেজাল তাওহীদ পর্যন্ত উপনীত হবার শর্ত হচ্ছে মানুষ মাঝ পথে কোন মাধ্যমের জোড়াতালি লাগাবেনা। এ সৌভাগ্য হয় নবী রাসূলদের লাভ হয়েছে অথবা যারা তাদের আনুগত্যের জন্যে সাহসীকতাপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে এবং আল্লাহ তায়ালার তরফ হতে তাওফীক দান করা হয়েছে, এ সৌভাগ্যের চাবীকাঠী তাদের হাতেই এসেছে।

উপরে আমরা শিরকীর যা কিছু কারণ বর্ণনা করলাম কোরআন মজীদ সহ অন্যান্য আসমানী কিতাবসমূহেও এর ভুরি ভুরি প্রমাণ বর্তমান। কুরআন মজীদে শিরককে "যুলুম" নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে ঃ

اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ○

"নিঃসন্দেহে শিরকী আল্লাহর প্রতি চরম যুলুম বৈ কিছু নয়।"

যুলুম অত্যাচার হচ্ছে ইনসাফের পরিপন্থী কাজের নাম। আর এর অর্থ হচ্ছে কারুর হক্ক ও অধিকার নষ্ট করা হরণ করা। আমি ইতিপূর্বে এ কথা বিশদভাবে আলোচনা করেছি যে মানুষের ওপর সবচেয়ে বড় ও শ্রেষ্ঠ হক হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার হক। সুতরাং তাঁর হক্ক ও অধিকারে কাউকে

www.pathagar.com

অংশীদার করা দ্বারা সবচেয়ে বড় ও শ্রেষ্ঠ অধিকারকে নষ্ট ও হরণ করা হয়। এ কারণেই এটাকে চরম যুলুম ও অত্যাচার নাম দেয়া হয়েছে। আর হক্ক ও অধিকার নষ্ট করা যে নীচুতা হীনতার পরিচয় তা সুস্পষ্ট কথা। যেই মান ও শ্রেণীর অধিকার নষ্ট করা হয়, নীচুতা হীনতাও হয় সেই মান ও শ্রেণীর। বস্তুত এ কারণেই প্রাচীন সহীফাসমূহে মুশরেকদেরকে লম্পটদের সাথে তুলনা করা হয়েছে। তাওরীত কিতাবে এ কথা বহু স্থানে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা রব্বুল ইজ্জত অত্যন্ত লজ্জাশীল সত্ত্বা। তোমার স্ত্রী আপর লোকের সাথে মিলন শর্য্যায় শায়িত হোক এটাকে যেমন তুমি কোনক্রমেই বরদাশত করতে পার না, তেমনি আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাগণ অপরের বন্দেগী করুক কোনক্রমেই বরদাশত করেন না। কুরআন মজীদ এ তুলনাটিকে ঠিক অনুরূপভাবে গ্রহণ না করলেও এর বিষয়বস্তুটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেছে। সুতরাং কোন কোন স্থানে মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক মহিলা এবং ব্যভিচারী পুরুষ ও ব্যভিচারী মহিলাকে একই স্থানে উল্লেখ করে ঈরশাদ হয়েছে ঃ

اَلزَّانِىْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً وَّالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا

اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ٥

"ব্যভিচারী পুরুষ ব্যভিচারী মহিলা ও মুশরিক মহিলা ছাড়া বিবাহ করতে পারবে না। আর ব্যভিচারী মহিলারা ব্যভিচারী পুরুষ ও মুশরিক পুরুষ ছাড়া কাহারো সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না। এটা মুমিনদের জন্য হারাম করা হয়েছে।" (সুরা নূর—৩)

দু'টি বস্তুর মিলন কোন যৌথ সম্পর্ক ব্যতীত সম্ভব নয়। এ মূলনীতিটিকে সামনে রেখে চিন্তা করলেই বুঝতে পারা যায় যে, মুশরিক ও লম্পট মহিলাদের মধ্যে একটি গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। লম্পট মহিলা নিজকে একজন পুরুষের কাছে সোপর্দ করে, পক্ষান্তরে স্বীয় সতীত্বকে স্বামীর কাছে সপে দিয়ে তার থেকে সে পেয়ে থাকে খোর পোষ ও বাসস্থান। অতঃপর স্বামীর এ অধিকারে এবং স্বীয় সতীত্বে একজন ভিন্ন পুরুষকে অবৈধভাবে অংশীদার বানিয়ে নেয়। ঠিক এ একই অবস্থা পরিলক্ষিত হয় একজন মুশরিক পুরুষের মধ্যে। সে আল্লাহর রবুবিয়াত ও প্রতিপালকত্বকে মেনে

অংশীদার করা দ্বারা সবচেয়ে বড় ও শ্রেষ্ঠ অধিকারকে নষ্ট ও হরণ করা হয়। এ কারণেই এটাকে চরম যুলুম ও অত্যাচার নাম দেয়া হয়েছে। আর হক্ক ও অধিকার নষ্ট করা যে নীচুতা হীনতার পরিচয় তা সুস্পষ্ট কথা। যেই মান ও শ্রেণীর অধিকার নষ্ট করা হয়, নীচুতা হীনতাও হয় সেই মান ও শ্রেণীর। বস্তুত এ কারণেই প্রাচীন সহীফাসমূহে মুশ-রেকদেরকে লম্পটদের সাথে তুলনা করা হয়েছে। তাওরীত কিতাবে এ কথা বহু স্থানে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা রব্বুল ইজ্জত অত্যন্ত লজ্জাশীল সত্ত্বা। তোমার স্ত্রী আপর লোকের সাথে মিলন শর্য্যায় শায়িত হোক এটাকে যেমন তুমি কোনক্রমেই বরদাশত করতে পার না, তেমনি আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাগণ অপরের বন্দেগী করুক কোনক্রমেই বরদাশত করেন না। কুরআন মজীদ এ তুলনাটিকে ঠিক অনুরূপভাবে গ্রহণ না করলেও এর বিষয়বস্তুটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেছে। সুতরাং কোন কোন স্থানে মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক মহিলা এবং ব্যভিচারী পুরুষ ও ব্যভিচারী মহিলাকে একই স্থানে উল্লেখ করে ঈরশাদ হয়েছে ঃ

الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها

الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ٥

"ব্যভিচারী পুরুষ ব্যভিচারী মহিলা ও মুশরিক মহিলা ছাড়া বিবাহ করতে পারবে না। আর ব্যভিচারী মহিলারা ব্যভিচারী পুরুষ ও মুশরিক পুরুষ ছাড়া কাহারো সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না। এটা মুমিনদের জন্য হারাম করা হয়েছে।" (সূরা নূর—৩)

দু'টি বস্তুর মিলন কোন যৌথ সম্পর্ক ব্যতীত সম্ভব নয়। এ মূলনীতিটিকে সামনে রেখে চিন্তা করলেই বুঝতে পারা যায় যে, মুশরিক ও লম্পট মহিলাদের মধ্যে একটি গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। লম্পট মহিলা নিজকে একজন পুরুষের কাছে সোপর্দ করে, পক্ষান্তরে স্বীয় সতীত্বকে স্বামীর কাছে সপে দিয়ে তার থেকে সে পেয়ে থাকে খোর পোষ ও বাসস্থান। অতঃপর স্বামীর এ অধিকারে এবং স্বীয় সতীত্বে একজন ভিন্ন পুরুষকে অবৈধভাবে অংশী-দার বানিয়ে নেয়। ঠিক এ একই অবস্থা পরিলক্ষিত হয় একজন মুশ-রিক পুরুষের মধ্যে। সে আল্লাহর রবুবিয়াত ও প্রতিপালকত্বকে মেনে

www.pathagar.com

চলার অংগীকার করে 'অবশ্যই' বলে তার আনুগত্য ও বন্দেগী করার চুক্তি সম্পাদন করেছে। তাঁর পৃথিবীতে বসবাস করে, তাঁর প্রদত্ত জীবিকা আহার করে, তাঁর পানি পান করে, তাঁর দেয়া কাপড় পরিধান করে, তার কাছে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর দান। কিন্তু এতকিছু পাওয়া সত্ত্বেও সে বন্দেগী করে অন্যের, কথা মেনে চলে অন্যের। ভালবাসাও প্রেম নিবেদন করে অন্যের কাছে। এ চারিত্রিক অবস্থাটি একজন ব্যভিচারী মহিলারও হতে পারে অথবা একজন মুশরিক পুরুষের ও হতে পারে। আল্লাহর যমীনে এ দু'জন বিশ্বাসঘাতক, একে অপরের জন্য উদাহরণ বিশেষ। এ কারণেই মুশরিকদেরকে আল-কুরআনে তার পরিভাষায় 'খায়েন' বা খেয়ানতকারীরূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আরবী ভাষায় মহিলাদের বিশ্বাসঘাতকতা ও চুক্তিভঙ্গের ক্ষেত্রে খায়েন শব্দটি প্রযোজ্য হওয়াটা একটি প্রসিদ্ধ কথা।

এখানে আমরা এ সুক্ষ্মতত্ত্বটি সম্পর্কে ভালরূপে অবহিত হতে পারি যে, আল্লাহ তায়ালা কুরআন পাকে বার বার বলেছেন—"তিনি যাকে ইচ্ছে সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন কিন্তু শিরকীর গুনাহ কোন অবস্থাতেই ক্ষমা করবেন না।" এ কথা সকলেই জানে যে একজন ভদ্র ও সভ্য স্বামী তার স্ত্রীর সমুদয় ভুল-ভ্রান্তি ও অপরাধ মার্জনা করে দিতে পারেন। কিন্তু তার বিশ্বাসঘাতকতাকে কোনক্রমেই ক্ষমা করতে পারেন না। যদি সে ক্ষমা করে তা'হলে বুঝতে হবে যে সে স্বামী নয়—বরং সে দাউস অসভ্য নির্লজ্য ও নীচু প্রকৃতির লোক। মানুষের লজ্জ্যাশীলতার অবস্থা যখন এই, তখন সেই মহান সত্ত্বার লজ্জাশীলতার কথা কে ধারণা করতে পারে? যার লজ্জাশীলতার আঁচলের সৌন্দর্যের অতিক্ষীণ কিরণ মালায় সমগ্র জগত সতীত্বের সৌন্দর্য মাধুর্য দ্বারা আলোকিত। তিনি সেই বান্দাকে কিরূপে ক্ষমা করতে পারেন, যিনি অপরের বন্দেগীর কলঙ্ক টীকা ললাটে ধারণ করে। তাই ইরশাদ হয়েছে ঃ—

الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝

"তিনি মহা শক্তিধর সর্বময় ক্ষমতাশালী ও চির উন্নত সত্ত্বা। যা কিছু তাঁর সাথে অংশীদার করা হচ্ছে তাথেকে তিনি পবিত্র।"

এ আয়াতের গুণসমূহের মধ্যে বিশেষ করে চিরউন্নত গুণটির প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত। চিন্তা করা উচিত যে অংশীদার ও সমপর্যায়ভুক্ত জিনিসকে কিভাবে পরিত্যাগ করা হয়েছে এবং নিজ সত্ত্বাকে

www.pathagar.com

চলার অংগীকার করে 'অবশ্যই' বলে তার আনুগত্য ও বন্দেগী করার চুক্তি সম্পাদন করেছে। তাঁর পৃথিবীতে বসবাস করে, তাঁর প্রদত্ত জীবিকা আহার করে, তাঁর পানি পান করে, তাঁর দেয়া কাপড় পরিধান করে, তার কাছে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর দান। কিন্তু এতকিছু পাওয়া সত্বেও সে বন্দেগী করে অন্যের, কথা মেনে চলে অন্যের। ভালবাসাও প্রেম নিবেদন করে অন্যের কাছে। এ চারিত্রিক অবস্থাটি একজন ব্যভিচারী মহিলারও হতে পারে অথবা একজন মুশরিক পুরুষের ও হতে পারে। আল্লাহর যমীনে এ দু'জন বিশ্বাসঘাতক, একে অপরের জন্য উদাহরণ বিশেষ। এ কারণেই মুশরিকদেরকে আল-কুরআনে তার পরিভাষায় 'খায়েন' বা খেয়ানতকারীরূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আরবী ভাষায় মহিলাদের বিশ্বাসঘাতকতা ও চুক্তিভঙ্গের ক্ষেত্রে খায়েন শব্দটি প্রযোজ্য হওয়াটা একটি প্রসিদ্ধ কথা।

এখানে আমরা এ সুক্ষ্মতত্বটি সম্পর্কে ভালরূপে অবহিত হতে পারি যে, আল্লাহ তায়ালা কুরআন পাকে বার বার বলেছেন—"তিনি যাকে ইচ্ছে সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন কিন্তু শিরকীর গুনাহ কোন অবস্থাতেই ক্ষমা করবেন না।" এ কথা সকলেই জানে যে একজন ভদ্র ও সভ্য স্বামী তার স্ত্রীর সমুদয় ভুল-ভ্রান্তি ও অপরাধ মার্জনা করে দিতে পারেন। কিন্তু তার বিশ্বাসঘাতকতাকে কোনক্রমেই ক্ষমা করতে পারেন না। যদি সে ক্ষমা করে তা'হলে বুঝতে হবে যে সে স্বামী নয়—বরং সে দাউস অসভ্য নির্লজ্য ও নীচু প্রকৃতির লোক। মানুষের লজ্জ্যাশীলতার অবস্থা যখন এই, তখন সেই মহান সত্বার লজ্জাশীলতার কথা কে ধারণা করতে পারে? যার লজ্জাশীলতার আঁচলের সৌন্দর্যের অতিক্ষীণ কিরণ মালায় সমগ্র জগত সতীত্বের সৌন্দর্য মাধুর্য দ্বারা আলোকিত। তিনি সেই বান্দাকে কিরূপে ক্ষমা করতে পারেন, যিনি অপরের বন্দেগীর কলঙ্ক টীকা ললাটে ধারণ করে। তাই ইরশাদ হয়েছে :—

الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ○

"তিনি মহা শক্তিধর সর্বময় ক্ষমতাশালী ও চির উন্নত সত্বা। যা কিছু তাঁর সাথে অংশীদার করা হচ্ছে তাথেকে তিনি পবিত্র।"

এ আয়াতের গুণসমূহের মধ্যে বিশেষ করে চিরউন্নত গুণটির প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত। চিন্তা করা উচিত যে অংশীদার ও সমপর্যায়ভুক্ত জিনিসকে কিভাবে পরিত্যাগ করা হয়েছে এবং নিজ সত্বাকে

www.pathagar.com

কিরূপ নিরঙ্কুশভাবে পাক পবিত্র রাখা হয়েছে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে যিনি চিরউন্নত তিনি লজ্জ্যাশীল, তিনি ব্যতীত কারুর পক্ষেই কিবরিয়া বা চিরউন্নত হবার গুণটি শোভা পায় না। তাঁর চিরউন্নততা ও লজ্জাশীলতা কোন অংশীদারকে স্বীকৃতি দেয় না পছন্দ করেনা।

ব্যাভিচার ও শিরকীর মধ্যে এহেন সামঞ্জস্যতা থাকার কারণেই আল-কুরআনে শির্‌ককে বহু স্থানে "রেজছূন" (অপবিত্রতা) দ্বারা বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং মুশরিকদেরকে অপবিত্র বলা হয়েছে। আর আল্লাহ তায়ালা এসব বিশ্বাসঘাতকদের হতে তাঁর হরমকে পবিত্র রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। যারা এ অপবিত্রতাকে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছে, আল্লাহ তায়ালা তার হরমে এহেন বিশ্বাসঘাতকদেরকে দেখতে ইচ্ছুক নন। আল্লাহ তায়ালা এ নীতি নির্ধারণ করে রেখেছেন যে, কোন দলে বা সমাজ এ অপবিত্রতাকে গ্রহণ করলে তারা আল্লাহার আযাব ও গজবের মধ্যে নিপতিত হবে। সুতরাং কোন জাতির জন্যে আল্লাহ তায়ালার আযাব ও গজব তখনই নির্ধারিত হয়, যখন তারা শিরকীর মধ্যে লিপ্ত হয়ে পড়ে একথা কালামে পাক দ্বারাই প্রমাণিত। ইরশাদ হচ্ছেঃ

قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي
فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِن
سُلْطَانٍ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ ○

"তিনি বললেন, তোমাদের ওপর তোমাদের প্রভুর পক্ষ হতে রেজছুন ও গজব নাযিল হবে। তোমরা কি আমার সাথে এমন গোটা কয়েক নাম সম্পর্কে বির্তকে অবতীর্ণ হচ্ছো, যা তোমরা ও তোমাদের বাপ দাদাগণ ঠিক করে নিয়েছে এবং যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা কোন দলীল ও সনদ অবতীর্ণ করেননি। সুতরাং তোমরাও অপেক্ষা করতে থাকো এবং আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি।" (সূরা আরাফ—৭১)

শিরকীর দ্বারা আল্লাহ তায়ালার অধিকার নস্যাৎ হবার এটা হচ্ছে সংক্ষিপ্ত বিবরণ। শিরকী স্বয়ং নিজের আত্মার প্রতি বিরাট এক যুলুম এবং একদিকে তা অত্যন্ত নীচুতা হীনতা ও অপমানজনক কাজ—এখন এ দিকটির প্রতি গভীর ভাবে মনোযোগ দিন।

www.pathagar.com

কিরূপ নিরঙ্কুশভাবে পাক পবিত্র রাখা হয়েছে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে যিনি চিরউন্নত তিনি লজ্জাশীল, তিনি ব্যতীত কারুর পক্ষেই কিবরিয়া বা চিরউন্নত হবার গুণটি শোভা পায় না। তাঁর চিরউন্নততা ও লজ্জাশীলতা কোন অংশীদারকে স্বীকৃতি দেয় না পছন্দ করেনা।

ব্যাভিচার ও শিরকীর মধ্যে এহেন সামঞ্জস্যতা থাকার কারণেই আল-কুরআনে শির্‌ককে বহু স্থানে "রেজছূন" (অপবিত্রতা) দ্বারা বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং মুশরিকদেরকে অপবিত্র বলা হয়েছে। আর আল্লাহ তায়ালা এসব বিশ্বাসঘাতকদের হতে তাঁর হরমকে পবিত্র রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। যারা এ অপবিত্রতাকে স্বেচছায় গ্রহণ করেছে, আল্লাহ তায়ালা তার হরমে এহেন বিশ্বাসঘাতকদেরকে দেখতে ইচছুক নন। আল্লাহ তায়ালা এ নীতি নির্ধারণ করে রেখেছেন যে, কোন দলে বা সমাজ এ অপবিত্রতাকে গ্রহণ করলে তারা আল্লাহার আযাব ও গজবের মধ্যে নিপতিত হবে। সুতরাং কোন জাতির জন্যে আল্লাহ তায়ালার আযাব ও গজব তখনই নির্ধারিত হয়, যখন তারা শিরকীর মধ্যে লিপ্ত হয়ে পড়ে একথা কালামে পাক দ্বারাই প্রমাণিত। ইরশাদ হচ্ছেঃ

قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي
فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ
سُلْطَانٍ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ○

"তিনি বললেন, তোমাদের ওপর তোমাদের প্রভুর পক্ষ হতে রেজছুন ও গজব নাযিল হবে। তোমরা কি আমার সাথে এমন গোটা কয়েক নাম সম্পর্কে বির্তকে অবতীর্ণ হচ্ছো, যা তোমরা ও তোমাদের বাপ দাদাগণ ঠিক করে নিয়েছে এবং যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা কোন দলীল ও সনদ অবতীর্ণ করেননি। সুতরাং তোমরাও অপেক্ষা করতে থাকো এবং আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি।" (সূরা আরাফ—৭১)

শিরকীর দ্বারা আল্লাহ তায়ালার অধিকার নস্যাৎ হবার এটা হচ্ছে সংক্ষিপ্ত বিবরণ। শিরকী স্বয়ং নিজের আত্মার প্রতি বিরাট এক যুলুম এবং একদিকে তা অত্যন্ত নীচুতা হীনতা ও অপমানজনক কাজ—এখন এ দিকটির প্রতি গভীর ভাবে মনোযোগ দিন।

www.pathagar.com

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে যেই মহান সম্মান দান করেছেন এবং তাদেরকে যেই শক্তি ও ক্ষমতা দিয়েছেন তারা যদি দু'টি দুর্বলতার মধ্যে অর্থাৎ শিশুকাল ও বৃদ্ধাপনার অসহায়তার মধ্যে নিপতিত না হতো, তাহলে তাদের পক্ষে ফেরাউনী দাবী উত্থাপন করাটাও অসঙ্গত কাজ হতো না। তাদের স্বভাবের মহত্ত্বতা এবং সমগ্র সৃষ্টিকূলের ওপর সম্মান ও মহত্ত্বতার দাবী এটা-ই যে সে কারুর বন্দেগী করার পরিবর্তে নিজেই মাবুদ হবার অভিলাষী হতো। কিন্তু এসব মহত্ত্বতা সত্বেও সে যখন দেখতে পায় যে আমি নিজেকে এ জগতে আনিনি এবং এ জগতে নিজকে ধরে রাখার ক্ষমতা আমার নেই। আমি আসমান যমীনের কোন বস্তু যেমন সৃষ্টি করেনি, তেমনি একটি মশা মাছি সৃষ্টি করার ক্ষমতাও আমার নেই। তখন সে এহেন দুর্বলতা ও অপারগতার পরাশে এবং কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে একনিষ্ঠ মনে এক অদৃশ্য সত্তার সম্মুখে নিজকে সোপর্দ করে। এটা করার কারণ হলো যে এরূপ করতে সে নিজকে বাধ্য দেখতে পায়। এটা না করলে তার মন প্রাণ সুস্থ হয় না এবং তার বিবেক বুদ্ধিও স্বস্থির নিঃশাস ফেলতে পারে না। আর এ সৃষ্টি জগতের মুলতত্ত্ব রহস্যেরও কোন সমাধানে পেঁ ছা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। এ রূপ করার পরই তার মন-প্রাণ সমস্ত অস্থিরতা হতে নিষ্কৃতি পায় এবং তার জ্ঞান জগতের সমস্ত জড়তাও বিদূরীত হয়। সৃষ্টি তত্ত্বের দ্বারোদঘাটনের নিমিত্ত এটাকে সে সাহায্যকারী রূপে পায় এবং এর দ্বারাই সমস্ত জড়তা বিদূরীত হয়। এরপর কোন লোক যদি একথা বলে যে, সেই মহান সত্ত্বা ব্যতীত এমন কিছু রয়েছে যাদের সম্মুখে মাথানত করতে হবে, তা হলে এর প্রমাণ পেশ করা তারই দায়িত্ব, আমাদের নয়। বহু প্রভু মনোনীত করার কোন আকাঙ্ক্ষা আমাদের নেই। আমাদের জন্য একজন প্রভুই যথেষ্ট। কোন গোলাম যখন বহু প্রভুর পভূত্ব ও গোলামীকে পসন্দ করে না, তখন আমরা কেন এ হীনতা ও অপমানিতা গ্রহণ করে বহু প্রভুর বান্দায় পরিণত হবো। আল-কুরআনের ভাষায় বলছি ঃ

أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ○

"বিভিন্ন প্রভুর বান্দা হওয়া উত্তম, না চিরউন্নত সর্বময় কর্তা এক আল্লাহর বান্দা হওয়া উত্তম।" (সূরা ইউসুফ)

ضَرَبَ اللَّهُ رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে যেই মহান সম্মান দান করেছেন এবং তাদেরকে যেই শক্তি ও ক্ষমতা দিয়েছেন তারা যদি দু'টি দুর্বলতার মধ্যে অর্থাৎ শিশুকাল ও বৃদ্ধাপনার অসহায়তার মধ্যে নিপতিত না হতো, তাহলে তাদের পক্ষে ফেরাউনী দাবী উত্থাপন করাটাও অসঙ্গত কাজ হতো না। তাদের স্বভাবের মহত্ত্বতা এবং সমগ্র সৃষ্টিকূলের ওপর সম্মান ও মহত্ত্বতার দাবী এটা-ই যে সে কারুর বন্দেগী করার পরিবর্তে নিজেই মাবুদ হবার অভিলাষী হতো। কিন্তু এসব মহত্ত্বতা সত্বেও সে যখন দেখতে পায় যে আমি নিজেকে এ জগতে আনিনি এবং এ জগতে নিজকে ধরে রাখার ক্ষমতা আমার নেই। আমি আসমান যমীনের কোন বস্তু যেমন সৃষ্টি করেনি, তেমনি একটি মশা মাছি সৃষ্টি করার ক্ষমতাও আমার নেই। তখন সে এহেন দুর্বলতা ও অপারগতার পরাশে এবং কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে একনিষ্ট মনে এক অদৃশ্য সত্ত্বার সম্মুখে নিজকে সোপর্দ করে। এটা করার কারণ হলো যে এরূপ করতে সে নিজকে বাধ্য দেখতে পায়। এটা না করলে তার মন প্রাণ সুস্থ হয় না এবং তার বিবেক বুদ্ধিও স্বস্থির নিঃশাস ফেলতে পারে না। আর এ সৃষ্টি জগতের মুলতত্ত্ব রহস্যেরও কোন সমাধনে পৌঁছা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। এ রূপ করার পরই তার মন-প্রাণ সমস্ত অস্থিরতা হতে নিষ্কৃতি পায় এবং তার জ্ঞান জগতের সমস্ত জড়তাও বিদূরীত হয়। সৃষ্টি তত্ত্বের দ্বারোদঘাটনের নিমিত্ত এটাকে সে সাহায্যকারী রূপে পায় এবং এর দ্বারাই সমস্ত জড়তা বিদুরীত হয়। এরপর কোন লোক যদি একথা বলে যে, সেই মহান সত্ত্বা ব্যতীত এমন কিছু রয়েছে যাদের সম্মুখে মাথানত করতে হবে, তা হলে এর প্রমাণ পেশ করা তারই দায়িত্ব, আমাদের নয়। বহু প্রভু মনোনীত করার কোন আকাঙ্ক্ষা আমাদের নেই। আমাদের জন্য একজন প্রভুই যথেষ্ট। কোন গোলাম যখন বহু প্রভুর পভূত্ব ও গোলামীকে পসন্দ করে না, তখন আমরা কেন এ হীনতা ও অপমানিতা গ্রহণ করে বহু প্রভুর বান্দায় পরিণত হবো। আল-কুরআনের ভাষায় বলছি ঃ

ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار ○

"বিভিন্ন প্রভুর বান্দা হওয়া উত্তম, না চিরউন্নত সর্বময় কর্তা এক আল্লাহর বান্দা হওয়া উত্তম।" (সূরা ইউসূফ)

ضرب الله رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما

www.pathagar.com

لرجل هل يستوين مثلا - الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون ○

"আল্লাহ তায়ালা উদাহরণ পেশ করেন যে, এক লোক যার এমন অনেক অংশীদার রয়েছে যারা পরস্পর ঝগড়া বিবাদ করে। আর এক লোক অপর এক লোকের পক্ষে নিরাপদ ও শান্তশিষ্ট। এ দু'টি উদাহরণ কি সমান? সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। কিন্তু অধিকাংশ লোক একত্ব সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখে না। (সূরা যুমর—২৯)

তাওহীদ তথা এক আল্লাহর ইবাদত করা হচ্ছে মানুষের একটি স্বভাবগত বিষয়—কিন্তু মানুষ তার নফস ও আত্মার কোন মূল্য দিচ্ছে না। মানুষত্বের মহান মর্যাদা লাভ করে নিজের চেয়ে ক্ষুদ্র সেবা দাসদেরকে এবং নিজের মত মানষকেই স্বীয় প্রভু বানিয়ে নেয়। আর স্বীয় আত্মা ও নফসকে এমন জঘন্যভাবে অপমানিত করে, যার চেয়ে বড় অপমান আর কিছুই থাকতে পারে না।

ومن يهن الله فما له من مكرم

"যাকে আল্লাহ অপমানিত করেন তাকে সম্মান করার কেহই থাকে আরনা"।

ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء

"যারা আল্লাহর সাথে শিরকী করে তাদেরকে যেন অসমান হতে নিক্ষেপ করা হলো"

আল্লাহ পাকের এ আয়াত দু'টিতে একথারই ইঙ্গিত বর্তমান।

★

www.pathagar.com

رجلا هل يستويان مثلا ـ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ○

"আল্লাহ তায়ালা উদাহরণ পেশ করেন যে, এক লোক যার এমন অনেক অংশীদার রয়েছে যারা পরস্পর ঝগড়া বিবাদ করে। আর এক লোক অপর এক লোকের পক্ষে নিরাপদ ও শান্তশিষ্ট। এ দু'টি উদাহরণ কি সমান? সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। কিন্তু অধিকাংশ লোক একত্ব সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখে না। (সূরা যুমর—২৯)

তাওহীদ তথা এক আল্লাহর ইবাদত করা হচ্ছে মানুষের একটি স্বভাবগত বিষয়—কিন্তু মানুষ তার নফস ও আত্মার কোন মূল্য দিচ্ছে না। মানুষত্বের মহান মর্যাদা লাভ করে নিজের চেয়ে ক্ষুদ্র সেবা দাসদেরকে এবং নিজের মত মানষকেই স্বীয় প্রভু বানিয়ে নেয়। আর স্বীয় আত্মা ও নফসকে এমন জঘন্যভাবে অপমানিত করে, যার চেয়ে বড় অপমান আর কিছুই থাকতে পারে না।

ومن يهن الله فما له من مكرم

"যাকে আল্লাহ অপমানিত করেন তাকে সম্মান করার কেহই থাকে আরনা"।

ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء

"যারা আল্লাহর সাথে শিরকী করে তাদেরকে যেন অসমান হতে নিক্ষেপ করা হলো"

আল্লাহ পাকের এ আয়াত দু'টিতে একথারই ইঙ্গিত বর্তমান।

★

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com